...ন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে
...গ্রন্থ। প্রায় ৫০০ বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান
...পতিত মানুষদের কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা দান করার
...মায়াপুরে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন
...লেন তখন ভারতের সমস্ত মনীষী ও পণ্ডিতেরা
...রূপে চিনতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন।
...চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত
...হয়েছিল।
...রাজ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"
...ময়ে সারা পৃথিবীকে আজ ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ
...হতুরাই এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
...ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই গ্রন্থটি শ্রীল
...aitanya Caritamrita-এর বাংলা অনুবাদ।
...টি শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য

অন্ত্যলীলা

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত (বারো খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (চার খণ্ড)
গীতার রহস্য
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
শ্রীঈশোপনিষদ
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
জ্ঞান কথা
ভক্তি কথা
ভক্তি রত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (মাসিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর (৭৪১ ৩১৩)
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১ঈ,
দোতলা, ১০ গুরুসদয় রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

(১ম-২০তম পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কর্তৃক

মূল বাংলা শ্লোকের শ্লোকার্থ, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ
এবং বিশদ তাৎপর্য সহ ইংরেজী

Sri Caitanya-Caritamrita

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Sri Caitanya Caritamrita

Antya Lila (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	ঃ	১৯৮৮—৩,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৮৯—২,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৯১—৩,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৩—৩,৫০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	১৯৯৪—৪,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৫—৩,০০০ কপি
সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ	ঃ	২০০৩—২,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

E-mail : shyamrup@pamho.net
Web : www. krishna.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুখ্য গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে যে মহান সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ভারতবর্ষের তথা সারা পৃথিবীর ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই আন্দোলনের সূচনা করেন। এই মহৎ গ্রন্থের অনুবাদক ও ভাষ্যকার এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন মহান ঐতিহ্য সমন্বিত ব্যক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, আধুনিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে তার কালের পটভূমিকায় দর্শন করা হয়—তা এখানে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একজন পুরুষ যিনি ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডির অনেক অনেক উর্ধ্বে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মানুষ যখন নতুনের সন্ধানে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশ ও মহাসমুদ্র আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল এবং জড় ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করছিল, তখন ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে অন্তর্মুখী করে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তার চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধির জন্য এক পারমার্থিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীর সব চাইতে প্রামাণিক তথ্য হচ্ছে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা। বৈদ্য মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রথম চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভৌমলীলার বাকি চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁর কড়চায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদিলীলা রচিত হয়েছে শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চার ভিত্তিতে এবং মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা রচিত হয়েছে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চার ভিত্তিতে।

আদিলীলার প্রথম দ্বাদশটি পরিচ্ছেদ হচ্ছে সমগ্র গ্রন্থটির ভূমিকা। বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবানের অবতার। এই কলিযুগ শুরু হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং জড়বাদ, ভণ্ডামি, কলহ—এগুলি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আরও প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, অধঃপতিত কলিযুগে অধঃপতিত জীবদের সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। তা ছাড়া, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমন্বিত ভূমিকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অংশ-অবতার, মুখ্য পার্ষদ ও তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসারও বর্ণনা করেছেন। আদিলীলার অবশিষ্ট অংশ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জন্মলীলা এবং তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তী গার্হস্থ্যলীলা উল্লেখ

করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যলীলার চপলতা, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহলীলা, দার্শনিক তর্কযুদ্ধ, ব্যাপকভাবে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার এবং মুসলমান শাসকের উৎপীড়নের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন। মধ্যলীলার বিষয়বস্তু সব চাইতে দীর্ঘ। এই অংশটিতে একজন সন্ন্যাসীরূপে, শিক্ষকরূপে, দার্শনিকরূপে, গুরুরূপে ও অধ্যাত্মবাদীরূপে সারা ভারত জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘটনাবহুল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই ছয় বছরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের কাছে তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছেন। তখনকার দিনে অদ্বৈতবাদী, বৌদ্ধ এবং মুসলমান আদি বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতাদের তিনি তর্কে পরাস্ত করে তাদের হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্যসহ তাদের আত্মসাৎ করেছেন। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক নাটকীয় বিবরণও গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অন্ত্যলীলায় নীলাচলে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরের নিকটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ আঠারো বছরের নির্জনলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমের সমাধিতে গভীর থেকে গভীরতর অবস্থায় প্রবেশ করেছেন, যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য বর্ধমান দিব্য উন্মাদনার কথা তাঁর সেই সময়কার নিত্য সহচর স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সাবলীল বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে, যা আধুনিক মনতত্ত্ববিদ এবং প্রপঞ্চবাদীদের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার অতীত।

এই মহাকাব্যটির রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম হয় ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুগামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য। সর্বত্যাগী মহাপুরুষ রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র কার্যকলাপের বর্ণনা শুনে তাঁর স্মৃতিপটে গেঁথে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, তাঁদের বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার বাসনা নিয়ে বৃন্দাবনে যান। কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ দুই শিষ্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁকে তাঁর আত্মহত্যার পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা তাঁদের কাছে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনে ছিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপায় তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জীবন-চরিত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কয়েক জন ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীমুরারিগুপ্তের *শ্রীচৈতন্য চরিত*, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-মঙ্গল* এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-ভাগবত*। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সব চাইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হত। তিনি যখন সেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করছিলেন, তখন গ্রন্থটি আয়তনে অত্যন্ত বড় হয়ে যাবার ভয়ে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেননি, বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনের লীলাগুলি।

সেই সমস্ত লীলা শুনতে আগ্রহী বৃন্দাবনের ভক্তরা মহাত্মা শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে অনুরোধ করেন সেই সমস্ত লীলাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করতে। তাদের অনুরোধে এবং বৃন্দাবনের মদনমোহন বিগ্রহের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করতে শুরু করেন। জীবন-চরিত রূপে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন ও শিক্ষা সমন্বিত এই গ্রন্থটি যেহেতু উৎকর্ষতায় অতুলনীয়, তাই এই গ্রন্থটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন এই গ্রন্থটি রচনা করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় একশর কাছাকাছি এবং তাঁর শরীর অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও দুর্বল। সেই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয় ।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি'—এ বড় বিস্ময় ॥"

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ২/৯০)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। এই মহান গ্রন্থটি মধ্য যুগের ভারতীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন এবং সাহিত্য জগতের একটি বিস্ময়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সংস্করণটি ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারকারী এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবিৎ ও শিক্ষাগুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্যের বাংলা সংস্করণ। তাঁর ভাষ্য তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুভাষ্য এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের ভিত্তিতে রচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর মহান প্রচারক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন আসবে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করার জন্য বাংলা ভাষা শিখবে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি তিনি প্রথম সুসংবদ্ধভাবে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীরভাবে অবগত হওয়ার ফলে ইংরেজী ভাষায় এই সমস্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করার যোগ্যতা তাঁর অতুলনীয়। যে সরল এবং সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি এই অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব অনুবাদ করেছেন তা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকও অনায়াসে এই সুগভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ বহু রঙ্গিন চিত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা বর্ণিত হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে সুমেধা, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ও পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী মানুষদের কাছে এক অমূল্য সম্পদরূপে আদরণীয় হবে।

—প্রকাশক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মিলন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* প্রথম পরিচ্ছেদের কথাসার বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসেছেন, এই শুভ সংবাদ পেয়ে, গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ জগন্নাথপুরী যাত্রা করলেন। শিবানন্দ সেন একটি কুকুরকে পারের খরচা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায়, সেই কুকুরটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে চলে যায়। পরের দিন, শিবানন্দ সেন যখন অন্য সমস্ত ভক্তসহ জগন্নাথপুরীতে পৌছলেন, তখন দেখলেন যে, সেই কুকুরটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত নারকেলের শাঁস-প্রসাদ ভক্ষণ করছে; পরে সেই কুকুরটি উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যায়। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে একত্রে আসতে না পেরে, কিছুদিন পরেই নীলাচলে এসে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত *প্রিয়ঃ সোহয়ম্* শ্লোকটি পড়ে বড়ই আনন্দিত হলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানে এসে শ্রীরূপ গোস্বামী *ললিত-মাধব* ও *বিদগ্ধ-মাধব* নামক দুটি নাটকের প্রবন্ধ আদি শ্লোক শ্রবণ করলেন। রামানন্দ রায় সেই নাটক দুটির অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করে দুটি নাটকই যে সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছে, তা স্থির করলেন। চাতুর্মাস্যের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী, কিছুদিন জগন্নাথপুরীতে রইলেন।

শ্লোক ১

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

পঙ্গুম্—পঙ্গুকে; **লঙ্ঘয়তে**—লঙ্ঘন করায়; **শৈলম্**—পর্বত; **মূকম্**—মূককে; **আবর্তয়েৎ**—আবৃত্তি করাতে পারে; **শ্রুতিম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **যৎকৃপা**—যাঁর কৃপা; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **বন্দে**—বন্দনা করি; **কৃষ্ণচৈতন্যম্**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

যাঁর কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করতে শক্তি দেয় এবং মূককে শ্রুতি শাস্ত্র আবৃত্তি করার যোগ্যতা প্রদান করে, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২ ॥

দুর্গমে—অত্যন্ত দুর্গম; পথি—পথে; মে—আমার; অন্ধস্য—অন্ধের; স্খলৎপাদ—স্খলিত পদ; গতেঃ—গতি; মুহুঃ—বারংবার; স্বকৃপা—তাঁদের কৃপা; যষ্টি—যষ্টি; দানেন—দান করে; সন্তঃ—সেই মহাত্মারা; সন্তু—হউক; অবলম্বনম্—আমার অবলম্বন।

অনুবাদ

সাধুগণ তাঁদের কৃপা-যষ্টি দান করে দুর্গম পথে মুহুর্মুহু স্খলিত পাদ এবং অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।

শ্লোক ৩-৪

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩ ॥
এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্নাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এই ছয় গোস্বামীর চরণ বন্দনা করি, যাতে এই গ্রন্থ রচনায় সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং আমার প্রকৃত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি সারা জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে চান, তাহলে অবশ্যই কুকুর ও শূকর সদৃশ বহু মানুষ তার কাজে নানারকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্ত যদি ষড়্-গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে কৃপাময় গোস্বামীগণ অবশ্যই ভগবানের সেই সেবককে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। যারা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার চেষ্টা করছেন, তাদের যে নানারকম বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি ষড়্-গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তাঁদের কৃপা ভিক্ষা করি, তাহলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিনষ্ট হবে, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত অভিলাষ পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৫

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥

জয়তাম্—জয়যুক্ত হোন; সুরতৌ—পরম কৃপালু; পঙ্গোঃ—পঙ্গু; মম—আমার; মন্দমতেঃ—মন্দমতি সম্পন্ন; গতী—সহায়; মৎ—আমার; সর্বস্ব—সবকিছু; পদ-অম্ভোজৌ—যাঁর পাদপদ্ম; রাধা-মদনমোহনৌ—শ্রীমতি রাধারাণী এবং শ্রীমদনমোহন।

অনুবাদ

আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ৬

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

দীব্যৎ—জ্যোতির্ময়-শোভাবিশিষ্ট; বৃন্দা-অরণ্য—বৃন্দাবনের অরণ্যে; কল্পদ্রুম—কল্পবৃক্ষ; অধঃ—তলে; শ্রীমৎ—শোভাবিশিষ্ট; রত্ন-আগার—রত্ন মন্দিরে; সিংহাসনস্থৌ—সিংহাসনে উপবিষ্ট; শ্রীমৎ—শোভাবিশিষ্ট; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; শ্রীল গোবিন্দদেবৌ—এবং শ্রীগোবিন্দদেব; প্রেষ্ঠ-আলীভিঃ—অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের দ্বারা; সেব্যমানৌ—সেবিত হচ্ছেন; স্মরামি—আমি স্মরণ করি।

অনুবাদ

জ্যোতির্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ তলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করি।

শ্লোক ৭

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমান্—পরম সুন্দর; রাস—রাসনৃত্যের; রস—রসের; আরম্ভী—প্রবর্তক; বংশীবট—বংশীবট নামক; তট—তটে; স্থিতঃ—স্থিত; কর্ষন্—আকর্ষণ করেন; বেণু—বেণুর; স্বনৈঃ—ধ্বনির দ্বারা; গোপীঃ—গোপ-বালিকারা; গোপীনাথঃ—শ্রীগোপীনাথ; শ্রিয়ে—মঙ্গল; অস্তু—বিধান করুন; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

রাসনৃত্যের প্রবর্তক বংশীবটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক ৮

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৯

মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলুঁ বর্ণন ।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আমি সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করছি। এখন আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তলীলা বর্ণনা করছি, ভক্তরা কৃপা করে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১০

মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ ।
পূর্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে, মধ্যলীলায়, আমি সূত্রের আকারে সংক্ষেপে অন্ত্যলীলা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১১

আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ ।
অন্ত্য কোনো কোনো লীলা করিয়াছি বর্ণন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

আমি এখন বার্ধক্য-বশত জরাগ্রস্ত, এবং আমি জানি যে, যেকোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। তাই আমি অন্ত্যলীলার কোন কোন লীলা মধ্যলীলায় বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমি যত দ্রুত সম্ভব শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু, বার্ধক্যহেতু জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ার ফলে, আমি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সারাতিসার—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সারমর্ম ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেছি। আমি সত্তর বছর বয়সে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এখন আমার বয়স আটাত্তর, এবং যে কোন সময় আমার মৃত্যু হতে পারে। আমি যত শীঘ্র সম্ভব শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তা শেষ করার আগে, আমি পাঠকদের লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটি দিয়েছি, যাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে শ্রীমদ্ভাগবতের সারমর্ম তারা আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১২

পূর্বলিখিত গ্রন্থসূত্র-অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ব লিখিত সূত্র অনুসারে, আমি যা উল্লেখ করিনি, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপ-গোসাঞি গৌড়ে বার্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলেন, তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী গৌড়ীয় ভক্তদের কাছে মহাপ্রভুর আগমন বার্তা পাঠালেন।

শ্লোক ১৪

শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংবাদ পেয়ে শচীমাতা এবং অন্য সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং তাঁরা সকলে মিলে নীলাচলে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৫

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডের সমস্ত ভক্তরা, এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, সকলে এসে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১৬

শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান ।
সবারে পালন করে, দেয় বাসা-স্থান ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন তাঁদের সকলের যাত্রার আয়োজন করলেন। তিনি সকলের দেখাশোনা এবং বাসস্থানের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ১৭

এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ-সনে ।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে যাবার সময়, একটি কুকুর শিবানন্দ সেনের সঙ্গে চলতে লাগল। শিবানন্দ সেন সেই কুকুরটিকে খাবার দিয়ে এবং পালন করে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

একদিন একস্থানে নদী পার হৈতে ।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ ১৮ ॥
কুক্কুর রহিলা,—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা ।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন, এক জায়গায় একটি নদী পার হবার সময়, উড়িয়া মাঝি কিছুতেই সেই কুকুরটিকে নৌকায় চড়তে দিতে রাজী হল না। এইভাবে কুকুরটিকে ছেড়ে যেতে শিবানন্দ সেনের অত্যন্ত দুঃখ হল; তাই তিনি মাঝিকে দশ পণ কড়ি দিয়ে কুকুরটিকে নদী পার করালেন।

তাৎপর্য

এক পণ হচ্ছে আশি কড়ি। পূর্বে, এমনকি পঞ্চাশ-যাট বছর আগেও ভারতবর্ষে কাগজের টাকার প্রচলন ছিল না। সস্তা ধাতু দিয়েও মুদ্রা তৈরি হত না, তা তৈরি হত সোনা এবং রূপা দিয়ে। অর্থাৎ, বিনিময়ের মাধ্যম ছিল প্রকৃত মূল্যবান। চার কড়িতে এক গণ্ডা, এবং কুড়ি গণ্ডায় এক পণ। এই কড়িও ছিল বিনিময়ের মাধ্যম; তাই শিবানন্দ সেন কুকুরটিকে নদী পার করাবার জন্য মাঝিকে দশ পণ, বা আট'শ কড়ি দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে একটি পয়সাকেও পুনরায় কড়িতে বিভক্ত করা হত; কিন্তু এখন জিনিষ-পত্রের দাম এত বেড়ে গেছে যে, এক পয়সার বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার দিনে এক পয়সা দিয়ে এত শাক-সব্জী কেনা যেত যে একটি বড় পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট হত। এমনকি ত্রিশ বছর আগেও, শাক-সব্জীর দাম এত কম ছিল যে, এক পয়সার সব্জীতে একটি পরিবারের ভাল মতো চলে যেত।

শ্লোক ২০

একদিন শিবানন্দে ঘাটিয়ালে রাখিলা ।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শিবানন্দ সেন যখন শুল্ক আদায়কারীর কাছে আটকে গেলেন, তাঁর সেবক তখন কুকুরটিকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিল।

শ্লোক ২১

রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে ।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত?'—সেবকে পুছিলে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রিবেলা শিবানন্দ সেন ফিরে এসে ভোজন করার সময় সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুকুরটিকে খেতে দেওয়া হয়েছে তো?"

শ্লোক ২২

কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি' দুঃখী হৈলা ।
কুক্কুর চাহিতে দশ-মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন জানতে পারলেন যে কুকুরটি খেতে দেওয়া হয়নি, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন; এবং কুকুটিকে নিয়ে আসার জন্য তৎক্ষণাৎ দশজন মানুষ পাঠালেন।

শ্লোক ২৩

চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা ।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারা কোথাও কুকুরটিকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলেন; এবং দুঃখিত হয়ে শিবানন্দ সেন সেই রাত্রে উপবাস করলেন।

শ্লোক ২৪

প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাঁহা না পাইল ।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সকালে তারা সর্বত্র কুকুরটিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না; এবং তাতে সমস্ত বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তাৎপর্য

সেই কুকুরটির প্রতি শিবানন্দ সেনের আসক্তি সেই পশুটিকে পরম সৌভাগ্য করেছিল। সেই কুকুরটি ছিল রাস্তার একটি নেড়ী কুকুর। শিবানন্দ সেন যখন সদল-বলে জগন্নাথপুরী

যাচ্ছিলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবে সেই কুকুরটিকে তাদের অনুসরণ করতে দেখে শিবানন্দ সেন তাকেও দলে নেন, এবং অন্যান্য ভক্তদের তিনি যেভাবে পালন করছিলেন, সেই কুকুরটিকেও সেই ভাবে পালন করতে থাকেন। একসময়, নদী পার হবার সময় যখন মাঝি কুকুরটিকে নৌকায় তুলতে রাজি না হয়, তখন শিবানন্দ সেন সেই কুকুরটিকে ফেলে চলে না গিয়ে মাঝিকে দশ পণ কড়ি দিয়ে সেই কুকুরটিকে নদী পার করিয়েছিলেন। তারপর একসময় যখন তার ভৃত্য কুকুরটিকে খেতে দিতে ভুলে যায়; তখন শিবানন্দ সেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দশজন মানুষকে পাঠিয়ে ছিলেন তাকে খুঁজে আনতে। তারা যখন তাকে খুঁজে পেল না, তখন শিবানন্দ সেন উপবাস করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে শিবানন্দ সেন সেই কুকুরটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে কুকুরটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে তার সিদ্ধ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—"তুমি তো ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে" (শরণাগতি—১৯)। এইভাবে তিনি বৈষ্ণবের কুকুর হতে চেয়েছেন। বৈষ্ণবের পোষা পশুর বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোন না কোন ক্রমে বৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হওয়ার এমনই সুফল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও গেয়েছেন—"কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস" (শরণাগতি—১১)। বারবার জন্ম গ্রহণ করার কোন ক্ষতি নেই, যদি বৈষ্ণবের দাসত্ব করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন-পোষণ করেছিলেন। তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে প্রার্থনা করতেন যাতে আমরা ভবিষ্যতে তাঁর সেবক হতে পারি। তাই কোন না কোন ক্রমে আমরা এখন তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছি।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, একটি কুকুররূপে পর্যন্ত আমাদের বৈষ্ণবের শরণাগত হতে হবে। তার ফলে বৈষ্ণবের অনুগত উত্তম ভক্ত যে ফল লাভ করে সেই ফলই লাভ হবে।

শ্লোক ২৫

উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে ।
পূর্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর উৎকণ্ঠায় তাঁরা সকলে জগন্নাথপুরীতে এলেন এবং পূর্ববৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৬

সবা লঞা কৈলা জগন্নাথ দরশন ।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের সকলকে নিয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন, এবং সেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে ভোজন করলেন।

শ্লোক ২৭

পূর্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা-স্থানে ।
প্রভু-ঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ববৎ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানে তাঁদের পাঠালেন, এবং পরের দিন সকালবেলা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন।

শ্লোক ২৮

আসিয়া দেখিল সবে সেই ত কুক্কুরে ।
প্রভু-পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে এসে তাঁরা দেখলেন যে সেই কুকুরটি মহাপ্রভুর পাশে, অল্প দূরে বসে আছে।

শ্লোক ২৯

প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা ।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ'—বলেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কুকুরটিকে নারিকেলের শাঁস প্রসাদ দিচ্ছেন, এবং হেসে বলছেন, 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' বল।"

শ্লোক ৩০

শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার ।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

কুকুরটিকে এইভাবে নারিকেলের শাঁস খেতে দেখে, এবং বারবার 'কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করতে দেখে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৩১

শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা ।
দৈন্য করি' নিজ-অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

কুকুরটিকে দেখে শিবানন্দ সেন তাকে দণ্ডবৎ করলেন, এবং অত্যন্ত দৈন্য সহকারে তাঁর অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা ।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, কেউ আর সেই কুকুরটিকে দেখতে পেল না, কেননা সেই কুকুরটি তার সিদ্ধ-দেহ প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গ, তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। বৈষ্ণবের কৃপার প্রভাবে একটি কুকুর পর্যন্ত এই ফল লাভ করতে পারে। তাই, প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা। একটু সেবা করার ফলে, এমনকি প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে, সকলেই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন; সুতরাং ভগবানের নাম কীর্তন করা এবং ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে নৃত্য করার ফলে যে কি লাভ হয়, তা আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। তাই ইসকনের সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করা হয় তারা যেন বৈষ্ণবে পরিণত হয়; যাতে তাদের কৃপার প্রভাবে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারে, এমনকি তাদের অজ্ঞাতসারে সকলকেই কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা ভগবানের 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। এই পন্থা, অজ্ঞাতভাবেও অনুসরণ করলে, একটি পশু পর্যন্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৩

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন ।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাঞা করিলা মোচন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এমনই অদ্ভুত শচীনন্দনের দিব্য-লীলা, কুকুরকে পর্যন্ত কৃষ্ণ উচ্চারণ করিয়ে, তিনি ভববন্ধন মোচন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। তিনি কৃষ্ণ-লীলার নাটক রচনা করতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ৩৫

বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা ।
মঙ্গলাচরণ 'নান্দী-শ্লোক' তথাই লিখিলা ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে তিনি নাটকটি রচনা শুরু করলেন। সেখানে তিনি মঙ্গলাচরণ সূচক 'নান্দী-শ্লোক' লিখলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *নাটকচন্দ্রিকার* উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

প্রস্তাবনায়স্তু মুখে নান্দী কার্যা শুভাবহা ।
আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দেশান্যতমান্বিতা ॥
অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিংবা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ ।
চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা ।
মঙ্গলং চক্রকমলচকোরকুমুদাদিকম্ ॥

তেমনই, *সাহিত্য-দর্পণের* ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৮২ শ্লোকে তিনি বলেছেন—

আশীর্বচন সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে ।
দেবদ্বিজ নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥

নাটকের আরম্ভে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক পঠিত হয়, তাকে 'নান্দী শ্লোক' বলে।

শ্লোক ৩৬

পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে ।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়দেশে যাওয়ার পথে শ্রীল রূপ গোস্বামী ভাবছিলেন কিভাবে তিনি নাটকটি রচনা করবেন; এবং সংক্ষেপে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি লিখে রাখছিলেন।

শ্লোক ৩৭

এইমতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা ।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে দুইভাই, রূপ এবং অনুপম, গৌড়দেশে পৌঁছলেন, কিন্তু গৌড়দেশে পৌঁছনোর পর অনুপম পরলোক গমন করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে, গঙ্গার তীরে মৃত্যু না হলেও, বলা হত যে তার গঙ্গা-প্রাপ্তি হয়েছে। মৃত্যুর পর গঙ্গার তীরে দেহটি দাহ করা হিন্দুদের প্রচলিত রীতি, কেননা গঙ্গার তীরে মৃত্যু হলে আত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যায়, যেখান থেকে গঙ্গা উদ্ভূত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন ।
প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাত্রা করলেন, কেননা মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৯

অনুপমের লাগি' তাঁর কিছু বিলম্ব হইল ।
ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

অনুপমের মৃত্যু হবার ফলে রূপ গোস্বামীর কিছু বিলম্ব হয়েছিল, এবং তাই তিনি যখন নবদ্বীপে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তখন দেখলেন যে তাঁরা সকলে জগন্নাথপুরী চলে গেছেন।

শ্লোক ৪০

উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামাপুর'-নামে গ্রাম ।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

উড়িষ্যা দেশে সত্যভামাপুর নামক একটি গ্রাম আছে; শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই গ্রামে এক রাত্রি বিশ্রাম করলেন।

তাৎপর্য

উড়িষ্যার কটক জেলায় সত্যভামাপুর নামক একটি স্থান আছে। এই গ্রামটি জান্‌কাদেইপুরের নিকটে অবস্থিত।

শ্লোক ৪১-৪২

রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী ।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা বহু কৃপা করি' ॥ ৪১ ॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন ।
আমার কৃপাতে নাটক হৈবে বিলক্ষণ ॥" ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রে রূপ গোস্বামী স্বপ্নে দেখলেন যে এক দিব্যরূপা নারী তাঁর সম্মুখে এসে বহু কৃপা করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন—"আমার নাটক তুমি পৃথকভাবে রচনা কর। আমার কৃপায় সেই নাটকটি বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত হবে।"

শ্লোক ৪৩

স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিলা বিচার ।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্বপ্ন দেখে শ্রীল রূপ গোস্বামী বিচার করলেন, সত্যভামাদেবী তাকে পৃথক নাটক রচনা করার আদেশ দিলেন।

শ্লোক ৪৪

ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা ।
দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভাবলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা এবং দ্বারকা-লীলা একত্রে রচনা করেছি। এখন আমি তা পৃথকভাবে দুটি নাটকের আকারে রচনা করব।"

শ্লোক ৪৫

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে ।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি অচিরেই নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন; এবং সেখানে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানে গেলেন।

শ্লোক ৪৬

হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহুকৃপা কৈলা ।
'তুমি আসিবে,—মোরে প্রভু যে কহিলা' ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁকে স্নেহ ও প্রীতি সহকারে বহু কৃপা করলেন, এবং বললেন, "তুমি আসবে, মহাপ্রভু তা আমাকে বলেছেন।"

শ্লোক ৪৭

'উপল-ভোগ' দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে ।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের 'উপল-ভোগ' দর্শন করার পর, প্রতিদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করতে আসতেন। সেদিন আচম্বিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন।

শ্লোক ৪৮

'রূপ দণ্ডবৎ করে',—হরিদাস কহিলা ।
হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেখানে এলেন, তখন রূপ গোস্বামী তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন, "রূপ আপনাকে দণ্ডবৎ করছে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৪৯

হরিদাস-রূপে লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে ।
কুশল-প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন হরিদাস ঠাকুর এবং রূপ গোস্বামীর সঙ্গে একত্রে বসলেন; তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে, তিনি বহুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করলেন।

শ্লোক ৫০-৫২

সনাতনের বার্তা যবে গোসাঞি পুছিল ।
রূপ কহে,—'তার সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫০ ॥

আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ, তিঁহো রাজপথে ।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫১ ॥
প্রয়াগে শুনিলুঁ,—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে ।'
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি' কৈল নিবেদনে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সনাতন গোস্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রূপ গোস্বামী তাঁকে জানালেন, "তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি গঙ্গার পথ ধরে এসেছি, আর তিনি রাজপথ দিয়ে গেছেন; তাই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। প্রয়াগে পৌঁছে আমি শুনলাম তিনি বৃন্দাবনে গেছেন।" তারপর শ্রীল রূপ গোস্বামী, মহাপ্রভুকে অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তির কথা জানালেন।

শ্লোক ৫৩

রূপে তাহাঁ বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা ।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর থাকবার স্থান নির্ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন মহাপ্রভুর সমস্ত সঙ্গী-ভক্তরা এসে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৫৪

আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁর সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে রূপ গোস্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৫৫

সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁদের সকলের শ্রীচরণ বন্দনা করলেন, এবং তাঁরা সকলে কৃপা করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৫৬-৫৭

'অদ্বৈত নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে' ।
প্রভু কহে—'রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫৬ ॥
তোমা-দুঁহার কৃপাতে ইহাঁর হউ তৈছে শক্তি ।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥' ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "তোমরা দুইজনে সর্বান্তঃকরণে রূপকে কৃপা কর। তোমাদের দুজনের কৃপায় তার এমন শক্তি হোক যে, সে যেন কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণনা করতে পারে।"

শ্লোক ৫৮

গৌড়িয়া, উড়িয়া, যত প্রভুর ভক্তগণ ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত গৌড়ীয় এবং উড়িয়া ভক্ত ছিলেন, রূপ গোস্বামী তাঁদের সকলের স্নেহের পাত্র হলেন।

শ্লোক ৫৯

প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে ।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুই জনে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন; এবং মন্দিরে যে প্রসাদ তিনি পেতেন, তা তিনি রূপ গোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুরকে দিয়ে যেতেন।

শ্লোক ৬০

ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহা সনে করি' কতক্ষণ ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের দুজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করতে যেতেন।

শ্লোক ৬১

এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার ।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রতিদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে রূপ গোস্বামী অপার আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

ভক্তগণ লঞা কৈলা গুণ্ডিচা মার্জন ।
আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আইটোটা নামক উদ্যানে বনভোজন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্বভক্তজন ।
দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের প্রসাদ ভোজন করে হরিনাম কীর্তন করতে দেখে হরিদাস ঠাকুর এবং রূপ গোস্বামী উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৪

গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা ।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দকে দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের কাছে তাঁর প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসাদ পেয়ে ভগবদ্-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাঁরা দুজনে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৫-৬৬

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা ।
সর্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৬৫ ॥
"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে ।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন সর্বজ্ঞ শিরোমণি মহাপ্রভু তাঁকে বললেন—"কৃষ্ণকে ব্রজের বাহিরে নিয়ে যেও না, ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কখনও যান না।'

শ্লোক ৬৭

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; অন্যঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দন থেকে ভিন্ন, বাসুদেব; যদুসম্ভূতঃ—যদু-কুলোদ্ভূত; যঃ—যিনি; পূর্ণঃ—পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণ; সঃ—তিনি; অস্তি—হন; অতঃ—(বাসুদেব) থেকে; পরঃ—ভিন্ন; বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; সঃ—তিনি; কচিৎ—কখনো; নৈব গচ্ছতি—যান না।

অনুবাদ

"যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব কৃষ্ণ, অতএব তিনি—ব্রজেন্দ্রনন্দন থেকে পৃথক; তিনি মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোথাও যান না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থেও (১/৫/৪৬১) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ।
রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করতে গেলেন; এবং তা শুনে রূপ গোস্বামী অন্তরে বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৬৯

"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল ।
জানিলু, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী মনে মনে বিচার করলেন—"সত্যভামাদেবী আমাকে দুটি ভিন্ন নাটক রচনা করতে আদেশ করেছিলেন। এখন জানতে পারলাম যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আমাকে পৃথক নাটক রচনা করতে আদেশ দিলেন।

শ্লোক ৭০

পূর্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা ।
দুইভাগ করি এবে করিমু ঘটনা ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে দুটি নাটক একত্রে রচনা করা হয়েছিল; এখন তাদের আমি দু'ভাগে ভাগ করব।

শ্লোক ৭১

দুই 'নান্দী' 'প্রস্তাবনা', দুই 'সংঘটনা' ।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নান্দী', 'প্রস্তাবনা' এবং 'সংঘটনা', আমি ভেবে চিন্তে পৃথকভাবে লিখব।"

তাৎপর্য

সেই দুটি নাটক *বিদগ্ধ-মাধব* এবং *ললিত-মাধব*। *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে বৃন্দাবন লীলা বর্ণিত হয়েছে, এবং *ললিত-মাধব* নাটকে দ্বারকা ও মথুরা লীলা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৭২

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা ।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্তন দেখিলা ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

রথযাত্রার সময় রূপ গোস্বামী শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন; এবং রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তন দেখলেন।

শ্লোক ৭৩

প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি ।
সেই শ্লোকার্থ লঞা শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্লোকটি আবৃত্তি করছিলেন তা শুনে রূপ গোস্বামী সেই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করে সেখানেই একটি শ্লোক রচনা করলেন।

শ্লোক ৭৪

পূর্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে আমি এই ঘটনার কথা বর্ণনা করেছি, তবুও আমি সংক্ষেপে কিছু বলব।

শ্লোক ৭৫

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্তনে ।
কেনে শ্লোক পড়ে—ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করার সময় একটি সাধারণ শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন; এবং কেউই বুঝতে পারছিল না কেন তিনি সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করছেন।

শ্লোক ৭৬

সবে একা স্বরূপ গোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে ।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

কেবল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই শ্লোকটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন; এবং তিনি সেই শ্লোকটির অনুরূপ পদ কীর্তন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আস্বাদন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৭

রূপ-গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায় ।
সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু, শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন; এবং তিনি একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করেছিল।

শ্লোক ৭৮

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; কৌমার-হরঃ—কৌমার কালে যে আমার হৃদয় হরণ করেছিলেন; সঃ—তিনি; এব হি—অবশ্যই; বরঃ—পতি; তাঃ—এই সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; চৈত্র-ক্ষপাঃ—চৈত্রমাসে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি; তে—তারা; চ—এবং; উন্মীলিত—প্রস্ফুটিত; মালতী—মালতী-পুষ্প; সুরভয়ঃ—সৌরভ; প্রৌঢ়াঃ—পূর্ণ; কদম্ব—কদম্ব পুষ্পের সৌরভ; অনিলাঃ—সমীরণ; সা—সেই; চ—ও; এব—নিশ্চিতভাবে; অস্মি—আমি; তথাপি—তবুও; তত্র—সেখানে; সুরত-ব্যাপার—অন্তরঙ্গ-ভাবের বিনিময়ে; লীলা—লীলাবিলাস; বিধৌ—

আচরণে; রেবা—রেবা নামে নদী; রোধসি—তটে; বেতসী—বেতসী গাছের তলায়; তরুতলে—গাছের নীচে; চেতঃ—আমার চিত্ত; সমুৎকণ্ঠতে—উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ

"যিনি কৌমার-কালে রেবা নদীর তীরে আমার চিত্ত হরণ করেছিলেন, তিনি এখন আমার পতি হয়েছেন। এখন সেই চৈত্র মাসের জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে, সেই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সৌরভও রয়েছে; আর সেই মধুর সমীরণ কদম্ব কানন থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরত-ব্যাপার-লীলাকার্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবা নদীর তীরে বেতসী তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবৃত্তি করছিলেন।

শ্লোক ৭৯

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়ঃ—অতি প্রিয়; সঃ—সে; অয়ম্—এই; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সহ-চরি—হে প্রিয় সখী; কুরু-ক্ষেত্রে-মিলিতঃ—কুরুক্ষেত্রে যার সঙ্গে মিলন হয়েছে; তথা—ও; অহম্—আমি; সা—সেই; রাধা—রাধারাণী; তৎ—সেই; ইদম্—এই; উভয়োঃ—আমাদের দুজনে; সঙ্গম-সুখম্—মিলনের আনন্দ; তথাপি—তবুও; অন্তঃ—অন্তরে; খেলন্—ক্রীড়ারত; মধুর—মধুর; মুরলী—বাঁশি; পঞ্চম—পঞ্চম সুর; জুষে—উৎফুল্ল; মনঃ—মন; মে—আমার; কালিন্দী—যমুনার; পুলিন—তটে; বিপিনায়—বৃক্ষরাজি; স্পৃহয়তি—আকাঙ্ক্ষা করছে।

অনুবাদ

(এটি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি) "হে সহচরি, আমার সেই অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হয়েছে, আমিও সেই রাধা; আর এখন আমাদের মিলন হয়েছে। তা অত্যন্ত সুখকর, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম সুরে আনন্দ প্লাবিত যমুনা তীরের বনের জন্য আমার চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন। তাঁর *পদ্যাবলীতে* (৩৮৬) এই শ্লোকটি সংযোজন করা হয়েছে।

শ্লোক ৮০

তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা ।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোসাঞি গেলা ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

একটি তাল পাতায় এ শ্লোকটি লিখে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেটি তাঁর ঘরের চালে গুঁজে রেখে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮১

হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ।
চালে শ্লোক দেখি প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এলেন, এবং ঘরের চালে গুঁজা একটি তালপাতায় সেই শ্লোকটি দেখে তিনি তা পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ৮২

শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
হেনকালে রূপ-গোসাঞি স্নান করি' আইলা ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্লোকটি পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আবিষ্ট হলেন; এবং সেই সময় রূপ গোস্বামী স্নান করে সেখানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৮৩-৮৪

প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ।
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥ ৮৩ ॥
'গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলা কেমনে?'
এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে রূপ গোস্বামী প্রাঙ্গণে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নেহে তাকে চাপড় মেরে বলতে লাগলেন—"আমার হৃদয় অত্যন্ত গূঢ়। কিভাবে তুমি আমার অন্তরের কথা জানলে?" এই বলে তিনি রূপ গোস্বামীকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৮৫-৮৭

সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা ।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৮৫ ॥
'মোর অন্তর-বার্তা রূপ জানিল কেমনে?'
স্বরূপ কহে—"জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥ ৮৬ ॥

অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান ।
তুমি পূর্বে কৃপা কৈলা, করি অনুমান ॥" ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে দেখালেন, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার হৃদয়ের কথা রূপ কিভাবে জানল?" স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন তাঁকে বললেন,—"বুঝতে পারছি যে তুমি রূপকে কৃপা করেছ। তা না হলে এই শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি অনুমান করছি যে তুমি নিশ্চয়ই পূর্বেই তাকে কৃপা করেছ।"

শ্লোক ৮৮

প্রভু কহে'—"ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল ।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা ত' হইল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "তাঁর সঙ্গে প্রয়াগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাকে যোগ্য পাত্র জেনে আমি তাকে কৃপা করেছিলাম।

শ্লোক ৮৯

তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলুঁ উপদেশ ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥" ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম। তুমিও তাকে কৃপা করে, বিশেষভাবে রসতত্ত্ব দীক্ষা দিও।"

শ্লোক ৯০

স্বরূপ কহে—"যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ ।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবহিঁ জানিলুঁ ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন, " এই অপূর্ব শ্লোকটি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছ।

শ্লোক ৯১

'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥" ৯১ ॥

ফলেন—ফলের দ্বারা; ফল-কারণম্—ফলের কারণ; অনুমীয়তে—অনুমান করা যায়।

শ্লোক ৯২

"স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং
নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥" ৯২ ॥

স্বর্গ-অপগা—স্বর্গলোকে প্রবাহিত গঙ্গা ধারার; **হেম**—স্বর্ণ; **মৃণালিনীনাম্**—পদ্মফুলের; **নানা**—বিবিধ; **মৃণাল-অগ্র-ভুজঃ**—পদ্ম বৃন্ত ভোজী; **ভজামঃ**—আমরা প্রাপ্ত হয়েছি; **অন্ন-অনুরূপাম্**—আহার্য অনুরূপ; **তনু-রূপ-ঋদ্ধিম্**—দেহ লাবণ্য সমৃদ্ধি; **কার্যম্**—ফল; **নিদানাৎ**—আদি কারণ থেকে; **হি**—অবশ্যই; **গুণান্**—গুণাবলী; **অধীতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

" 'স্বর্গলোকে প্রবাহিত গঙ্গায় যে স্বর্ণকমল প্রস্ফুটিত হয়, আমরা তার অগ্রভাগ আহার করি, তাই আমরা তদনুরূপ দেহ সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়েছি; কেননা, নিদান অনুসারে গুণ সমূহের উদয় হয়।' "

তাৎপর্য

দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য, কার্যকলাপ এবং গুণাবলী নির্ভর করে কর্ম ফলের উপর। জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে; এবং *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) উল্লেখ করা হয়েছে—*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।* অর্থাৎ, সৎ অথবা অসৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ হয় জড়া-প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে। তাই যারা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি বা পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করতে আগ্রহী, তাদের অবশ্যই কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এই ধরনের খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক, বা জড় জগতের সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, কিন্তু তা যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয় তখন তা চিন্ময়ত্ব লাভ করে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কৃষ্ণ-প্রসাদ বিতরণ করে, এবং যারা এই অপ্রাকৃত প্রসাদ গ্রহণ করে তারা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবে। এটি একটি অতি বিজ্ঞান সম্মত পন্থা, যা *নল নৈষধ* (৩/১৭) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে বর্ণিত হয়েছে—*কার্যং নিদানাদ্ধি গুণান্ অধীতে।* কেউ যদি সত্ত্বগুণে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, তাহলে অবশ্যই তার সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি বিকশিত হবে এবং অবশেষে তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবেন।

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে সমাজের নেতাদের, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের দেহ অত্যন্ত কলুষিত। এ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১২/১/৪০) বর্ণনা করা হয়েছে—

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥

এই ধরনের নেতাদের আহারের কোন শুচিতা থাকবে না। রাজনৈতিক নেতারা একত্রিত হয়ে মদ্যপান করে পরস্পরের শুভ কামনা করে, যা এত কলুষিত এবং পাপময় যে,

মদ্যপ এবং মাংসাশীদের মনোবৃত্তি তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। বিভিন্ন গুণের আহারের কথা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যারা অন্ন, শাক-সব্জী, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং ফল-মূল আহার করে তারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। তাই আমরা যদি শান্তি ও সমৃদ্ধ সম্পন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি কামনা করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই তেমন মানুষদের নেতৃত্বের পদে বরণ করতে হবে যারা কৃষ্ণ-প্রসাদ আহার করেন। তা না হলে নেতারা মাছ, মাংস খাবে ও সুরা পান করবে, এবং তার ফলে তারা *অসংস্কৃতা* বা অসংশোধিত, এবং *ক্রিয়াহীনা* বা পারমার্থিক আচার রহিত হবে। অর্থাৎ, তাদের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত অশুচি হবে। এই ধরনের নেতারা জনসাধারণের উপর অত্যধিক কর আরোপ করে তাদের শোষণ করবে, এবং এইভাবে তারা প্রজাদের ভরণ-পোষণ করার পরিবর্তে তাদের সর্বস্ব গ্রাস করবে। এই ধরনের অশুচি ও ম্লেচ্ছ এবং যবন নেতাদের কর্তৃত্বাধীনে যে সরকার, তার কাছ থেকে আমরা কোন রকম যোগ্যতা প্রত্যাশা করি না।

শ্লোক ৯৩

চাতুর্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা ।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

চাতুর্মাস্যের পর গৌড়ের বৈষ্ণবেরা গৌড়ে ফিরে গেলেন; কিন্তু রূপ-গোস্বামী জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে রইলেন।

শ্লোক ৯৪

একদিন রূপ করেন নাটক লিখন ।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন তাঁর নাটক লিখছিলেন, তখন হঠাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৯৫

সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা ।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং রূপ গোস্বামী, উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে সম্ভ্রম সহকারে উঠে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন; এবং তাদের দুজনকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসনে বসলেন।

শ্লোক ৯৬

'ক্যা পুঁথি লিখ?' বলি' একপত্র নিলা।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন রূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পুঁথি লিখছ?" এই বলে তিনি পাণ্ডুলিপির একটি পাতা তুলে নিলেন, এবং তার অপূর্ব সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৯৭

শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামীর হস্তাক্ষর ঠিক যেন মুক্তার পাঁতির মতো। প্রীত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার হস্তাক্ষরের স্তুতি করলেন।

শ্লোক ৯৮

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক, প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পত্রে যে শ্লোকটি লেখা ছিল, তা পড়া মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ৯৯

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৯৯ ॥

তুণ্ডে—মুখে; **তাণ্ডবিনী**—তাণ্ডব নৃত্য; **রতিম্**—স্পৃহা; **বিতনুতে**—প্রকাশ করে; **তুণ্ড-আবলী-লব্ধয়ে**—বহু মুখ প্রাপ্ত হওয়ার; **কর্ণক্রোড়**—কর্ণকুহরে; **কড়ম্বিনী**—অঙ্কুরিত হওয়া; **ঘটয়তে**—প্রকাশ করে; **কর্ণ-অর্বুদেভ্যঃ-স্পৃহাম্**—লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার বাসনা; **চেতঃ প্রাঙ্গণ**—হৃদয় প্রাঙ্গণে; **সঙ্গিনী**—সঙ্গিনী; **বিজয়তে**—পরাজিত করে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়াণাম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **কৃতিম্**—কার্যকলাপ; **নো জানে**—আমি জানি না; **জনিতা**—উৎপাদিতা; **কিয়দ্ভিঃ**—কি পরিমাণে; **অমৃতৈঃ**—অমৃতের দ্বারা; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ নাম; **ইতি**—এইভাবে; **বর্ণদ্বয়ী**—বর্ণদ্বয়।

অনুবাদ

" 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কত অমৃতের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তা আমি জানি না। যখন এই নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন মনে হয় তা যেন মুখে নৃত্য করছে। তখন বহু মুখ পাওয়ার ইচ্ছা হয়। সেই নাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার স্পৃহা জন্মায়; এবং যখন এই দিব্যনাম চিত্ত প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনী রূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজিত করে, এবং তাই তখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনাকারী, শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচিত *বিদগ্ধ-মাধব* নামক সাতটি অংক সমন্বিত নাটকে (১/১৫) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০০

শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শুনে হরিদাস ঠাকুর, শ্লোকটির অর্থের প্রশংসা করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০১

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণনামের মহিমা ভক্তের মুখে শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে জানা যায়; কিন্তু নামের এই প্রকার মাধুরী আমি কোথাও এর আগে শুনিনি।

তাৎপর্য

পদ্ম-পুরাণে বলা হয়েছে *অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ।* জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ বা কীর্তন করা যায় না। ভগবানের নাম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাই তা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করতে হয় এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা কীর্তন করতে হয়। "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" অবশ্যই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী অবৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, পেশাদার অভিনেতা এবং গায়কদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে নিষেধ করেছেন; কেননা তাতে কোন সুফল লাভ হয় না। তা সর্পের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধের মতো। সে সম্বন্ধে *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

তাই কৃষ্ণভক্তেরা যতদূর সম্ভব সমবেতভাবে জনসাধারণের সামনে হরিনাম-সংকীর্তন করে, যাতে শ্রবণকারী এবং কীর্তনকারী উভয়েরই লাভ হয়।

শ্লোক ১০২

তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের দুজনকে আলিঙ্গন করে, মধ্যাহ্ন করতে সমুদ্রে গমন করলেন।

শ্লোক ১০৩-১০৪

আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ ।
সার্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥ ১০৩ ॥
সবে মিলি' চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে ।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন, শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায়, স্বরূপ-দামোদর আদি ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এবং তাদের সকলকে নিয়ে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে চললেন; এবং পথে তিনি সকলকে তাঁর গুণের কথা বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৫

দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুটি শ্লোক বলে মহাসুখ অনুভব করলেন, এবং পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর ভক্তের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে দুটি শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তা—*প্রিয় সোঽয়ম্* (৭৯) এবং *তুণ্ডে তাণ্ডবিনী* (৯৯)।

শ্লোক ১০৬

সার্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে ।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রামানন্দ রায়কে পরীক্ষা করার জন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর গুণের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৭

'ঈশ্বর-স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বাভাবিকভাবে, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের অপরাধ নেন না। ভক্তের অল্প সেবাতেই ভগবান এত সন্তুষ্ট হন যে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন।

শ্লোক ১০৮

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি ।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১০৮ ॥

ভৃত্যস্য—ভৃত্যের; পশ্যতি—দেখেন; গুরূন্—অত্যন্ত মহৎ; অপি—যদিও; ন—না; অপরাধান্—অপরাধ সমূহ; সেবাম্—সেবা; মনাক্ অপি—যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন; কৃতাম্—অনুষ্ঠিত; বহু-ধা—বহু প্রকার; অভ্যুপৈতি—অঙ্গীকার করেন; আবিষ্করোতি—প্রকাশ করেন; পিশুনেষু—শত্রুদের; অপি—ও; ন—না; অভ্যসূয়াম্—দোষ দৃষ্টি; শীলেন—সৎ স্বভাবের দ্বারা; নির্মল-মতিঃ—স্বাভাবিকভাবে নির্মল মতি; পুরুষোত্তমঃ—পরমেশ্বর ভগবান; অয়ম্—এই।

অনুবাদ

"ভগবান পুরুষোত্তম—নির্মল মতি, তিনি এমনই কোমল যে তিনি তাঁর ভৃত্যের অপরাধ সমূহ দর্শন করেন না; অথচ, অতি অল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ খল স্বভাব নিন্দুকের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি রূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/১৩৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৯

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা, দেখি' দুই জন ।
দণ্ডবৎ হঞা কৈলা চরণ বন্দন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আসতে দেখে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১১০

ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন ।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তসহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের দুজনের সঙ্গে মিলিত হলেন; এবং ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পিণ্ডাতে বসলেন।

শ্লোক ১১১

রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে ।
সবার আগ্রহে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং হরিদাস ঠাকুর পিঁড়ার তলে বসলেন। যদিও সকলে তাঁদের পিঁড়ার উপরে বসতে অনুরোধ করলেন; তবুও তাঁরা বিনীতভাবে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মাটিতে বসলেন।

শ্লোক ১১২

'পূর্বশ্লোক পড়, রূপ' প্রভু আজ্ঞা কৈলা ।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিলা ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে পূর্বে আলোচিত সেই শ্লোকগুলি পড়তে আদেশ করলেন, কিন্তু লজ্জায় তা না পড়ে রূপ গোস্বামী মৌন হয়ে রইলেন।

শ্লোক ১১৩

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল ।
শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই শ্লোক পড়লেন, এবং তা শুনে সমস্ত ভক্তেরা অন্তরে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১১৪

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১১৪ ॥

প্রিয়ঃ—অতি প্রিয়; সঃ—সে; অয়ম্—এই; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সহচরি—হে প্রিয় সখি; কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ—কুরুক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে মিলন হয়েছে; তথা—ও; অহম্—আমি; সা—সেই; রাধা—রাধারাণী; তৎ—সেই; ইদম্—এই; উভয়োঃ—আমাদের দুজনে; সঙ্গম-সুখম্—মিলনের আনন্দ; তথাপি—তবুও; অন্তঃ—অন্তরে; খেলন্—ক্রীড়ারত; মধুর—মধুর; মুরলী—বাঁশি; পঞ্চম—পঞ্চম সুর; জুষে—উৎফুল্ল; মনঃ—মন; মে—আমার; কালিন্দী—যমুনার; পুলিন—তটে; বিপিনায়—বৃক্ষরাজি; স্পৃহয়তি—আকাঙ্ক্ষা করছে।

অনুবাদ

(এটি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি) "হে সহচরি; আমার সেই অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হয়েছে, আমিও সেই রাধা, আর এখন আমাদের মিলন হয়েছে। তা অত্যন্ত সুখকর, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম সুরে আনন্দ-প্লাবিত যমুনা তীরের বনের জন্য আমার চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে।"

শ্লোক ১১৫

রায়, ভট্টাচার্য বলে,—"তোমার প্রসাদ বিনে ।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শুনে রামানন্দ রায় এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বিশেষ কৃপা ব্যতীত, রূপ তোমার হৃদয় জানল কি করে?

শ্লোক ১১৬

আমাতে সঞ্চারি' পূর্বে কহিলা সিদ্ধান্ত ।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

'ব্রহ্মা পর্যন্ত যে সমস্ত সিদ্ধান্তের অন্ত খুঁজে পায় না, সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে বলিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৭

তাতে জানি—পূর্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥" ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে বুঝতে পারছি যে, রূপ পূর্বে তোমার কৃপা লাভ করেছে, তা না হলে তোমার অন্তরের কথা জানা তো কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা, ভক্তরা নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে ব্যক্ত করেছেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোবাসনা যিনি এই পৃথিবীতে পূর্ণ করেছেন, সেই রূপ গোস্বামী কবে আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করবেন?"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোবাসনা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই বিশেষ মনোবাসনা হচ্ছে, এই কলিযুগে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বিশেষ কৃপা প্রচার করা।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা হচ্ছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এবং তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনকে জানুক। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অন্তরঙ্গ মনোভাব তাঁর লেখার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এখন আবার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের দাসানুদাসের মাধ্যমে মহাপ্রভুর এই ইচ্ছা সারা পৃথিবী জুড়ে সার্থক হয়েছে, এবং সরল ও নির্মল চিত্ত ভক্তেরা এই প্রচেষ্টার মর্ম উপলব্ধি করবেন। কিন্তু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, যারা কুকুর এবং শূকরের স্তরে রয়েছে তারা কখনই এই মহতী প্রচেষ্টার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন না। তাতে অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকদের কিছু যায় আসে না। কেননা কুকুর এবং শূকরের কাছ থেকে স্বীকৃতি না পেলেও তারা সারা পৃথিবী জুড়ে এই বাণী প্রচার করার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যাবে।

শ্লোক ১১৮

প্রভু কহে,—"কহ রূপ, নাটকের শ্লোক ।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥" ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রূপ, নাটকের শ্লোক শোনাও, যে শ্লোক শুনলে মানুষের সমস্ত দুঃখ এবং শোক বিদূরিত হয়।"

শ্লোক ১১৯

বার বার প্রভু যদি তারে আজ্ঞা দিল ।
তবে সেই শ্লোক রূপগোসাঞি কহিল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বারবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুরোধ করতে লাগলেন, অবশেষে রূপ গোস্বামী সেই শ্লোক পাঠ করলেন।

শ্লোক ১২০

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২০ ॥

তুণ্ডে—মুখে; তাণ্ডবিনী—তাণ্ডব নৃত্য; রতিম্—স্পৃহা; বিতনুতে—প্রকাশ করে; তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে—বহু মুখ প্রাপ্ত হওয়ার; কর্ণক্রোড়—কর্ণকুহরে; কড়ম্বিনী—অঙ্কুরিত হওয়া; ঘটয়তে—প্রকাশ করে; কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্—লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার বাসনা; চেতঃ প্রাঙ্গণ—হৃদয় প্রাঙ্গণে; সঙ্গিনী—সঙ্গিনী; বিজয়তে—পরাজিত করে; সর্বেন্দ্রিয়াণাম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; কৃতিম্—কার্যকলাপ; নো জানে—আমি জানি না; জনিতা—উৎপাদিতা; কিয়দ্ভিঃ—কি পরিমাণে; অমৃতৈঃ—অমৃতের দ্বারা; কৃষ্ণ—কৃষ্ণ নাম; ইতি—এইভাবে; বর্ণদ্বয়ী—বর্ণদ্বয়।

অনুবাদ

"'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কত অমৃতের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তা আমি জানি না। যখন এই নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন মনে হয় তা যেন মুখে নৃত্য করছে। তখন বহু মুখ পাওয়ার ইচ্ছা হয়। সেই নাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার স্পৃহা জন্মায়; এবং যখন এই দিব্যনাম চিত্ত প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনী রূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজিত করে, এবং তাই তখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়।"

শ্লোক ১২১

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায় ।
শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শুনে, শ্রীরামানন্দ রায় প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১২২

সবে বলে,—'নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার ।
এমন মাধুর্য কেহ নাহি বর্ণে আর ॥' ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

সকলেই বললেন—"আমরা ভগবানের নামের মহিমা অনেক শ্রবণ করেছি, কিন্তু এমন মধুর বর্ণনা আমরা কোথাও শুনিনি।"

শ্লোক ১২৩

রায় কহে,—"কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি?" ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি নাটক রচনা করছ, যার মধ্যে এই রকম সিদ্ধান্তের খনি রয়েছে?"

শ্লোক ১২৪-১২৫

স্বরূপ কহে,—"কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে ।
ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪ ॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর হয়ে স্বরূপ দামোদর উত্তর দিলেন—"এটি কৃষ্ণলীলার নাটক। প্রথমে রূপ ব্রজলীলা এবং দ্বারকা ও মথুরা লীলা একত্রে বর্ণনা করে নাটক রচনা করতে শুরু করেছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে, সে নাটকটিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছে।

শ্লোক ১২৬

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব ।
দুই নাটকে প্রেমরস অদভুত সব ॥" ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বিদগ্ধ-মাধব এবং ললিত-মাধব নামক এই নাটক দুটিতে অদ্ভুতভাবে সমস্ত প্রেম-রস বর্ণিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী *বিদগ্ধ-মাধব* রচনা করেন ১৪৫৪ শকাব্দে, এবং *ললিত-মাধব* রচনা করেন ১৪৫৯ শকাব্দে। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর এই আলোচনা হয় জগন্নাথপুরীতে ১৪৩৭ শকাব্দে।

শ্লোক ১২৭

রায় কহে,—"নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি?"
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "নাটকের নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, যাতে আমরা তা শুনে তার বিচার করতে পারি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই শ্লোক পড়লেন।

শ্লোক ১২৮

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥ ১২৮ ॥

সুধানাম্—অমৃতের; **চান্দ্রীণাম্**—চন্দ্র থেকে উৎপন্ন; **অপি**—ও; **মধুরিমা**—মাধুর্য; **উন্মাদ-দমনী**—উন্মাদনা দমনকারী; **দধানা**—বিতরণ করে; **রাধা-আদি**—শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সখীবৃন্দ; **প্রণয়-ঘন**—ঘনীভূত প্রণয়ের; **সারৈঃ**—সারসম্ভূত; **সুরভিতাম্**—সৌরভ; **সমন্তাৎ**—সর্বত্র; **সন্তাপ-শোক**—সন্তপ্ত অবস্থা; **উদ্গম**—উদ্ভূত; **বিষম**—ভয়ঙ্কর; **সংসার-সরণী**—সংসার রূপ সরণী; **প্রণীতাম্**—সৃষ্টি হয়েছে; **তে**—তোমার; **তৃষ্ণাম্**—তৃষ্ণা; **হরতু**—হরণ করুক; **হরি-লীলা**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা; **শিখরিণী**—দই এবং মিছরীর মিশ্রণে সুস্বাদু খাদ্য।

অনুবাদ

"এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপ উৎপাদক বিষয়সংসার-মার্গে ভ্রমণজনিত তোমার অসৎ-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। এই হরিলীলা-শিখরিণী চন্দ্রের সুধার মধুরিমাজনিত মত্ততা দমন করে এবং শ্রীরাধাদি গোপিকার প্রণয় নির্যাস দ্বারা বিশেষ সৌরভ বিতরণ করে।"

শ্লোক ১২৯

রায় কহে,—'কহ ইষ্টদেবের বর্ণন' ।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "নাটকটিতে তুমি কিভাবে তোমার ইষ্টদেবের মহিমা কীর্তন করেছ তা বল শুনি।" কিন্তু রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে সংকোচ অনুভব করে তা পাঠ করলেন না।

শ্লোক ১৩০

প্রভু কহে,—"কহ, কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে?" ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে বললেন, "তুমি কেন এইভাবে লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছো? তোমার রচনা নিঃসঙ্কোচে বৈষ্ণবদের শোনাও।"

শ্লোক ১৩১

তবে রূপ-গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল ।
শুনি' প্রভু কহে,—'এই অতি স্তুতি হৈল' ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী যখন সেই শ্লোকটি পাঠ করলেন, তখন সেই শ্লোকটিতে তাঁর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এতে অতি স্তুতি হয়েছে।"

শ্লোক ১৩২

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩২ ॥

অনর্পিত—যা অর্পিত হয়নি; চরীম্—পূর্বে; চিরাৎ—বহুকাল পর্যন্ত; করুণয়া—করুণাবশত; অবতীর্ণঃ—অবতীর্ণ হয়েছেন; কলৌ—কলিযুগে; সমর্পয়িতুম্—দান করার জন্য; উন্নত—উন্নত; উজ্জ্বল-রসাম্—উজ্জ্বল রসময়ী; স্ব-ভক্তি—স্বীয় ভক্তি; শ্রিয়ম্—সম্পদ; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; পুরট—স্বর্ণ থেকেও; সুন্দর—অধিক সুন্দর; দ্যুতি—দ্যুতি; কদম্ব—সমূহ; সন্দীপিতঃ—সমুদ্ভাসিত; সদা—সর্বদা; হৃদয়-কন্দরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে; স্ফুরতু—প্রকাশিত হন; বঃ—তোমাদের; শচীনন্দনঃ—শচীমাতার পুত্র।

অনুবাদ

পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহের দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি (*বিদগ্ধ-মাধব* ১/২) আদি লীলায় (১/৪ এবং ৩/৪) উল্লেখ করা হয়েছে। *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*মহাপ্রভোঃ স্ফূর্তিং বিনা হরিলীলা-রসাস্বাদনানুপপত্তেঃ ইতি ভাবঃ।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত, পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বর্ণনা করা যায় না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—"*বঃ যুষ্মাকং হৃদয়-রূপ-গুহায়াং শচী-নন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতু।*" অর্থাৎ, "সিংহ যেমন হস্তীকে সংহার করে, তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ সিংহ হৃদয়ের বাসনা-রূপ হস্তীকে সংহার করে সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, কেননা তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।"

শ্লোক ১৩৩

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া ।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শুনে সমস্ত ভক্তেরা বলতে লাগলেন—"এই শ্লোক শুনিয়ে তুমি আমাদের সকলকে কৃতার্থ করলে।"

শ্লোক ১৩৪

রায় কহে,—"কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান?"
রূপ কহে,—"কালসাম্যে 'প্রবর্তক' নাম" ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ 'আমুখে' (প্রস্তাবনায়) অভিনেতা পাত্রদের সন্নিধান (রঙ্গস্থলে উপস্থিতি) করা হয়েছে?" রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "কালসাম্যে (উপস্থিত সেই সময়ে) 'প্রবর্তক' (রঙ্গস্থলে প্রবেশ) রূপ আমুখেই পাত্র সন্নিধান হয়েছে।

তাৎপর্য

নাটকের অভিনেতাদের বলা হয় পাত্র। বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্য দর্পণে* (৬/২৮৩) উল্লেখ করেছেন—

দিব্যমর্ত্যে স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ ।
সূচয়েদ্ বস্তুবীজং বামুখং পাত্রমথাপি বা ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী 'আমুখ' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে *নাটক-চন্দ্রিকায়* বলেছেন—

সূত্রধারো নটী ব্রূতে স্বকার্যং প্রতিযুক্তিতঃ ।
প্রস্তুতাক্ষিপিচিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতম্ ॥

শ্রীল রামানন্দ রায় যখন এই নাটকে অভিনেতা পাত্রদের সন্নিধান (রঙ্গস্থলে উপস্থিত) কোন্ 'আমুখে' (প্রস্তাবনায়) হয়েছে, তা জিজ্ঞাসা করেন, তখন রূপ গোস্বামী উত্তর দেন যে, কালসাম্যে (উপস্থিত সেই সময়ে) 'প্রবর্তক' (রঙ্গস্থলে প্রবেশ) রূপ আমুখেই পাত্র সন্নিধান হয়েছে। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তদশ শ্লোক আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, আমুখ বা প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার যথা, *সাহিত্য দর্পণে* (৬/২৮৮)—

উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা ।
প্রবর্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা-ভিদাঃ ॥

অর্থাৎ, (১) উদ্‌ঘাত্যক, (২) কথোদ্‌ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্তক, এবং (৫) অবলগিত—এই পাঁচ প্রকারে নাটকের 'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা' হয়। শ্রীরামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"উক্ত কয় প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকার নাটকের প্রস্তাবনা হয়েছে?" তার উত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বললেন—"উক্ত কয় প্রকারের মধ্যে 'প্রবর্তক' প্রকার গৃহীত হয়েছে।"

শ্লোক ১৩৫

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্তকঃ ॥ ১৩৫ ॥

আক্ষিপ্তঃ—প্রেরিত; **কাল-সাম্যেন**—প্রযুক্ত সময়ের দ্বারা; **প্রবেশঃ স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **প্রবর্তকঃ**—প্রবর্তক নামক।

অনুবাদ

"উপযুক্ত সময়ের দ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হয়ে (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকে 'প্রবর্তক' বলে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *নাটক-চন্দ্রিকা* (১২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৬

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগম্ ।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৬ ॥

সঃ—এই; **অয়ম্**—এই; **বসন্ত-সময়ঃ**—বসন্তকালে; **সমিয়ায়**—উপস্থিত হয়; **যস্মিন্**—যাতে; **পূর্ণম্**—পূর্ণ; **তম্**—তাকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উপোঢ়**—প্রাপ্ত হয়ে; **নব-অনুরাগম্**—নব অনুরাগ; **গূঢ়-গ্রহা**—যা নক্ষত্ররাশিকে আবৃত করেছিল; **রুচিরয়া**—অত্যন্ত সুন্দর; **সহ**—সহ; **রাধয়া**—শ্রীমতী রাধারাণী; **অসৌ**—সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রি; **রঙ্গায়**—সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য; **সঙ্গময়িতা**—সঙ্গম সাধন করে; **নিশি**—রাত্রে; **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমার রাত্রি।

অনুবাদ

"বসন্তকাল উপস্থিত হয়েছে, পৌর্ণমাসী নিশাকালে এই সময়ে নব অনুরাগ প্রাপ্ত সেই পূর্ণতম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলা সৌন্দর্য আস্বাদন করাবার জন্য পরম সুন্দরী শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে মিলিত করালেন।' "

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *বিদগ্ধ-মাধব* (১/১০) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এই শ্লোকের অর্থ দুই প্রকার—অর্থাৎ, চন্দ্রপক্ষে এবং কৃষ্ণ পক্ষে; তার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

শ্লোক ১৩৭

রায় কহে,—"প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি?"
রূপ কহে,—মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "নাটকের প্ররোচনা আদি সম্বন্ধে বল, যাতে আমি তা বিচার করতে পারি।" রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ইচ্ছাই 'প্ররোচনা।"

তাৎপর্য

দেশ, কাল, নায়ক, সভ্য আদির প্রশংসার দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণ করতে উন্মুখ করার পন্থাই 'প্ররোচনা'। এই 'প্ররোচনা' সম্বন্ধে *নাটক-চন্দ্রিকায়* বলা হয়েছে—

দেশকাল-কথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া ।
শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা ॥

তেমনই, *সাহিত্য-দর্পণে* (৬/২৮৬) বলা হয়েছে—

তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে ।
অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা ॥

সংস্কৃত সাহিত্যে যে কোন রচনা শাস্ত্রোল্লিখিত বিধি অনুসরণ করতে হয়। শ্রীল রামানন্দ রায়ের প্রশ্ন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর উত্তর থেকে বোঝা যায় যে তারা দু'জনেই অলংকার-শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

শ্লোক ১৩৮

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৮ ॥

ভক্তানাম্—ভক্তদের; **উদগাদ্**—উদিত হয়েছে; **অনর্গল-ধিয়াম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে রাধা-কৃষ্ণের চিন্তা; **বর্গঃ**—সমূহ; **নিসর্গ-উজ্জ্বলঃ**—স্বভাবত উজ্জ্বল; **শীলৈঃ**—স্বাভাবিক কাব্যিক অলঙ্কার সমন্বিত; **পল্লবিতঃ**—বিস্তারিত; **সঃ**—সেই; **বল্লব-বধূ-বন্ধোঃ**—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের; **প্রবন্ধঃ**—সাহিত্য রচনা; **অপি**—এমনকি; **অসৌ**—সেই; **লেভে**—লাভ করেছে; **চত্বরতাম্**—অঙ্গন সদৃশ; **চ**—এবং; **তাণ্ডব-বিধেঃ**—নৃত্য করার জন্য; **বৃন্দা-অটবী**—বৃন্দাবনের; **গর্ভ-ভূঃ**—অন্তরবর্তী ভূমি; **মন্যে**—আমি মনে করি; **মৎ-বিধ**—আমার মতো; **পুণ্য-মণ্ডল**—পুণ্যকর্ম সমূহের; **পরীপাকঃ**—পরিপক্ক অবস্থা; **অয়ম্**—এই; **উন্মীলতি**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

"নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন উজ্জ্বল স্বভাব ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন; গোপবধূদের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এই প্রবন্ধও নানা গুণে পল্লবিত; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্য বিধির চত্বর স্বরূপ; অতএব আমি মনে করি, আমাদের মতো জনগণের সুকৃতি মণ্ডলের এই পরিপক্ক অবস্থা উন্মীলিত হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকের প্রথম অংকের অষ্টম শ্লোক।

শ্লোক ১৩৯

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা ।
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্ ।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩৯ ॥

অভিব্যক্তা—প্রকাশিতা; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **প্রকৃতি**—স্বভাবত; **লঘু-রূপাৎ**—লঘুরূপ; **অপি**—যদিও; **বুধাঃ**—হে বিচক্ষণ ভক্তবৃন্দ; **বিধাত্রী**—বিধানকারী; **সিদ্ধ-অর্থান্**—শুদ্ধ মনোরথ; **হরিগুণময়ী**—শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণনাকারী; **বঃ**—আপনাদের; **কৃতিঃ**—বিদগ্ধ-মাধব নামক কাব্য-নাটক; **ইয়ম্**—এই; **পুলিন্দেন**—সবচাইতে নীচু জাতির মানুষের দ্বারা; **অপি**—যদিও; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **কিমু**—নয় কি; **সমিধম্**—সমিধ কাষ্ঠ; **উন্মথ্য**—কর্ষণের ফলে; **জনিতঃ**—উৎপন্ন; **হিরণ্য**—স্বর্ণের; **শ্রেণীনাম্**—সমূহের; **অপহরতি**—দূর করে; **ন**—না; **অন্তঃ**—আভ্যন্তরীণ; **কলুষতাম্**—কলুষ।

অনুবাদ

" 'হে বিচক্ষণ ভক্তবৃন্দ, আমি স্বভাবতই অতি দীন, তবুও আমার থেকে এই বিদগ্ধ-মাধব নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, এই রচনাটি কি আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করবে না? অতি নীচু জাতির মানুষ দ্বারা সমিধ কর্ষণের ফলে অগ্নি কি সুবর্ণ শ্রেণীর অন্তঃকলুষতা হরণ করে না? যদিও আমি অত্যন্ত নীচ, এই রচনাটি সুবর্ণ সজ্জিত আপনাদের মতো ভক্তদের নির্মল করুক।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকের প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোক ।

শ্লোক ১৪০

রায় কহে,—"কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ?
পূর্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন?" ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় তারপর রূপ গোস্বামীকে বললেন—"প্রেমোৎপত্তি-কারণ, পূর্বরাগ, বিকার, চেষ্টা ও কামলিখন সম্বন্ধে বল দেখি।"

শ্লোক ১৪১

ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ক্রমে ক্রমে রামানন্দ রায়কে, তাঁর প্রশ্ন অনুসারে, সবকিছু বললেন, তাঁর সেই বিশ্লেষণ শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা চমৎকৃত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে (বিপ্রলম্ভ প্রকরণে ২৬ শ্লোকে) কাম-লিখনের বর্ণনা করে বলেছেন—

স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ ।
যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে ॥

"যুবক এবং যুবতী যখন পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করে পত্র বিনিময় করে, তাকে বলা হয় 'কাম-লেখ'।"

শ্লোক ১৪২

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ ।

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ১৪২ ॥

একস্য—এক ব্যক্তির; **শ্রুতম্**—শুনে; **এব**—অবশ্যই; **লুম্পতি**—ছিনিয়ে নেওয়া; **মতিম্**—মতি; **কৃষ্ণ-ইতি**—কৃষ্ণ; **নাম-অক্ষরম্**—নামের অক্ষর; **সান্দ্র-উন্মাদ**—ঘনীভূত দিব্য উন্মাদনা; **পরম্পরাম্**—একটি ধারা; **উপনয়তি**—আনয়ন করে; **অন্যস্য**—অন্য পুরুষের; **বংশী-কলঃ**—বংশীর ধ্বনি; **এষঃ**—অপর তৃতীয় পুরুষ; **স্নিগ্ধ**—প্রীতিপদ; **ঘন-দ্যুতিঃ**—বিদ্যুতের মতো দ্যুতি সম্পন্ন; **মনসি**—মনে; **মে**—আমার; **লগ্নঃ**—আসক্তি; **পটে**—চিত্রপটে; **বীক্ষণাৎ**—কর্ষণ করে; **কষ্টম্-ধিক্**—নিজেকে ধিক্কার দেওয়া; **পুরুষ-ত্রয়ে**—তিনজন পুরুষকে; **রতিঃ**—আসক্তি; **অভূৎ**—উদিত হয়েছে; **মন্যে**—আমি মনে করি; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **শ্রেয়সী**—শ্রেয়।

অনুবাদ

পূর্বরাগ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী বলছেন—"কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করে আমার মতি লোপ পেয়েছে; অপর আর এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে; আবার চিত্রপটে অন্য আর এক পুরুষের স্নিগ্ধ-ঘনদ্যুতি দর্শন করে, আমার হৃদয় তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছে। হা-ধিক, আমার কি তিনজন পৃথক্‌পুরুষের প্রতি এইভাবে রতি হল? আমার মরণই ভাল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* (২/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৩

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা ।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্যবস্যতি ॥ ১৪৩ ॥

ইয়ম্—এই; **সখি**—প্রিয় সখী; **সুদুঃসাধ্যা**—দুঃসাধ্য; **রাধা**—শ্রীমতী রাধারাণীর; **হৃদয়-বেদনা**—মর্মবেদনা; **কৃতা**—করে; **যত্র**—যাতে; **চিকিৎসা**—চিকিৎসা; **অপি**—যদিও; **কুৎসায়াম্**—কুৎসাতে; **পর্যবস্যতি**—পর্যবসিত হয়েছে।

অনুবাদ

"হে প্রিয় সখি, রাধার হৃদয়-বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; তার চিকিৎসা করা হলেও তা কুৎসাতেই পর্যবসিত হবে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (২/৮) শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।

শ্লোক ১৪৪

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্হি? ১৪৪ ॥

ধরি-অ—ধারণ করে; **পরিচ্ছন্দ-গুণম্**—চিত্রপটের গুণ; **সুন্দর**—হে পরম সুন্দর; **মহ**—আমার; **মন্দিরে**—হৃদয় মন্দিরে; **তুমম্**—তুমি; **বসসি**—বিরাজ কর; **তহ তহ**—ততখানি; **রুন্ধসি**—রোধ কর; **বলিঅম্**—বলপূর্বক; **জহ জহ**—যতটুকু; **চইদা**—বিচলিত হয়ে; **পলাত্রম্হি**—আমি পলায়ন করার চেষ্টা করি।

অনুবাদ

"হে সুন্দর, প্রতিচ্ছদ গুণ চিত্রপট রূপ ধারণ করে তুমি আমার মন্দিরে বিরাজ করছ; আমি যেদিকে চকিত হয়ে পলায়ন করার চেষ্টা করি, তুমি সেই দিকেই আমার পথ রোধ কর।"

তাৎপর্য

বিদগ্ধ-মাধব (২/৩৩) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই শ্লোকটির সংস্কৃত ভাষান্তর—

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি ।
তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে ॥

এর অর্থ একই, কেবল প্রাকৃত ভাষায় তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলের উক্তি।

শ্লোক ১৪৫

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি ।
নো জানে জনয়ন্নপূর্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং ।
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥ ১৪৫ ॥

অগ্রে—সম্মুখে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **শিখণ্ড-খণ্ডম্**—একটি ময়ূর পুচ্ছ; **অচিরাৎ**—হঠাৎ; **উৎকম্প**—হৃদয় এবং দেহের কম্পন; **আলম্বতে**—আশ্রয় করেছে; **গুঞ্জানাম্**—যা গুঞ্জ (ছোট ছোট শঙ্খ) দিয়ে তৈরি মালা; **চ**—ও; **বিলোকনাৎ**—দর্শন করে; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অসৌ**—সে; **সা আস্রম্**—অশ্রুপূর্ণ; **পরিক্রোশতি**—ক্রন্দনরত পরিভ্রমণ করা; **নো জানে**—আমি জানি না; **জনয়ন্**—উদিত করে; **অপূর্ব-নটন**—অত্যাশ্চার্য-নৃত্য-বিলাস; **ক্রীড়া**—

কার্যকলাপে; চমৎকারিতাম্—উন্মত্ততা; বালায়াঃ—এই বালিকাটির ; কিল—অবশ্যই; চিত্ত-ভূমিম্—হৃদয়ক্ষেত্রে; অবিশৎ—প্রবেশ করেছে; কঃ—কি; অয়ম্—এই; নবীন-গ্রহঃ—নবীন গ্রহ।

অনুবাদ

"সম্মুখে ময়ূর পুচ্ছ দেখে হঠাৎ এই বালিকাটি কম্পিত হয়; গুঞ্জামালা দর্শন করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করে; কোন নবীনগ্রহের চিত্ত ভূমিতে প্রবেশ করে অপূর্ব নটন ক্রীড়ার চমৎকারীতা উৎপন্ন করছে, তা আমি জানি না।"

তাৎপর্য

বিদগ্ধ-মাধব (২/১৫) থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি।

শ্লোক ১৪৬

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্ ।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত-ভুজবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ১৪৬ ॥

অকারুণ্যঃ—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; যদি—যদি; ময়ি—আমাকে; তব—তোমার; আগঃ—অপরাধ; কথম্—কিভাবে; ইদম্—এই; মুধা—বৃথা; মা রোদীঃ—রোদন কর না; মে—আমার জন্য; কুরু—কর; পরম্—কিন্তু তারপর; ইমাম্—এই; উত্তরকৃতিম্—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া; তমালস্য—তমাল বৃক্ষে; স্কন্ধে—স্কন্ধে; বিনিহিত—বন্ধন করে; ভুজ-বল্লরিঃ—ভুজ রূপ লতা; ইয়ম্—এই; যথা—যতখানি সম্ভব; বৃন্দা-অরণ্যে—বৃন্দাবনের বনে; চিরম্—চিরকাল; অবিচলা—অবিচলিত ভাবে; তিষ্ঠতি—থাকে; তনুঃ—দেহ।

অনুবাদ

শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর প্রিয় সখী বিশাখাকে বললেন,—"হে সখি, যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হল, তখন তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করো না; আমার জন্য তুমি একটি কাজ করো, (কৃষ্ণ বিরহে আমার মৃত্যু হলে) আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রূপ (বৃন্দাবন) তমাল স্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লরি বন্ধন করে আমার তনুকে চিরকাল রেখো।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* (২/৪৭) থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪৭

রায় কহে,—"কহ দেখি ভাবের স্বভাব?"
রূপ কহে,—"ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক 'ভাব' ॥" ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"ভাবের স্বভাব কি প্রকার বল দেখি?" উত্তরে রূপ গোস্বামী বললেন, "কৃষ্ণ বিষয়ক ভাব এই প্রকার।

শ্লোক ১৪৮

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কর-সঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

পীড়াভিঃ—যন্ত্রণার দ্বারা; নব—নতুন; কাল-কূট—কালকূটের; কটুতা—তীব্রতা; গর্বস্য—গর্বের; নির্বাসনঃ—নির্বাসন; নিঃস্যন্দেন—ক্ষরণের দ্বারা; মুদাম্—হর্ষ; সুধা—অমৃতের; মধুরিমা—মাধুর্যের; অহঙ্কার—অহঙ্কার; সঙ্কোচনঃ—খর্ব করে; প্রেমা—প্রেম; সুন্দরি—হে সুন্দরী; নন্দনন্দন-পরঃ—নন্দনন্দন নিবদ্ধ; জাগর্তি—বিকশিত হয়; যস্য—যার; অন্তরে—হৃদয়ে; জ্ঞায়ন্তে—অনুভূত হয়; স্ফুটম্—স্পষ্টভাবে; অস্য—তার; বক্র—বঙ্কিম; মধুরাঃ—মাধুর্য সমন্বিত; তেন—তার দ্বারা; এব—কেবল মাত্র; বিক্রান্তয়ঃ—প্রভাব।

অনুবাদ

" 'হে সুন্দরি, নন্দ-নন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁর হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে, তাঁর বক্র মধুর ভাব-বিক্রমসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেই প্রেম দুইভাবে কার্য করে, অর্থাৎ নতুন সর্পবিষের কটুতার গর্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্বাসিত করে। অর্থাৎ, চরম দুঃখের উদয় করায়; আবার আনন্দের বর্ষণ দ্বারা অমৃত-মাধুর্যরূপে অহঙ্কার, তা সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* (২/১৮) থেকে উদ্ধৃত পৌর্ণমাসীর উক্তি। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫২ শ্লোকেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪৯

রায় কহে'—"কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ" ।
রূপ-গোসাঞি কহে, "সাহজিক প্রেমধর্ম" ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রেমের 'সহজ' লক্ষণ কি প্রকার?" উত্তরে রূপ গোস্বামী বললেন—"প্রেম-ধর্মই 'সাহজিক'।"

শ্লোক ১৫০

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী ।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাত্মতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫০ ॥

স্তোত্রম্—প্রশংসা বাক্য; যত্র—যাতে; তট-স্থতাম্—নিরপেক্ষতা; প্রকটয়ৎ—প্রকাশ করে; চিত্তস্য—হৃদয়ের; ধত্তে—দেয়; ব্যথাম্—বেদনা; নিন্দা—নিন্দা; অপি—ও; প্রমদম্—আনন্দ; প্রযচ্ছতি—প্রদান করে; পরীহাস—কৌতুক; শ্রিয়ম্—শোভা; বিভ্রতী—ধারণ করে; দোষেণ—দোষারোপ করে; ক্ষয়িতাম্—ক্ষয়শীল; গুণেন—সৎ গুণের দ্বারা; গুরুতাম্—গুরুত্ব; কেন অপি—কারও দ্বারা; অনাত্মবতী—বর্ধিত না হয়ে; প্রেম্ণঃ—ভগবৎ প্রেমের; স্বারসিকস্য—স্বতঃস্ফূর্ত; কস্যচিৎ—কারও; ইয়ম্—এই; বিক্রীড়তি—হৃদয়ে ক্রীড়া করে; প্রক্রিয়া—প্রক্রিয়া।

অনুবাদ

" 'স্বাভাবিক প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপে ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করলে উদাসীনতা প্রদর্শন করে বিশেষ ব্যথা ধারণ করে; (প্রিয়ের মুখে) স্বীয় নিন্দা শুনলে তা পরিহাস শোভা ধারণ করে (প্রভুত) আনন্দ প্রদান করে; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখলে তাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তার কোন গুণ দেখলে গুণের বৃদ্ধিও হয় না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৫/৪) পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১৫১

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি ।
কিংবা পামর-কাম-কার্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ১৫১ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; নিষ্ঠুরতাম্—নিষ্ঠুরতা; মম—আমার; ইন্দুবদনা—চন্দ্রমুখীরাধিকা; প্রেমাঙ্কুরম্—প্রেমের অঙ্কুর; ভিন্দতী—ভেদ করে; স্বান্তে—তাঁর হৃদয়ে; শান্তি-ধুরাম্—অতিশয় ধৈর্য; বিধায়—অবলম্বন করে; বিধুরে—ব্যাথাতুর; প্রায়ঃ—প্রায়; পরাঞ্চিষ্যতি—বিমুখ হয়; কিংবা—অথবা; পামর—পামর; কাম—কামরূপী কন্দর্প; কার্মুক—ধনুককে; পরিত্রস্তা—ভীতা; বিমোক্ষ্যতি—ত্যাগ করবে; অসূন্—জীবন; হা—হায়; মৌগ্ধ্যাৎ—মোহজনিত; ফলিনী—ফলন মুখী; মন-রথ-লতা—অভিলাষ বল্লরী; মৃদ্বী—অত্যন্ত কোমল; ময়া—আমার দ্বারা; উন্মূলিতা—উৎপাটিতা।

অনুবাদ

" 'আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করে চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদ করে, তার ব্যথাতুর অন্তঃকরণে কোন রকম শান্তি বা ধৈর্যভাব ধারণ করবে। তখন সে আমার প্রতি বিমুখ হতে পারে। অথবা সে পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করে তার জীবন পরিত্যাগ করবে। হায়! আমি মূঢ়তা পূর্বক ফলন্মুখী মৃদু-মনোরথলতাকে একেবারেই উৎপাটিত করলাম।'

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অনুতাপ করেছেন (*বিদগ্ধ-মাধব* ২/৪০)।

শ্লোক ১৫২

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ ।
ধর্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্‌ধৈর্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ১৫২ ॥

যস্য—যার; উৎসঙ্গ-সুখ-আশয়া—সঙ্গ সুখ লাভের বাসনার দ্বারা; শিথিলিতা—শিথিলতা প্রাপ্ত; গুর্বী—অতি মহৎ; গুরুভ্যঃ—গুরুজনদের দ্বারা; ত্রপা—লজ্জা; প্রাণেভ্যঃ—আমার প্রাণের থেকেও; অপি—ঠিক; সুহৃত্তমাঃ—পরম প্রিয়; সখি—হে সখি; তথা—তেমনই; যূয়ম্—তুমি; পরিক্লেশিতাঃ—ক্লেশ প্রাপ্তা; ধর্মঃ—পাতিব্রত্য ধর্ম; সঃ—সেই; অপি—ও; মহান্—অতি মহৎ; ময়া—আমার দ্বারা; ন—না; গণিতঃ—গণনা করা; সাধ্বীভিঃ—সাধ্বীদের দ্বারা; অধ্যাসিতঃ—সেবিত; ধিগ্‌ধৈর্যম্—ধৈর্যকে ধিক্; তৎ—তার দ্বারা; উপেক্ষিতা—অনাদ্রিতা; অপি—যদিও; যৎ—যা; অহম্—আমি; জীবামি—বেঁচে আছি; পাপীয়সী—পাপীয়সী।

অনুবাদ

" 'হে সখি; যার আলিঙ্গন সুখ কামনা করে আমি আমার গুরুজনদের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করেছিলাম, এবং আমার প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় তোমাদের আমি বহু ক্লেশ দিয়েছি। এমনকি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের পরম আশ্রয় যে পাতিব্রত ধর্ম, তাকেও গুরুত্ব দিইনি। হায়! সেই কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হয়েও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্যকে ধিক্।'

তাৎপর্য

এটি বিশাখাদেবীর প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি (*বিদগ্ধ-মাধব* ২/৪১)।

শ্লোক ১৫৩

গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি হি ন জানীমহি মনাক্ ।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ১৫৩ ॥

গৃহ-অন্তঃ-খেলন্ত্যঃ—গৃহ অভ্যন্তরে বালসুলভ ক্রীড়াশীল; নিজ—নিজের; সহজ—সরল; বাল্যস্য—বাল্যভাব জনিত; বলনাৎ—বলের প্রভাবে; অভদ্রম্—মন্দ; ভদ্রম্—ভাল; বা—

অথবা; কিম্ অপি—কি; হি—অবশ্যই; ন জানীমহি—জানতাম না; মনাক্—অতি অল্প মাত্রাও; বয়ম্—আমরা; নেতুম্—নিয়ে যায়; যুক্তাঃ—উপযুক্ত; কথম্—কিভাবে; অশরণাম্—শরণাগত না হয়ে; কাম্ অপি—এই রকম; দশাম্—অবস্থা; কথম্—কিভাবে; বা—অথবা; ন্যায্যা—ন্যায্য; তে—তোমার; প্রথয়িতুম্—প্রকটিত করা; উদাসীন—উদাসীন; পদবী—অবস্থা।

অনুবাদ

" 'আমি আমার সরল বাল্যভাব বশে গৃহের মধ্যে খেলা করছিলাম, কাকে 'ভাল' বলে, কাকে 'মন্দ' বলে, কিছুই জানতাম না; এই রকম আমাদের সহায়হীন দশায় নিয়ে ফেলা কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে? আর এখন আমাদের প্রতি তোমার উদাসীনতা কি ন্যায় সঙ্গত হয়েছে?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি (*বিদগ্ধ-মাধব* ২/৪৬)।

শ্লোক ১৫৪

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি ।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ১৫৪ ॥

অন্তঃ-ক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ—ক্লেশ কলঙ্কিত অন্তঃকরণ; কিল—অবশ্যই; বয়ম্—আমরা সকলে; যামঃ—গমন করছি; অদ্য—এখন; যাম্যাম্—যমরাজের; পুরীম্—পুরী; ন—না; অয়ম্—এই; বঞ্চন-সঞ্চয়—বঞ্চনা পূর্ণ; প্রণয়িনম্—লক্ষ করে; হাসম্—হাসতে হাসতে; তথাপি—তবুও; উজ্ঝতি—পরিহার করা; অস্মিন্—এর মধ্যে; সম্পুটিতে—ব্যস্ত; গভীর—গভীর; কপটৈঃ—কপটতা সহকারে; আভীর-পল্লী—আভীর পল্লী থেকে; বিটে—লম্পট; হা—হায়; মেধাবিনি—এই বুদ্ধিমতী; রাধিকে—শ্রীমতী রাধারাণী; তব—তোমার; কথম্—কিভাবে; প্রেমা—প্রেম; গরীয়ান্—মহান; অভূৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

" 'ক্লেশ কলঙ্কিত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট আমরা আজই যমপুরী গমন করছি; কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ প্রণয় হাস্য (প্রচুর বঞ্চনা কারক নিষ্ঠুর হাস্য) পরিত্যাগ করছে না! হে বুদ্ধিমতী রাধিকে, এই গভীর কাপট্য পূর্ণ আভীর-পল্লী-লম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মেছিল?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি (*বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে ২/৩৭) শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ললিতাদেবীর উক্তি।

শ্লোক ১৫৫

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী ।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ১৫৫ ॥

হিত্বা—পরিত্যাগ করে; দূরে—দূরে; পথি—পথে; ধব-তরোঃ—পতিরূপ বৃক্ষের; অন্তিকম্—সমীপে; ধর্ম-সেতোঃ—ধর্ম রূপ সেতু; ভঙ্গ-উদগ্রা—ভাঙ্গতে সমর্থ; গুরু-শিখরিণম্—গুরুজনরূপ পর্বত; রংহসা—প্রবল বেগে; লঙ্ঘয়ন্তী—অতিক্রম করে; লেভে—প্রাপ্ত হয়েছে; কৃষ্ণ-অর্ণব—হে কৃষ্ণরূপ সমুদ্র; নব-রসা—নবীন রসের দ্বারা প্রভাবিত; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; বাহিনী—নদীর মতো; ত্বাম্—তুমি; বাগ্বীচিভিঃ—বাক্যরূপ তরঙ্গ; কিম্—কিভাবে; ইব—এইভাবে; বিমুখী-ভাবম্—বৈমুখ্য; অস্যাঃ—তার প্রতি; তনোষি—বিস্তার করছ।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্রের মতো। শ্রীমতী রাধারাণী নবরস স্বরূপা নদীর মতো, তাঁর ধর্ম পতিরূপ তরুর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তীব্র বেগে ধর্মসেতু ভগ্ন করে, গুরুজন রূপ পর্বত বলপূর্বক লঙ্ঘন করে তোমাকে লাভ করেছিল, কিন্তু তুমি এখন তোমার বাক্যরূপ তরঙ্গের দ্বারা তাঁর প্রতি বিমুখ ভাব কিভাবে বিস্তার করছ?' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৩/৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর পিতামহী পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১৫৬

রায় কহে,—"বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন ।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছে বর্ণন? ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীল রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কিভাবে বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মুরলী ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধিকার সম্পর্ক, বর্ণনা করেছ?

শ্লোক ১৫৭

কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার ।"
ক্রমে রূপ-গোসাঞি কহে করি' নমস্কার ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার কবিত্ব শুনে আমি চমৎকৃত হয়েছি।" রামানন্দ রায়কে প্রণতি নিবেদন করে, শ্রীল রূপ গোস্বামী ক্রমে ক্রমে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৫৮

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্ ।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৮ ॥

সু-গন্ধৌ—সুগন্ধে; মাকন্দ-প্রকর—আম্রমুকুলের গুচ্ছ; মকরন্দস্য—মধুর; মধুরে—মিষ্ট; বিনিস্যন্দে—নিস্যন্দ দ্বারা; বন্দীকৃত—বন্দনাকারী; মধুপ-বৃন্দম্—ভ্রমরবৃন্দ; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; ইদম্—এই; কৃত-আন্দোলম্—কম্পিত হচ্ছে; মন্দ উন্নতিভিঃ—মৃদু সঞ্চালনের দ্বারা; অনিলৈঃ—সমীরণের দ্বারা; চন্দন-গিরেঃ—মলয় পর্বতের; মম—আমার; আনন্দম্—আনন্দ; বৃন্দা-বিপিনম্—শ্রীবৃন্দাবন; অতুলম্—অতুল; তুন্দিলয়তি—বর্ধন করছে।

অনুবাদ

" 'আম্র-মুকুল সমূহের মধুর দ্বারা, মধুর সুগন্ধি নিস্যন্দনের দ্বারা মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দে পরিপূর্ণ, মলয় পর্বত থেকে প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালন দ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্ধন করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/২৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ১৫৯

বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১৫৯ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; দিব্য-লতা-পরীতম্—দিব্যলতা সমূহের দ্বারা বেষ্টিত; লতাঃ চ—এবং লতাগুল্ম; পুষ্প—ফুলের দ্বারা; স্ফুরিত—প্রস্ফুটিত; অগ্র-ভাজঃ—অগ্রভাগ; পুষ্পাণি—পুষ্প সমূহের দ্বারা; চ—এবং; স্ফীত—প্রমত্ত; মধু-ব্রতানি—মধুকরদের দ্বারা; মধুব্রতাঃ—মৌমাছিদের; চ—এবং; শ্রুতি-হারি-গীতাঃ—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গীতকে পরাভূত করে যে গীত।

অনুবাদ

" 'দেখ, এই বৃন্দাবন দিব্য লতায় বেষ্টিত; পাতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাচ্ছে; পুষ্পগুলি মধুকর দ্বারা স্ফীত হয়েছে; মধুকরগুলি শ্রুতি-হারি গীত পরায়ণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/২৪) শ্রীদামের প্রতি বলরামের উক্তি।

শ্লোক ১৬০

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী-শিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লী-পরিমলঃ ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ১৬০ ॥

ক্বচিৎ—কোথাও; ভৃঙ্গী-গীতম্—ভ্রমরদের সঙ্গীত; ক্বচিৎ—কোথাও; অনিল-ভঙ্গী-শিশিরতা—মৃদু-মন্দ সমীরণের শীতলতা; ক্বচিৎ—কোথাও; বল্লী-লাস্যম্—লতা গুল্মের নৃত্য; ক্বচিৎ—কোথাও; অমল-মল্লী-পরিমলঃ—মল্লিকা ফুলের নির্মল সুগন্ধ; ক্বচিৎ—কোথাও; ধারা-শালী—ধারা বিশিষ্ট; করক-ফল পালী—ডালিম ফল; রস-ভরঃ—রসে পূর্ণ; হৃষীকাণাম্—ইন্দ্রিয়-সমূহের; বৃন্দম্—বৃন্দ; প্রমদয়তি—আনন্দ দান করছে; বৃন্দাবনম্—বৃন্দারণ্য; ইদম্—এই।

অনুবাদ

" 'হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয় বৃন্দকে নানাভাবে আনন্দিত করছে—কোথাও ভ্রমরেরা গান করছে, কোথাও মৃদু-মন্দ সমীরণ শীতলতা প্রদান করছে, কোথাও লতাগুলি নৃত্য করছে; কোথাও মল্লিকা ফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও বা ডালিম ফলগুলি রসভরে রস নিঃসরণ করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/৩১) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ১৬১

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ১৬১ ॥

পরামৃষ্টা—পরিমিত; অঙ্গুষ্ঠ-ত্রয়ম্—তিন আঙ্গুল পরিমাণ; অসিত-রত্নৈঃ—ইন্দ্রনীল মণি সমূহের দ্বারা; উভয়তঃ—উভয় দিক থেকে; বহন্তী—বহন করে; সংকীর্ণৌ—খচিত; মণিভিঃ

—মণি সমূহের দ্বারা; **অরুণৈঃ**—অরুণ মণির দ্বারা; **তৎপরিসরৌ**—মুরলীর দুই প্রান্তে; **তয়োঃ মধ্যে**—তার মধ্যে; **হীর**—হীরকের দ্বারা; **উজ্জ্বল**—উজ্জ্বল; **বিমল**—নির্মল; **জাম্বুনদময়ী**—স্বর্ণময়ী; **করে**—হাতে; **কল্যাণী**—অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ; **ইয়ম্**—এই; **বিহরতি**—বিহার করে; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **কেলি-মুরলী**—কেলি মুরলী।

অনুবাদ

" 'তিন অঙ্গুলী পরিমিত, ইন্দ্রনীল-মণি খচিত, উভয় পার্শ্বে অরুণ মণির দ্বারা তৎপরিমিত স্থান শোভিত তার মধ্যে হীরকের দ্বারা উজ্জ্বল বিমল স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণ-কেলিমুরলী কৃষ্ণ-করে বিহার করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৩/১) ললিতাদেবীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১৬২

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা ।
কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬২ ॥

সৎ-বংশতঃ—সৎ বংশে; **তব**—তোমার; **জনিঃ**—জন্ম; **পুরুষোত্তমস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পাণৌ**—হস্তে; **স্থিতিঃ**—বাস; **মুরলিকে**—হে মুরলী; **সরলা**—সরল; **অসি**—তুমি হও; **জাত্যা**—জন্ম অনুসারে; **কস্মাৎ**—কেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **সখি**—হে প্রিয় সখী; **গুরোঃ**—গুরুদেবের কাছ থেকে; **বিষমা**—ভয়ঙ্কর; **গৃহীতা**—গ্রহণ করে; **গোপ-অঙ্গনা-গণ-বিমোহন**—গোপাঙ্গনাদের বিমোহনকারী; **মন্ত্র-দীক্ষা**—মন্ত্রদীক্ষা।

অনুবাদ

" 'হে সখী মুরলী, তুমি—সৎ বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তঃস্থিত এবং জাতিতে সরলা হয়েও কেন গোপাঙ্গনাগণের মোহনকারী বিশেষ গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৫/১৭) শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৩

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি ।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ১৬৩ ॥

সখি মুরলি—হে সখী মুরলী; **বিশাল-ছিদ্র-জালেন**—মহাছিদ্র সমূহের দ্বারা (পক্ষান্তরে বহু ছিদ্র বা 'দোষ'); **পূর্ণা**—পূর্ণ; **লঘুঃ**—অত্যন্ত লঘু; **অতিকঠিনা**—অত্যন্ত কঠিন বা নিষ্ঠুর স্বভাবা; **ত্বম্**—তুমি; **গ্রন্থিলা**—গ্রন্থি বা গাঁটে পূর্ণ; **নীরসা**—রস হীন বা শুষ্ক; **অসি**—হও; **তৎ অপি**—তাই; **ভজসি**—সেবার দ্বারা প্রাপ্ত হও; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **চুম্বন-আনন্দ**—ভগবানের চুম্বনের আনন্দ; **সান্দ্রম্**—অত্যন্ত ঘন; **হরি-কর-পরিরম্ভম্**—শ্রীকৃষ্ণের হস্তের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে; **কেন**—কিসের দ্বারা; **পুণ্য-উদয়েন**—পুণ্যফলের প্রভাবে।

অনুবাদ

" 'হে সখী মুরলী, তুমি মহা ছিদ্র সমূহে পূর্ণ, লঘু, অত্যন্ত কঠিন, নীরস ও জটিল হয়েও কোন্ পুণ্যফলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনের আনন্দঘনত্বময় এবং শ্রীকৃষ্ণের করকমলের আলিঙ্গন লাভ করছ?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৪/৭) শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতিযোগী শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৪

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্ ।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৪ ॥

রুন্ধন্—রোধ করে; **অম্বু-ভৃতঃ**—মেঘ সমূহ; **চমৎকৃতি-পরম্**—বিস্ময়ান্বিত; **কুর্বন্**—করে; **মুহুঃ**—প্রতিক্ষণ; **তুম্বুরুম্**—গন্ধর্বরাজ তুম্বুরু; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান থেকে; **অন্তরয়ন্**—বিচলিত করে; **সনন্দন-মুখান্**—সনন্দন প্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞানরত মুনিদের; **বিস্মাপয়ন্**—বিস্ময়ান্বিত করে; **বেধসম্**—এমন কি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত; **ঔৎসুক্য-আবলিভিঃ**—কৌতুহলানন্দ-পুঞ্জের দ্বারা; **বলিম্**—মহারাজ বলি; **চটুলয়ন্**—চঞ্চল করেছিলেন; **ভোগী-ইন্দ্রম্**—নাগরাজ অনন্ত শেষকে; **আঘূর্ণয়ন্**—ঘূর্ণিত করে; **ভিন্দন্**—ভেদ করে; **অণ্ড-কটাহ-ভিত্তিম্**—ব্রহ্মাণ্ডের কঠিন আবরণ; **অভিতঃ বভ্রাম**—চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে; **বংশী-ধ্বনিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর অপ্রাকৃত ধ্বনি।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি মেঘের গতিরোধ করে, তুম্বুরাদি গন্ধর্বকে বিস্ময়ান্বিত করে, সনন্দনাদি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করে, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদন করে, ধীর-স্থির বলিরাজকে ঔৎসুক্য সমূহের দ্বারা চঞ্চল করে, পৃথিবী ধারণকারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণিত করে এবং ব্রহ্মাণ্ডের কঠিন আবরণ ভেদ করে চতুর্দিকে ভ্রমণ করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/২৭) কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গলের উক্তি।

শ্লোক ১৬৫

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৫ ॥

অয়ম্—এই; **নয়ন**—নয়ন শোভার দ্বারা; **দণ্ডিত**—পরাভূত; **প্রবর**—সর্বোত্তম; **পুণ্ডরীক-প্রভঃ**—প্রস্ফুটিত শ্বেত কমলের প্রভা; **প্রভাতি**—শোভা পায়; **নব-জাগুড়-দ্যুতি**—নব কুমকুমের দ্যুতি; **বিড়ম্বি**—উপহাস করে; **পীত-অম্বরঃ**—পীত বসন; **অরণ্য-জ**—অরণ্য থেকে সংগৃহীত; **পরিষ্ক্রিয়া**—অলঙ্কারের দ্বারা; **দমিত**—পরাভূত; **দিব্য-বেশ-আদরঃ**—দিব্যবেশাদির আদর; **হরিন্-মণি**—মরকত মণি; **মনোহর**—মনোহর; **দ্যুতিভিঃ**—দ্যুতির দ্বারা; **উজ্জ্বল-অঙ্গঃ**—উজ্জ্বল অঙ্গ বিশিষ্ট; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণের নয়নশোভা অতি সুন্দর শ্বেত-পদ্মের প্রভা হরণ করেছে; তাঁর পীত বসন নব কুমকুমের দ্যুতিকে পরাভূত করেছে; তার বন্য বেশ ও অলঙ্কার দিব্য বেশাদির আদর দূর করেছে—এইভাবে মরকত মণি থেকেও মনোহর দ্যুতি সম্পন্ন উজ্জ্বল কৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাচ্ছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/১৭) পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৬

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্ ।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ১৬৬ ॥

জঙ্ঘা—জঙ্ঘা; **অধঃ-তট**—অধঃপ্রান্ত; **সঙ্গি**—সংযুক্ত; **দক্ষিণপদম্**—দক্ষিণপদ; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **বিভুগ্ন-ত্রিকম্**—ত্রিভঙ্গময়; **সাচিস্তম্ভিত-কন্ধরম্**—যার কন্ধর তীর্যকভাবে স্তম্ভিত (স্থির); **সখি**—হে সখী; **তিরঃ-সঞ্চারি**—তির্যকভাবে বিচরণশীল; **নেত্র-অঞ্চলম্**—নেত্র প্রান্ত; **বংশীম্**—বংশী; **কুট্মলিতে**—ফুলের কুঁড়ির মতো সঙ্কুচিত; **দধানম্**—স্থাপন করে; **অধরে**—অধরে; **লোল-অঙ্গুলী-সঙ্গতাম্**—বিচরণশীল অঙ্গুলী সমূহের সঙ্গে যুক্ত; **রিঙ্গৎ-ভ্রূ**—বিশদ্ সঞ্চালনশীল ভ্রূ-যুগল; **ভ্রমরম্**—ভ্রমরে; **বরাঙ্গি**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী; **পরমানন্দম্**—পরম আনন্দ; **পুরঃ**—সম্মুখে অবস্থিত; **স্বী-কুরু**—স্বীকার কর।

অনুবাদ

" হে সখি, বরাঙ্গি, যাঁর বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ পদন্যস্ত, যাঁর অঙ্গের মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁর কন্ধর তীর্যক্ স্তম্ভিত (স্থির); যাঁর নেত্রাঞ্চল বঙ্কিম, সেই ঈষৎ উন্মীলিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখ-পদ্মে ভ্রূরূপী ভ্রমর পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত দশমাঙ্ক বিশিষ্ট *ললিত-মাধব* নাটকে (৪/২৭) শ্রীমতী ললিতাদেবীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৭

কুলবরতনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ ।
যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১৬৭ ॥

কুল-বরতনু—কুল বধূদের; **ধর্ম**—পাতিব্রত্যাদি রূপ ধর্ম; **গ্রাববৃন্দানি**—পাষাণ সমূহ; **ভিন্দন্**—বিদীর্ণ করে; **সুমুখি**—হে সুন্দরী; **নিশিত**—ধারাল; **দীর্ঘ-অপাঙ্গ**—দীর্ঘ অপাঙ্গ; **টঙ্ক-ছটাভিঃ**—টঙ্ক বা শীল বিদারণ করার অস্ত্রের দীপ্তি দ্বারা; **যুগপৎ**—একই সময়ে; **অয়ম্**—এই; **অপূর্বঃ**—অপূর্ব; **কঃ**—কে; **পুরঃ**—সম্মুখে; **বিশ্ব-কর্মা**—বিশ্বকর্মা; **মরকত-মণি-লক্ষৈঃ**—লক্ষ লক্ষ মরকত মণি; **গোষ্ঠ-কক্ষাম্**—গোষ্ঠপ্রদেশ; **চিনোতি**—রচনা করছেন।

অনুবাদ

" 'হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন বিশ্বকর্মী?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটার দ্বারাই কুল বধূদের স্বধর্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করে অসংখ্য মরকত মণি তুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করেছেন?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নামক নাটকে (১/৫২) ললিতাদেবীর প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৮

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা ।

সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৮ ॥

মহেন্দ্র-মণি—মহা ইন্দ্রমণি; মণ্ডলী—গুচ্ছ; মদ-বিড়ম্বি—গর্ব খর্ব করে; দেহ-দ্যুতিঃ—অঙ্গের জ্যোতি; ব্রজেন্দ্র-কুল-চন্দ্রমাঃ—ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের বংশের চন্দ্র; স্ফুরতি—প্রকাশ করে; কঃ অপি—কোন; নব্যঃ যুবা—নবীন যুবক; সখি—হে সখি; স্থির—অবিচলিত; কুল-অঙ্গনা—কুল বধূদের; নিকর—সমূহের; নীবি-বন্ধ-অর্গল—নীবি বন্ধরূপ কপাট; ছিদা-করণ—ছেদনকারী; কৌতুকী—কৌতুক বিশিষ্ট; জয়তি—জয়যুক্ত; যস্য—যাঁর; বংশী-ধ্বনিঃ—বংশীর ধ্বনি।

অনুবাদ

" 'হে সখি, মহা ইন্দ্রমণি-সমূহের গর্ব খর্বকারী দেহদ্যুতি বিশিষ্ট ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের বংশের চন্দ্র স্বরূপ কোন নব্য যুবা স্ফূর্তি লাভ করছে—ধৈর্যশীলা কুলাঙ্গনা সমূহের নীবি বন্ধন ছেদনকারী কৌতুক বিশিষ্ট তাঁর বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হচ্ছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকে (১/৪৯) শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ললিতাদেবীর উক্তি।

শ্লোক ১৬৯

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ১৬৯ ॥

বলাৎ—বল পূর্বক; অক্ষ্ণোঃ—দুই চক্ষুর; লক্ষ্মীঃ—সৌন্দর্য; কবলয়তি—গ্রাস করে; নব্যম্—নব প্রস্ফুটিত; কুবলয়ম্—পদ্মফুল; মুখ-উল্লাসঃ—মুখ সৌন্দর্য; ফুল্লম্—বিকশিত; কমল-বনম্—পদ্মবন; উল্লঙ্ঘয়তি—দূর করে; চ—ও; দশাম্—অবস্থা; কষ্টাম্—ক্লেশ সমন্বিতা; অষ্টা-পদম্—সুবর্ণ; অপি—এমনকি; নয়তি—আনয়ন করে; আঙ্গিকরুচিঃ—দেহকান্তি; বিচিত্রম্—আশ্চর্য; রাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; কিম্ অপি—কোন; কিল—অবশ্যই; রূপম্—সৌন্দর্য; বিলসতি—প্রকাশ পায়।

অনুবাদ

" 'যাঁর নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্বক গ্রাস করে, যাঁর প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁর অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বুনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, সেই রাধিকার বিচিত্র রূপ আশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (১/৩২) পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১৭০

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্বরীমুখে ।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥ ১৭০ ॥

বিধুঃ—চন্দ্র; এতি—প্রাপ্ত হয়; দিবা—দিবাভাগে; বিরূপতাম্—কান্তি রহিত; শত-পত্রম্—পদ্মফুল; বত—হায়; শর্বরী-মুখে—সন্ধ্যাবেলায়; ইতি—এইভাবে; কেন—কার সঙ্গে; সদা—সর্বদা; শ্রিয়া—শোভার দ্বারা; উজ্জ্বলম্—উজ্জ্বল; তুলনাম্—তুলনা; অর্হতি—যোগ্যতা লাভ করে; মৎ—আমার; প্রিয়া—প্রিয়তমা; আননম্—মুখ।

অনুবাদ

" 'চন্দ্রের শোভা রাত্রিতে সুন্দর হলেও দিবাভাগে ম্লান হয়ে যায়; পদ্মের শোভা দিবাভাগে সুন্দর হলেও রাত্রিতে মলিন হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবা-রাত্র সর্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (৫/২০) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ১৭১

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ১৭১ ॥

প্রমদ—আনন্দের; রস-তরঙ্গ—স্রোত প্রবাহ; স্মের—ঈষৎ হাস্য যুক্ত; গণ্ড-স্থলায়াঃ—গণ্ডস্থল; স্মর-ধনুঃ—কামদেবের ধনুক; অনুবন্ধি—ধারণ করে; ভ্রূ-লতা—ভ্রূলতা; লাস্য—নৃত্য করছে; ভাজঃ—যাঁর আছে; মদ-কল—মত্ত; চল—চঞ্চল; ভৃঙ্গী-ভ্রান্তি-ভঙ্গীম্—ভ্রমরের ভ্রান্তি-রূপ ভঙ্গী; দধানঃ—প্রদান করে; হৃদয়ম্ ইদম্—এই হৃদয়; অদাঙ্ক্ষীৎ—দংশন করেছে; পক্ষ্মল—অপূর্ব সুন্দর অক্ষি-পল্লব সমন্বিত; অক্ষ্যাঃ—নয়ন যুগলের; কটাক্ষঃ—তীর্যক দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

" 'যাঁর মৃদু-মন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল, আনন্দরসে তরঙ্গযুক্ত হয়েছে, মদকলা চঞ্চলা ভ্রমরের ভ্রান্তিরূপ-ভঙ্গী ধারণ করে কামধনুর মতো যাঁর ভ্রূলতা নৃত্য করছে, তাঁর নেত্রপক্ষ্মা-বিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করেছে।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিদগ্ধ-মাধব* নাটকে (২/৫১) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ১৭২

রায় কহে,—"তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥" ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর মুখে এই শ্লোকগুলি শুনে রামানন্দ রায় বললেন, "তোমার কবিত্ব অমৃতের ধারার মতো। এখন দয়া করে তোমার দ্বিতীয় নাটকের নান্দী আমাকে শোনাও।"

শ্লোক ১৭৩-১৭৪

রূপ কহে,—"কাহাঁ তুমি সূর্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র,—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান।"
এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বললেন, "আপনার প্রতিভা সূর্যের মতো উজ্জ্বল, আর আমি জোনাকির প্রকাশের মতো নগণ্য। তাই আপনার সামনে আমার মুখ খোলাও ধৃষ্টতা।" এই বলে তিনি ললিত-মাধব নাটকের নান্দী শ্লোক ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৫

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ১৭৫ ॥

সুর-রিপু—দেবতাদের শত্রুদের; সুদৃশাম্—পত্নীদের; উরোজ—বক্ষ; কোকান্—চক্রবাক পাখীর মতো; মুখ—মুখ; কমলানি—পদ্মের মতো; চ—ও; খেদয়ন্—দুঃখগ্রস্ত করে; অখণ্ডঃ—অখণ্ড; চিরম্—দীর্ঘকাল; অখিল—সবকিছুর; সুহৃৎ—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; চকোর-নন্দী—চকোরদের আনন্দ দানকারী; দিশতু—দান করুন; মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণের; যশঃ—যশ রাশি; শশী—চন্দ্রের মতো; মুদম্—সুখ; বঃ—তোমাদের সকলের।

অনুবাদ

" 'মুকুন্দের যশ-চন্দ্র অসুরপত্নীদের স্তনরূপ চক্রবাক ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করে চকোর সদৃশ ভক্তদের চিরকাল আনন্দ বিধান করে, তা তোমাদের সুখ বিধান করুন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকের প্রথম অংকের প্রথম শ্লোক।

শ্লোক ১৭৬

'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?'—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাঞা রূপ পড়িতে লাগিলা ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "দ্বিতীয় নান্দী শোনাও দেখি?" তখন রূপ গোস্বামী লজ্জিত হলেন, কিন্তু তবুও তিনি পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৭

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু ॥ ১৭৭ ॥

নিজ-প্রণয়িতাম্—তাঁর নিজের প্রেমের; সুধাম্—অমৃত; উদয়ম্—উদয়; আপ্নুবন্—প্রাপ্ত হয়ে; যঃ—যে; ক্ষিতৌ—পৃথিবীতে; কিরতি—বিস্তার করে; অলম্—অতিশয়; উরী-কৃত—অঙ্গীকার করে; দ্বিজ-কুল-অধিরাজ-স্থিতিঃ—দ্বিজ কুলের অধিরাজ রূপে অবস্থিত; সঃ—তিনি; লুঞ্চিত—দূর করে; তমস্ততিঃ—তমরাশি; মম—আমার; শচী-সুত-আখ্যঃ—শচী নন্দন নামক; শশী—চন্দ্র; বশী-কৃত—বশীভূত করে; জগৎ-মনাঃ—সমগ্র জগতের মন সমূহ; কিম্ অপি—কোনভাবে; শর্ম—মঙ্গল; বিন্যস্যতু—বিধান করুক।

অনুবাদ

" ' যিনি পৃথিবীতে উদিত হয়ে তাঁর প্রণয় রস সুধা বিস্তার করছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজ রূপে অবস্থিত, তমরাশি দূরকারী, জগন্মানস বশকারী শচীনন্দন নামক চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকের প্রথম অংকের তৃতীয় শ্লোক।

শ্লোক ১৭৮-১৭৯

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস ।
বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥ ১৭৮ ॥
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু ।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু" ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকটি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কিন্তু বাহিরে রোষ প্রকাশ করে তিনি বললেন, "তোমার কৃষ্ণরসকাব্য অমৃতের সমুদ্রের মতো, তাঁর মধ্যে কেন তুমি মিছামিছি আমার স্তুতি-রূপ এই ক্ষার বিন্দু প্রদান করেছ?"

শ্লোক ১৮০

রায় কহে,—"রূপের কাব্য অমৃতের পূর ।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥" ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির প্রতিবাদ করে রামানন্দ রায় বললেন, "রূপের কাব্য অমৃত পূর্ণ, তাতে সে এক বিন্দু কর্পূর দিয়েছে।"

শ্লোক ১৮১

প্রভু কহে,—"রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস ।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥" ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রামানন্দ রায়, এই কাব্য শ্রবণ করে তুমি উল্লসিত হয়েছ, কিন্তু তা শুনে আমার লজ্জা হচ্ছে, কেননা এই বর্ণনা শুনে লোকেরা উপহাস করবে।"

শ্লোক ১৮২

রায় কহে,—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ।
অভীষ্ট-দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥" ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "উপহাস করার পরিবর্তে লোকেরা এই কাব্য শ্রবণ করে গভীর আনন্দ উপভোগ করবে, কেননা অভীষ্ট-দেবের স্মরণে মঙ্গল আচরণ হয়।"

শ্লোক ১৮৩

রায় কহে,—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?"
তবে রূপ-গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ অঙ্গে নাটকে পাত্রের প্রবেশ হয়েছে?" রূপ গোস্বামী তখন বিশেষভাবে তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৮৪

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ১৮৪ ॥

নটতা—রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করতে করতে ; **কিরাত-রাজম্**—কিরাত (অসভ্য মানুষদের) রাজা কংসকে; **নিহত্য**—হত্যা করে; **রঙ্গ-স্থলে**—রঙ্গ মঞ্চে; **কলা-নিধিনা**—সমস্ত কলার নিধি শ্রীকৃষ্ণ; **সময়ে**—সেই সময়ে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **বিধেয়ম্**—বিধান করার জন্য; **গুণ-বতি**—উপযুক্ত সময়ে; **তারা-কর**—শ্রীমতী রাধারাণীর হস্ত; **গ্রহণম্**—গ্রহণ করার জন্য।

অনুবাদ

" 'নৃত্য করতে করতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে হত্যা করে কলানিধির (কৃষ্ণচন্দ্রের) 'পূর্ণমনোরথ' নামক গুণযুক্ত সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ কার্য বিধেয় হচ্ছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* (১/১১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৮৫

'উদ্‌ঘাত্যক' নাম এই 'আমুখ'—'বীথী' অঙ্গ ।
তোমার আগে কহি—ইহা ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"নাটকের এই মুখবন্ধকে বলা হয় 'উদ্‌ঘাত্যক ' এবং পূর্ণ দৃশ্যটিকে বলা হয় 'বীথী'। আপনার মতো রসশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তির সামনে আমার একটি উক্তি—যেন ধার্ষ্ট্য-সমুদ্রের অর্থাৎ, প্রগল্‌ভতা-সাগরের এক একটি লহরী-সদৃশ।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পুনরায় *সাহিত্য দর্পণে* (৬/২৮৮) নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা ।
প্রবর্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা-ভিদাঃ ॥

নাটকে পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনা—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক এবং অবলগিত। শ্রীল রামানন্দ রায় যখন রূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে তিনি *ললিত-মাধব* নাটকের প্রস্তাবনা রচনা করেছেন, তখন রূপ গোস্বামী উত্তর দেন যে, তিনি

উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনার মাধ্যমে নাটকটি শুরু করেছেন। ভারতীয় বৃত্তি অনুসারে প্ররোচনা, বীথী এবং প্রহসনা এই তিন প্রকার বৃত্তি রয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেন যে, তিনি বীথী অঙ্গ প্রয়োগ করেছেন। *সাহিত্য দর্পণের* (৬/৫২০) বর্ণনা অনুসারে—

বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে ।
আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ ॥

বীথী এক বিশিষ্ট। সেই দৃশ্যে মাত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, এবং আকাশবাণীতে প্রত্যুক্তির মাধ্যমে মাধুর্য আদি রসের সূচনা করা হয়। এই প্রস্তাবনাকে উদ্‌ঘাত্যক বলা হয়। কেননা পাত্র মঞ্চেও নৃত্য করে। এই পদে মঞ্চে পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশও বোঝান হয়। এই সূত্র যখন চন্দ্রের সঙ্গে 'নটতা' কথাটি ব্যবহার করা হয়, তখন তার অর্থ অস্পষ্ট, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যখন 'নটতা' শব্দটি যুক্ত করা হয় তখন অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে, এই প্রকার প্রস্তাবনাকে বলা হয় উদ্‌ঘাত্যক।

শ্রীল রামানন্দ রায় এই বিষয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ঘোষণা করেছিল যে, শ্রীল রামানন্দ রায় হচ্ছেন নাট্যশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী মহাপণ্ডিত। শ্রীল রামানন্দ রায়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাযথ যোগ্যতা যদিও শ্রীল রূপ গোস্বামীর ছিল, তবুও বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে তিনি বলেছিলেন যে তার এই উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা একপ্রকার ধৃষ্টতা। প্রকৃতপক্ষে শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রামানন্দ রায় 'সাহিত্য দর্পণ' এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে কাব্য এবং নাটক রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

শ্লোক ১৮৬

"পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥" ১৮৬ ॥

পদানি—পদসমূহ; **তু**—কিন্তু; **অগত-অর্থানি**—অস্পষ্ট অর্থ সমন্বিত; **তৎ**—তা; **অর্থ-গতয়ে**—অর্থ বুঝতে; **নরাঃ**—মানুষেরা; **যোজয়ন্তি**—যোজন করে; **পদৈঃ**—শব্দের সঙ্গে; **অন্যৈঃ**—অন্য; **সঃ**—তা; **উদ্‌ঘাত্যক**—উদ্‌ঘাত্যক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'অস্পষ্ট পদসমূহ অর্থ বোঝাবার জন্য অন্য পদের সঙ্গে যা যোজনা করা হয়, তাকে 'উদ্‌ঘাত্যক' বলা হয়।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *সাহিত্য-দর্পণ* (৬/২৮৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৮৭

রায় কহে,—"কহ আগে অঙ্গের বিশেষ" ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় যখন শ্রীল রূপ গোস্বামীকে নাটকের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বলতে বললেন, তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী সংক্ষেপে 'ললিত-মাধব' নাটকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৮৮

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ১৮৮ ॥

হরিম্—শ্রীকৃষ্ণ; **উদ্দিশতে**—সূচিত করে; **রজঃ-ভরঃ**—গাভীর খুর থেকে উত্থিত ধূলি; **পুরতঃ**—অগ্রভাগে; **সঙ্গময়তি**—সংযোজন করে; **অমুম্**—কৃষ্ণ; **তমঃ**—অন্ধকার; **ব্রজবাম-দৃশাম্**—ব্রজাঙ্গনাদের; **ন**—না; **পদ্ধতিঃ**—রীতি; **প্রকটা**—প্রকাশ করে; **সর্ব-দৃশঃ**—যিনি সব কিছু জানেন; **শ্রুতেঃ**—বেদের; **অপি**—ও।

অনুবাদ

"গরুর খুর থেকে উত্থিত ধূলি, গোচারণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন সূচনা করে পথে একপ্রকার অন্ধকারও ব্রজাঙ্গনাদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে উদ্দীপ্ত করে। এইভাবে ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস একপ্রকার অপ্রাকৃত অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং তাই তা সর্বজ্ঞ শ্রুতির অগোচর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকে (১/২৩) গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪৫) বলেছেন, *ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* এইভাবে তিনি অর্জুনকে জড়া-প্রকৃতির গুণের অতীত হতে উপদেশ দিয়েছেন, কেননা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের বর্ণনায় পূর্ণ। মানুষ সাধারণত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং তাই তারা বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। অধিকন্তু, তমোগুণ তাদের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও, ব্রজগোপিকারা বুঝতে পারেন যে, সেই ধূলির ঝড়ের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। যেহেতু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম ভক্ত, তাই তাঁরা সবকিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন করতে পারেন। এইভাবে, ধূলির ঝড়ে অথবা অন্ধকারেও, ভক্তরা বুঝতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ কি করছেন। ব্রজগোপিকাদের মতো অতি উত্তম ভক্তদের কাছে, শ্রীকৃষ্ণ কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যান না। এই শ্লোকটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮৯

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১৮৯ ॥

হ্রিয়ম্—লজ্জা; অবগৃহ্য—ব্যাহত হয়ে; গৃহেভ্যঃ—গৃহ থেকে; কর্ষতি—আকর্ষণ করে; রাধাম্—শ্রীমতী রাধারাণীকে; বনায়—বনে; যা—যা; নিপুণা—নিপুণা; সা—তা; জয়তি—জয়যুক্ত হউক; নিসৃষ্ট-অর্থা—ক্ষমতা প্রাপ্তা; বর-বংশজ—বংশীর ধ্বনিরূপা; কাকলী—মধুর সুর; দূতী—দূতী।

অনুবাদ

" 'নিপুণা, তাৎপর্যশালিনী, শ্রেষ্ঠ বংশজ—বংশীর কাকুলীরূপা যে দূতি লজ্জা দূর করিয়ে গৃহ থেকে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকে (১/২৪) গর্গমুনির কন্যা গার্গীর উক্তি।

শ্লোক ১৯০

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ১৯০ ॥

সহ-চরি—হে সহচরি; নিরাতঙ্কঃ—নির্ভীক; কঃ—কে; অয়ম্—এই; যুবা—যুবা; মুদির-দ্যুতিঃ—মেঘের বিদ্যুতের মতো দ্যুতি; ব্রজ-ভুবি—বৃন্দাবনের ভূমিতে; কুতঃ—কোথা থেকে; প্রাপ্তঃ—লাভ করেছে; মাদ্যন্—মত্ত; মতঙ্গজ—হাতীর মতো; বিভ্রমঃ—লীলা-বিলাস; অহহ—হায়; চটুলৈঃ—অত চপল; উৎসর্পদ্ভিঃ—সর্বত্র ভ্রমণশীল; দৃক্-অঞ্চল-তস্করৈঃ—দৃষ্টি কটাক্ষরূপ তস্করের দ্বারা; মম—আমার; ধৃতি-ধনম্—গুহারূপ ধন; চেতঃ—হৃদয়ের; কোষাৎ—ভাণ্ডার থেকে; বিলুণ্ঠয়তি—লুণ্ঠন করছে; ইহ—এই বৃন্দাবনে; যঃ—যেই ব্যক্তি।

অনুবাদ

" 'হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি, মদমত্ত হস্তীর মতো লীলাকারী, নির্ভীক এই যুবকটি কে? ইনি কোথা থেকে ব্রজভূমিতে এসেছেন? আহা, ইনি চঞ্চল গতির দ্বারা এবং দৃষ্টি কটাক্ষ রূপ তস্করের দ্বারা আমার হৃদয় ভাণ্ডার থেকে ধৈর্য রূপ ধন লুণ্ঠন করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকে (২/১১) ললিতাদেবীর প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।

শ্লোক ১৯১

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা ।

উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥" ১৯১ ॥

বিহার-সুর-দীর্ঘিকা—স্বর্গলোকে প্রবাহিত গঙ্গা; মম—আমার; মনঃকরি-ইন্দ্রস্য—মাতঙ্গ সদৃশ মনের; যা—যে; বিলোচন-চকোরয়ঃ—চকোর সদৃশ চক্ষুদ্বয়ের; শরৎ-অমন্দ-চন্দ্র-প্রভা—শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র কিরণের মতো; উরঃ—আমার বক্ষের; অম্বর—আকাশের মতো; তটস্য—প্রান্তভাগে; চ—ও; আভরণ—অলঙ্কার; চারু—সুন্দর; তারা-আবলী—তারকারাজীর মতো; ময়া—আমার দ্বারা; উন্নত—উন্নত; মনোরথৈঃ—মনের রথের দ্বারা; ইয়ম্—এই; অলম্ভি—প্রাপ্ত হয়েছে; সা—সেই; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী।

অনুবাদ

" 'যে রাধিকা—আমার মাতঙ্গ সদৃশ মনের কাছে স্বর্গের গঙ্গার মতো, আমার চক্ষু চকোরের কাছে শরৎচন্দ্রের অতি উজ্জ্বল কিরণের মতো; এবং আমার বক্ষ রূপ আকাশের কাছে তাঁর আভরণ স্বরূপ সুন্দর তারকাবলীর মতো, আজ আমি সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সঙ্গে প্রাপ্ত হলাম।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধব* নাটকে (২/১০) শ্রীমতী রাধারাণীর সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কথা।

শ্লোক ১৯২-১৯৩

এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে ।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥ ১৯২ ॥
"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সহস্র বদনে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কবিত্বের প্রশংসা করে বললেন,—"এটি কবিত্ব নয়; এটি অমৃতের ধারা। এটি নাটকের সমস্ত লক্ষণ সমন্বিত সিদ্ধান্তের সার।

শ্লোক ১৯৪

প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীল রূপ গোস্বামীর অদ্ভুত বর্ণনায় অপূর্ব সুন্দরভাবে ভগবৎ-প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। তা শ্রবণ করলে হৃদয় এবং কর্ণ অপ্রাকৃত আনন্দের ঘূর্ণীতে নিমজ্জিত হয়।

শ্লোক ১৯৫

"কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥" ১৯৫ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; কাব্যেন—কাব্যের দ্বারা; কবেঃ—কবির; তস্য—তার; কিম্—কি প্রয়োজন; কাণ্ডেন—বাণের দ্বারা; ধনুঃ-মতঃ—ধানুকীর; পরস্য—অপরের; হৃদয়ে—হৃদয়ে; লগ্নম্—লগ্ন হয়ে; ন ঘূর্ণয়তি—ঘূর্ণিত না করে; যৎ—যা; শিরঃ—মস্তক।

অনুবাদ

* 'ধানুকীর ধনুকে অথবা কবির কাব্যের কি প্রয়োজন, যদি না তা অপরের হৃদয় লগ্ন হয়ে তার মস্তক ঘূর্ণিত করতে না পারে?"

শ্লোক ১৯৬

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও,—হেন অনুমানি ॥" ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার কৃপা বিনা কোন জীব কখনো এইভাবে লিখতে পারে না। তাই আমি অনুমান করি যে, তুমি নিশ্চয়ই তার মধ্যে তোমার শক্তি সঞ্চার করেছ।"

শ্লোক ১৯৭

প্রভু কহে,—"প্রয়াগে ইহার হইল মিলন ।
ইহার গুণে ইহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "প্রয়াগে এর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছিল, এবং তার গুণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।"

তাৎপর্য

এমন নয় যে পরমেশ্বর ভগবান কারোর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ এবং অন্য কারোর প্রতি নিরপেক্ষ। যে কেউই সেবার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তখন ভগবান তার মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করেন; যার ফলে তার কার্যকলাপ দেখে সকলেই তার সেবার প্রশংসা করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) বলা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* ভক্তের ভক্তিতে ভগবান সাড়া দেন। কেউ যদি যথাসাধ্য ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তাহলে ভগবান তাকে সেই সেবা সম্পাদন করার শক্তি দেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতি সহকারে আমার সেবা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বিশেষভাবে কৃপা করেছিলেন, কেননা রূপ গোস্বামী তার সাধ্য অনুসারে মহাপ্রভুর সেবা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ভাব বিনিময় হয়।

শ্লোক ১৯৮-১৯৯

মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার ।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৮ ॥
সবে কৃপা করি' ইহারে দেহ' এই বর ।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর মহিমা বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এর কাব্যের অলঙ্কার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট অত্যন্ত মধুর ও মনোরম। এই প্রকার কবিত্ব বিনা রসের প্রচার হয় না। সকলে কৃপা করে একে এই বর দান কর যে, সে যেন ব্রজলীলার প্রেম-রস নিরন্তর বর্ণনা করতে পারে।"

শ্লোক ২০০

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন' ।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর মতো পণ্ডিত এবং জ্ঞানী পৃথিবীতে নেই।

শ্লোক ২০১

তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি ।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বললেন, "সনাতন গোস্বামীর বিষয় ঠিক তোমার মতো। তার মধ্যে দৈন্য-বৈরাগ্য এবং পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সুন্দর সমাবেশ হয়েছে।

শ্লোক ২০২

এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে ।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করার জন্য তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে, আমি এই দুই ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছি।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে বললেন যে, সনাতন গোস্বামীও তার মতো বিষয় ত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন। এই ধরনের বিষয়-বৈরাগ্য অনন্য-ভক্তির লক্ষণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা অনুসারে এইটিই হচ্ছে *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।* জড় জগতের সমস্ত গুণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত, শুদ্ধভক্ত তৃণের থেকেও দীনতর এবং তিনি তরুর মতো সহিষ্ণুতা সহকারে ভগবানের সেবা করেন। এই ধরনের ভক্ত, যাকে বলা হয় নিষ্কিঞ্চন বা সব রকম জড় আসক্তি রহিত, সর্বদা ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে উদাসীন। অর্থাৎ, এই ধরনের ভক্ত সব রকম জড় বন্ধন থেকে মুক্ত, কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তি সবরকম কপটতা বা ভণ্ডামী থেকে মুক্ত। আদর্শ কৃষ্ণভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মধ্যে দৈন্য, বৈরাগ্য এবং পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সুন্দর সমাবেশ হয়েছিল। তিনিও ছিলেন শ্রীল রামানন্দ রায়ের মতো অতি উন্নত স্তরের ভক্ত। রামানন্দ রায়ের মতো সনাতন গোস্বামীও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন; এবং তাই তিনি এই ধরনের অপ্রাকৃত জ্ঞান বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০৩

রায় কহে,—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রামানন্দ রায় তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "তুমি পরমেশ্বর ভগবান; তোমার ইচ্ছা অনুসারে তুমি সকলকে কাঠের পুতুলের মতো নাচাতে পার।

শ্লোক ২০৪

মোর মুখে যে সব রস করিলা প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মুখ দিয়ে তুমি যে সমস্ত রস প্রচার করেছ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সেই সমস্ত রস রূপ গোস্বামীর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ২০৫

ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস।
যারে করাও, সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার ভক্তদের প্রতি কৃপাবশত তুমি ব্রজ-রস প্রচার করতে চাও। তোমার শক্তিতে আবিষ্ট করে যাকে দিয়ে তুমি সেই কাজ করাও, সে-ই সমস্ত জগৎকে তোমার বশীভূত করবে।"

তাৎপর্য

অন্ত্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্তন।" অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ব্যতীত সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করা সম্ভব নয়। এই শ্লোকটিতেও সেই কথাই বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত ভগবানের দিব্যনামের মহিমা প্রচার করেন, যাতে সকলেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হতে পারেন।

শ্লোক ২০৬

তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন।
তাঁরে করাইলা সবার চরণ বন্দন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে দিয়ে উপস্থিত সমস্তদের শ্রীচরণ বন্দনা করালেন।

শ্লোক ২০৭

অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু আদি সমস্ত ভক্তেরা রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উপর তাঁদের অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২০৮

প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা, এবং রূপ গোস্বামীর সদ্গুণাবলী দর্শন করে সমস্ত ভক্তেরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ২০৯

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২১০

হরিদাস-কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
যে সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা?" ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর তাঁকে বললেন—"তোমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। তুমি যা বর্ণনা করলে, তার মহিমা কে জানে?"

শ্লোক ২১১

শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বললেন, "আমি কিছুই জানি না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে দিয়ে যা বলান, তাই-ই আমি বলি।"

তাৎপর্য

যে কবি বা সাহিত্যিক অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা করেন, তিনি কোন সাধারণ সাহিত্যিক বা অনুবাদক নন। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়েছেন, তাই তিনি যাই লেখেন তাই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যে সমস্ত জড়বাদী কবি সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের জড় কার্যকলাপ বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে, তারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা অথবা ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করতে পারে না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাই সমস্ত কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন, অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ না করতে।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ (*পদ্মপুরাণ*)

সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শুদ্ধভক্ত না হলে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস বর্ণনা করে কাব্য রচনা করা উচিত নয়; কেননা তাহলে তা জড় রচনায় পর্যবসিত হবে। জড় চেতনা সম্পন্ন, ভগবদ্ভক্তি বিহীন বহু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের *ভগবদ্গীতার* অনুবাদ করেছেন অথবা ভাষ্য রচনা করেছেন; কিন্তু তাদের সেই রচনা একটি মানুষকেও কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারেনি। কারণ এই ধরনের রচনা জড়, এবং তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে, তা স্পর্শ করা পর্যন্ত উচিত নয়।

শ্লোক ২১২

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; যস্য—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি তার শুদ্ধ ভক্তকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার বুদ্ধি দান করেন); প্রেরণয়া—অনুপ্রেরণার দ্বারা; প্রবর্তিতঃ—প্রবৃত্ত; অহম্—আমি; বরাক—অত্যন্ত নগণ্য এবং দীন; রূপঃ—রূপ গোস্বামী; অপি—যদিও; তস্য—তার; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; পদ-কমলম্—শ্রীপাদপদ্ম; বন্দে—আমি বন্দনা করি; চৈতন্য-দেবস্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

অনুবাদ

"হৃদয়ে যাঁর প্রেরণার দ্বারা অতি দীন কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই গৌরহরি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/১/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১৩

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস আলোচনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর সময় কাটাতে লাগলেন।

শ্লোক ২১৪

চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে চার মাস রইলেন; তারপর মহাপ্রভু তাদের বিদায় দিলেন এবং তারা সকলে বঙ্গদেশে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২১৫

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু, শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রইলেন, এবং মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রা মহোৎসব দর্শন করলেন।

শ্লোক ২১৬

দোল অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায় দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

দোলযাত্রার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে বিদায় দিলেন; এবং তাকে বহু কৃপা করে তার মধ্যে ভক্তি সঞ্চার করলেন।

শ্লোক ২১৭

"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও এবং সেখানেই থাক। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনকে একবার এখানে পাঠিও।

শ্লোক ২১৮

ব্রজে যাই রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনে গিয়ে তুমি ভক্তিরস সম্বন্ধীয় সমস্ত শাস্ত্র রচনা কর; এবং সমস্ত লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার কর।

শ্লোক ২১৯

কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাহাঁ যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণভক্তিরস প্রচার কর। আমিও আর একবার বৃন্দাবন দর্শন করতে যাব।"

শ্লোক ২২০

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করলেন; এবং রূপ গোস্বামী তাঁর মস্তকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করলেন।

শ্লোক ২২১

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ॥
পুনরপি গৌড়-পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; এবং বঙ্গদেশ হয়ে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২২২

এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পুনর্মিলনের কথা বর্ণনা করলাম। যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ২২৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মিলন' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোট হরিদাসের দণ্ড

এই পরিচ্ছেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—"মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে যে স্থানে হয়েছিল, তার বিবরণ বলতে গিয়ে গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদের কথা লিখেছেন। ভগবান আচার্য নামক জনৈক ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে তার ভাই গোপাল ভট্টাচার্যের মুখে মায়াবাদ ভাষ্য শুনতে নিষেধ করেন। তারপর, ছোট হরিদাস ভগবান আচার্যের আজ্ঞা অনুসারে মাধবীদেবীর কাছ থেকে চাল ভিক্ষা করতে যান এবং বৈরাগীর প্রকৃতি সম্ভাষণ দোষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে (দ্বার প্রবেশ নিষেধ করে) বর্জন করেন এবং বৈষ্ণবদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে পুনরায় গ্রহণ করেন না। দু'বছর পর ছোট হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করে অপ্রাকৃত দেহে মহাপ্রভুকে গান শোনান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এসে এই সংবাদ বললে স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তরা সেই সম্বন্ধে অবগত হন।

শ্লোক ১

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

বন্দে—বন্দনা করি; **অহম্**—আমি; **শ্রী-গুরোঃ**—আমার শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষা গুরুকে; **শ্রী-যুত-পদ-কমলম্**—শ্রীপাদপদ্মে; **শ্রী-গুরূন্**—গুরু পরম্পরায় গুরুবর্গকে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী থেকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ পর্যন্ত; **বৈষ্ণবান্**—সৃষ্টির আদি থেকে ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত বৈষ্ণবদের; **চ**—এবং; **শ্রীরূপম্**—শ্রীল রূপ গোস্বামীকে; **স-অগ্র-জাতম্**—তার অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী সহ; **সহ-গণ-রঘুনাথ-অন্বিতম্**—তাঁর ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে; **তম্**—তাঁকে; **স-জীবম্**—শ্রীল জীব গোস্বামী সহ; **স-অদ্বৈতম্**—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সহ; **স-অবধূতম্**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সহ; **পরিজন-সহিতম্**—শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ; **কৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবম্**—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে; **শ্রী-রাধা-কৃষ্ণ-পাদান্**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীপাদপদ্ম; **সহ-গণ**—গণ সহ; **ললিতা-শ্রী-বিশাখা-অন্বিতান্**—ললিতা এবং বিশাখাদেবী সহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে, এবং পরম্পরা ধারায় গুরুবর্গ, সমস্ত বৈষ্ণব, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ

প্রভু এবং পরিজন সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহিত ললিতা বিশাখাদি যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

সর্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার ।
নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

জড় জগতের সমস্ত জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনভাবে তিনি তাদের উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ৪

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে ।
'আবেশ' করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ 'আবির্ভাবে' ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সাক্ষাৎ দর্শন দান করে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তে শক্তি সঞ্চার করে এবং কোথাও স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তিনি জীব উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ৫-৬

'সাক্ষাৎ-দর্শনে' প্রায় সব নিস্তারিলা ।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইলা ॥ ৫ ॥
প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব' ।
'লোক নিস্তারিব',—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সাক্ষাৎ' দর্শন দান করে, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হয়ে এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করেছেন। সমস্ত জগৎ উদ্ধার করার বাসনা ভগবানের স্বভাব।

তাৎপর্য

(১) শ্রীশচীমাতার গৃহ-মন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নর্তন-স্থলে, (৩) শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন-স্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব ভবনে—এই চারটি স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করতেন। (শ্লোক ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

শ্লোক ৭

সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা ।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সাক্ষাৎ দর্শন দান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎ উদ্ধার করলেন। একবার যে তাঁকে দর্শন করলেন, তিনি কৃতার্থ হলেন।

শ্লোক ৮

গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতি বছর বঙ্গদেশের ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ করতেন, এবং তারপর পুনরায় গৌড়দেশে ফিরে যেতেন।

শ্লোক ৯

আর নানা-দেশের লোক আসি' জগন্নাথ ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তেমনই, ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের লোকেরা জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী ।
দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর মনুষ্য-বেশে আসি' ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

এই ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তদ্বীপ এবং নবখণ্ডের অধিবাসী, স্বর্গলোকের দেবতা, গন্ধর্ব, এবং কিন্নরেরা মনুষ্যবেশ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের ২১৮ শ্লোকে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধের ১৬ এবং ২০ অধ্যায়ে সপ্তদ্বীপের বর্ণনা করা হয়েছে। *সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে* প্রথম অধ্যায়ে (গোলাধ্যায়), ভুবন কোশে, নবখণ্ডের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ঐন্দ্রং কশেরু সকলং কিল তাম্রপর্ণমন্যদ্ গভস্তিমদতশ্চকুমারিকাখ্যম্ ।
নাগঞ্চ সৌম্যমিহ বারুণমন্ত্যখণ্ডং গান্ধর্বসংজ্ঞমিতি ভারতবর্ষমধ্যে ॥

"ভারতবর্ষে নয়টি খণ্ড রয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে ১) ঐন্দ্র, ২) কশেরু, ৩) তাম্রপর্ণ, ৪) গভস্তিমৎ, ৫) কুমারিকা, ৬) নাগ, ৭) সৌম্য, ৮) বারুণ ও ৯) গান্ধর্ব।

শ্লোক ১১

প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা ।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে তারা সকলে বৈষ্ণব হলেন; এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে নৃত্য করলেন।

শ্লোক ১২-১৩

এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি' ।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ।
যোগ্যভক্ত জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সাক্ষাৎ দর্শন দান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করলেন। কিন্তু, যারা সংসারে আবদ্ধ হয়ে আসতে পারল না, তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের শরীরে স্বয়ং প্রবিষ্ট হয়ে সেই সমস্ত দেশে তাদের প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

সেই জীবে নিজ-ভক্তি করেন প্রকাশে ।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্বদেশে ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তিনি জীবদের (তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের) মধ্যে তাঁর ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন, যা দর্শন করে সমস্ত দেশের মানুষেরা 'বৈষ্ণব' হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (অন্ত্যলীলায় ৭/১১) বর্ণনা করা হয়েছে—

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তিতে আবিষ্ট না হলে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের দিব্যনাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' প্রচার করা যায় না। যারা তা করেন তারা ভগবানের শক্তি দ্বারা আবিষ্ট। তাই কখনও কখনও তাদের আবেশ অবতার বলা হয়, কেননা তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তিতে আবিষ্ট।

শ্লোক ১৫

এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, করি দিগ্ দরশন ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট করে ত্রিভুবন উদ্ধার করেছিলেন। বঙ্গদেশে কিভাবে তিনি জীবদের তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট করেছিলেন তা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬

আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল-ব্রহ্মচারী ।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

আম্বুয়া-মুলুকে নকুল ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং অতি উন্নত ভক্ত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, এই আম্বুয়া-মুলুক হচ্ছে বর্তমান অম্বিকা—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি শহর। পূর্বে মুসলমানদের রাজত্বকালে এই স্থানটি আম্বুয়া-মুলুক নামে পরিচিত ছিল। এই শহরের প্যারীগঞ্জ অঞ্চলে নকুল ব্রহ্মচারী বাস করতেন।

শ্লোক ১৭

গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল ।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু 'আবেশ' করিল ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশের লোকদের উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেছিলেন, এবং তাই তিনি নকুল ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় উন্মত্ত হঞা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রহগ্রস্ত মানুষের মতো উন্মত্ত হয়ে নকুল ব্রহ্মচারী ভগবৎ-প্রেমে হাসতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, নাচতে লাগলেন এবং গান গাইতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার ।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ আদি সাত্ত্বিক বিকার তাঁর অঙ্গে প্রকাশিত হল এবং ভগবৎ-প্রেমে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন এবং কখনও কখনও মেঘ গর্জনের মতো হুঙ্কার করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ ।
তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দেহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করল, এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হলেন। এই সমস্ত দিব্যভাব দর্শন করার জন্য বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ থেকে মানুষেরা আসতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

যারে দেখে তারে কহে,—'কহ কৃষ্ণনাম' ।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

যাকেই তিনি দেখতেন তাকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করতে উপদেশ দিতেন; এইভাবে তাঁকে দর্শন করে লোকেরা ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ২২

চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে ।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন যখন শুনলেন যে, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ হয়েছে, তখন তার মনে সন্দেহ হল এবং তিনি তাকে দেখতে এলেন।

শ্লোকা ২৩-২৫

পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল ।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ ২৩ ॥
"আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি ।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে ।"
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

নকুল ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা করার জন্য শিবানন্দ সেন বাইরে থেকে মনে মনে বিচার করলেন—"নকুল ব্রহ্মচারী যদি আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমার ইষ্ট-মন্ত্র বলতে পারেন, তাহলে আমি বুঝব যে তাঁর মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ হয়েছে।" মনে মনে এই সংকল্প করে তিনি দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ২৬

অসংখ্য লোকের ঘটা,—কেহ আইসে যায় ।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়েছিল—কেউ আসছিল এবং কেউ যাচ্ছিল। এত লোকের ভীড়ে অনেকেই নকুল ব্রহ্মচারীর দর্শন পর্যন্ত পাচ্ছিল না।

শ্লোক ২৭

আবেশে ব্রহ্মচারী কহে,—'শিবানন্দ আছে দূরে ।
জন দুই চারি যাহ, বোলাহ তাহারে ॥' ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী বললেন, "দূরে শিবানন্দ সেন রয়েছে। তোমাদের মধ্যে দু'চারজন গিয়ে তাকে ডেকে আন।"

শ্লোক ২৮

চারিদিকে ধায় লোকে 'শিবানন্দ' বলি ।
শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন লোকেরা চারিদিকে ছুটে গিয়ে শিবানন্দ সেনের নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন—"শিবানন্দ! এখানে শিবানন্দ নামে কে আছেন? আপনাকে নকুল ব্রহ্মচারী ডেকে পাঠিয়েছেন।"

শ্লোক ২৯

শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল ।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ডাক শুনে শিবানন্দ সেন শীঘ্র সেখানে গেলেন এবং নকুল ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করে তাঁর কাছে বসলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

ব্রহ্মচারী বলে,—"তুমি করিলা সংশয় ।
এক-মনা হঞা শুন তাহার নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
'গৌরগোপাল মন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর ।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥" ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

নকুল ব্রহ্মচারী তাকে বললেন, "আমি জানি যে তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তোমার ইষ্ট-মন্ত্র হচ্ছে চার অক্ষর 'গৌরগোপাল মন্ত্র'। এখন দয়া করে তোমার অন্তরের অবিশ্বাস দূর কর।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন যে শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসকেরা গৌ-র-অঙ্-গ এই চতুর অক্ষর মন্ত্রকে 'গৌরমন্ত্র' বলে স্বীকার করেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের উপাসকেরা রা-ধা-কৃষ্-ণ এই চতুর অক্ষর মন্ত্রকে 'গৌর-গোপাল-মন্ত্র' বলে স্বীকার করেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য)। অতএব যিনি গৌরাঙ্গ-মন্ত্র জপ করেন এবং যিনি রাধাকৃষ্ণ নাম-মন্ত্র জপ করেন তারা উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত।

শ্লোক ৩২

তবে শিবানন্দের মন প্রতীতি হইল ।
অনেক সম্মান করি' বহু ভক্তি কৈল ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শিবানন্দ সেনের মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস হল যে, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ হয়েছে। তখন তিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাকে বহু ভক্তি করলেন।

শ্লোক ৩৩

এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব ।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব। এখন শোন কিভাবে মহাপ্রভুর 'আবির্ভাব' হয়।

শ্লোক ৩৪-৩৫

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্তনে ।
শ্রীবাস-কীর্তনে, আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব' ।
প্রেমাকৃষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতার গৃহে, নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্যে, শ্রীবাস ঠাকুরের কীর্তনে এবং রাঘব পণ্ডিতের ভবনে, এই চারটি স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বদা 'আবির্ভাব' হয়। তাঁর ভক্তের প্রেমে তিনি সহজেই আকৃষ্ট হন—এইটিই তাঁর স্বভাব।

শ্লোক ৩৬

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা ।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

নৃসিংহানন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে ভোজন করেছিলেন তা মন দিয়ে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪৭

এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা ।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পৌষ মাস কেটে গেল কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এলেন না। তাই জগদানন্দ পণ্ডিত ও শিবানন্দ সেন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাঁই আইলা ।
দুঁহে তাঁরে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দুঁহে দুঃখী দেখি' তবে কহে নৃসিংহানন্দ ।
'তোমা দুহাঁকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ?' ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন হঠাৎ একদিন নৃসিংহানন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং জগদানন্দ ও শিবানন্দ তাকে বসতে আসন দিলেন। তাদের দুজনকে দুঃখিত দেখে নৃসিংহানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দুজনকে নিরানন্দ দেখছি কেন?"

শ্লোক ৫০

তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা ।
'আসিব আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা?' ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শিবানন্দ সেন তাকে বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কথা দিয়েছিলেন যে তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি কেন এলেন না?"

শ্লোক ৫১

শুনি' ব্রহ্মচারী কহে,—'করহ সন্তোষে ।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥" ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বললেন, "সেজন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি তাঁকে তিন দিনের মধ্যে এখানে নিয়ে আসব।

শ্লোক ৫২

তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে ।
আনিবে প্রভুরে এবে—নিশ্চয় কৈলা মনে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন এবং জগদানন্দ পণ্ডিত, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর ভাব এবং ভগবৎ-প্রেমের কথা জানতেন; তাই তারা নিশ্চিত হলেন যে তিনি অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে আসবেন।

শ্লোক ৫৩

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁর নিজ-নাম ।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈলা গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার প্রকৃত নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। 'নৃসিংহানন্দ' নামটি তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৪-৫৫

দুই দিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল ।
"পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে ।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিমু তাঁরে ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

দুদিন ধ্যান করার পর নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সেনকে বললেন, "আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পাণিহাটি গ্রামে নিয়ে এসেছি। কাল দুপুরবেলা উনি তোমার ঘরে আসবেন। রন্ধন করার সমস্ত সামগ্রী নিয়ে এস, আমি তাঁর জন্য রন্ধন করব।

শ্লোক ৫৬

তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর ।
নিশ্চয় কহিলাঙ, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অচিরেই আমি তাঁকে এখানে নিয়ে আসব। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করো না।

শ্লোক ৫৭

যে চাহিয়ে, তাহা কর হঞা তৎপর ।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যা যা চাই তা সব তাড়াতাড়ি নিয়ে এস, কেননা আমি শীঘ্র রন্ধন করতে চাই। আমি যা বলছি তাই কর।

শ্লোক ৫৮

পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই ।'
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রন্ধন করার যে সমস্ত সামগ্রী আমি চাই তা সব নিয়ে এস।" তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী যা যা চাইলেন তা সব শিবানন্দ সেন তাকে এনে দিলেন।

শ্লোক ৫৯

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার ।
নানা ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর, নানা উপহার ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকাল থেকেই নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী রন্ধন করতে শুরু করলেন এবং তিনি নানা ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর ইত্যাদি নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করলেন।

শ্লোক ৬০-৬১

জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িলা ।
চৈতন্য প্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈলা ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িলা ।
তিন-জনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈলা ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

রন্ধন করার পর তিনি জগন্নাথদেবের জন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য এবং নৃসিংহদেবের জন্য আলাদা আলাদা করে ভোগ নিবেদন করলেন, এবং তা তাদের তিনজনকে নিবেদন করে তিনি বাইরে এসে ধ্যানে বসলেন।

শ্লোক ৬২

দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি ।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

ধ্যানে তিনি দেখলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শীঘ্র সেখানে এসে বসলেন এবং তিনটি ভোগই খেয়ে ফেললেন—কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না।

শ্লোক ৬৩

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার ।
"হাহা কিবা কর" বলি' করয়ে ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সবকিছু খেতে দেখে আনন্দে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল এবং "হা হা কি করছ? কি করছ? তুমি সকলের ভোগ খেয়ে ফেলছ!" বলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

শ্লোক ৬৪

'জগন্নাথে-তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ? ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীজগন্নাথ এবং তুমি এক; তাই তাঁর ভোগ খাও তাতে আমার কোন আপত্তি নেই; কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ কেন তুমি খাচ্ছ?

শ্লোক ৬৫

নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস ।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস ?' ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসই রইলেন। প্রভু যদি উপবাস করে তাহলে ভৃত্য কিভাবে জীবন ধারণ করে?"

শ্লোক ৬৬

ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহ্যে কিছু করে দুঃখাভাস ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন করতে দেখে যদিও নৃসিংহানন্দের হৃদয়ে পরম উল্লাস হয়েছিল, তবুও নৃসিংহদেবকে লক্ষ্য করে তিনি বাইরে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৬৭

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান; তাই শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীনৃসিংহদেবের সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ নাই।

শ্লোক ৬৮

ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন ।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ ভোজন করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৬৯

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি ।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাণিহাটিতে গেলেন। সেখানে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন সুন্দরভাবে রন্ধন করা হয়েছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ৭০-৭১

শিবানন্দ কহে,—'কেনে করহ ফুৎকার?'
তেঁহ কহে,—"দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিন জনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা ।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥" ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন নৃসিংহানন্দকে বললেন, "আপনি কেন এইভাবে হাহুতাশ করছেন?" নৃসিংহানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমার প্রভুর ব্যবহার দেখ! তিনি তিনজনের ভোগ একলা খেয়ে ফেললেন, এবং তাই আজ শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসই রইলেন।"

শ্লোক ৭২

শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয় ।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শিবানন্দ সেনের মনে সংশয় হল। তিনি বুঝতে পারলেন না, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমাবেশে সেকথা বলছেন, না—তা সত্যি সত্যিই ঘটেছে?

শ্লোক ৭৩

তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী ।
'সামগ্রী আন নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি' ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সেনকে বললেন, "রন্ধন করার সামগ্রী নিয়ে এস, আমি আবার শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য রন্ধন করব।"

শ্লোক ৭৪

তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা ।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শিবানন্দ সেন ভোগ নিবেদন করার সমস্ত সামগ্রী নিয়ে এলেন, এবং প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পুনরায় রন্ধন করে শ্রীনৃসিংহদেবকে ভোগ নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৭৫

বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের বছর, সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শিবানন্দ সেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করলেন।

শ্লোক ৭৬

একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন, সমস্ত ভক্তদের সমক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা উল্লেখ করে, তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৭

'গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন ।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥' ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "গত বছর পৌষ মাসে, নৃসিংহানন্দ আমাকে যে ভোজন করিয়েছিল, সেরকম মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন আমি আর কখনও খাইনি।"

শ্লোক ৭৮

শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য মানিল ।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে সমস্ত ভক্তরা আশ্চর্য হলেন, এবং শিবানন্দ সেনের মনে প্রত্যয় জন্মাল যে সেই ঘটনাটি সত্য সত্যই ঘটেছিল।

শ্লোক ৭৯

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন ।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন-দর্শন ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন শচীমাতার গৃহে ভোজন করতেন এবং শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে কীর্তন দর্শন করতেন।

শ্লোক ৮০

নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে ।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তেমনই, নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্যে তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকতেন; এবং রাঘব পণ্ডিতের ঘরে নিরন্তর আবির্ভূত হতেন।

শ্লোক ৮১

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাহাঁ প্রেমোত্তম ।
প্রেমবশ হঞা তাহা দেন দরশন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তের প্রেমের বশ। তাই সেই প্রেমের দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের দর্শন দান করেন।

শ্লোক ৮২

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে?
যাঁর প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের প্রেমের সীমা কে বর্ণনা করতে পারে? যার প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারবার তার কাছে আসতেন।

শ্লোক ৮৩

এই ত' কহিলু গৌরের 'আবির্ভাব' ।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'আবির্ভাব' বর্ণনা করলাম। এই বর্ণনা যিনিই শুনবেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

শ্লোক ৮৪

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য ।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্নিধানে, ভগবান আচার্য নামক এক ব্যক্তি বাস করতেন, যিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, মহাপণ্ডিত, এবং মহৎ ভদ্র সম্পন্ন।

তাৎপর্য

ভগবান আচার্যের বর্ণনা আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ১৩৬ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৮৫

সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার ।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সখ্যভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমপরায়ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন গোলোক বৃন্দাবনের এক গোপ-বালকের অবতার, এবং সেই সূত্রে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিল।

শ্লোক ৮৬

একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ৮৭

ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তার গৃহে বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করতেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একলা বসিয়ে ভোজন করাতেন।

তাৎপর্য

সাধারণত যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করতেন, তারা তাঁকে জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিবেদন করতেন। কিন্তু, ভগবান আচার্য, তাঁকে জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিবেদন করার পরিবর্তে নিজে গৃহে তাঁর জন্য রন্ধন করতেন, উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবকে নিবেদিত প্রসাদকে বলা হয় প্রসাদী, এবং জগন্নাথদেবকে যা নিবেদন করা হয়নি তাকে বলা হয় 'আমানী' বা 'ঘর ভাত' অর্থাৎ ঘরে রান্না করা ভাত।

শ্লোক ৮৮

তাঁর পিতা 'বিষয়ী' বড় শতানন্দ-খাঁন ।
'বিষয়বিমুখ' আচার্য—'বৈরাগ্যপ্রধান' ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান আচার্যের পিতা, যার নাম ছিল শতানন্দ খাঁন, অতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, কিন্তু ভগবান আচার্য ছিলেন বিষয়ের প্রতি উদাসীন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই বৈরাগী।

শ্লোক ৮৯

'গোপাল-ভট্টাচার্য' নাম তাঁর ছোট-ভাই ।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা তাঁর ঠাঞি ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোপাল ভট্টাচার্য নামক ভগবান আচার্যের ছোট ভাই কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করার পর তার গৃহে যান।

তাৎপর্য

তখনকার দিনে, এবং এখনও, শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* নামক ভাষ্যের মাধ্যমে বেদান্ত-দর্শন পাঠ করা হয়। অতএব, এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ভগবান আচার্যের ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন সমন্বিত *শারীরক-ভাষ্য* অনুসারে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্লোক ৯০

আচার্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা ।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান আচার্য তার ভাইকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে যান, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গোপাল ভট্টাচার্যকে মায়াবাদী জেনে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তরে সুখ পেলেন না।

শ্লোক ৯১

আচার্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

যে ব্যক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ নন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখ পান না। তাই, গোপাল ভট্টাচার্য মায়াবাদী পণ্ডিত ছিলেন বলে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে উল্লসিত হলেন না। কিন্তু তবুও, গোপাল ভট্টাচার্য ভগবান আচার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাহ্যিকভাবে আনন্দিত হবার অভিনয় করেন।

শ্লোক ৯২-৯৪

স্বরূপ গোসাঞিরে আচার্য কহে আর দিনে ।
'বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আইসাছে এখানে ॥ ৯২ ॥
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে" ।
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥ ৯৩ ॥
"বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে ।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকে ভগবান আচার্য বললেন, "আমার ছোট ভাই গোপাল বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করে এখানে এসেছে। তার ভাষ্য শোনার জন্য একদিন তোমরা সকলে এস।" প্রেমের বশে ক্রোধ প্রদর্শন করে স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "গোপালের সঙ্গ প্রভাবে তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তাই তুমি মায়াবাদ শোনবার জন্য এত আগ্রহী হয়েছ।

শ্লোক ৯৫

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে ।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন বৈষ্ণব যখন বেদান্ত-সূত্রের মায়াবাদ-ভাষ্য, শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করে, তখন সে সেব্য-সেবকভাব পরিত্যাগ করে; নিজেকে 'ঈশ্বর' বলে মনে করে।

তাৎপর্য

কেবলাদ্বৈতবাদীরা শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষবাদ সমন্বিত *শারীরক-ভাষ্য* অনুসরণ করে নিজেদের ঈশ্বর বলে কল্পনা করে। *বেদান্ত-সূত্রের* এই মায়াবাদ দর্শন সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত।

শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্য বেদান্ত-সূত্রের একমাত্র ভাষ্য নয়। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরামানুজাচার্যকৃত শ্রীভাষ্যে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেমনই, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্বাচার্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চতুঃসন-সম্প্রদায়ের নিম্বাকাচার্যকৃত পারিজাত সৌরভ ভাষ্যে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং রুদ্র-সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামীকৃত সর্বজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই চার সম্প্রদায়ের আচার্যদের—শ্রীরামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী এবং নিম্বাকাচার্যের, বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য প্রতিটি বৈষ্ণবের পাঠ করা কর্তব্য, কেননা তাদের এই ভাষ্য, পরমেশ্বর ভগবান সেব্য এবং প্রতিটি জীব তাঁর নিত্য সেবক, এই দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি যথাযথভাবে বেদান্ত-দর্শন পাঠ করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে এই সমস্ত ভাষ্যগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করে তিনি যদি বৈষ্ণব হন। এই ভাষ্যসমূহ বৈষ্ণবদের দ্বারা সর্বদা সমাদৃত। আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের ১০১ শ্লোকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মায়াবাদ সমন্বিত শারীরক-ভাষ্য বৈষ্ণবদের কাছে বিষবৎ। তা স্পর্শ পর্যন্ত করা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মহাভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিবেদিত আত্মা, উত্তম ভক্তরাও *শারীরক-ভাষ্যের* মায়াবাদ দর্শন শ্রবণ করার ফলে কখনও কখনও অধঃপতিত হতে পারেন। তাই সমস্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে মায়াবাদী *শারীরক ভাষ্য* সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

শ্লোক ৯৬

মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যার ।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥" ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদ দর্শন এমনই বিভ্রান্তিজনক যে, তা শ্রবণ করার ফলে কৃষ্ণগতপ্রাণ মহাভাগবত পর্যন্ত কৃষ্ণবিমুখ হয়ে পড়ে।"

শ্লোক ৯৭

আচার্য কহে,—'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্তে ।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥' ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভগবান আচার্য বললেন, "আমাদের সকলের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে আসক্ত; তাই শারীরক-ভাষ্য আমাদের মন পরিবর্তন করতে পারবে না।"

শ্লোক ৯৮

স্বরূপ কহে,—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে ।
"চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী উত্তর দিলেন, "তবুও, মায়াবাদ দর্শন শ্রবণ করার ফলে মনে হয় যে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, কিন্তু তার ফলে কোন পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয় না।

শ্লোক ৯৯

জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ ॥" ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যে, জীব কল্পনা এবং ঈশ্বর মায়ার অধীন। তা শ্রবণ করার ফলে দুঃখে ভক্তের মন এবং প্রাণ বিদীর্ণ হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ভগবান আচার্যকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত ভক্ত মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করার ফলে বিচলিত না হলেও, সেই ভাষ্য এমনই ভগবদ্ বিরোধী যে তা শ্রবণ করার ফলে ভক্তের হৃদয় গভীরভাবে ব্যথিত হয়। মায়াবাদীরা বলে যে মায়াপ্রসূত এই জগত মিথ্যা এবং প্রকৃতপক্ষে জীবের কোন অস্তিত্ব নেই, রয়েছে কেবল এক জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম। অধিকন্তু তারা বলে যে ভগবান জীবের কল্পনা মাত্র; এবং অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে জীব ভগবানের কথা চিন্তা করে; এবং ঈশ্বর যখন বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয় তখন তিনি জীবে পরিণত হন। ভগবদ্‌বিদ্বেষী অসুরদের এই সমস্ত অপপ্রচার শুনলে ভক্তের হৃদয় গভীরভাবে ব্যথিত হয়, যেন তার মন প্রাণ ফেটে যায়।

শ্লোক ১০০

লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য মৌন হইলা ।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে সেই কথা শুনে, ভগবান আচার্য অত্যন্ত লজ্জিত এবং ভীত হয়ে মৌন হলেন। তার পরের দিন তিনি গোপাল ভট্টাচার্যকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১০১

একদিন আচার্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন ভগবান আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন; এবং তিনি নিজে অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করলেন।

শ্লোক ১০২-১০৩

'ছোট-হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্তনীয়া ।
তাহারে কহেন আচার্য ডাকিয়া আনিয়া ॥ ১০২ ॥
'মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া ।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥" ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ছোট হরিদাস নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক কীর্তনীয়া ভক্ত ছিলেন। ভগবান আচার্য তাকে ডেকে এনে বললেন,—"আমার নাম করে শিখি-মাহিতির ভগ্নীর কাছ থেকে এক মান সাদা চাল নিয়ে এস।"

তাৎপর্য

শুক্ল-চাউল বলতে আতপ চালকে বোঝায়, অর্থাৎ ধান ভানার আগে যে ধান সিদ্ধ করা হয়নি। ধান ভানার আগে যদি তা সিদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় সিদ্ধ চাল। সাধারণত, অতি উৎকৃষ্ট আতপ চাল ভগবানের ভোগে নিবেদন করা হয়। তাই ভগবান আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন গোষ্ঠীর কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখি-মাহিতির ভগ্নীর কাছ থেকে এই চাল চেয়ে আনতে পাঠিয়েছিলেন। মান—উড়িষ্যা দেশে প্রচলিত শস্য মাপার কাঠা।

শ্লোক ১০৪

মাহিতির ভগিনী সেই, নাম—মাধবী-দেবী ।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শিখি-মাহিতির ভগ্নীর নাম ছিল মাধবীদেবী। তিনি ছিলেন বৃদ্ধা তপস্বিনী এবং একজন পরমা বৈষ্ণবী।

শ্লোক ১০৫-১০৬

প্রভু লেখা করে যারে—রাধিকার 'গণ' ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥ ১০৫ ॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্ধজন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে শ্রীমতী রাধারাণীর পার্ষদরূপে স্বীকার করেছিলেন। এই জগতে তাঁর কেবল সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তারা হচ্ছেন—স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, রামানন্দ রায়, শিখি-মাহিতি—এই তিনজন এবং শিখি-মাহিতির ভগ্নী—অর্ধজন।

শ্লোক ১০৭

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস ।
তণ্ডুল দেখি' আচার্যের অধিক উল্লাস ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট হরিদাস তাঁর কাছ থেকে চাল ভিক্ষা করে আনলেন, এবং তা দেখে ভগবান আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১০৮

স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ।
দেউল প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু-সলবণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর স্নেহে, ভগবান আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় যে সমস্ত ব্যঞ্জন তা রান্না করলেন; এবং সেই সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ, এবং আদারচাকি, লবণ মিশ্রিত লেবু আদি হজমের সহায়ক বস্তু সংগ্রহ করলেন।

শ্লোক ১০৯-১১০

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্যে পুছিলা ॥ ১০৯ ॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?
আচার্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান আচার্যের গৃহে এসে ভোজনে বসলেন; এবং শালি ধানের অন্ন দেখে তার প্রশংসা করে তিনি ভগবান আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এত উত্তম অন্ন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। ভগবান আচার্য তখন বললেন যে মাধবীদেবীর কাছ থেকে সেই চাল ভিক্ষা করে আনা হয়েছে।

শ্লোক ১১১

প্রভু কহে,—'কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল?'
ছোট-হরিদাসের নাম আচার্য কহিল ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে গিয়ে সেই চাল ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছে। তখন ভগবান আচার্য ছোট হরিদাসের নাম উল্লেখ করলেন।

শ্লোক ১১২-১১৩

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা ।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥
'আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা ।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥' ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অন্নের প্রশংসা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করলেন; এবং তারপর গৃহে ফিরে এসে তিনি গোবিন্দকে নির্দেশ দিলেন—"আজ থেকে ছোট হরিদাসকে এখানে আসতে দেবে না।"

শ্লোক ১১৪

দ্বার মানা হৈল, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে ।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট হরিদাস যখন শুনলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। মহাপ্রভু যে কেন তাকে এইভাবে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছেন তা কেউ বুঝতে পারল না।

শ্লোক ১১৫-১১৬

তিনদিন হৈল হরিদাস করে উপবাস ।
স্বরূপাদি আসি' পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১১৫ ॥
"কোন্ অপরাধ, প্রভু, কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস?" ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট হরিদাস তিনদিন উপবাস রইলেন। তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রভু, কোন অপরাধের

ফলে তুমি হরিদাসকে তোমার কাছে আসতে নিষেধ করেছ? গত তিনদিন ধরে সে সম্পূর্ণরূপে উপবাসই রয়েছে।"

শ্লোক ১১৭

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "বৈরাগ্য অবলম্বন করার পর যে অন্তরঙ্গভাবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলে, আমি তার মুখ দর্শন করতে পারি না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, 'সরলতা'—বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ, এবং 'কপটতা'—ভক্তির বিরোধী উপশাখা বিশেষ। কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির ফলে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে ভক্ত কৃষ্ণসেবার প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে। কিন্তু কেউ যদি জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত না হওয়া সত্ত্বেও উত্তম ভক্তির অভিনয় করে, তাহলে তা প্রতারণা; এবং লোকে তার ব্যবহারে শ্রদ্ধা করতে পারে না।

শ্লোক ১১৮

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ইন্দ্রিয়গুলি এমনই প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত যে কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রী-মূর্তি পর্যন্ত মুনিদের চিত্ত হরণ করে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় এত অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত যে, কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রীমূর্তি দর্শন করে মুনিদের পর্যন্ত চিত্ত চাঞ্চল্য হয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয় গ্রহণই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বভাব। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেহেতু স্বাভাবিকভাবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কযুক্ত, তাই বদ্ধজীবদের কেউ কেউ নিজেকে ইন্দ্রিয় দমনের সমর্থ বলে মনে করলেও বহির্মুখতা ক্রমে তার পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্দমনীয়। ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র না হলে, তাদের সংযম করা অসম্ভব। মুনি যদিও তার ইন্দ্রিয় দমন করার প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বিষয় দর্শন করার ফলে তার চিত্ত বিচলিত হয়।

শ্লোক ১১৯

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১৯ ॥

মাত্রা—মায়ের সঙ্গে; স্বস্রা—ভগিনীর সঙ্গে; দুহিত্রা—কন্যার সঙ্গে; বা—অথবা; না—না; বিবিক্ত-আসনঃ—একত্রে সংকীর্ণ আসনে উপবেশন; ভবেৎ—উচিত; বলবান্—অত্যন্ত বলশালী; ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ—ইন্দ্রিয় সমূহ; বিদ্বাংসম্—মোক্ষ জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি; অপি—এমনকি; কর্ষতি—আকর্ষণ করে।

অনুবাদ

" 'মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে এবং কন্যার সঙ্গে নির্জন স্থানে উপবেশন করা উচিত নয়; কেননা, বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিরও মন আকর্ষণ করতে পারে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মনু-সংহিতা* (২/২১৫) এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/১৯/১৭), উভয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২০

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥" ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"দীপ্তিহীন এবং সামর্থহীন বহু ব্যক্তি বাঁদরের মতো বৈরাগ্য গ্রহণ করে, ইতস্তত বিচরণ করে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করে; এবং অন্তরঙ্গভাবে স্ত্রীলোকেদের সাথে মেলামেশা করে।"

তাৎপর্য

অত্যন্ত কঠোরভাবে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা উচিত, অর্থাৎ সবরকম অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত, আমিষ আহার বর্জন করা উচিত, মাদক দ্রব্য বর্জন করা উচিত এবং জুয়া পাশা ইত্যাদি খেলা বর্জন করা উচিত; তার ফলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়। কোন অযোগ্য ব্যক্তি যদি বৈরাগ্য গ্রহণ করে বা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত থাকে, তাহলে তার অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার সেই বৈরাগ্যকে বলা হয় মর্কটবৈরাগ্য, বা বাঁদরের মতো বৈরাগ্য। বাঁদর বনে বাস করে, ফল খায় এবং নগ্ন হয়ে বিচরণ করে। তার এই আচরণ মহাত্মার মতো, কিন্তু বাঁদর সর্বক্ষণ বাঁদরীর কথা চিন্তা করে এবং তার যৌনক্রীড়ার সঙ্গিনীরূপে বহু বাঁদরী পোষণ করে। একে বলা হয় মর্কট-বৈরাগ্য। তাই অযোগ্য ব্যক্তির সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি কাম-বাসনার দ্বারা বিচলিত হয় এবং নিভৃতে স্ত্রী সম্ভাষণ করে, তাহলে তাকে বলা হয় ধর্মধ্বজী বা ধর্মকলঙ্ক। অর্থাৎ তারা ধর্মে কলঙ্কলেপন করে। তাই এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 'মর্কট' শব্দের বিশ্লেষণ করে বলেছেন "চঞ্চল"। চঞ্চল ব্যক্তি কখনও স্থির হতে পারে না; তাই সে কেবল ইতস্তত বিচরণ করে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করে। অপরের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করার জন্য, সস্তা সম্মান লাভ করার জন্য, এই ধরনের মানুষেরা কখনও কখনও সন্ন্যাসী বা বাবাজীর বেশ ধারণ করে। কিন্তু তারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না, বিশেষ করে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে না। এই ধরনের মানুষেরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাদের কথা চিন্তা করা, প্রভৃতি আটপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ রয়েছে। তাই সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্তরঙ্গভাবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা এক মহা অপরাধ। শ্রীরামানন্দ রায় এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু কেউ যদি তাদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের এই মহাপরাধের ফলে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ১২১

এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা ।
গোসাঞির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে গেলেন; এবং তার এই ক্রোধাবেশ দর্শন করে সমস্ত ভক্তরা মৌন হয়ে রইলেন।

শ্লোক ১২২-১২৩

আর দিনে সবে মেলি' প্রভুর চরণে ।
হরিদাস লাগি, কিছু কৈলা নিবেদনে ॥ ১২২ ॥
"অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ" ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন সমস্ত ভক্তরা ছোট হরিদাসের পক্ষ অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন—"হরিদাস অল্প অপরাধ করেছে, তাই তাকে ক্ষমা কর। তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর কখনও সে এই ধরনের অপরাধ করবে না।"

শ্লোক ১২৪

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন ।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমার মন আমার বশীভূত নয়। বৈরাগী হয়ে যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে আমার মন তাকে দর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ১২৫

নিজ কার্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা ।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা ॥" ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বৃথা আলোচনা ত্যাগ করে তোমরা তোমাদের কর্তব্য কর্ম কর; আবার যদি তোমরা এই বিষয়ে আলোচনা কর, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না।"

শ্লোক ১২৬

এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া ।
নিজ নিজ কার্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে সমস্ত ভক্তরা কানে হাত দিয়ে, সেখান থেকে উঠে, তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে গেল।

শ্লোক ১২৭

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা ।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তখন মধ্যাহ্ন করতে গেলেন। মহাপ্রভুর এই লীলা কেউ বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১২৮

আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে ।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈলা নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন সমস্ত ভক্তরা সেই পরমানন্দপুরীর কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করতে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ১২৯

তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা ।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন পরমানন্দপুরী একা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। মহাপ্রভু তখন তাকে প্রণতি নিবেদন করে গভীর সম্মান সহকারে তাকে বসতে আসন দিলেন।

শ্লোক ১৩০

পুছিলা,—'কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন?'
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি'—কৈলা নিবেদন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি আদেশ? কেন আপনি এখানে এসেছেন?" পরমানন্দপুরী তখন তাকে অনুরোধ করলেন হরিদাসকে যেন কৃপা করেন।

শ্লোক ১৩১-১৩২

শুনিয়া কহেন প্রভু,—"শুনহ, গোসাঞি ।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥ ১৩১ ॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ ।
একলে রহিব তাহাঁ, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥" ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অনুরোধ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "প্রভু, সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে আপনি এখানে থাকুন, আর আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি আলালনাথে গিয়ে একলা থাকব এবং গোবিন্দ কেবল আমার সঙ্গে থাকবে।"

শ্লোক ১৩৩

এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকলেন এবং পুরী গোসাঞিকে নমস্কার করে সেখানে থেকে উঠে আলালনাথের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৩৪

আস্তে-ব্যস্তে পুরী-গোসাঞি প্রভু আগে গেলা ।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে বসাইলা ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী তখন দ্রুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে গিয়ে তাঁকে বহু অনুনয় বিনয় করে ঘরে বসালেন।

শ্লোক ১৩৫-১৩৬

"তোমার যে ইচ্ছা, কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর? ১৩৫ ॥
লোক-হিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার ।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥" ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী তখন বললেন, "প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর। তোমার ইচ্ছার উপর আর কে কি বলতে পারে? জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তোমার এই ব্যবহার। তোমার গম্ভীর হৃদয়ের উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

শ্লোক ১৩৭

এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে ।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে পরমানন্দপুরী তার নিজ গৃহে ফিরে গেলেন, এবং তারপর সমস্ত ভক্তরা ছোট হরিদাসের কাছে গেল।

শ্লোক ১৩৮-১৪০

স্বরূপ-গোসাঞি কহে, "শুন, হরিদাস ।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥ ১৩৮ ॥
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কভু কৃপা করিবেন যাতে দয়ালু অন্তর ॥ ১৩৯ ॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে ।
স্নান ভোজন কর, আপনে ক্রোধ যাবে ॥" ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে বললেন, "হরিদাস, বিশ্বাস কর, আমরা সকলে তোমার হিত কামনা করি। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি এখন ক্রোধভাব অবলম্বন করেছেন; অথচ তাঁর অন্তর অত্যন্ত দয়ালু, এবং তাই তিনি কখনও না কখনও কৃপা করবেন। কিন্তু

তুমিও যদি হঠকারিতা কর তাহলে তার ক্রোধ বাড়তে থাকবে। তাই তুমি স্নান ভোজন কর, প্রভুর ক্রোধ আপনা থেকেই চলে যাবে।"

শ্লোক ১৪১

এত বলি তারে স্নান ভোজন করাঞা ।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হরিদাসকে স্নান ভোজন করিয়ে এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১৪২

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে ।
দূরে রহি' হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যেতেন, তখন দূরে দাঁড়িয়ে হরিদাস তাঁকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৪৩

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে?
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণার সিন্ধু। তাঁকে কে বুঝতে পারে? তাঁর প্রিয় ভক্তকে দণ্ড দান করে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কৃপাসিন্ধু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে দণ্ডদান করে এই শিক্ষা দান করলেন যে, শুদ্ধ ভক্তির পন্থা অবলম্বনকারী ভক্ত যেন কখনও কপটতা না করে। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারী ভক্ত যদি স্ত্রীসঙ্গ করে তাহলে তা অবশ্যই কপটতা। ভাবীকালের প্রাকৃত সহজিয়াদের শিক্ষা দেবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে এইভাবে দণ্ডদান করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন; যাতে রূপ গোস্বামী প্রমুখ আদর্শ সন্ন্যাসীদের বেশের অনুকরণ করে তারা যেন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ না করে। এই ধরনের মানুষদের শিক্ষা দেবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসের লঘু পাপে গুরুদণ্ড দান করলেন। শ্রীমতী মাধবীদেবী ছিলেন উচ্চাধিকারিণী মহাভাগবত, তাই তার কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য চাল

ভিক্ষা করা কোন গুরুতর অপরাধ ছিল না। কিন্তু তবুও, ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শের অনুকরণ করে ভবিষ্যতে যাতে কেউ অবৈধ আচরণ না করে, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে এই কঠোর শিক্ষাদান করলেন যে, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার পর কেউ যেন অন্তরঙ্গভাবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা না করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি ছোট হরিদাসের এই স্বল্প অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ড প্রদান না করতেন, তাহলে মহাপ্রভুর তথাকথিত ভক্তরা ছোট হরিদাসের এই আদর্শের অনুকরণে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করত। প্রকৃতপক্ষে এখন তারা প্রচার করে যে বৈষ্ণবের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বৈধ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোরভাবে তা নিষেধ করে গেছেন। তাই জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে ছোট হরিদাসকে দণ্ডদান করার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণব দর্শনে কোন প্রকার অবৈধ যৌন সম্পর্ক কখনই অনুমোদন করা হয় না। ছোট হরিদাসকে দণ্ডদান করার মাধ্যমে তিনি সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হওয়া সত্ত্বেও কলিযুগের দুর্বলতা বুঝে এইভাবে সঙ্গ ত্যাগ রূপ সুকঠোর দণ্ড বিধান করে দয়ার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ১৪৪

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে ত্রাসের উদয় হল; এবং তারা স্বপ্নে পর্যন্তও স্ত্রী-সম্ভাষণ বর্জন করলেন।

তাৎপর্য

স্ত্রী-সম্ভাষণ সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে—ভোক্তা বা পুরুষ অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যা-জ্ঞানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। মহান্ নীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—*মাতৃবৎ পরদারেষু*। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী ভগবদ্ভক্তই কেবল নয় সকলেরই পক্ষে স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে মেলামেশা বর্জন করা উচিত। অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করা উচিত।

শ্লোক ১৪৫

এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল ।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ছোট হরিদাস এক বৎসর কাল অতিবাহিত করলেন, কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে তাঁর প্রতি কৃপার উদয় হল না।

শ্লোক ১৪৬

রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর একদিন রাত্রে, ছোট হরিদাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে, কাউকে কিছু না বলে প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৪৭

প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল ।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার সঙ্কল্প করে ছোট হরিদাস প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ত্রিবেণীর গভীর জলে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

শ্লোক ১৪৮

সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা ।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্ধানেই রহিলা ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে দেহত্যাগ করা মাত্রই তিনি দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন এবং তাঁর কৃপা লাভ করলেন। কিন্তু, তিনি অন্তর্ধানেই রইলেন।

শ্লোক ১৪৯

গন্ধর্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধানে ।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্যে নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

গন্ধর্ব-রূপ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ছোট হরিদাস সকলের দৃষ্টির অগোচরে রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গান শোনাতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া অন্য আর কেউ সেকথা জানতেন না।

শ্লোক ১৫০

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
'হরিদাস কাঁহা? তারে আনহ এখানে' ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিদাস কোথায়? তাকে এখানে নিয়ে এস।"

শ্লোক ১৫১

সব কহে,—'হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে ।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥" ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তখন বললেন, "এক বছর পূর্ণ হবার পর একদিন রাত্রে হরিদাস যে কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না।"

শ্লোক ১৫২

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হাসলেন; এবং সমস্ত ভক্তরা তা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৫৩-১৫৪

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে ।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি' কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর এবং মুকুন্দ সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে হরিদাসের গান শুনতে পেলেন, তাদের মনে হল যেন বহু দূর থেকে হরিদাস তাদের ডাকলেন।

শ্লোক ১৫৫-১৫৬

মনুষ্য না দেখে—মধুর গীতমাত্র শুনে ।
গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫ ॥
'বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারা কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল মধুর সঙ্গীত শুনতে পেলেন। তখন গোবিন্দ আদি সকলে অনুমান করলেন যে, হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, এবং সেই পাপের ফলে এখন সে 'ব্রহ্মরাক্ষস' হয়েছে।

শ্লোক ১৫৭

আকার না দেখি, মাত্র শুনি তার গান ।'
স্বরূপ কহেন,—"এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারা বললেন, "আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল তার গান শুনতে পাচ্ছি। তাই সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছে।" স্বরূপ দামোদর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, "তোমাদের এই অনুমান মিথ্যা।

শ্লোক ১৫৮-১৫৯

আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন, প্রভুর সেবন ।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৮ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্‌গতি সে হয় ।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥" ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ছোট হরিদাস জন্মাবধি কৃষ্ণনাম কীর্তন করেছে, মহাপ্রভুর সেবা করেছে, সে মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপার পাত্র, আর পবিত্র স্থানে সে দেহ ত্যাগ করেছে, সুতরাং তাঁর কখনও দুর্গতি হতে পারে না; সে অবশ্যই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। পরে তোমরা তা বুঝতে পারবে।"

শ্লোক ১৬০

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইল ।
হরিদাসের বার্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এলেন, এবং তিনি ছোট হরিদাসের কথা সকলকে বললেন।

শ্লোক ১৬১

যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

কিভাবে সংকল্প করে ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করেছিলেন, সেকথা তিনি সকলকে বললেন; এবং তা শুনে শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৬২

বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ।
প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বর্ষার শেষে শিবানন্দ সেন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে আনন্দিত চিত্তে জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

শ্লোক ১৬৩

'হরিদাস কাঁহা?' যদি শ্রীবাস পুছিলা ।
'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছোট হরিদাস কোথায়?" তখন মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে।"

শ্লোক ১৬৪

তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল ।
যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীবাস ঠাকুর ছোট হরিদাসের সংকল্প, এবং কিভাবে তিনি ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন, সেসব বৃত্তান্ত শোনালেন।

শ্লোক ১৬৫

শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত ।
'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত' ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বর্ণনা শুনে, প্রসন্ন চিত্তে ঈষৎ হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা নিয়ে কেউ যদি স্ত্রীরূপ দর্শন করে, তাহলে এইটিই তার প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্লোক ১৬৬

স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা ।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা বিচার করলেন যে, হরিদাস যেহেতু ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেছে, তাই সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে যিনি সন্ন্যাসী বা বাবাজীর বেশ ধারণ করেছেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বাসনা পোষণ করেন, বিশেষ করে স্ত্রী-সম্ভোগ করার বাসনা, তাহলে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ত্রিবেণীতে ডুবে মরা। সেই প্রায়শ্চিত্তের ফলে কেবল সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তার ফলেই কেবল সে পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারে। এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ১৬৭

এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ।
যাহা শুনি' ভক্তগণের যুড়ায় কর্ণ-মন ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি তাঁর লীলা-বিলাস করেছিলেন, যা শুনে শুদ্ধ ভক্তদের কর্ণ এবং মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

শ্লোক ১৬৮

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কারুণ্য প্রকাশ করেছিলেন; মানুষকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর ভক্তের গভীর অনুরাগ প্রকট করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৯

তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই লীলার মাধ্যমে তিনি তীর্থের মহিমা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাঁর ভক্তকে তিনি কিভাবে আত্মসাৎ করেন তা প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর এক একটি লীলার মাধ্যমে পাঁচ-সাতটি কার্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ১৭০

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর ।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের মতো মধুর, এবং সমুদ্রের মতো গম্ভীর। সাধারণ মানুষ সেই লীলার মহিমা বুঝতে পারে না; 'ধীর' ভক্তরাই কেবল তা বুঝতে পারে।

শ্লোক ১৭১

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

দয়া করে বিশ্বাস সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করুন। তর্ক করবেন না, তর্ক করলে তার ফল বিপরীত হবে।

শ্লোক ১৭২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

এই পরিচ্ছেদের শিক্ষা

এই পরিচ্ছেদে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রদান করেছেন—

(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবান তথাপি তিনি তাঁর পার্ষদ ভক্ত ছোট হরিদাসকে প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি যদি তাকে ত্যাগ না করতেন, তাহলে কপট ভক্তরা এই ঘটনার অজুহাতে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হত। এই ধরনের কার্যকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পবিত্র পন্থাকে কলুষিত করত, এবং তার ফলে কলিকালের দুর্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম ও উপধর্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম' বলে মনে করে নরকে পচতে থাকত। তাহলে তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার পরিচয় হত না।

(২) প্রচারকারী বৈষ্ণব আচার্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরকম হওয়া উচিত, এই দণ্ড প্রদান করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা সকলকে উপদেশ দিলেন।

(৩) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, শুদ্ধ ভক্তের সরল হওয়া কর্তব্য এবং সব রকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য, কেননা তাহলেই কেবল ভগবানের যথার্থ সেবক হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে কৃষ্ণের-বিষয় ভোগ-ত্যাগ রূপ 'বৈরাগ্য' অবলম্বন করতে হয়।

(৪) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখালেন যে তাঁর ভক্তদের চরিত্র কত নির্মল এবং উচ্চ, এবং লোভনীয় আদর্শ স্বরূপ। শুদ্ধ ভক্তদের তিনি যে কিভাবে নিজজন জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরকম বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তা তিনি প্রদর্শন করালেন।

(৫) ছোট হরিদাসকে দণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করলেন। এইভাবে তিনি দেখালেন তাঁর প্রতি ছোট হরিদাসের ভক্তি এবং অনুরাগ কত গভীর ছিল। তার এই ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর সামান্য ত্রুটিও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গভীর অনুরাগের পাত্র হতে বাসনা করলে, শুদ্ধ ভজনেচ্ছু ভক্তরা সর্বপ্রকার দৈহিক ইন্দ্রিয়-সুখ লালসা সর্বতোভাবে ত্যাগ করবেন, তা না হলে শ্রীগৌরহরি তাকে গ্রহণ করেন না।

(৬) কেউ যদি প্রয়াগ, মথুরা বা বৃন্দাবন আদি পবিত্র বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করেন, তাহলে তিনি তার সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন।

(৭) অনুগত শুদ্ধ ভক্তের, অধঃপতন হলেও তিনি ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার সুযোগ পান।

ইতি—'ছোট হরিদাসের দণ্ড' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* দশম পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন—রথযাত্রা উৎসবের প্রাক্কালে সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ যথারীতি পূর্বের ন্যায় জগন্নাথপুরীতে যাত্রা করলেন। রাঘব-পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে চললেন। এই খাদ্যসামগ্রী তাঁর ভগিনী দময়ন্তী রন্ধন করেছিলেন, এবং মজুদ এই খাদ্যসামগ্রী রাঘবের ঝালি নামে প্রসিদ্ধ। পাণিহাটি নিবাসী মকরধ্বজ কর রাঘবের ঝালির 'মুনসিব' হয়ে চললেন।

ভক্তগণ যেদিন জগন্নাথপুরী পৌঁছলেন, সেইদিন নরেন্দ্র-সরোবরের জলে কেলি করে গোবিন্দদেব আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভক্তদের নিয়ে জলক্রীড়া করলেন। পূর্ববৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মার্জন উৎসব করলেন এবং প্রসিদ্ধ শ্লোক জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাউ কীর্তন হয়েছিল। কীর্তনের শেষে, তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করলেন এবং নিজেও কিছুটা গ্রহণ করলেন। তারপর বিশ্রামের জন্য তিনি ম্ভীরার দ্বারে শয়ন করলেন। গোবিন্দ কোন প্রকারে নিকটে এসে পাদসম্বাহন করলেন। বার হতে না পারায়, গোবিন্দের সে দিবস প্রসাদ-সেবা হয়নি। গোবিন্দের এই চরিত্রের থেকে শিক্ষণীয় যে আমরাও অনেক সময় ভগবানের সেবার জন্য অপরাধ করে থাকি, কিন্তু তা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য যা যা দিয়েছিলেন, মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবক গোবিন্দ সকল খাদ্য তাঁকে খাওয়ালেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে দধি-ভাত ভোজন করলেন।

শ্লোক ১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যম্**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তদের; **অনুগ্রহ-কারকম্**—অনুগ্রহ প্রকাশ করতে উৎসুক; **যেন কেনাপি**—যে কোন ভাবে; **সন্তুষ্টম্**—সন্তুষ্ট; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তদের দ্বারা; **দত্তেন**—প্রদত্ত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং প্রেম সহকারে।

অনুবাদ

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহকারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে ।
পরম-আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

পরের বছর, সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য পরম আনন্দে নীলাচলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

অদ্বৈত আচার্য-গোসাঞি—সর্ব-অগ্রগণ্য ।
আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য—তিনি বঙ্গদেশের সেই ভক্তদের নেতৃত্ব করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আচার্যরত্ন, আচার্য-নিধি, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ মহান ভক্তবৃন্দ।

শ্লোক ৫

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে ।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও নিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে থাকার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রেমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

অনুরাগের লক্ষণ এই,—'বিধি' নাহি মানে ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে, অনুরাগের এইটিই লক্ষণ—তা কোন রকম বিধি মানে না। ভগবানের সঙ্গ করার জন্য ভক্ত তাঁর আদেশ ভঙ্গ করেন।

শ্লোক ৭

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

রাস নৃত্যের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীদের আদেশ দিয়েছিলেন, ঘরে ফিরে যেতে; কিন্তু তাঁরা তাঁর সেই আদেশ অমান্য করে তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য সেখানেই রয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করেন, তাহলে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে কেউ যদি আজ্ঞা ভঙ্গও করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কোটিগুণ অধিক সুখ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৯-১১

বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস ।
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥ ৯ ॥
মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন ।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন ।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস, শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন, সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, ভগবান-পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী,

নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহু ভক্ত জগন্নাথপুরীতে চললেন, তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১২

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া ।
শিবানন্দ-সেন চলিলা সবারে লঞা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীন গ্রামবাসী এবং খণ্ডবাসীরা এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং শিবানন্দ সেন তাঁদের সকলকে নিয়ে চললেন।

শ্লোক ১৩

রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভগ্নী দময়ন্তীদেবীর তৈরী নানারকম খাদ্য-সম্ভার ঝালিতে সাজিয়ে রাঘব পণ্ডিত চলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যোগ্য নানারকম অপূর্ব খাদ্য-দ্রব্য দময়ন্তীদেবী তৈরি করেছিলেন, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক বছর ধরে আহার করতেন।

শ্লোক ১৫-১৬

আম্র-কাশন্দি, আদা-কাশন্দি ঝাল-কাশন্দি নাম ।
নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ বিধান ॥ ১৫ ॥
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা ।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুকুতা ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিতের ঝালিতে ছিল—আম্র-কাশন্দি, আদা-কাশন্দি, ঝাল-কাশন্দি, নেম্বু-আদা, আম্রকলি, আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র এবং আমসত্তা। বহু যত্নে দময়ন্তীদেবী সুকুতার তিত সবজী শুখিয়ে গুঁড়ো করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

'সুকুতা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সুকুতা বলে তাকে মনে মনে অবজ্ঞা করবেন না, কেননা সুকুতা খেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সুখ পান, পঞ্চামৃততেও (দুধ, ঘি, দই, মধু এবং চিনি দিয়ে তৈরী এক অতি উপাদেয় খাদ্য) তিনি ততো সুখ পান না।

শ্লোক ১৮

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয় ।
সুকুতাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ পায় ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু কেবল স্নেহ মাত্রই গ্রহণ করেন। সুকুতা পাতা, কাশন্দি ইত্যাদি সাধারণ খাবার খেয়ে তিনি মহাসুখ পান।

শ্লোক ১৯

'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায় ।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার স্বাভাবিক প্রেমের বশে দময়ন্তীদেবী তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন। তাই তিনি আশঙ্কা করতেন যে অধিক আহার করার ফলে তাঁর উদরে আম হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শুদ্ধ প্রেমের বশে গোলোক বৃন্দাবনের কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণকে তাঁদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে ভালবাসেন। কৃষ্ণকে তাঁদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করলেও কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেম ছিল অন্তহীন। তেমনই, গভীর প্রেমের বশে রাঘব পণ্ডিত এবং তাঁর ভগ্নী দময়ন্তীদেবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন, কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেম ছিল অন্তহীন। অধিক আহারের ফলে সাধারণ মানুষের অম্ল-পিত্ত নামক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যার ফলে উদরে অম্ল হয়। দময়ন্তীদেবী মনে করেছিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও সেরকম হতে পারে।

শ্লোক ২০

সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ ।
এই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

ঐকান্তিক স্নেহের বশে তিনি মনে করেছিলেন যে, সুকুতা খেলে সেই আমের নিরাময় হবে। দময়ন্তীদেবীর এই স্নেহের কথা মনে মনে চিন্তা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে ।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

প্রিয়েণ—প্রেমিকের দ্বারা; সংগ্রথ্য—মালা গাঁথার পর; বিপক্ষ-সন্নিধৌ—বিপক্ষ (সপত্নী) সন্নিধানে; উপাহিতাম্—অর্পণ করেছিলেন; বক্ষসি—বক্ষের উপরে; পিবর-স্তনে—উন্নত স্তনে; স্রজম্—একটি মালা; ন—না; কাচিৎ—কোন প্রিয়জন; বিজহৌ—পরিত্যাগ করেছিলেন; জল-আবিলাম্—পঙ্কিল; বসন্তি—বর্তমান থাকে; হি—যেহেতু; প্রেম্ণি—প্রেমেতে; গুণাঃ—গুণসকল; ন—না; বস্তুনি—জড় বস্তুতে।

অনুবাদ

"কোন প্রিয়জন মালা গেঁথে বিপক্ষ (সপত্নী) সন্নিধানে কোন উন্নত স্তনযুক্ত বক্ষে অর্পণ করলে তিনি পঙ্কিল বলে তা পরিত্যাগ করেন নি, কেননা, জড় বস্তুতে গুণসকল থাকে না, প্রেমেই থাকে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভারবী রচিত *কিরাতার্জুনীয়* (৮/২০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২২

ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া ।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

ধনে এবং মৌরী গুঁড়ো করে চিনিতে পাক করে দময়ন্তীদেবী নাড়ু বানিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু, আর আমপিত্তহর ।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী ভিতর ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

আম-পিত্ত নাশকারী শুষ্ক আদার নাড়ু বানিয়ে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে সেগুলি বেঁধে রেখেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ।
কত নাম লইব, শতপ্রকার 'আচার' ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড এবং শত শত প্রকার আচার বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে সবের নাম গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ২৫

নারিকেল-খণ্ড নাড়ু, আর নাড়ু গঙ্গাজল ।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকল ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি নারকেলের নাড়ু, গঙ্গাজল নাড়ু, ইত্যাদি বহু প্রকার দীর্ঘস্থায়ী শর্করা জাত খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার ।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বহুদিন ঘরে রেখে দেওয়া যায় সেরকম ক্ষীরসার, দুধ এবং ননী থেকে তৈরি নানাপ্রকার মিষ্টি, অমৃত-কর্পূর আদি নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

শালিকাচটি-ধান্যের 'আতপ' চিড়া করি' ।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শালিধানের আতপ চিড়া করে নতুন কাপড়ের বড় বড় ঝোলায় সেই সব ভরে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

কতেক চিড়া হুড়ুম্ করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

কিছু চিড়া তিনি ঘিয়ে ভেজে ফুলিয়ে তারপর চিনিতে পাক করে কর্পূর আদি দিয়ে নাড়ু তৈরি করেছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া ।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥ ২৯ ॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শালিধানের চাল ভেজে তা চূর্ণ করে ঘিতে ভিজিয়ে তারপর চিনিতে পাক করে কর্পূর, গোল-মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি এবং অন্যান্য মশলার গুঁড়া মিশিয়ে পরম সুগন্ধযুক্ত নাড়ু তৈরি করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাক উখ্‌ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শালিধানের খই পুনরায় ঘিতে ভেজে চিনিতে পাক করে তাতে কর্পূর আদি দিয়ে উখ্‌ড়া বা মুড়কি তৈরি করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইল ।
চিনি-পাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

ফুট্‌কলাই চূর্ণ করে, ঘিতে ভেজে চিনিতে পাক করে কর্পূর আদি দিয়ে তিনি নাড়ু তৈরি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

দময়ন্তীদেবী যে হাজার হাজার রকম অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য বানিয়েছিলেন, তাদের নাম আমি একজন্মে বলে শেষ করতে পারব না।

শ্লোক ৩৪

রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী ।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিতের আদেশে তাঁর ভগ্নী দময়ন্তীদেবী এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তৈরি করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের দুজনেরই পরম স্নেহ এবং ভক্তি ছিল।

শ্লোক ৩৫

গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাঁপড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

গঙ্গা মাটি গুঁড়ো করে তা কাপড়ে ছেঁকে, তাতে গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে, দময়ন্তীদেবী পাঁপড়ি (ছোট ছোট গুলি) করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি ভরি' ।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

আচার ও অন্যান্য অনুরূপ কিছু দ্রব্য তিনি পাতলা মাটির পাত্রে ভরে দিয়েছিলেন, এবং অন্য সমস্ত দ্রব্য তিনি কাপড়ের ঝুলিতে ভরে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৮

সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা ।
পারিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥ ৩৭ ॥
ঝালি বান্ধি' মোহর দিল আগ্রহ করিয়া ।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট ঝালি থেকে তিনি দ্বিগুণ বড় ঝালি করলেন, এবং তারপর পরিপাটি করে সমস্ত ঝালিগুলি ভরলেন। ঝালি বেঁধে সেগুলি তিনি মোহরের ছাপ দিয়ে বন্ধ করে দিলেন, এবং তিনজন বাহক সেই বোঝাগুলি ক্রম করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

শ্লোক ৩৯

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই ঝালির বিচার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি' বিখ্যাতি যাহার ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘবের ঝালি বলে বিখ্যাত এই ঝালির কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৪০

ঝালির উপর 'মুন্‌সিব' মকরধ্বজ-কর ।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হঞা তৎপর ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ঝালির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মকরধ্বজ-কর, যিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে, তার প্রাণের মতো, এই সমস্ত ঝালিগুলি আগলে রাখছিলেন।

শ্লোক ৪১

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবেরা নীলাচলে এসে পৌঁছলেন। দৈবক্রমে সেই দিনটি ছিল জগন্নাথদেবের জল-লীলা মহোৎসবের দিন।

শ্লোক ৪২

নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দিন গোবিন্দদেব নৌকায় চড়ে নরেন্দ্র সরোবরের জলে সমস্ত ভক্তদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন।

শ্লোক ৪৩

সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্র সরোবরে জগন্নাথদেবের জলকেলি দেখতে এলেন।

শ্লোক ৪৪

সেইকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, বঙ্গদেশের সমস্ত ভক্তরা সেখানে এসে পৌঁছলেন, এবং নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হল।

শ্লোক ৪৫

ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে ।
উঠাঞা প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এসে পতিত হলেন, এবং তাঁদের সকলকে উঠিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৪৬

গৌড়ীয়া-সম্প্রদায় সব করেন কীর্তন ।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের ভক্তরা সব কীর্তন করতে লাগলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলনের ফলে প্রেম-জনিত ক্রন্দনের রোল উঠল।

শ্লোক ৪৭

জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্তন, কীর্তন ।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের জলক্রীড়া উপলক্ষে তীরে বাদ্য, গীত, নর্তন এবং কীর্তন সহকারে মহা কোলাহল হচ্ছিল, এবং শ্রীজগন্নাথদেব জলে খেলা করছিলেন।

শ্লোক ৪৮

গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্তনে আর রোদন মিলিয়া ।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

বঙ্গদেশ থেকে আগত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্কীর্তন আর ক্রন্দনের শব্দ মিলে ব্রহ্মাণ্ড ভরে মহা কোলাহল হল।

শ্লোক ৪৯

সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে ।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে জলে নামলেন এবং মহা আনন্দে তাঁদের সকলকে নিয়ে জলক্রীড়া করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই জলক্রীড়া বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৫১

পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয় ।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাড়য় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এখানে তা পুনরায় বর্ণনা করলে পুনরুক্তি হয়, তার ফলে অনর্থক লিখে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ৫২

জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয় ।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

জললীলা করে গোবিন্দদেব তাঁর আলয়ে ফিরে গেলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে মন্দিরে গেলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে গোবিন্দ বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয় বিগ্রহ। যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে কোথায়ও নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়, তখন বিজয়-বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয়, কেননা জগন্নাথদেবের বিগ্রহ অত্যন্ত বিশাল এবং অত্যন্ত ভারী। জগন্নাথ মন্দিরের বিজয় বিগ্রহের নাম গোবিন্দ। নরেন্দ্র সরোবরে জললীলার সময় সেই বিজয় বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্লোক ৫৩

জগন্নাথ দেখি' পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা ।
প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন, এবং প্রসাদ আনিয়ে সমস্ত ভক্তদের খাওয়ালেন।

শ্লোক ৫৪

ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈলা ।
নিজ নিজ পূর্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর কিছুকাল তাঁদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের পূর্ব বৎসর তাঁরা যে যে গৃহে বাস করেছিলেন সেই সেই গৃহে পাঠালেন।

শ্লোক ৫৫

গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা ।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিত তাঁর ঝালি গোবিন্দকে দিলেন, এবং গোবিন্দ ভোজন গৃহের কোণে সেই ঝালি রাখলেন।

শ্লোক ৫৬

পূর্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া ।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ব বৎসরের ঝালি খালি করে গোবিন্দ সেগুলি অন্য দ্রব্য ভরে রাখার জন্য অন্য ঘরে রাখলেন।

শ্লোক ৫৭

আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব ভোরে তাঁর ভক্তদের নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যা থেকে উত্থানের সময় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৫৮

বেড়া-সঙ্কীর্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা ।
সাত-সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরে বেড়া-সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, এবং সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বেড়া-সংকীর্তনের বিশদ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদের ২১৫ থেকে ২৩৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৫৯-৬০

সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন ।
অদ্বৈত আচার্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
সত্যরাজ-খাঁন, আর নরহরি দাস ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সাত সম্প্রদায়ে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস-পণ্ডিত, সত্যরাজ-খাঁন আর নরহরি দাস, এই সাতজন নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৬১

সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু'—ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করছিলেন, এবং সকলে মনে করছিলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার সম্প্রদায়ে রয়েছেন।"

শ্লোক ৬২

সঙ্কীর্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল ।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সংকীর্তনের শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হল, এবং তখন সমস্ত জগন্নাথবাসীরা সেই কীর্তন দেখতে এলেন।

শ্লোক ৬৩

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা ।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

পাত্র-মিত্র সহ রাজা এসে দূর থেকে সেই কীর্তন দেখতে লাগলেন, এবং রাজপত্নীরা সকলে প্রাসাদের উপরে চড়ে সেই কীর্তন দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৪

কীর্তন-আটোপে পৃথিবী করে টলমল ।
'হরিধ্বনি' করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

কীর্তনের তুমুল শব্দে পৃথিবী টলমল করতে লাগল। সমস্ত লোকেরা হরিধ্বনি করতে লাগলেন, এবং তখন প্রচণ্ড কোলাহল হল।

শ্লোক ৬৫

এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্তন ।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্তন করানোর পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাচতে ইচ্ছা হল।

শ্লোক ৬৬

সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায় ।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর-রায় ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় মৃদঙ্গ-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতে লাগল, এবং মাঝখানে মহাপ্রেমের আবেশে গৌর-রায় (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৭

উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
স্বরূপেরে সেই পদ গাহিতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তখন একটি উড়িয়া-পদ মনে পড়ল, এবং তিনি স্বরূপ-দামোদরকে তখন সেই পদ গাইতে বললেন।

শ্লোক ৬৮

"জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাউ" ॥ ৬৮ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"জগমোহন (কীর্তন কক্ষে) শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমার মস্তক অবনত হোক্।"

শ্লোক ৬৯

এই পদে নৃত্য করেন পরম-আবেশে ।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেম-জলে ভাসে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গানের সঙ্গে পরম আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করতে লাগলেন, এবং চতুর্দিকের সমস্ত লোক তাঁর প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হলেন।

শ্লোক ৭০

'বোল্' 'বোল্' বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া ।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুবাহু তুলে বলতে লাগলেন 'বোল! বোল!', এবং সমস্ত লোকেরা তখন আনন্দে মগ্ন হয়ে হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭১

প্রভু পড়ি' মূর্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ তিনি হুঙ্কার করে উঠে পুনরায় নৃত্য করতে শুরু করছিলেন।

শ্লোক ৭২

সঘন পুলক,—যেন শিমুলের তরু ।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

নিরন্তর পুলকে তাঁর দেহ শিমুল গাছের মতো (কণ্টকময়) দেখাচ্ছিল। কখনও তাঁর শ্রীঅঙ্গ প্রফুল্লিত হচ্ছিল এবং কখনও অত্যন্ত ক্ষীণ হচ্ছিল।

শ্লোক ৭৩

প্রতি রোম-কূপে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্‌গম ।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদ্‌গদ বচন ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রতি রোমকূপে স্বেদবিন্দু এবং রক্তোদ্‌গম হচ্ছিল। ভাবাবেশে উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়ে, গদ্‌গদ বচনে তিনি বলছিলেন 'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'।

শ্লোক ৭৪

এক এক দন্ত যেন পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ।
ঐছে নড়ে দন্ত,—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দাঁতগুলি যেন আলাদা হয়ে নড়ছিল, এবং সেগুলি এমনভাবে নড়ছিল যেন মনে হচ্ছিল সেইগুলি খসে মাটিতে পড়বে।

শ্লোক ৭৫

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিক্ষণে মহাপ্রভুর আনন্দের আবেশ বর্ধিত হচ্ছিল, এবং তাই তৃতীয় প্রহরেও তাঁর নৃত্য শেষ হল না।

শ্লোক ৭৬

সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর ।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত লোকের হৃদয়ে আনন্দের সাগর উদ্বেলিত হল, এবং সকলে তাঁদের দেহ, মন এবং ঘরের কথা ভুলে গেলেন।

শ্লোক ৭৭

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিলা উপায় ।
ক্রমে ক্রমে কীর্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নিত্যানন্দ প্রভু একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন—ক্রমে ক্রমে তিনি কীর্তনীয়াদের স্তব্ধ করলেন।

শ্লোক ৭৮

স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায় ।
স্বরূপের সঙ্গে সেহ মন্দস্বর গায় ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কেবল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে একটি মাত্র সম্প্রদায় গাইতে লাগল, এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত মৃদু স্বরে গান গাইছিলেন।

শ্লোক ৭৯

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

কোলাহল স্তব্ধ হওয়ায় মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা হল, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে সকলের পরিশ্রমের কথা জানালেন।

শ্লোক ৮০

ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্তন সমাপন ।
সবা লঞা আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের পরিশ্রম হয়েছে জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন সমাপ্ত করলেন, এবং সকলকে নিয়ে তিনি তখন সমুদ্রে স্নান করলেন।

শ্লোক ৮১

সব লঞা প্রভু কৈলা প্রসাদ ভোজন ।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ ভোজন করলেন, এবং তারপর সকলকে বিশ্রাম করার জন্য বিদায় দিলেন।

শ্লোক ৮২

গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন ।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করলেন, এবং গোবিন্দ এসে তাঁর পাদসম্বাহন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৩-৮৪

সর্বকাল আছে এই সুদৃঢ় 'নিয়ম' ।
'প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন ।
তবে যাই' প্রভুর 'শেষ' করেন ভোজন ॥" ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

দীর্ঘকাল ধরে এই সুদৃঢ় নিয়ম ছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রসাদ পেয়ে শয়ন করতেন, তখন গোবিন্দ এসে তাঁর পাদসম্বাহন করতেন, এবং তারপর তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করতেন।

শ্লোক ৮৫-৮৬

সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮৫ ॥
'একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতর যাইতে' ।
প্রভু কহে,—'শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে' ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু সমস্ত দ্বার আগলে শুয়ে ছিলেন, তাই গোবিন্দ ভিতরে যেতে পারছিলেন না। অবশেষে গোবিন্দ তাঁকে অনুরোধ করলেন, "আপনি একটু পাশ ফিরুন এবং আমাকে ভিতরে যেতে দিন।" মহাপ্রভু তখন বললেন,—"আমার শরীর সরাবার মতো শক্তি নেই"।

শ্লোক ৮৭

বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে ।
প্রভু কহে,—'অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥' ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

বারবার গোবিন্দ তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, একদিকে একটু সরার জন্য, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, "আমি আমার শরীর সরাতে পারছি না"।

শ্লোক ৮৮

গোবিন্দ কহে,—'করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন' ।
প্রভু কহে,—'কর বা না কর, যেই তোমার মন' ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ তখন তাঁকে বললেন, "আমি আপনার পাদ-সম্বাহন করতে চাই", কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, "তুমি তা কর বা না কর তা নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছার উপর"।

শ্লোক ৮৯

তবে গোবিন্দ বহির্বাস তাঁর উপরে দিয়া ।
ভিতর-ঘরে গেলা মহাপ্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন গোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর তাঁর বহির্বাস বিছিয়ে তাঁকে ডিঙ্গিয়ে ঘরের ভিতরে গেলেন।

শ্লোক ৯০

পাদ-সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর-মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পা টিপে দিলেন, এবং কোমর ও পিঠ টিপে দিলেন; তাঁর মধুর মর্দনে মহাপ্রভুর সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে গেল।

শ্লোক ৯১

সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড-দুই বই প্রভুর হৈলা নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ গা টিপে দেওয়ার ফলে, মহাপ্রভু প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অত্যন্ত সুখে নিদ্রা গেলেন, এবং তারপর তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল।

শ্লোক ৯২-৯৩

গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
'আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া? ৯২ ॥
মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ খাইতে?'
গোবিন্দ কহে—'দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে' ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দকে সেখানে বসে থাকতে দেখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আজ কেন তুমি এখনও এখানে বসে আছ? আমি ঘুমালে তুমি কেন প্রসাদ খেতে গেলে না?" গোবিন্দ বললেন, "আপনি দরজার সামনে শুয়ে ছিলেন বলে ঘর থেকে বেরোবার কোন পথ ছিল না।"

শ্লোক ৯৪

প্রভু কহে,—'ভিতরে তবে আইলা কেমনে?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে?' ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তুমি ঘরের ভিতরে এসেছিলে কি করে? যেভাবে ঘরের ভিতরে এসেছিলে, সেইভাবে প্রসাদ নিতে গেলে না কেন?"

শ্লোক ৯৫-৯৬

গোবিন্দ কহে মনে—"আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯৫ ॥
'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥" ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ মনে মনে বললেন, "সেবা করা আমার কর্তব্য, তার ফলে আমার অপরাধ হোক বা নরকেই গমন হোক। ভগবানের সেবা করতে গিয়ে যদি আমার কোটি অপরাধও হয়, তার আমি কোন গুরুত্ব দিই না, কিন্তু নিজের সুখের জন্য অপরাধের আভাসকেও আমি ভয় করি।"

শ্লোক ৯৭

এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

মনে মনে এইভাবে বিচার করে গোবিন্দ চুপ করে রইলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর তিনি দিলেন না।

শ্লোক ৯৮

প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন মহাপ্রভু ঘুমালে গোবিন্দ প্রসাদ নিতে যেতেন। কিন্তু, সেদিন মহাপ্রভুর পরিশ্রম দেখে গোবিন্দ তাঁর শরীর টিপতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৯

যাইতেহ পথ নাহি, যাইবে কেমনে?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরের বাইরে যাবার কোন পথ ছিল না, তাই তিনি ঘরের বাইরে কি করে যাবেন? অথচ মহাপ্রভুকে ডিঙ্গিয়ে গেলে মহা অপরাধ হবে।

শ্লোক ১০০

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্ম মর্ম ।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত বিচার ভক্তি-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কেবল এই সমস্ত তত্ত্ব জানা যায়।

তাৎপর্য

সকাম কর্মীরা ভগবদ্ভক্তির সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা কেবল আচার অনুষ্ঠানের বিচার করে বলে বুঝতে পারে না যে ভগবদ্ভক্তি কিভাবে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে। কর্মীদের বিচার কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগুলি যদিও ধর্ম অনুষ্ঠানের জাগতিক ফল মাত্র, তাই কর্মীরা কেবল তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই ধরনের আচার অনুষ্ঠানকে বলা হয় কর্ম। কর্মীরা ভগবদ্ভক্তিকে অত্যন্ত তুচ্ছভাবে গ্রহণ করে, এবং তাই তারা জড় কার্যকলাপের স্তরেই আবদ্ধ থাকে বলে ওদের বলা হয় প্রাকৃত-সহজিয়া। বাৎসল্য এবং মধুর রসে যে কিভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা হয় তা তারা বুঝতে পারে না, কেননা তা কেবল শুদ্ধ ভক্তের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার প্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১০১

ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী ।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের গুণ প্রকাশ করতে মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎসুক, এবং তাই তিনি এই ঘটনার অবতারণা করেছিলেন।

শ্লোক ১০২

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য ।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিমুণ্ডা-নৃত্যলীলা বর্ণনা করলাম, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবকেরা এখনও কীর্তন করেন।

শ্লোক ১০৩

এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ।
গুণ্ডিচা-গৃহের কৈলা ক্ষালন, মার্জন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালন এবং মার্জন করলেন।

শ্লোক ১০৪

পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্তন, নর্তন ।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ব্ববৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন ও নৃত্য করলেন এবং উদ্যানে বনভোজন করলেন।

শ্লোক ১০৫

পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্তন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ব্ববৎ তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সামনে নৃত্য করলেন, এবং হেরাপঞ্চমী যাত্রা দর্শন করলেন।

শ্লোক ১০৬

চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের সমস্ত ভক্তরা চারমাস জগন্নাথপুরীতে রইলেন, এবং জন্মাষ্টমী আদি মহোৎসব দর্শন করলেন।

শ্লোক ১০৭

পূর্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল ।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে গৌড়ের ভক্তরা যখন এলেন, তখন তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কিছু খাওয়াতে চাইলেন।

শ্লোক ১০৮

কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি ।
'ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি' ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা গোবিন্দের কাছে সেই প্রসাদ দিয়ে তাঁকে বলতেন, "মহাপ্রভু যেন অবশ্যই এটি গ্রহণ করেন।"

শ্লোক ১০৯

কেহ পৈড়, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা ।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ-প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ পৈড় (নারকেলের তৈরি এক প্রকার মিষ্টি), কেউ নাড়ু, কেউ পিঠাপানা নিয়ে আসতেন। সেই সমস্ত প্রসাদ ছিল বিভিন্ন রকমের এবং বহু মূল্যবান।

শ্লোক ১১০

'অমুক এই দিয়াছে' গোবিন্দ করে নিবেদন ।
'ধরি' রাখ' বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"অমুকে এই প্রসাদ দিয়েছেন" বলে গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তা নিবেদন করতেন, কিন্তু মহাপ্রভু তা না খেয়ে বলতেন, "এটা রেখে দাও।"

শ্লোক ১১১

ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ ।
শত-জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সেই সমস্ত প্রসাদ রাখতে রাখতে ঘরের এক কোণ ভরে গেল, এবং এইভাবে একশত জনের খাবার সঞ্চিত হল।

শ্লোক ১১২

গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন ।
'আমা-দত্ত প্রসাদে প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ? ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর আগ্রহে সমস্ত ভক্তরা গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করতেন, "আমার দেওয়া প্রসাদ কি মহাপ্রভুকে খেতে দিয়েছেন?"

শ্লোক ১১৩-১১৫

কাঁহা কিছু কহি' গোবিন্দ করে বঞ্চন ।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্বেদ-বচন ॥ ১১৩ ॥
"আচার্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে ।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১৪ ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার ।
কত বঞ্চনা করিমু, কেমনে আমার নিস্তার?" ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা যখন গোবিন্দকে এইভাবে প্রশ্ন করতেন, তাঁকে তখন তাঁদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হত। তাই তিনি একদিন ব্যথিত ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তরা আপনাকে খাওয়ার জন্য বহু যত্ন করে নানারকম প্রসাদ আমাকে দেন। কিন্তু আপনি সেগুলি খান না। তাই তাঁরা যখন আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমাকে তাঁদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হয়। এভাবে আমি তাঁদের কতদিন বঞ্চনা করব? এর থেকে আমার নিস্তার হবে কি করে?"

শ্লোক ১১৬

প্রভু কহে,—'আদিবস্যা' দুঃখ কাঁহে মানে?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥' ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁকে বললেন, "তুমি কেন মূর্খের মতো দুঃখ করছ? কে কি দিয়েছে তা এখানে নিয়ে এস।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—আদিবস্যা শব্দের অর্থ—পূর্ব থেকে যার অন্যের সঙ্গে বাস। গোবিন্দকে আদিবস্যা বলা হয়েছিল কেননা তিনি বহু দিন ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু যাঁরা গৌড় থেকে এসেছিলেন, তাঁরা সম্প্রতি এসেছেন এবং কিছুকাল পরেই চলে যাবেন। অর্থাৎ, মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলেছিলেন, "তুমি যেহেতু দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে রয়েছ তাই তুমি সেজন্য মূর্খের মতো দুঃখ করো না। সমস্ত খাবার নিয়ে এস, এবং দেখবে আমি কিভাবে সব খেতে পারি।"

শ্লোক ১১৭

এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে ।
নাম ধরি' ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে বসলেন, এবং গোবিন্দ, কে কোন্ খাবার দিয়েছেন, নাম উল্লেখ করে তা মহাপ্রভুকে নিবেদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৮

"আচার্যের এই পৈড়, পানা-সর-পূপী।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কূপী ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত খাবার—পৈড়, মিষ্টান্ন, সর-পূপী, অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা এবং কর্পূরের কূপী (পাত্র) অদ্বৈত আচার্য প্রভু দিয়েছেন।

শ্লোক ১১৯

শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য শ্রীবাস পণ্ডিত দিয়েছেন।

শ্লোক ১২০

আচার্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্যনিধির এই, অনেক প্রকার ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সব আচার্যরত্ন উপহার দিয়েছেন, এবং এই সমস্ত নানাপ্রকার খাদ্য আচার্য-নিধি উপহার দিয়েছেন।

শ্লোক ১২১

বাসুদেব-দত্তের এই মুরারি-গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত-খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত খাদ্য বাসুদেব-দত্ত দিয়েছেন, এগুলি মুরারি-গুপ্ত, এবং এই সমস্ত বিবিধ প্রকারের খাদ্য বুদ্ধিমন্ত-খাঁন দিয়েছেন।

শ্লোক ১২২

শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্যনন্দন।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত খাবার শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত এবং আচার্যনন্দন দিয়েছেন, আপনি দয়া করে এগুলি ভোজন করুন।

শ্লোক ১২৩

কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥" ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কুলীন গ্রামের অধিবাসীরা এই সমস্ত খাবার দিয়েছেন, এবং এগুলি দিয়েছেন খণ্ডের অধিবাসীরা।"

শ্লোক ১২৪

ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হঞা প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সকলের নাম উল্লেখ করে সমস্ত খাবার গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে রাখলেন, এবং সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব ভোজন করলেন।

শ্লোক ১২৫-১২৬

যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥ ১২৫ ॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
'বাসি' বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুতা নারিকেল, অমৃত-গুটিকা, পানা আদি সমস্ত যদিও ছিল প্রায় এক মাসের বাসি, তবুও সবকিছুর স্বাদ ঠিক নতুনের মতো ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সেগুলি বাসি হওয়া সত্ত্বেও বিস্বাদ হয় নি।

শ্লোক ১২৭

শত-জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা!
'আর কিছু আছে?' বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একশ' জনের খাবার খেয়ে ফেললেন, এবং তারপর তিনি গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু আছে?"

শ্লোক ১২৮

গোবিন্দ বলে,—'রাঘবের ঝালি মাত্র আছে' ।
প্রভু কহে,—'আজি রহু, তাহা দেখিমু পাছে' ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ বললেন, "আর কেবল রাঘব পণ্ডিতের ঝালি আছে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আজ সেগুলি থাক, পরে আমি সেগুলি দেখব।"

শ্লোক ১২৯

আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা ।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন নিভৃতে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভোজন করছিলেন, তখন তিনি রাঘবের ঝালি খুলে সবকিছু দেখলেন।

শ্লোক ১৩০

সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা ।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সবকিছুর একটু একটু করে আস্বাদ করলেন, এবং সেগুলির স্বাদ ও সুগন্ধের প্রশংসা করলেন।

শ্লোক ১৩১

বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া ।
ভোজন-কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাঞা ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সেগুলি তিনি প্রায় এক বছর ধরে রেখে দিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভোজন করতেন তখন স্বরূপ-দামোদর একটু একটু করে সেগুলি পরিবেশন করতেন।

শ্লোক ১৩২

কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও রাত্রিবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেগুলি থেকে কিছু নিয়ে খেতেন। শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে যা নিবেদন করেন, ভগবান তা অবশ্যই গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

ভক্তের নিবেদনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি ভক্তিসহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটু ফল বা একটু জল নিবেদন করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/২৬)

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তের নিবেদিত সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন। কখনও কখনও তিনি মধ্যাহ্নে সেগুলি আহার করতেন এবং কখনও রাত্রিবেলায়, কিন্তু তিনি সব সময় ভাবতেন যে যেহেতু তাঁর ভক্তরা ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে তা নিবেদন করেছেন, তাই তাঁকে সেগুলি খেতে হবেই।

শ্লোক ১৩৩

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
চাতুর্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ১৩৪

মধ্যে মধ্যে আচার্যাদি করে নিমন্ত্রণ ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

মাঝে মাঝে অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তরা তাঁদের গৃহে অন্ন এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ১৩৫-১৩৭

মরিচের ঝাল, আর মধুরাম্ল আর ।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥ ১৩৫ ॥
শাক, দুই-চারি, আর সুকুতার ঝোল ।
নিম্ব-বার্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ী, আর মুদ্গ-ডালি-সূপ ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা মরিচের ঝাল, মধুর অম্ল, আদা, লবণ, লেবু, দুধ, দই, খণ্ডসার, দু-চার প্রকার শাক, সুকতার ঝোল, নিম-বেগুন, পটল ভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, মুগ ডাল, এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রুচি অনুরূপ রন্ধন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৮

জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন, কাঁহা গণের সহিত ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ এনে সেগুলির সঙ্গে মেশাতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও একা যেতেন, এবং কখনও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

শ্লোক ১৩৯

আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যরত্ন, আচার্য-নিধি, নন্দন-আচার্য, রাঘব-পণ্ডিত এবং শ্রীবাস-ঠাকুর প্রমুখ ভক্তরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ১৪০-১৪১

এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর-দাস, গুপ্ত-মুরারি ॥ ১৪০ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন। বাসুদেব দত্ত, গদাধর-দাস, মুরারি-গুপ্ত, কুলীন গ্রামবাসী, খণ্ডবাসী, এবং অন্য বহু ভক্ত, যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁরা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ এনে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন।

তাৎপর্য

সত্যরাজ-খাঁন এবং রামানন্দ-বসু প্রমুখ কুলীন গ্রামের অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এবং মুকুন্দ দাস, নরহরি দাস, রঘুনন্দন প্রমুখ খণ্ডবাসীরাও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই তাঁরা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ কিনে এনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন। কিন্তু আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা গৃহে রন্ধন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে

ভোজন করাতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখনকার সামাজিক প্রথা অনুসারে কেবল ব্রাহ্মণদের রান্না করা প্রসাদই গ্রহণ করতেন, কিন্তু তিনি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ১৪২

শিবানন্দ-সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের 'চৈতন্যদাস' নাম ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ-সেন কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই কাহিনী এখন আপনারা শ্রবণ করুন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল চৈতন্যদাস।

শ্লোক ১৪৩

প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তাঁর নাম ত' পুছিলা ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করানোর জন্য শিবানন্দ সেন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ১৪৪

'চৈতন্যদাস' নাম শুনি' কহে গৌররায়।
'কিবা নাম ধরাঞাছ, বুঝন না যায়' ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শুনলেন যে তাঁর নাম চৈতন্যদাস, তখন তিনি বললেন, "তুমি এর কিরকম নাম রেখেছ তা আমি বুঝতে পারি না।"

শ্লোক ১৪৫

সেন কহে,—'যে জানিলুঁ, সেই নাম ধরিল'।
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন উত্তর দিলেন, "আমার যে জ্ঞান, সেই অনুসারেই আমি এই নাম রেখেছি।" এই বলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১৪৬

জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা ।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন শ্রীজগন্নাথদেবের বহুমূল্য প্রসাদ আনালেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ সেবা করতে বসলেন।

শ্লোক ১৪৭

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন ।
অতিগুরু-ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের আন্তরিকতায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করলেন। কিন্তু অত্যধিক ভোজন করায় তাঁর মন প্রসন্ন হল না।

শ্লোক ১৪৮

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যদাস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন; এবং তিনি মহাপ্রভুর অভীষ্ট অনুসারে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন আনলেন।

শ্লোক ১৪৯

দধি, লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া, লবণ ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি দই, লেবু, আদা, ফুলবড়া এবং লবণ নিবেদন করলেন। সেই সমস্ত সামগ্রী দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় চৈতন্যদাস তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এমন সমস্ত খাবারের আয়োজন করেছিলেন যেগুলি ছিল পূর্ব দিনের গুরুপাক খাদ্যের প্রতিরোধক।

পরবর্তীকালে চৈতন্যদাস এক মহান সংস্কৃত পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং বহু

গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে *কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের* টীকা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ বলেন যে, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* নামক সংস্কৃত মহাকাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫০

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই বালক আমার মন জানে। তাই এর নিমন্ত্রণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।"

শ্লোক ১৫১

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভাজন ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দই-ভাত খেলেন এবং তাঁর উচ্ছিষ্ট চৈতন্যদাসকে দিলেন।

শ্লোক ১৫২

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে মহাপ্রভু চারমাস, বিভিন্ন ভক্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অতিবাহিত করলেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পেলেন না।

শ্লোক ১৫৩

গদাধর-পণ্ডিত, ভট্টাচার্য সার্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য, এঁদের গৃহে প্রতিমাসে বাঁধা ধরা নিমন্ত্রণের দিন ছিল।

শ্লোক ১৫৪-১৫৫

গোপীনাথাচার্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥

মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ-আচার্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, ভগবান্, রামভদ্র-আচার্য, শঙ্কর এবং বক্রেশ্বর ছিলেন ব্রাহ্মণ; তাঁরা তাঁদের গৃহে রান্না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন, আর অন্য ভক্তরা দুপণ কড়ি দিয়ে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ কিনে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ১৫৬

প্রথমে আছিল 'নির্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতে হলে চারপণ কড়ির জগন্নাথ-প্রসাদ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে মহাপ্রভু সেই প্রসাদের মাত্রা অর্ধেক করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৭

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

চারমাস থাকার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়ের ভক্তদের বিদায় দিলেন। কিন্তু নীলাচলের ভক্তরা তাঁর সঙ্গেই রইলেন।

শ্লোক ১৫৮

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ স্বীকার এবং ভক্তদের দেওয়া বস্তু তিনি কিভাবে আস্বাদন করেছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৫৯

তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বর্ণনার মাঝখানে আমি রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বর্ণনা এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের কথা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৬০

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্বথা ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করবেন, তিনি অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ করবেন।

শ্লোক ১৬১

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ ঠিক অমৃতের মতো এবং তা শ্রবণ করলে কর্ণ ও মন জুড়িয়ে যায়। সেই অমৃত যিনি আস্বাদন করেন তিনিই ভাগ্যবান।

শ্লোক ১৬২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* এই পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন—'এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা নিয়ে দেহত্যাগ করলে মহাপ্রভু তাঁকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সঙ্গে সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করলেন। স্বহস্তে বালি দিয়ে চৌতারা বেঁধে দিলেন, পরে সমুদ্র স্নান করে স্বয়ং ভিক্ষা করে হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসব করলেন।'

শ্লোক ১

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত যঃ ॥ ১ ॥

নমামি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **হরিদাসম্**—হরিদাস ঠাকুরকে; **তম্**—তাঁকে; **চৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **তম্**—তাঁকে; **চ**—ও; **তৎ-প্রভুম্**—তাঁর প্রভু; **সংস্থিতাম্**—সমাধি প্রাপ্ত; **অপি**—অবশ্যই; **যৎ**—যাঁর; **মূর্তিম্**—দেহ; **স্ব-অঙ্কে**—তাঁর কোলে; **কৃত্বা**—ধারণ করে; **ননর্ত**—নৃত্য করেছিলেন; **যঃ**—যিনি।

অনুবাদ

আমি হরিদাস ঠাকুরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; যিনি হরিদাস ঠাকুরের পরিত্যক্ত দেহ কোলে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত দয়াময় এবং অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।

শ্লোক ৩

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিবাস ঠাকুরের ঈশ্বর, হরিদাস ঠাকুরের প্রভু, গদাধর পণ্ডিতের প্রিয় এবং স্বরূপ দামোদরের প্রাণনাথ সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।

শ্লোক ৪

জয় কাশীপ্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর ।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীমিশ্রের অত্যন্ত প্রিয়, জগদানন্দের প্রাণেশ্বর, এবং রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়!

শ্লোক ৫

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

গৌরদেহ অবলম্বনকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়! হে প্রভু, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করুন।

শ্লোক ৬

জয় নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! হে প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে আপনার চরণারবিন্দে ভক্তি দান করুন।

শ্লোক ৭

জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য ।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে গুরুর মতো সম্মান করতেন সেই অদ্বৈতচন্দ্রের জয়! হে অদ্বৈত আচার্য প্রভু, আপনি দয়া করে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে ভক্তি দান করুন।

শ্লোক ৮

জয় গৌরভক্তগণ,—গৌর যাঁর প্রাণ ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁদের প্রাণস্বরূপ, মহাপ্রভুর সেই ভক্তবৃন্দের জয় হোক! আপনারা সকলে মিলে আমাকে ভগবদ্ভক্তি দান করুন।

শ্লোক ৯

জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ।
রঘুনাথ, গোপাল,—ছয় মোর নাথ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জয় হোক! এরা ছয়জন আমার প্রভু।

শ্লোক ১০

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং গুণাবলী বর্ণনা করছি। কিভাবে যে লিখতে হয় তা আমি জানি না। আমি কেবল নিজেকে পবিত্র করার জন্য যেমন-তেমন করে এই বর্ণনা লিখছি।

শ্লোক ১১

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্তন-বিলাস ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' সংকীর্তন বিলাস করে নীলাচলে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ১২

দিনে নৃত্য-কীর্তন, ঈশ্বর-দরশন ।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

দিনের বেলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য, কীর্তন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতেন, এবং রাত্রে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন করতেন।

শ্লোক ১৩

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁর শ্রীঅঙ্গে নানাপ্রকার বিকার দেখা দিত।

শ্লোক ১৪

দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয় ।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

দিনে দিনে সেই বিকার বাড়তে লাগল, এবং রাত্রে তা অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশিত হত। চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপ ইত্যাদি শাস্ত্রে যত রকম বিকারের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে সেই সমস্ত বিকার দেখা দিত।

শ্লোক ১৫

স্বরূপ গোসাঞি, আর রামানন্দ-রায় ।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী এবং রামানন্দ-রায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার এই দুজন প্রধান সহায়ক, দিবারাত্র তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

শ্লোক ১৬

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লঞা ।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিতে গেলেন।

শ্লোক ১৭

দেখে,—হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন ।
মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা-সঙ্কীর্তন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ যখন হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন যে হরিদাস ঠাকুর শুয়ে রয়েছেন এবং খুব আস্তে আস্তে সংখ্যাপূর্বক ভগবানের নাম জপ করছেন।

শ্লোক ১৮

গোবিন্দ কহে,—'উঠ আসি, করহ ভোজন' ।
হরিদাস কহে,—আজি করিমু লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ বললেন, "উঠে এসে আপনি ভোজন করুন।" হরিদাস ঠাকুর তখন বললেন, "আজ আমি উপবাস করব।

শ্লোক ১৯

সংখ্যা-কীর্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইব?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিব?" ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার সংখ্যাপূর্বক নাম সমাপ্ত হয়নি, তাই আমি খাব কি করে? অথচ তুমি মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছ, তাও বা আমি উপেক্ষা করব কি করে?"

শ্লোক ২০

এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন ।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তিনি মহাপ্রসাদের বন্দনা করলেন এবং তার এককণা নিয়ে ভক্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

মহাপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই, মহাপ্রসাদ খাওয়ার পরিবর্তে, তার সম্মান করা উচিত। এখানে বলা হয়েছে 'করিলা বন্দন'। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার সময়, তাকে সাধারণ খাবার বলে মনে করা উচিত নয়। প্রসাদ মানে কৃপা। মহাপ্রসাদকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলে মনে করা উচিত। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয় স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।" তাই, শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন স্বয়ং ভোজন করে তারপর তা তাঁর ভক্তদের কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে কেবল তাঁর রসনারই তৃপ্তি হয় না, সেই প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে তার পারমার্থিক উন্নতিও হয়। তাই, কখনও মহাপ্রসাদকে সাধারণ খাদ্য বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ২১

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।
সুস্থ হও, হরিদাস—বলি' তাঁরে পুছিলা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেলেন, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিদাস তুমি ভাল আছ তো?"

শ্লোক ২২

নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন ।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে হরিদাস ঠাকুর বললেন, "আমার শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু আমার মন এবং বুদ্ধি অসুস্থ।"

শ্লোক ২৩

প্রভু কহে,—'কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয়?'
তেঁহো কহে,—'সংখ্যা-কীর্তন না পূরয়' ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি রোগ হয়েছে, তা কি তুমি জান?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমার রোগ, আমার নাম জপের সংখ্যা পূর্ণ হয় না।"

তাৎপর্য

কেউ যদি নির্ধারিত সংখ্যক নাম জপ না করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে সে এক প্রকার পারমার্থিক ব্যাধিতে ভুগছে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলা হয় নামাচার্য। আমরা অবশ্য হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ করতে পারি না, কিন্তু সকলেরই কর্তব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ষোল মালা জপ করার বিধি নির্ধারণ করেছি, যাতে পাশ্চাত্যের দেশের ভক্তরা ভারাক্রান্ত বোধ না করে। ষোল মালা জপ করা অবশ্য কর্তব্য; এবং তা যেন উচ্চৈঃস্বরে জপ করা হয় যাতে নিজে শোনে এবং অন্যেরাও শুনতে পারে।

শ্লোক ২৪

প্রভু কহে,—"বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর ।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর? ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি এখন বৃদ্ধ হয়েছ, তাই তুমি এখন নাম সংখ্যা অল্প কর। তুমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ, সুতরাং সাধন-ভক্তির অনুশীলনে এত আগ্রহ কেন কর?

তাৎপর্য

স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত সাধন-ভক্তির অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য। সাধন-ভক্তির অনুশীলন কিভাবে করতে হয় তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হরিদাস ঠাকুর স্বয়ং। তেমনই, রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ছিলেন এক অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত। *ষড়্-গোস্বাম্যষ্টকে* বর্ণিত হয়েছে—*সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ।* গোস্বামীগণ, বিশেষ করে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সাধন-ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সাধনের প্রথম বিধি হচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা যাতে নিজে শোনা যায় এবং অন্যেরাও শুনতে পারে, এবং প্রতিদিন সংখ্যা পূর্বক নাম গ্রহণ করা উচিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কেবল সংখ্যা পূর্বক নাম জপই করতেন না তিনি প্রতিদিন ভগবানকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করার ব্রতও গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার' ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, এবং তুমি বিশেষভাবে এই জগতে নামের মহিমা প্রচার করেছ।"

তাৎপর্য

হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য বলা হয়, কেননা তিনি ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করেছিলেন। এখানে 'তোমার অবতার' শব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে হরিদাস ঠাকুর হচ্ছেন ব্রহ্মার অবতার। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে ভগবদ্ভক্ত ও পার্ষদেরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবা করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন ব্রহ্মার অবতার, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদেরাও তেমনই তাঁর লীলায় সহায়তা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্তন ।"
হরিদাস কহে,—"শুন মোর সত্য নিবেদন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "তাই এখন সংখ্যা অল্প করে, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন কর।" হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিল, "প্রভু, দয়া করে আমার প্রকৃত নিবেদন শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৭

**হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর ।
হীনকর্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৭ ॥**

শ্লোকার্থ

"নীচু পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে, এবং আমার এই দেহও অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি সব সময় নীচ-কর্মে রত ছিলাম, তাই, আমি অত্যন্ত অধম ও পামর।

শ্লোক ২৮

**অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে কাড়ি' মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥ ২৮ ॥**

শ্লোকার্থ

"আমি ছিলাম অস্পৃশ্য এবং অদৃশ্য, কিন্তু তোমার সেবকরূপে আমাকে অঙ্গীকার করে তুমি আমাকে রৌরব থেকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত করেছ।

শ্লোক ২৯

**স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ২৯ ॥**

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পার। তোমার ইচ্ছা অনুসারে তুমি সারা জগতকে নাচাও।

শ্লোক ৩০

**অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু 'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥ ৩০ ॥**

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে তুমি নানাভাবে আমাকে নাচিয়েছ। ম্লেচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র নিবেদন করা হয়েছে, এবং জোর করে আমাকে তা খাওয়ান হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে শ্রাদ্ধপাত্র সম্বন্ধে *বিষ্ণুস্মৃতির* একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন—

*ব্রাহ্মণাপসদা হোতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ।
এতান্ বিবর্জয়েদ্‌যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্মণি পণ্ডিতঃ ॥*

এই শ্লোক অনুসারে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও কেউ যদি ব্রাহ্মণোচিত আচরণ না করেন, তাহলে তাকে পিতৃপুরুষকে নিবেদিত ভগবৎ প্রসাদ, শ্রাদ্ধপাত্র, নিবেদন করা উচিত নয়। অদ্বৈত আচার্য, ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধপাত্র নিবেদন না করে হরিদাস ঠাকুরকে নিবেদন করেছিলেন। ম্লেচ্ছ পরিবারে জন্ম হলেও হরিদাস ঠাকুর ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত, তাই তাঁকে উত্তম ব্রাহ্মণের থেকেও অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

**এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥ ৩১ ॥**

শ্লোকার্থ

"বহুদিন ধরে আমার মনে একটি বাসনা রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে শীঘ্রই তুমি এই জড় জগতে তোমার লীলা সম্বরণ করবে।

শ্লোক ৩২

**সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩২ ॥**

শ্লোকার্থ

"আমি কামনা করি, তোমার সে অপ্রকট লীলা যেন দয়া করে, তুমি আমাকে না দেখাও। তার পূর্বেই যেন আমার দেহত্যাগ হয়।

শ্লোক ৩৩-৩৪

**হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন ॥ ৩৩ ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥ ৩৪ ॥**

শ্লোকার্থ

"হৃদয়ে তোমার চরণ কমল ধারণ করে, নয়নে তোমার চন্দ্র বদন দর্শন করে এবং জিহ্বায় তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে আমি আমার এই দেহ ত্যাগ করতে চাই।

শ্লোক ৩৫

**মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয় ।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময় ॥ ৩৫ ॥**

শ্লোকার্থ

"হে দয়াময়, তোমার কৃপায় আমার এই ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। এই আমার একমাত্র নিবেদন।

শ্লোক ৩৬

এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥" ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার এই জঘন্য দেহ তোমার সামনে পতিত হোক। তুমিই কেবল আমার এই বাসনা সফল করতে পার।"

শ্লোক ৩৭

প্রভু কহে,—"হরিদাস, যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হরিদাস, কৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাময়, তুমি তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করবে তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

শ্লোক ৩৮

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥" ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু আমার সমস্ত সুখ তোমাকেই নিয়ে। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, তা তো তোমার উপযুক্ত বাসনা নয়।"

শ্লোক ৩৯

চরণে ধরি' কহে হরিদাস,—"না করিহ 'মায়া'।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই 'দয়া' ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে হরিদাস ঠাকুর বললেন, "প্রভু, তুমি তোমার মায়াজাল বিস্তার করো না। এই অধমকে তুমি অবশ্যই দয়া করবে।

শ্লোক ৪০

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার শ্রদ্ধাস্পদ শত শত মহাজন রয়েছেন, যাঁদের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করতে পারলে আমি সার্থক হই, তাঁরা সকলে তোমার লীলায় সহায়তা করবেন।

শ্লোক ৪১

আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাঁহা হানি হৈল? ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমার মতো একটি কীট যদি মরে যায় তাহলে কি ক্ষতি হয়? একটি পিপীলিকা মরে গেলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হয়?

শ্লোক ৪২

'ভকতবৎসল' প্রভু তুমি, মুই 'ভক্তাভাস'।
অবশ্য পূরাবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥" ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল। আমি তোমার ভক্তের আভাস মাত্র, কিন্তু দয়া করে তুমি অবশ্যই আমার এই আশা পূর্ণ কর।"

শ্লোক ৪৩

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করতে গেলেন, কিন্তু তিনি হরিদাস ঠাকুরকে কথা দিয়ে গেলেন যে পরের দিন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার পর, তিনি আবার তাঁর কাছে আসবেন।

শ্লোক ৪৪

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করতে সমুদ্রে গেলেন।

শ্লোক ৪৫

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকালবেলা শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে, শীঘ্র হরিদাস ঠাকুরকে দেখতে এলেন।

শ্লোক ৪৬

হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন ।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের সামনে এসে তাঁকে তাঁর দর্শন দিলেন, এবং হরিদাস ঠাকুর তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৪৭

প্রভু কহে,—'হরিদাস, কহ সমাচার' ।
হরিদাস কহে,—'প্রভু, যে কৃপা তোমার' ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিদাস, তুমি কেমন আছ?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হে প্রভু, সবই যে তোমার কৃপা।"

শ্লোক ৪৮

অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্তন ।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্তন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অঙ্গনে মহাসংকীর্তন আরম্ভ করলেন, এবং সেই কীর্তনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৯

স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্তন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা হরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করে নাম-সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

রামানন্দ, সার্বভৌম, সবার অগ্রেতে ।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ-রায়, সার্বভৌম-ভট্টাচার্য প্রমুখ সমস্ত মহান ভক্তদের সামনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫১

হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হইলা পঞ্চমুখ ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করতে করতে যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চমুখ ধারণ করলেন। যতই তিনি তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন, ততই তাঁর আনন্দ বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ৫২

হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ।
সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ করে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, এবং তাঁরা সকলে হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৩

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা ।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর সামনে বসালেন, এবং তাঁর দুটি ভ্রমর সদৃশ নয়ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখপদ্মে নিবদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৫৪

স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরিল প্রভুর চরণ ।
সর্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তিনি তাঁর হৃদয়ে ধারণ করলেন, এবং সমস্ত ভক্তদের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৫৫

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ বলেন বার বার ।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বারবার বলতে লাগলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য', এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখপদ্মের মাধুরী পান করে তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

শ্লোক ৫৬

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি এই জগৎ থেকে অপ্রকট হলেন।

শ্লোক ৫৭

মহাযোগেশ্বর-প্রায় দেখি' স্বচ্ছন্দে মরণ ।
'ভীষ্মের নির্যাণ' সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহান যোগীর মতন হরিদাস ঠাকুরকে এইভাবে স্বচ্ছন্দে দেহত্যাগ করতে দেখে সকলের ভীষ্মদেবের নির্যাণের কথা মনে হল।

শ্লোক ৫৮

'হরি' 'কৃষ্ণ'-শব্দে সবে করে কোলাহল ।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তখন 'হরি', 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, এবং তার ফলে প্রবল কোলাহলের সৃষ্টি হল, এবং প্রেমানন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ৫৯

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা ।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের দেহ কোলে নিয়ে, প্রেমাবিষ্ট হয়ে, অঙ্গনে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

প্রভুর আবেশে অবশ সর্বভক্তগণ ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্তন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশে সমস্ত ভক্তেরা তখন আবিষ্ট হলেন, এবং সেই প্রেমাবেশে তাঁরা সকলে নৃত্য-কীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬১

এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে করাইল সাবধান ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুক্ষণ নাচলেন, এবং তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে হরিদাস ঠাকুরের দেহ নিয়ে অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন করা বাকী রয়েছে।

শ্লোক ৬২

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা ।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্তন করিয়া ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বিমান সদৃশ একটি পালঙ্কে হরিদাস ঠাকুরের দেহ নিয়ে, কীর্তন করতে করতে ভক্তরা সমুদ্রে গেলেন।

শ্লোক ৬৩

আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে ।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে আগে আগে চলছিলেন, এবং তাঁর পিছনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৬৪

হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা ।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই 'মহাতীর্থ' হইলা" ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের দেহ সমুদ্রের জলে স্নান করান হল, এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন, "আজ থেকে এই সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হল।"

শ্লোক ৬৫

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তখন হরিদাস ঠাকুরের পাদোদক পান করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী চন্দন হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গে লেপন করা হল।

শ্লোক ৬৬

ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা ।
বালুকার গর্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী ডোর (রেশমের দড়ি), কড়ার (প্রসাদী চন্দন), মহাপ্রসাদ এবং বস্ত্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গে দেওয়া হল; এবং বালুকার গর্ত করে তাতে হরিদাস ঠাকুরকে শোয়ান হল।

শ্লোক ৬৭

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর চারদিকে ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলেন এবং প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৮

'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে গৌররায় ।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হরিবোল! হরিবোল!" বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীহস্তের দ্বারা বালু দিয়ে হরিদাস ঠাকুরের দেহ আচ্ছাদিত করলেন।

শ্লোক ৬৯

তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা ।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা আবরণ কৈলা ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

বালু দিয়ে হরিদাস ঠাকুরের দেহ আচ্ছাদিত করার পর তার উপরে একটি পিণ্ডা বাঁধানো হল এবং বেড়া দিয়ে তা ঘিরে দেওয়া হল।

শ্লোক ৭০

তাহা বেড়ি' প্রভু কৈলা কীর্তন, নর্তন ।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে বেষ্টন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য-কীর্তন করলেন, এবং হরিধ্বনির কোলাহলে চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ হল।

শ্লোক ৭১

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সমুদ্রে করিলা স্নান-জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মহারঙ্গে জলকেলি করতে করতে সমুদ্রে স্নান করলেন।

শ্লোক ৭২

হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে ।
হরিকীর্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি প্রদক্ষিণ করে, ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে এলেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তনের শব্দে সারা শহর তখন স্পন্দিত হল।

শ্লোক ৭৩

সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই ।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

সিংহদ্বারে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আঁচল পেতে পসারিদের কাছ থেকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ভিক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৪

'হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে ।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ' ত' আমারে' ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য আমি প্রসাদ ভিক্ষা করতে এসেছি। দয়া করে আমাকে ভিক্ষা দিন।"

শ্লোক ৭৫

শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা ।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সেই আবেদন শুনে, সমস্ত পসারিরা বড় বড় প্রসাদের ঝুড়ি উঠিয়ে নিয়ে এসে আনন্দিত চিত্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে এলেন।

শ্লোক ৭৬

স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল ।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু, স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী তখন পসারিদের নিষেধ করলেন, এবং পসারিরা তখন চাঙ্গড়া নিয়ে গিয়ে তাদের দোকানে বসলেন।

শ্লোক ৭৭

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা ।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘরে পাঠালেন, এবং চারজন বৈষ্ণব এবং চারজন বাহককে তাঁর সঙ্গে রাখলেন।

শ্লোক ৭৮

স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে ।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর তখন সমস্ত পসারিদের বললেন, "এক এক দ্রব্যের চার মুঠ আমাকে দিন।"

শ্লোক ৭৯

এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা ।
লঞা আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াঞা ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রসাদ সংগ্রহ করে তা আলাদা আলাদাভাবে, চারজনের মাথায় চড়িয়ে নিয়ে আসা হল।

শ্লোক ৮০

বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা ।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

কেবল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীই যে প্রসাদ আনলেন তা নয়, বাণীনাথ পট্টনায়ক এবং কাশীমিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠালেন।

শ্লোক ৮১

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি ।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চারজনকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং পরিবেশন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮২

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একএক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তাঁর হাতে অল্প পরিমাণ প্রসাদ তুলতে পারতেন না, তাই তিনি এক একজনের পাতে পাঁচজনের প্রসাদ দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৩

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, বসি' করহ দর্শন।
আমি ইঁহা-সবা লঞা করি পরিবেশন ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, "আপনি দয়া করে বসে এদের সকলের প্রসাদ গ্রহণ দর্শন করুন, আর আমি এদেরকে নিয়ে পরিবেশন করি।"

শ্লোক ৮৪

স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, কাশীশ্বর এবং শঙ্কর এই চারজন, নিরন্তর প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুরে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ না করলে, সেখানে সমবেত ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু সেদিন মহাপ্রভুর কাশীমিশ্রের গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল।

শ্লোক ৮৬

আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লঞা।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাই কাশীমিশ্র স্বয়ং প্রসাদ নিয়ে সেখানে এলেন, এবং মহা যত্ন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ খাওয়ালেন।

শ্লোক ৮৭

পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সঙ্গে একত্রে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ করলেন, এবং তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা ভোজন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮৮

আকণ্ঠ পূরাঞা সবায় করাইলা ভোজন।
'দেহ' 'দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, "আর দাও, আর দাও", বলে, সকলকে আকণ্ঠপুরে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৮৯

ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজন করার পর সকলে আচমন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সকলকে মালা এবং চন্দন পরালেন।

শ্লোক ৯০

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত ভক্তদের একটি বর দান করলেন, যা শুনে সমস্ত ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

শ্লোক ৯১-৯৩

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন ।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন ॥ ৯১ ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন ।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥ ৯২ ॥
অচিরে হইবে তা-সবার 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' ।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে 'শক্তি' ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর দিলেন, "যে হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব দর্শন করল, যে তাতে নৃত্য করল, যে কীর্তন করল, যে তাঁর শ্রীঅঙ্গে বালুকা দিতে গমন করল, যে তাঁর মহোৎসবে ভোজন করল, তাঁদের সকলেরই অচিরেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। হরিদাস ঠাকুরের দর্শনের এমনই শক্তি।

শ্লোক ৯৪

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ দান করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তাই তিনি এখন সেই সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন।

শ্লোক ৯৫

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে ।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হরিদাস ঠাকুর যখন এই জড় জগৎ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন, তখন আমার শক্তি ছিল না তাঁকে ধরে রাখার।

শ্লোক ৯৬

ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ ।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন, ঠিক যেভাবে আমি পূর্বে ভীষ্মদেবের দেহত্যাগের কথা শুনেছি।

শ্লোক ৯৭

হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি' ।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্যা হইল মেদিনী ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হরিদাস ঠাকুর ছিলেন পৃথিবীর শিরোমণি; আজ হরিদাস ঠাকুর চলে যাওয়ায় এই পৃথিবী রত্ন-শূন্যা হল।"

শ্লোক ৯৮

'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি" ।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সকলকে বললেন, " 'জয় জয় হরিদাস' বলে সকলে হরিধ্বনি কর।" এই বলে মহাপ্রভু স্বয়ং নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৯

সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস ।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥" ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সকলে গাইতে লাগলেন—"জয় জয় জয় হরিদাস ঠাকুর, যিনি এই জগতে নামের মহিমা প্রকাশ করেছেন!"

শ্লোক ১০০

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা ।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের বিদায় দিলেন, এবং হর্ষ ও বিষাদের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ১০১

এই ত' কহিলুঁ হরিদাসের বিজয় ।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি হরিদাস ঠাকুরের জয়যুক্ত অপ্রকটলীলা বর্ণনা করলাম, যা শ্রবণ করলে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পুরুষোত্তমক্ষেত্র জগন্নাথপুরীতে টোটাগোপীনাথ নামক একটি মন্দির আছে। টোটাগোপীনাথ থেকে সমুদ্রতীরে গেলে সমুদ্রের উপরেই হরিদাস ঠাকুরের সমাধি এখনও বর্তমান। প্রতি বৎসর অনন্ত-চতুর্দশীর দিন এখানে হরিদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব হয়। এখানে প্রায় একশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রাপাড়ার 'ভ্রমরবর' নামক জনৈক উৎকলবাসী মন্দিরে এই বিগ্রহ সকল প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থ দান করেছিলেন। এই সেবা টোটাগোপীনাথের গোস্বামীদের তত্ত্বাবধানে ছিল।

এখন ঐ মন্দির বিক্রিত হয়ে অন্যের হস্তগত হয়েছে এবং তারাই সেবা চালাচ্ছে। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের কাছেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভজনের স্থান 'ভক্তিকুটী' নির্মাণ করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ঐ ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ নামক গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তৃতীয় তরঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা।
হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ॥

ভূমিতে পড়িয়া কৈলা প্রণতি বিস্তর।
ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে।
শ্রীনিবাসে স্থির কৈলা সস্নেহ-বচনে ॥

পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া।
যে বিলাপ কৈলা, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥

শ্লোক ১০২

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর অপ্রকট হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে তাঁর বিরহ মহোৎসব করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তাঁর ভক্তের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কত স্নেহ-পরায়ণ। এইভাবে সন্ন্যাসী-শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৩

শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্তন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন দান করেছিলেন, স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁকে কোলে করে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ১০৪

আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃপা করে তিনি স্বয়ং তাঁর শ্রীহস্ত দিয়ে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিতে বালু দিয়েছিলেন, এবং তারপর স্বয়ং প্রসাদ ভিক্ষা করে হরিদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব করেছিলেন।

শ্লোক ১০৫

মহাভাগবত হরিদাস—পরম-বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর ছিলেন পরম-বিদ্বান্ মহাভাগবত, সেই সৌভাগ্যের ফলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগে অপ্রকট হলেন।

তাৎপর্য

এখানে হরিদাস ঠাকুরকে 'পরম-বিদ্বান্' বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যেই জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যারূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় তাকেই বলা হয় 'বিদ্যা'। সেই জ্ঞান যার রয়েছে তিনিই হচ্ছেন পরম-বিদ্বান্। জড়-জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করে যিনি চিৎ-জগতে নিত্যস্থিতি লাভ করেছেন, যিনি জানেন যে পরমেশ্বর ভগবান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্। হরিদাস ঠাকুর সেই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁকে পরম বিদ্বান্ বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন বিদ্যাবধূর জীবন শ্রীহরিনাম কীর্তনের আচার্য, এবং তিনি স্বয়ং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র মহিমা প্রচার করে গেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/২৪) বলা হয়েছে—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের নয়টি অঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে শ্রবণং-কীর্তনম্-ই প্রধান। হরিদাস ঠাকুর সেই বিজ্ঞান খুব ভালভাবে জানতেন, এবং তাই তাঁকে 'সর্বশাস্ত্রাধীতী' বলা যায়। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন।

শ্লোক ১০৬

চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু ।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র ঠিক একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, যার এক বিন্দু কর্ণ এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে।

শ্লোক ১০৭

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত ।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি ভবসমুদ্র পার হতে আগ্রহী, তিনি যেন শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন।

শ্লোক ১০৮

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমপূর্ণ আচরণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন—"মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেম বিকার এবং দিবসেও তাঁর আলোচনা চলতে লাগল। এদিকে (ভক্তদের সঙ্গে) গৌড়দেশ থেকে শিবানন্দ সেন তাঁর পত্নী ও তিন পুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন। পথে নিত্যানন্দ প্রভুর বাসা পেতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখিয়ে লাথি মেরেছিলেন। শিবানন্দ তাতে কৃতার্থ হলেও তাঁর ভাগ্নে শ্রীকান্ত সেন দুঃখিত হয়ে আগেই জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভুর কাছে চলে গেলেন।

সেই বছর পরমেশ্বর দাস মোদক সপরিবারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। অন্যান্য বছরের মতো ভক্তরা মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয় বাক্য প্রকাশ করলেন। আগের বছর, শচীমাতার জন্য প্রসাদ এবং বস্ত্র দিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিতকে পাঠান হয়েছিল। তিনি এক কলসী সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছিলেন মহাপ্রভুর মস্তকে দেবার জন্য। কিন্তু মহাপ্রভু সেই তেল অঙ্গীকার না করায়, জগদানন্দ সেই তেল সহ কলসী ভেঙ্গে ফেলে দুদিন উপবাস করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে শান্ত করার জন্য তাঁর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, জগদানন্দ পণ্ডিত অন্নব্যঞ্জন পাক করে মহাপ্রভুকে সেবা করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা ।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১ ॥

শ্রূয়তাম্—শ্রবণ করুন; শ্রূয়তাম্—শ্রবণ করুন; নিত্যম্—সর্বক্ষণ; গীয়তাম্—গান করুন; গীয়তাম্—গান করুন; মুদা—মহা আনন্দ সহকারে; চিন্ত্যতাম্—ধ্যান করুন; চিন্ত্যতাম্—ধ্যান করুন; ভক্তাঃ—হে ভক্তগণ; চৈতন্য-চরিতামৃতম্—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

অনুবাদ

হে ভক্তগণ, এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য শ্রবণ করুন, গান করুন এবং আনন্দে চিন্তা করুন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরম দয়াময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! কৃপাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভুর জয়!

শ্লোক ৩

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর ।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

করুণার সাগর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়, যাঁদের অন্তর কৃপা-পূর্ণ!

শ্লোক ৪

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ-অন্তর ।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল; এবং কৃষ্ণের বিরহ জনিত সমস্ত বিকার তাঁর শ্রীঅঙ্গে নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৫

'হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ, মুরলীবদন!' ৫ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হয়ে তিনি ক্রন্দন করতেন—"হে কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন! কোথায় গেলে আমি সেই মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকে পাব!"

শ্লোক ৬

রাত্রি-দিন এই দশা স্বস্তি নাহি মনে ।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

দিন-রাত তাঁর এই রকম অবস্থা হয়েছিল, তাঁর মনে স্বস্তি ছিল না, এবং স্বরূপ-দামোদর রায়ের সঙ্গে তিনি কষ্টে রাত্রি যাপন করতেন।

শ্লোক ৭

এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে, বঙ্গদেশ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা তাঁকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরী যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৮

শিবানন্দ-সেন আর আচার্য-গোসাঞি ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা এক ঠাঞি ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সমস্ত ভক্তেরা নবদ্বীপে একত্রিত হলেন।

শ্লোক ৯

কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীনগ্রাম এবং খণ্ডগ্রামের অধিবাসীরা নবদ্বীপে এসে একত্রে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১০

নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ দিয়েছিলেন বঙ্গদেশে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করতে এবং জগন্নাথপুরীতে না যেতে, তা সত্ত্বেও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে চললেন।

শ্লোক ১১

শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী ।
আচার্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর তাঁর তিন ভাই এবং পত্নী মালিনীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং আচার্যরত্ন তাঁর গৃহিণীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১২

শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লঞা ।
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাঞা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের পত্নীও তাঁর তিনপুত্রকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং রাঘব পণ্ডিত তাঁর ঝালি সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৩

দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বিদ্যানিধি প্রমুখ দুই-তিনশ' ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৪

শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতাকে দর্শন করে, তাঁর আদেশ নিয়ে সমস্ত ভক্তরা মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে করতে জগন্নাথপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৫

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটী-সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন বিভিন্ন স্থানে পথের কর দেওয়ার ব্যবস্থা করে, এবং সকলকে পালন করে, মহা সুখে ভক্তদের জগন্নাথপুরী অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

ঘাটী সমাধান—জমিদার মহলের মধ্যে যাত্রী বা পথিকেরা গমনাগমন করলে কর আদায় করা হত। সাধারণত, রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য বিভিন্ন জমিদারেরা এই কর আদায় করতেন। যেহেতু গৌড়দেশ থেকে আগত ভক্তেরা জগন্নাথপুরী অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তাই তাঁদেরকে এই ধরনের বহু ঘাটী অতিক্রম করতে হয়েছিল। শিবানন্দ সেন জগন্নাথ-যাত্রীদের প্রদেয় পথ-কর স্থানে স্থানে ঘাটোয়ালদের কাছে সরবরাহ করছিলেন।

শ্লোক ১৬

সবার সব কার্য করেন, দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন সমস্ত ভক্তদের সবকিছু তত্ত্বাবধান করতেন এবং রাত্রে তাঁদের থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করে দিতেন। তিনি উড়িষ্যায় যাওয়ার পথ খুব ভালভাবে জানতেন।

শ্লোক ১৭

একদিন সব লোক ঘাটীতে রাখিলা।
সবা ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক মাশুল আদায় করার জন্য ঘাটোয়ালেরা সকলকে ঘাটিতে আটক রেখেছিল। তখন শিবানন্দ সেন সমস্ত যাত্রীর হয়ে স্বয়ং 'জামিন' হয়ে তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তিনি একলা সেখানে রইলেন।

শ্লোক ১৮

সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে গিয়ে তখন গ্রামের ভিতর একটি গাছের তলায় রইলেন, কেননা শিবানন্দ সেন ব্যতীত অন্য কেউ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারতেন না।

শ্লোক ১৯

নিত্যানন্দপ্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ইতিমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হওয়ার লীলা-বিলাস করে, নিত্যানন্দ প্রভু, বাসা না পাওয়ায় শিবানন্দ সেনের উদ্দেশ্যে গালি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

'তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল' ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন, "শিবানন্দের তিন পুত্র মরুক, সে এখনও এল না। আমি ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি, অথচ সে এখনও এসে আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করল না।"

শ্লোক ২১

শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটী হৈতে আইলা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অভিশাপ শুনে শিবানন্দ সেনের পত্নী কাঁদতে লাগলেন। সেই সময়, শিবানন্দ সেন ঘাটী থেকে সেখানে এলেন।

শ্লোক ২২

শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া ।
'পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা' ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পত্নী তাঁকে বললেন, "বাসা না পেয়ে নিত্যানন্দ প্রভু অভিশাপ দিয়েছেন যাতে আমাদের তিন পুত্রের মৃত্যু হয়।"

শ্লোক ২৩

তেঁহো কহে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥" ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন তাকে বললেন, "তুমি পাগলিনীর মতো কেন কাঁদছ? নিত্যানন্দ প্রভুর অসুবিধা হওয়ার ফলে আমার তিন পুত্রের মৃত্যু হয় হোক।"

শ্লোক ২৪

এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গেলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তখন উঠে গিয়ে তাঁকে লাথি মারলেন।

শ্লোক ২৫

আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপ্রহার লাভ করে শিবানন্দ সেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, শীঘ্র গোয়ালার ঘরে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর থাকবার বন্দোবস্ত করলেন।

শ্লোক ২৬

চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর পায়ে ধরে শিবানন্দ সেন তাঁকে সেই বাসস্থানে নিয়ে গেলেন; এবং তাঁর থাকবার সুবন্দোবস্ত করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "আজ আপনি আমাকে আপনার ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করে, আমার অপরাধের যোগ্য দণ্ড দিলেন।

শ্লোক ২৮

'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা' ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা? ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, শাস্তি দেওয়ার ছলে আপনি কৃপা করেন—এ আপনার করুণা। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে আপনার চরিত্র বুঝে?

শ্লোক ২৯

ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু ।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার চরণ-রেণু লাভ করা ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু আমার এই অধম দেহ আজ সেই শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করল।

শ্লোক ৩০

আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম ॥" ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ আমার জন্ম, কুল এবং কর্ম, সবকিছুই সফল হল। আজ আমি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং কৃষ্ণভক্তি লাভ করলাম।"

শ্লোক ৩১

শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন ।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং উঠে গিয়ে শিবানন্দ সেনকে গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩২

আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান ।
আচার্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসাস্থান ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শিবানন্দ সেন অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সমস্ত বৈষ্ণবদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন।

শ্লোক ৩৩

নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত' ।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র বিপরীত ধর্মী। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যখন কাউকে লাথি মারেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে তার মঙ্গল সাধন করেন।

শ্লোক ৩৪-৩৫

শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম ।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥ ৩৪ ॥
"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ।
'ঠাকুরালী' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি" ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের ভাগ্নেয় শ্রীকান্ত এই ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে, তার মামার অগোচরে অভিমান করে বলতে লাগলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্যদ বলে আমার মামার খ্যাতি রয়েছে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে লাথি মেরে তাঁর গুরুত্ব জাহির করেন।"

শ্লোক ৩৬

এত বলি শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি' যান ।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, বালক শ্রীকান্ত দল ছেড়ে একলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে চলে গেলেন।

শ্লোক ৩৭

পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার ।
গোবিন্দ কহে,—'শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার' ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। তখন গোবিন্দ তাকে বললেন, "শ্রীকান্ত, প্রথমে তোমার গায়ের জামা খোল।"

তাৎপর্য

জামা গায়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করে ভগবানকে কিছু নিবেদন করা উচিত নয়। সে সম্বন্ধে *তন্ত্র-শাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

বস্ত্রেণাবৃত-দেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্ ।
শ্বিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্ত জন্মনি ভাবিনি ॥

"জামা গায় দিয়ে যে ব্যক্তি ভগবানকে প্রণাম করে, তার সাত জন্মে কুষ্ঠ রোগ হয়।"

শ্লোক ৩৮

প্রভু কহে,—"শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ ॥" ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, "মনে দুঃখ পেয়ে শ্রীকান্ত এখানে এসেছে। যাতে তার সুখ হয় তাই সে করুক।"

শ্লোক ৩৯

বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা ।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকান্তের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের খবর জিজ্ঞাসা করলেন, এবং একে একে সকলের নাম করে শ্রীকান্ত তাঁদের কথা তাঁকে জানালেন।

শ্লোক ৪০

'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে'—এই প্রভুর বাক্য শুনি'।
জানিলা 'সর্বজ্ঞ প্রভু'—এত অনুমানি' ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুকে "দুঃখ পেয়ে সে এখানে এসেছে" এই কথা বলতে শুনে শ্রীকান্ত বুঝতে পারলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সর্বজ্ঞ।

শ্লোক ৪১

শিবানন্দে লাথি মারিলা,—ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর শিবানন্দ সেনকে লাথি মারার কথা শ্রীকান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন নি। ইতিমধ্যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা সেখানে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৪২

পূর্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, পূর্ববৎ সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। স্ত্রীলোকেরা দূর থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৪৩

বাসাঘর পূর্ববৎ সবারে দেওয়াইলা।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ববৎ সকলকে তিনি থাকবার জায়গা দেওয়ালেন, এবং সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজন করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ৪৪

শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন তাঁর তিন পুত্রকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন, এবং শিবানন্দ সেনের সম্পর্কে মহাপ্রভু তাদের সকলকে বহু কৃপা করলেন।

শ্লোক ৪৫

ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা।
'পরমানন্দদাস'-নাম সেন জানাইলা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের ছোট পুত্রকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, এবং শিবানন্দ সেন তাঁকে জানালেন যে তার নাম 'পরমানন্দ দাস'।

শ্লোক ৪৬-৪৭

পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬ ॥
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে শিবানন্দ সেন যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন, "এবার তোমার যে ছেলে হবে, তার নাম রেখ 'পুরীদাস'।"

শ্লোক ৪৮

তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই শিশুটি তার মায়ের গর্ভে ছিল। শিবানন্দ সেন যখন ঘরে ফিরে গেলেন তখন তাঁর সেই পুত্রটির জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৯

প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস'।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তার নাম রাখা হয়েছিল পরমানন্দ দাস। মহাপ্রভু উপহাস করে তাকে 'পুরীদাস' বলে ডাকতেন।

শ্লোক ৫০

শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা ।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন যখন সেই শিশুটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ৬৫-৭৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৫১

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের সৌভাগ্যরূপ সমুদ্র কে পার হতে পারে? যাঁর পরিবারের সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনজন বলে মনে করতেন।

শ্লোক ৫২-৫৩

তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি' আচমন ॥ ৫২ ॥
"শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায় ।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥" ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে ভোজন করলেন, এবং আচমন করে গোবিন্দকে নির্দেশ দিলেন, "শিবানন্দ সেনের স্ত্রী-পুত্র যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন তারা যেন আমার ভুক্তাবশিষ্ট পায়।"

শ্লোক ৫৪

নদীয়া-বাসী মোদক, তার নাম—'পরমেশ্বর' ।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

নদীয়াবাসী এক মিঠাইওয়ালা ছিল, যার নাম ছিল পরমেশ্বর মোদক। তিনি মিষ্টি বিক্রি করতেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাড়ির কাছেই ছিল তার বাড়ি।

শ্লোক ৫৫

বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বারবার যা'ন ।
দুগ্ধ, খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাঁহা খা'ন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

বালক অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারবার সেই পরমেশ্বর মোদকের বাড়ি যেতেন। মোদক তাঁকে তখন দুধ ও মিষ্টি দিতেন এবং মহাপ্রভু মহানন্দে তা খেতেন।

শ্লোক ৫৬

প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে ।
সে বৎসর সেই আইল প্রভুরে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যকাল থেকেই পরমেশ্বর মোদক তাঁর প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। সেই বছর তিনিও জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন।

শ্লোক ৫৭-৫৮

'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি' দণ্ডবৎ কৈল ।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
'পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল, আইলা' ।
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে', সেহ প্রভুরে কহিলা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি পরমেশ্বর", বলে পরমেশ্বর মোদক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন, এবং তাঁকে দেখে মহাপ্রভু গভীর প্রীতি সহকারে বললেন, 'পরমেশ্বর, তোমার কুশল হোক। খুব ভাল হল যে তুমি এখানে এসেছ।" পরমেশ্বর মোদক তখন মহাপ্রভুকে বললেন, "মুকুন্দের মাও এসেছে।"

শ্লোক ৫৯

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা ।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দের মায়ের নাম শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্কোচবোধ করলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর প্রীতিবশত, তিনি তাকে কিছু বললেন না।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত শোনা উচিত নয়, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর সন্ন্যাস ব্রত পালন করেছিলেন। পরমেশ্বর মহাপ্রভুকে জানিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী, মুকুন্দের মাও তার সঙ্গে এসেছেন। তার পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তার স্ত্রীর উল্লেখ করা উচিত হয়নি, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকোচবোধ করেছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর প্রীতিবশত তিনি তাকে কিছু বলেন নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর মোদককে তাঁর বাল্যকাল থেকেই জানতেন, এবং তাই তাঁর কাছে তার স্ত্রীর আগমনের কথা উল্লেখ করতে পরমেশ্বর দ্বিধাবোধ করেন নি।

শ্লোক ৬০

প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে ।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফলে কখনও কখনও লৌকিক আচারের লঙ্ঘন হয়। প্রশ্রয়-পাগল কখনই শুদ্ধ-বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধ বাক্‌চাতুর্য জানে না। তাই পরমেশ্বর মোদকের এই আচরণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে সুখী হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

'প্রশ্রয়' শব্দের অর্থ স্নেহ, স্নেহযুক্ত সম্মান, বিনয়, বিশ্বাস এবং আব্‌দার। 'পাগল' শব্দের অর্থ প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য, এবং তেজস্বিতা। 'বৈদগ্ধী' শব্দের অর্থ চতুরতা, রসিকতা, শোভা, পটুতা, পাণ্ডিত্য, কৌশল ও ভঙ্গী।

শ্লোক ৬১

পূর্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জন ।
রথ-আগে পূর্ববৎ করিলা নর্তন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ববৎ সমস্ত ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করলেন, এবং পূর্ববৎ রথাগ্রে নৃত্য করলেন।

শ্লোক ৬২

চাতুর্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন ।
মালিনীপ্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

চার মাস ধরে ভক্তরা সমস্ত উৎসব পালন করলেন। মালিনীদেবী প্রমুখ ভক্ত-পত্নীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ৬৩

প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে ।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা বঙ্গদেশ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় নানাপ্রকার দ্রব্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন; তা দিয়ে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন রান্না করে, তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৬৪

দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ।
রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

দিনের বেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে নানা লীলা-বিলাস করতেন, এবং রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আকুলভাবে ক্রন্দন করতেন।

শ্লোক ৬৫

এইমত নানা-লীলায় চাতুর্মাস্য গেল ।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে নানা লীলায় বর্ষার চারমাস অতিবাহিত হল, এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সকলকে গৌড়দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ৬৬-৬৮

সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ।
সর্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥ ৬৬ ॥
"প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥ ৬৭ ॥
তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে ।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজন করার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন, এবং মহাপ্রভু তাঁদের সকলকে মধুর বচনে বলতেন, "প্রতি বছর তোমরা আমাকে

দেখতে আস। আসতে যেতে তোমরা কত দুঃখ-কষ্ট পাও। তোমাদের সকলের যে কত দুঃখ হয় তা জেনে আমি তোমাদের এখানে আসতে নিষেধ করতে চাই, কিন্তু তোমাদের সকলের সঙ্গসুখ লাভ করার লোভ আমার চিত্তে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৬৯

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে? ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "নিত্যানন্দকে আমি আদেশ দিয়েছিলাম গৌড়ে থাকতে, কিন্তু আমার আদেশ লঙ্ঘন করে আমাকে এখানে দেখতে এসেছে। আমি তাকে কি বলতে পারি?

শ্লোক ৭০

আইলেন আচার্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি'।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে কৃপা করে অদ্বৈত আচার্য এসেছেন, তাঁর প্রেম-ঋণে আমি আবদ্ধ। সে ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শ্লোক ৭১

মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

'আমার সমস্ত ভক্তরা আমার জন্য তাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ইত্যাদি ত্যাগ করে, নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘন করে এখানে ছুটে আসেন।

শ্লোক ৭২

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবার লাগিয়া ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

আমি কেবল এই নীলাচলে বসে থাকি। তোমাদের জন্য আমি তো কোন পরিশ্রম করি না।

শ্লোক ৭৩

সন্ন্যাসী মানুষ, মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন? ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

'আমি সন্ন্যাসী আমার কোন ধন-সম্পদ নেই। কি করে আমি তোমাদের এই ঋণ শোধ করব?

শ্লোক ৭৪

দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥" ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার একমাত্র সম্পদ কেবল এই দেহটি, সেটি আমি তোমাদের কাছে সমর্পণ করলাম। সেটি তোমরা যেখানে চাও সেখানে বিক্রি করতে পার, কেননা সেটি তোমাদের সম্পত্তি।"

শ্লোক ৭৫

প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বিনীত বচন শুনে সকলের মন দ্রবীভূত হল এবং তাঁরা অঝোর-নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৬

প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের গলা জড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন, এবং কাঁদতে কাঁদতে সকলকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৭৭

সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখান থেকে চলে যেতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা সকলে সেখানেই রইলেন এবং এইভাবে আরও পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত হল।

শ্লোক ৭৮

অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায় ।
"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন, "তোমার অপ্রাকৃত গুণের প্রভাবে সারা জগৎ স্বাভাবিকভাবেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ।

শ্লোক ৭৯

আবার তাতে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে ।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে?" ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তার উপর তুমি এইরকম কৃপা বাক্যের বন্ধনে তাদের বাঁধছ, তোমাকে ছেড়ে কে কোথায় যেতে পারে?"

শ্লোক ৮০

তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হঞা ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে প্রবোধ দিয়ে, সুস্থির হয়ে, সকলকে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ৮১

নিত্যানন্দে কহিলা—"তুমি না আসিহ বারবার ।
তথাঁই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "তুমি বার বার এখানে এস না। সেখানেই (বঙ্গদেশেই) তুমি আমার সঙ্গ লাভ করবে।"

শ্লোক ৮২

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রন্দন করতে করতে সমস্ত ভক্তরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চললেন, আর অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ঘরে রইলেন।

শ্লোক ৮৩

নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে ।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ? ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কৃপারূপ বন্ধনের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে বেঁধেছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধ করতে পারে?

শ্লোক ৮৪

যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি যাকে যেভাবে নাচান তিনি সেইভাবেই নাচেন। তাই, তাঁকে ছেড়ে তাঁর ভক্তরা দেশান্তরে গেলেন।

শ্লোক ৮৫

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

যাদুকর যেভাবে কাঠের পুতুল নাচায়, তেমনইভাবে ভগবান সকলকে নাচান। পরমেশ্বর ভগবানের চরিত্র বোঝা কার পক্ষে সম্ভব?

শ্লোক ৮৬

পূর্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ববর্তী বছরে, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে নদীয়ায় গিয়েছিলেন শচীমাতাকে দর্শন করার জন্য।

শ্লোক ৮৭

আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন ।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে পৌঁছে তিনি শচীমাতার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে তাঁকে জগন্নাথদেবের বস্ত্র-প্রসাদ নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৮৮

প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা ।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে তিনি শচীমাতাকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন এবং তাঁর কাছে মহাপ্রভুর বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮৯

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতকে পেয়ে শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শোনাতেন, এবং তিনি দিন-রাত তাঁর কথা শুনতেন।

শ্লোক ৯০

জগদানন্দ কহে,—"মাতা, কোন কোন দিনে ।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন, "মা, কোন কোন দিন মহাপ্রভু আপনার এখানে এসে আপনার নিবেদিত ভোগ ভোজন করেন।

শ্লোক ৯১

ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা ।
মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভোজন করে মহাপ্রভু বলেন, 'আজ, মা আমাকে আকণ্ঠ পূরে ভোজন করিয়েছেন।

শ্লোক ৯২

আমি যাই' ভোজন করি—মাতা নাহি জানে ।
সাক্ষাতে খাই আমি' তেঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে ॥" ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমি গিয়ে যে ভোজন করি মা তা জানেন না। তাঁর সামনে আমি খাই, কিন্তু তিনি তা স্বপ্ন বলে মনে করেন।' "

শ্লোক ৯৩

মাতা কহে,—"কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ।
নিমাঞি ইঁহা খায়,—ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বললেন, "আমি কত উত্তম ব্যঞ্জন রান্না করি, এবং আমার ইচ্ছা হয় নিমাই যেন এসে সব খায়।

শ্লোক ৯৪

নিমাঞি খাঞাছে,—ঐছে হয় মোর মন ।
পাছে জ্ঞান হয়,—মুঞি দেখিনু 'স্বপন' ॥" ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনও কখনও আমার মনে হয় যে নিমাই এসে সে সব খেয়ে গেছে, কিন্তু পরে আবার মনে হয় যে আমি কেবল স্বপ্ন দেখছিলাম।"

শ্লোক ৯৫

এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে ।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে জগদানন্দ পণ্ডিত শচীমাতার সঙ্গে দিন-রাত মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করতেন।

শ্লোক ৯৬

নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা ।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত নদীয়ার সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং তাঁরা সকলে জগদানন্দকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৯৭

আচার্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ ।
জগদানন্দে পাঞা হৈল আচার্য আনন্দ ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৯৮

বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্ত এবং মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দ পণ্ডিতকে পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তাঁকে যেতে না দিয়ে তাঁদের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৯

চৈতন্যের মর্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতের মুখে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় মগ্ন হয়ে, তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০০

জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত যে ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতে তাঁর গৃহে যেতেন, সেই সেই ভক্তই মহা আনন্দে আত্মহারা হতেন।

শ্লোক ১০১

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের পাত্র জগদানন্দ পণ্ডিত ধন্য। যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত তিনিই মনে করতেন, "আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পেলাম।"

শ্লোক ১০২

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা।
'চন্দনাদি' তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈলা ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত কিছুদিন শিবানন্দ সেনের গৃহে রইলেন, এবং সেখানে তিনি চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্য থেকে ষোল সের সুগন্ধি তেল তৈরি করে বহু যত্নে এখানে নিয়ে এসেছেন।

শ্লোক ১০৩

সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সুগন্ধি তেল একটি কলসীতে ভরে তিনি বহু যত্নে নীলাচলে নিয়ে যান।

শ্লোক ১০৪

গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা।
"প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল" গোবিন্দে কহিলা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তেল জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দকে দিয়ে বললেন, "মহাপ্রভুর অঙ্গে এই তেল দিও।"

শ্লোক ১০৫-১০৬

তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
"জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥
তাঁর ইচ্ছা,—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "জগদানন্দ পণ্ডিত আপনার জন্য চন্দনাদি তেল নিয়ে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা আপনি যেন সেই তেল অল্প অল্প করে মাথায় দেন, তাহলে পিত্ত এবং বায়ু জনিত ব্যাধির প্রকোপ শান্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ১০৭

এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছে বহু যতন করিয়া ॥" ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি গৌড়ে এক কলসী সুগন্ধি তেল তৈরি করে বহু যত্নে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

শ্লোক ১০৮

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার ।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার! ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "সন্ন্যাসীর তেল ব্যবহার করার অধিকার নেই, বিশেষ করে এইরকম সুগন্ধি তেল। এটি এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

তাৎপর্য

স্মার্ত মতের মুখপাত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতে—

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা ।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

"ব্রত ধারণকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রাতঃস্নানের সময়, শ্রাদ্ধ আদি বিধি পালনের সময় অথবা দ্বাদশীর দিন অঙ্গে তৈল লেপন করা, মদ্য লেপন করারই সমতুল্য। তাই তৈল বর্জন করা উচিত।" কারও কারও মতে এই 'ব্রত' শব্দের দ্বারা 'সন্ন্যাস ব্রত' বোঝান হয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর *তিথিতত্ত্ব* গ্রন্থে লিখেছেন—

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্ ।
অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥

অর্থাৎ ঘৃত, সার্ষপ তৈল, পুষ্প তৈল এবং পক্ব তৈল মাখলে গৃহস্থের পক্ষে দোষাবহ হয় না।

শ্লোক ১০৯

জগন্নাথে দেহ' তৈল,—দীপ যেন জ্বলে ।
তার পরিশ্রম হৈব পরম-সফলে ॥" ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তেল জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে দিয়ে এস যাতে তা দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের দীপ জ্বালান হয়। তাহলে এই তেল প্রস্তুত করতে এবং এখানে নিয়ে আসতে জগদানন্দের যে পরিশ্রম হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে সফল হবে।"

শ্লোক ১১০

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল ।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ যখন সেকথা জগদানন্দ পণ্ডিতকে জানালেন, তখন জগদানন্দ পণ্ডিত কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

শ্লোক ১১১

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার ।
পণ্ডিতের ইচ্ছা,—'তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার' ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রায় দশদিন পর গোবিন্দ আবার মহাপ্রভুকে জানালেন, "জগদানন্দ পণ্ডিতের ইচ্ছা আপনি যেন এই তেল অঙ্গীকার করেন।"

শ্লোক ১১২

শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন ।
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দন! ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমার গা মালিশ করার জন্য এখন একজন মর্দনিয়া রাখ!

শ্লোক ১১৩

এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্বনাশ'—তোমা-সবার 'পরিহাস' ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সুখ ভোগ করার জন্যই কি আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি? এই তেল গ্রহণ করলে আমার সর্বনাশ হবে, এবং তখন তোমরা সকলে আমাকে পরিহাস করবে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন অত্যন্ত কঠোর সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর পক্ষে কারোর সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সুগন্ধি তেল মাখাবার জন্য বিলাস পরায়ণ ভোগীদের মতো কিঙ্কর তুল্য লোক নিযুক্ত করলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে শ্লেষ উক্তি করেছিলেন।

শ্লোক ১১৪

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে ।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব, তখন আমার গা থেকে এই সুগন্ধি তেলের গন্ধ পেয়ে লোকেরা আমাকে বলবে, 'দারী সন্ন্যাসী' (স্ত্রী সঙ্গী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী)।"

শ্লোক ১১৫

শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে গোবিন্দ চুপ করে রইলেন। পরের দিন সকালবেলা জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন।

শ্লোক ১১৬

প্রভু কহে,—"পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে ।
আমি ত' সন্ন্যাসী,—তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে বললেন, "পণ্ডিত, তুমি গৌড় থেকে তেল নিয়ে এসেছ, কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী, তাই আমি এই তেল গ্রহণ করতে পারি না।

শ্লোক ১১৭

জগন্নাথে দেহ' লঞা দীপ যেন জ্বলে ।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥" ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তেল জগন্নাথ মন্দিরে দিয়ে এস, যাতে দীপ জ্বালান হয়। তাহলে তোমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হবে।"

শ্লোক ১১৮

পণ্ডিত কহে,—'কে তোমারে কহে মিথ্যা-বাণী ?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥' ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত তখন বললেন, "কে তোমাকে এ সমস্ত মিথ্যা কথা বলেছে? আমি কখনও গৌড় থেকে তেল নিয়ে আসিনি।"

শ্লোক ১১৯

এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস লঞা ।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে জগদানন্দ পণ্ডিত ঘর থেকে সেই তেলের কলসীটি নিয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে আঙ্গিনায় সেটি ভেঙ্গে ফেললেন।

শ্লোক ১২০

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া ।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

তেলের কলসীটি ভেঙ্গে, জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলেন।

শ্লোক ১২১

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা ।
'উঠহ' পণ্ডিত'—করি' কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে তাঁকে ডেকে বললেন, "জগদানন্দ পণ্ডিত, দয়া করে উঠ।

শ্লোক ১২২

'আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে ।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে ॥" ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ তুমি নিজে রান্না করে আমাকে ভিক্ষা দেবে। আমি এখন জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যাচ্ছি। দুপুরবেলা আমি ফিরে আসব।"

শ্লোক ১২৩

এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা ।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চলে গেলেন, এবং তখন জগদানন্দ পণ্ডিত উঠে, স্নান করে, নানাপ্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করলেন।

শ্লোক ১২৪

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ।
পাদ প্রক্ষালন করি' দিলেন আসনে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্ন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে এলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত তখন মহাপ্রভুর পাদ প্রক্ষালন করে তাঁকে বসতে আসন দিলেন।

শ্লোক ১২৫

সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা ।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি খুব সরু চালের অন্ন রান্না করেছিলেন, তা ঘৃতে মিশিয়ে কলা পাতার উপর স্তূপাকারে রাখলেন, এবং কলার ডোঙ্গায় ভরে সমস্ত ব্যঞ্জন সেই পাতার চারপাশে রাখলেন।

শ্লোক ১২৬

অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী ।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অন্ন এবং ব্যঞ্জনের উপরে তিনি তুলসী মঞ্জরী রেখেছিলেন, এবং শ্রীজগন্নাথের পিঠা-পানা মহাপ্রভুর পাতের সামনে রেখেছিলেন।

শ্লোক ১২৭

প্রভু কহে,—"দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন ।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আর একটি পাতায় অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়, আজ তুমি আর আমি একসঙ্গে মিলে ভোজন করব।"

শ্লোক ১২৮-১২৯

হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন ।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥ ১২৮ ॥
"আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু ।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু?" ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন না করে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন, তখন জগদানন্দ পণ্ডিত গভীর প্রেম সহকারে তাঁকে বললেন, "প্রথমে আপনি প্রসাদ নিন, তারপর আমি প্রসাদ পাব। আপনার অনুরোধ আমি অবহেলা করব না।"

শ্লোক ১৩০-১৩১

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
"ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা সুখে ভোজন করতে বসলেন, এবং ব্যঞ্জনের স্বাদ আস্বাদন করে তিনি বলতে লাগলেন, "ক্রোধাবিষ্ট হয়ে রান্না করলেও তোমার রান্নার এরকম স্বাদ। তা থেকে বোঝা যায় তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কত কৃপা।

শ্লোক ১৩২

আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া ।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ নিজে খাবেন, তাই তোমার হাত দিয়ে খুব ভালভাবে তিনি রান্না করান।

শ্লোক ১৩৩

ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন?" ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই রকম অমৃতময় অন্ন তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন কর। তোমার ভাগ্যের সীমা কে বর্ণনা করতে পারে?"

শ্লোক ১৩৪

পণ্ডিত কহে,—"যে খাইবে, সেই পাককর্তা ।
আমি-সব—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্তা ॥" ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার উত্তরে জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন, "যিনি খাবেন তিনিই রান্না করেছেন। আমি কেবল এই সমস্ত সামগ্রীর আহরণকারী।"

শ্লোক ১৩৫

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত বার বার মহাপ্রভুকে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগলেন; এবং ভয়ে কিছু না বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখে সে সমস্ত খেতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৬

আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন ।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

আগ্রহ করে জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন, এবং মহাপ্রভু অন্যান্য দিনের থেকে দশগুণ বেশী ভোজন করলেন।

শ্লোক ১৩৭

বার বার প্রভু উঠিতে করেন মন ।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

বার বার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তখনই জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁকে আরও ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৮

কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন রকম প্রতিবাদ না করে, ভয়ে খেয়ে যাচ্ছিলেন, কেননা তিনি না খেলে জগদানন্দ আবার উপবাস করবেন।

শ্লোক ১৩৯

তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান ।
'দশগুণ খাওয়াইলা এবে কর সমাধান' ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দকে সম্মান করে বিনীতভাবে বললেন, "জগদানন্দ, তুমি তো আমাকে দশগুণ খাওয়ালে; এখন দয়া করে তোমার পরিবেশন বন্ধ কর।"

শ্লোক ১৪০

তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন ।
পণ্ডিত আনিল, মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে উঠে মহাপ্রভু আচমন করলেন, এবং জগদানন্দ পণ্ডিত তখন মুখবাস, মালা এবং চন্দন আনলেন।

শ্লোক ১৪১

চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে ।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে' ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

মালা এবং চন্দন গ্রহণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে বসে বললেন, "এখন তুমি আমার সামনে ভোজন কর।"

শ্লোক ১৪২

পণ্ডিত কহে,—"প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম ।
মুই, এবে লইব প্রসাদ করি' সমাধান ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত তখন তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমার আরো কিছু আয়োজন করার আছে, তা শেষ করে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব।

শ্লোক ১৪৩

রসুইর কার্য কৈরাছে রামাই, রঘুনাথ ।
ইঁহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"রামাই পণ্ডিত এবং রঘুনাথ ভট্ট রন্ধনের কাজ করেছেন, তাই আমি তাদের কিছু অন্ন এবং ব্যঞ্জন দিতে চাই।"

শ্লোক ১৪৪

প্রভু কহেন,—"গোবিন্দ, তুমি ইঁহাই রহিবা ।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা ॥" ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোবিন্দকে বললেন, "তুমি এখানেই থাক। পণ্ডিত ভোজন করলে তুমি আমাকে সেকথা গিয়ে বলবে।"

শ্লোক ১৪৫-১৪৬

এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥ ১৪৫ ॥

"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে ।
কহিহ,—'পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে' ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দকে বললেন, "তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন কর। তাঁকে বল যে 'পণ্ডিত এখন ভোজন করতে বসেছে'।

শ্লোক ১৪৭

তোমারে প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া ।
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥" ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমার জন্য মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ রেখে দেব। মহাপ্রভু নিদ্রা গেলে তুমি এসে খেও।"

শ্লোক ১৪৮

রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ এবং রঘুনাথ ভট্টকে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট অন্ন এবং ব্যঞ্জন বেঁটে দিলেন।

শ্লোক ১৪৯

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি নিজেও মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করলেন। তখন মহাপ্রভু গোবিন্দকে আবার তাঁর কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ১৫০

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, "গিয়ে দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না। তারপর শীঘ্র এসে আমাকে সে সংবাদ জানাবে।"

শ্লোক ১৫১

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ এসে জগদানন্দ পণ্ডিতকে ভোজন করতে দেখে, মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তা জানালেন, এবং তখন মহাপ্রভু শান্তিতে শয়ন করলেন।

শ্লোক ১৫২

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে ।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে এইভাবে প্রেম বিনিময় হত; ঠিক যেভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার প্রেম আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৩

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতের সৌভাগ্যের সীমা কে নির্ধারণ করতে পারে? জগদানন্দ পণ্ডিতই জগদানন্দের সৌভাগ্যের উপমা।

শ্লোক ১৫৪

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' শুনে যেই জন ।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমের বিবর্ত, অথবা জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত 'প্রেমবিবর্ত' যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই প্রেমের স্বরূপ জানতে পারেন এবং কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহা সম্পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

বিবর্ত শব্দের অর্থ বিপরীতবোধ। এখানে, মনে হয় যেন জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সেই রোষ ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের প্রকাশ। *প্রেমবিবর্ত* জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত একটি গ্রন্থ। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে প্রেমবিবর্ত শব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমের বিবর্ত,

অথবা প্রেমবিবর্ত গ্রন্থ বুঝিয়েছেন। যিনি প্রেমবিবর্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম-কলহ শ্রবণ করেন, উভয়ক্ষেত্রেই, পাঠক ও শ্রোতার কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়।

শ্লোক ১৫৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমপূর্ণ আচরণ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন গমন, মহাপ্রভুর দেব-দাসীর গান শ্রবণ এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কৃষ্ণপ্রেম লাভ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—"মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করলে তাঁর বড় কষ্ট হয় বলে জগদানন্দ পণ্ডিত লেপ-বালিশ ইত্যাদি তৈরি করলে মহাপ্রভু তা অঙ্গীকার করলেন না। তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কলার পেটো চিরে চিরে যে লেপ-বালিশের মতো তৈরি করে দিলেন, তা অনেক আপত্তির সঙ্গে মহাপ্রভু স্বীকার করলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্বাস সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। জগদানন্দ যখন জগন্নাথপুরীতে ফিরে যান, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সনাতন গোস্বামীর দেওয়া উপহার দিলে তাতে পিলু ফল ভক্ষণের রহস্য উদিত হয়।

এক সময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেবদাসীর গান শ্রবণ করে ভাবাবিষ্ট হলেন, এবং গায়ক যে স্ত্রীলোক, তা না জেনে, কাঁটাবন ভেঙ্গে মহাপ্রভু তার দিকে দৌড়াতে থাকেন। গোবিন্দ তাঁকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক'-নাম শুনে গোবিন্দকে ধন্যবাদ দেন। এই ঘটনার দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে উপদেশ দেন যে সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কৃষ্ণগীত শ্রবণ করা উচিত নয়।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী যখন বারাণসী থেকে জগন্নাথপুরী যাচ্ছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে রামদাস বিশ্বাস পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বাস পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব হেতু মুক্তিবাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাকে বিশেষ কৃপা করলেন না। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদের শেষে সংক্ষেপে কথিত হয়েছে।"

শ্লোক ১

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে; **জাত**—জনিত; **আর্ত্যা**—আর্তির ফলে; **ক্ষীণে**—ক্ষীণ এবং দুর্বল; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **মনঃ**—মন; **তনূ**—দেহ; **দধাতে**—ধারণ করত; **ফুল্লতাম্**—প্রফুল্লতা; **ভাবৈঃ**—ভাবের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **তম্**—তাঁকে; **গৌরম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **আশ্রয়ে**—আমি আশ্রয় করি।

অনুবাদ

যাঁর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত আর্তির ফলে মন ও তনূ ক্ষীণ হলেও ভাবোদয়ের সময়ে প্রফুল্লতা ধারণ করতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে ।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে, শুদ্ধ-প্রেমের তরঙ্গে, নানাপ্রকার আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন-কায় ।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন ও দেহ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভাবোদয়ের সময় তা প্রফুল্লিত হত।

শ্লোক ৫

কলার শরলাতে, শয়ন, অতি ক্ষীণ কায় ।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় তিনি যখন কলা গাছের বাকলে শয়ন করতেন, তখন তাতে হাড় লেগে তাঁর গায়ে ব্যথা হত।

শ্লোক ৬

দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায় ।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহে এইভাবে ব্যথা হতে দেখে ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, এবং মহাপ্রভুর এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে জগদানন্দ পণ্ডিত একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন।

শ্লোক ৭

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইলা ।
শিমুলির তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

পাতলা কাপড় এনে তিনি তা গেরুয়া মাটি দিয়ে রাঙ্গালেন, এবং শিমুল তুলা দিয়ে তা পূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৮

এক তুলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা ।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিলা ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তিনি একটি তোষক এবং একটি বালিশ বানিয়ে তা গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন, "মহাপ্রভুকে এর উপরে শুতে বলবে।"

শ্লোক ৯

স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ।
'আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন' ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে বললেন, "দয়া করে আজ আপনি নিজে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই বিছানার উপর শয়ন করতে অনুরোধ করবেন।"

শ্লোক ১০

শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা ।
তুলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর শয়নের সময় স্বরূপ দামোদর সেখানেই রইলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই তোষক এবং বালিশ দেখলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ১১

গোবিন্দেরে পুছেন,—'ইহা করাইল কোন্ জন?'
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলি কে বানিয়েছে?" গোবিন্দ যখন জগদানন্দ পণ্ডিতের নাম করলেন, তখন মহাপ্রভু মনে একটু সঙ্কোচ বোধ করলেন।

শ্লোক ১২

গোবিন্দেরে কহি' সেই তূলি দূর কৈলা ।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তখন গোবিন্দকে বললেন, সেই তোষক এবং বালিশ সেখান থেকে সরিয়ে নিতে। তারপর তিনি কলার শরলার উপর শয়ন করলেন।

শ্লোক ১৩

স্বরূপ কহে,—'তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥' ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে বললেন, "আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না, কিন্তু আপনি যদি এই শয্যা উপেক্ষা করেন তাহলে জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।"

শ্লোক ১৪

প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "আমার শোয়ার জন্য তোমরা এখন একটা খাট নিয়ে এস। জগদানন্দ আমাকে দিয়ে বিষয় ভোগ করাতে চায়।

শ্লোক ১৫

সন্ন্যাসী-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ।
আমারে খাট-তুলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন!" ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি সন্ন্যাসী তাই আমার ভূমিতে শয়ন করা কর্তব্য। আমি যদি খাটের উপর তোষক-বালিশে শয়ন করি, তাহলে তা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হবে।"

শ্লোক ১৬

স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা ।
শুনি' জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইলা ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এসে যখন জগদানন্দ পণ্ডিতকে সেকথা বললেন, তখন জগদানন্দ পণ্ডিত অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার ।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা ।
প্রভুর বহির্বাস দুইতে সে সব ভরিলা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। বহু শুকনো কলা পাতা এনে সেগুলি নখ দিয়ে চিরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে, মহাপ্রভুর দুটি বহির্বাসে সেগুলি ভরলেন।

শ্লোক ১৯

এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে স্বরূপ দামোদর একটি তোষক ও বালিশ তৈরি করলেন, এবং বহু পীড়াপীড়ির পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২০

তাতে শয়ন করেন প্রভু,—দেখি' সবে সুখী ।
জগদানন্দ—ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই শয্যার উপর শয়ন করতে দেখে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত সুখী হলেন, কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিত অন্তরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বাহিরে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

পূর্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে, জগদানন্দ পণ্ডিত যখন বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে অনুমতি দেননি, এবং তাই যেতে পারেন নি।

শ্লোক ২২

ভিতরের ক্রোধ-দুঃখ প্রকাশ না কৈল ।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অন্তরের ক্রোধ এবং দুঃখ প্রকাশ না করে, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে মথুরা যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্লোক ২৩

প্রভু কহে,—"মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি' ।
আমায় দোষ লাগাঞা তুমি হইবা ভিখারী ॥" ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর স্নেহে তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আমার উপর রাগ করে তুমি মথুরায় চলে যাবে। আমাকে দোষ দিয়ে তুমি ভিখারী হবে।"

শ্লোক ২৪-২৫

জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ।
"পূর্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে ।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥" ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে বললেন, "দীর্ঘকাল ধরেই আমার বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা। আপনার আদেশ না পাওয়ায় আমি আগে যেতে পারিনি। এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিন, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে সেখানে যেতে পারি।"

শ্লোক ২৬

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার ।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রতি প্রীতিবশত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে যাবার অনুমতি দিলেন না, কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিত বারবার যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন ।
"পূর্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি ।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, 'ক্রোধে যাহ' বলি ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে বললেন, "বহুকাল ধরেই আমার বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ না পেলে আমি সেখানে যেতে পারি না। আর এখন, আমি তাঁর উপর রাগ করেছি বলে, তিনি আমাকে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন না।

শ্লোক ২৯

সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ', করিয়ে বিনয় ॥" ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বাভাবিক ভাবেই আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই। তাই আপনি দয়া করে মহাপ্রভুকে গিয়ে বলুন, যেন তিনি আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার অনুমতি দেন।"

শ্লোক ৩০-৩১

তবে স্বরূপ-গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে ।
"জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার ।
আজ্ঞা দেহ',—মথুরা দেখি' আইসে একবার ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—

"জগদানন্দের বৃন্দাবনে যাওয়ার খুব ইচ্ছা। সে বার বার আপনার কাছে অনুমতি চাইছে। দয়া করে আপনি তাকে অনুমতি দিন যাতে সে একবার মথুরা দেখে আসতে পারে।

শ্লোক ৩২

আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥" ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"শচীমাতাকে দর্শন করার জন্য সে যেমন গৌড়দেশে গিয়েছিল, তেমনই সে একবার বৃন্দাবন দেখে আসুক।"

শ্লোক ৩৩

স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
জগদানন্দে বোলাঞা তাঁরে শিখাইলা ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদরের অনুরোধে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। জগদানন্দকে ডাকিয়ে এনে তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন।

শ্লোক ৩৪

"বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বারাণসী পর্যন্ত তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে, কিন্তু তারপর খুব সাবধানে, ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যেও।

তাৎপর্য

বারাণসী থেকে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথ ছিল দস্যু-তস্করে পূর্ণ, এবং তাই ক্ষত্রিয়রা পথিকদের দস্যু-তস্করদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

শ্লোক ৩৫

কেবল গৌড়িয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি' বান্ধে।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত দস্যু-তস্করেরা বাঙালী পথিককে একলা পেলে তার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে তাকে বেঁধে রাখে এবং যেতে দেয় না।

তাৎপর্য

বাঙালীরা সাধারণত ক্ষীণকায় ও দুর্বল। তাই বাঙালী পথিককে একলা পেলে পথের দস্যুরা তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের আটকে রাখত। কারও কারও মতে, সেই পথের দস্যুরা বাঙালীদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান জেনে, তাদের দিয়ে বুদ্ধিজীবীর কাজ করাত কিন্তু ছেড়ে দিত না।

শ্লোক ৩৬

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মথুরায় গিয়ে তুমি সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে থেক, এবং নেতৃস্থানীয় মথুরাবাসী ভক্তদের চরণ বন্দনা কর।

শ্লোক ৩৭

দূরে রহি' ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"দূর থেকে তাঁদের ভক্তি কর, এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কর না, এবং তাঁদের আচার-আচরণের অনুকরণ করার চেষ্টা কর না।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন এবং মথুরার অধিবাসীরা শুদ্ধ বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, এবং তাঁদের ভাব স্মার্ত ব্রাহ্মণ মতের বিরোধী। ঐশ্বর্যভাবরত কৃষ্ণভক্তরা রাগ-মার্গীয় মথুরা এবং বৃন্দাবনবাসীর বাৎসল্য প্রেম বুঝতে পারেন না। বিধি-মার্গের ভক্তরা রাগ-মার্গীয় ভক্তের আচার-আচরণ বুঝতে পারেন না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে রাগ-মার্গীয় ভক্ত ব্রজবাসীদের থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন; যাতে তিনি তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা পরায়ণ না হন।

শ্লোক ৩৮

সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতনের সঙ্গে দ্বাদশ বন দর্শন কর, এবং ক্ষণিকের জন্যও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করো না।

শ্লোক ৩৯

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল ।
গোবর্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেখানে বেশিদিন থেক না। তাড়াতাড়ি ফিরে এস। আর গোপালকে দর্শন করার জন্য গোবর্ধন পর্বতে চড়না।

তাৎপর্য

অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন অধিক দিন ব্রজে থাকলে ব্রজবাসীদের দোষাদি দর্শন করে শ্রদ্ধা লঘু হয়। তাই যারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নি, তাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়। ব্রজ দর্শন করে শীঘ্র চলে আসাই ভাল। শ্রীগোপাল দর্শনের জন্য গোবর্ধন পর্বতে চড়া উচিত নয়। কেননা গোবর্ধন সাক্ষাৎ ভগবানেরই মূর্তি। তাই তার উপর চড়া উচিত নয়। গোপাল যখন অন্য আশ্রমে যান, সে সময় তাঁকে দর্শন করাই ভাল।

শ্লোক ৪০

আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে ।
আমার তরে একস্থান যেন করে বৃন্দাবনে ॥" ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতনকে বল যে আমিও শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাচ্ছি। সে যেন আমার জন্য বৃন্দাবনে একটি জায়গার ব্যবস্থা করে রাখে।"

শ্লোক ৪১

এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন ।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন, এবং জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৪২

সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের আদেশ নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনের অভিমুখে চললেন। বনপথ দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৪৩

তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর,—দোঁহারে মিলিলা ।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলই শুনিলা ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বারাণসীতে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা তাঁর কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত কথা শুনলেন।

শ্লোক ৪৪

মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে ।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে মথুরায় পৌঁছে তিনি সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং তাঁরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৪৫

সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশ বন দরশন ।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তাঁকে দ্বাদশ বন দর্শন করালেন, এবং মহাবন দর্শন করে তাঁরা দুজনে গোকুলে রইলেন।

শ্লোক ৪৬

সনাতনের গোফাতে দুহেঁ রহে একঠাঞি ।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দুজনে সনাতন গোস্বামীর গুহায় রইলেন। কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিত নিকটবর্তী মন্দিরে গিয়ে নিজের জন্য রন্ধন করতেন।

শ্লোক ৪৭

সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে ।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী মহাবনে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। কখনও তিনি দেবালয়ে ভিক্ষা করতেন আবার কখনও ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করতেন।

শ্লোক ৪৮

সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ।
মহাবনে দেন আনি' মাগি' অন্ন-পান ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতের যা যা দরকার হত তা সব সনাতন গোস্বামী যোগাড় করে দিতেন। মহাবনে ভিক্ষা করে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের জন্য অন্ন এবং পানীয় এনে দিতেন।

শ্লোক ৪৯

একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা ।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং তাঁর নিত্য-কৃত্য সমাপন করে তিনি রান্না করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৫০

'মুকুন্দ সরস্বতী' নাম সন্ন্যাসী-মহাজনে ।
এক বহির্বাস তেঁহো দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে, মুকুন্দ সরস্বতী নামক এক মহান সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীকে তাঁর বহির্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বস্ত্র মস্তকে বেঁধে সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থানের দ্বারে এসে বসলেন।

শ্লোক ৫২-৫৩

রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা ।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫২ ॥
"কাহাঁ পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?"
'মুকুন্দ-সরস্বতী' দিল,—কহে সনাতন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গৈরিক বস্ত্রটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ বলে মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হয়ে সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই রাতুল বসন কোথায় পেলে?" সনাতন গোস্বামী উত্তর দিলেন যে, মুকুন্দ সরস্বতী তাঁকে সেটি দিয়েছেন।

শ্লোক ৫৪

শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল ।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভাতের হাঁড়ি হাতে নিয়ে সনাতন গোস্বামীকে মারতে এলেন।

শ্লোক ৫৫-৫৬

সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা ।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা ॥ ৫৫ ॥
"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান ।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে খুব ভালভাবে জানতেন, তাই কেন তিনি এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা বুঝতে পেরে তিনি লজ্জিত হলেন; এবং জগদানন্দ পণ্ডিত ভাতের হাঁড়ি চুলার উপরে রেখে বলতে লাগলেন, "তুমি মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে প্রধান। তোমার মতো মহাপ্রভুর প্রিয় আর কেউ নেই।

শ্লোক ৫৭

অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।
কোন্ ঐছে হয়,—ইহা পারে সহিবারে?" ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আর তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র শিরে ধারণ করেছ। তোমার এই রকম আচরণ কে সহ্য করতে পারে?"

শ্লোক ৫৮

সনাতন কহে—"সাধু পণ্ডিত-মহাশয়!
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী বললেন, "জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয়। আপনিই প্রকৃত সাধু। আপনার মতো প্রিয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর কেউ নয়।

শ্লোক ৫৯

ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে? ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠা আপনারই যোগ্য। আপনি না দেখালে তা আমি শিখবো কিভাবে?

শ্লোক ৬০

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল ।
সেই অপূর্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"যেই প্রেম দর্শন করার জন্য আমি বস্ত্র মস্তকে বেঁধেছি, সেই অপূর্ব প্রেম আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করলাম।

শ্লোক ৬১

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায় ।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কায উহায়? ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈষ্ণবের গৈরিক বসন পরা উচিত নয়; তাই তা দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। এটি আমি কোন প্রবাসীকে দিয়ে দেব।"

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—'বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন; সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসীদের পরিধেয় গৈরিক বসন পরিধান করে তাঁদের স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দেশ বা প্রদর্শন করতে হয় না। বিশেষত, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি এক দণ্ডীর বেশ স্বীকার করায়, তাঁর পদাশ্রিত কিঙ্করেরা তাঁর দাস অভিমানে অপ্রাকৃত চিৎ-বিলাস ভেদ-বুদ্ধিতে বেশ গ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর মতো ব্যবহার করা যোগ্য বা বিধেয় বলে মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরমহংস বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয়ে থেকে বৈষ্ণব দাসেরা নিজেদের বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবের আসনে অধিষ্ঠিত হবার অযোগ্য জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য সন্ন্যাস

আশ্রমোচিত গৈরিক বসনাদি পরেও থাকেন। সনাতন গোস্বামী পরমহংসের পোষাক গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং মস্তকে গৈরিক বস্ত্র বাঁধা তাঁর উচিত হয়নি। তথাপি, একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পরমহংসের বেশ অনুকরণ করে নিজেকে উপযুক্ত মনে করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন *(তৃণাদপি সুনীচেন)* একজন নিজেকে অত্যন্ত নীচ মনে করা উচিত, কিন্তু পরমহংস স্তরের বৈষ্ণব হিসাবে মনে করা উচিত নয়। এইভাবে পরমহংস স্তরের নীচে তার অবস্থান মনে করে একজন বৈষ্ণব কখনও কখনও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এইটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ।

শ্লোক ৬২

পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা ।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

রন্ধন করে জগদানন্দ পণ্ডিত তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন। তারপর তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন।

শ্লোক ৬৩

প্রসাদ পাই অন্যোন্যে কৈলা আলিঙ্গন ।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ পেয়ে তাঁরা দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে দুজনে ক্রন্দন করলেন।

শ্লোক ৬৪

এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে জগদানন্দ পণ্ডিত এবং সনাতন গোস্বামী একসঙ্গে প্রায় দুমাস বৃন্দাবনে রইলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহ-জনিত দুঃখ তাঁদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল।

শ্লোক ৬৫

মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে ।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে' ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলতে বলেছেন, "আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসছি; আমার থাকার একটি জায়গার ব্যবস্থা কর।"

শ্লোক ৬৬

জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা ।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত জগন্নাথপুরীতে ফিরে যাবার জন্য সনাতন গোস্বামীর আদেশ চাইলেন, এবং সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য কিছু উপহার তাঁকে দিলেন।

শ্লোক ৬৭

রাসস্থলীর বালু আর গোবর্ধনের শিলা ।
শুষ্ক পক্ব পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য রাসস্থলীর বালু, গোবর্ধনের শিলা, শুকনো পাকা পীলুফল এবং গুঞ্জামালা জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিলেন।

শ্লোক ৬৮

জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সব নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত জগন্নাথপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন, এবং তাঁকে বিদায় দিয়ে সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন।

শ্লোক ৬৯

প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিল ।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইল ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থাকার জন্য সনাতন গোস্বামী মনে মনে একটি স্থান ঠিক করলেন, এবং দ্বাদশাদিত্য-টিলায় তিনি মঠ পেলেন।

শ্লোক ৭০

সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া ।
মঠের আগে রাখিলা এক ছাউনি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মন্দিরটি সনাতন গোস্বামী খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে রাখলেন, এবং মঠের সামনে একটি ছাউনি বেঁধে রাখলেন।

শ্লোক ৭১

শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ।
ভক্ত সহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

অচিরেই জগদানন্দ পণ্ডিত নীলাচলে ফিরে গেলেন, এবং তখন ভক্তগণ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৭২

প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে জগদানন্দ পণ্ডিত সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৭৩

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা ।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সনাতন গোস্বামীর দণ্ডবৎ জানালেন, এবং তাঁকে সনাতন গোস্বামীর দেওয়া রাসস্থলীর ধূলি আদি উপহারগুলি দিলেন।

শ্লোক ৭৪

সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া ।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি' খাইলা হৃষ্ট হঞা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সমস্ত উপহারগুলি রেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পীলু ফল সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বেঁটে দিলেন, এবং বৃন্দাবনের ফল বলে তাঁরা সকলে সেগুলি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে খেলেন।

শ্লোক ৭৫

যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল ।
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চাবাঞা খাইল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত ভক্ত পীলু ফল কিভাবে খেতে হয় জানতেন, তাঁরা আঁটি চুষে চুষে তা খেলেন, আর যে সমস্ত গৌড়িয়া তা জানতেন না তাঁরা পীলু ফল চিবিয়ে চিবিয়ে খেলেন।

শ্লোক ৭৬

মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা ।
বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁরা চিবিয়ে পীলু ফল খেয়েছিলেন তাঁদের মুখে ঝাল লাগল এবং জিহ্বা জ্বালা করতে লাগল। বৃন্দাবনের পীলু ফল খাওয়া নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে লীলা করেছিলেন।

শ্লোক ৭৭

জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত ফিরে আসায় সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে তাঁর লীলা-বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে ।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন যমেশ্বর টোটায় যাচ্ছিলেন, তখন জগন্নাথ মন্দিরের এক দেবদাসী গান গাইতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭৯

গুর্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে ।
'গীতগোবিন্দ'-পদ গায় জগমন হরে ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

গুর্জরীরাগিণীতে তিনি জগৎবাসীর মন হরণকারী সুমধুর স্বরে গীতগোবিন্দের পদ গাইছিলেন।

শ্লোক ৮০

দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানে বিশেষ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে সেই গান শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন। গায়ক স্ত্রী কি পুরুষ সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

শ্লোক ৮১

তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ।
পথে 'সিজের বাড়ি' হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রেমাবেশে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভেঙ্গে তার দিকে ছুটে চললেন।

শ্লোক ৮২

অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা!
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সারা গায়ে কাঁটা লাগল, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁর কোন হুঁস ছিল না। তখন দ্রুত গতিতে গোবিন্দ তাঁর পিছন পিছন ছুটলেন।

শ্লোক ৮৩

ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে ।
'স্ত্রী গায়' বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিলেন, এবং সেই স্ত্রী-লোকটি অল্প একটু দূরে মাত্র ছিল, ঠিক তখন গোবিন্দ 'স্ত্রীলোক এই গান গাইছে' বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্লোক ৮৪

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা ।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

'স্ত্রী' নাম শোনামাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই পথ ধরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন ।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "গোবিন্দ আজ আমার প্রাণ রক্ষা করলে। যদি আজ আমি স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করতাম, তাহলে আমার মৃত্যু হত।

শ্লোক ৮৬

এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার ।"
গোবিন্দ কহে,—'জগন্নাথ রাখেন মুই কোন্ ছার'? ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "গোবিন্দ, তোমার এই ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।" তখন গোবিন্দ বললেন, "জগন্নাথদেবই আপনাকে রক্ষা করেছেন। আমি তো কোন্ ছার।"

শ্লোক ৮৭

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা ।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥" ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোবিন্দকে বললেন, "গোবিন্দ, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থেকো। সব সময় তুমি আমাকে সাবধানে রক্ষা কর।"

শ্লোক ৮৮

এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে ।
শুনি' মহা-ভয় হইল স্বরূপাদি-মনে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন। সেই ঘটনাটির কথা শুনে স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তদের মনে অত্যন্ত ভয় হল।

শ্লোক ৮৯

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য ।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব কার্য ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে, তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য, সমস্ত কাজ ছেড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চললেন।

শ্লোক ৯০

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া ।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি বহিয়া ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

কাশী থেকে গৌড়ের পথ ধরে তিনি জগন্নাথপুরী অভিমুখে চললেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঝুলি বহন করে এক সেবক যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৯১

পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস ।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

পথে রামদাস বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। জাতিতে তিনি ছিলেন কায়স্থ, এবং তিনি ছিলেন রাজার বিশ্বস্ত হিসাব রক্ষক।

তাৎপর্য

গৌড়েশ্বরের হিসাব কার্যালয়কে 'বিশ্বাস-খানা' বলা হত। কায়স্থরাই সেখানে কাজ করতেন, কেননা তারা রাজার বিশ্বাসী ছিলেন।

শ্লোক ৯২

সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস বিশ্বাস ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক এবং রামচন্দ্রের উপাসক পরম বৈষ্ণব।

তাৎপর্য

'পরম বৈষ্ণব' শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—যিনি হৃদয়ে সাযুজ্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবদের মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুত রামচন্দ্রের উপাসক হওয়ায় রামদাসকে 'বৈষ্ণব প্রায়' বলা যায়। কিন্তু সেই সময় শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করতে অনেকেই অসমর্থ ছিলেন বলে কায়স্থ কুলোদ্ভুত রামদাসও জগতে পরম বৈষ্ণব বলে বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৯৩

অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস বিশ্বাস রাত্রে ও দিনে অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করতেন। তিনি সবকিছু ত্যাগ করে জগন্নাথদেবের দর্শন করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৯৪

রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

পথে রঘুনাথ ভট্টের সঙ্গে তাঁর মিলন হল, এবং রঘুনাথ ভট্টের ঝালি তিনি মাথায় বয়ে নিয়ে চললেন।

শ্লোক ৯৫

নানা সেবা করি' করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস নানা ভাবে রঘুনাথ ভট্টের সেবা করতেন, এমনকি তাঁর পা টিপে দিতেন। তাতে রঘুনাথ ভট্ট অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করতেন।

শ্লোক ৯৬

"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥" ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট তাঁকে বললেন, "আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং মহা ভাগবত। দয়া করে আপনি আমার সেবা না করে, সুখে আমার সঙ্গে চলুন।

শ্লোক ৯৭

রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম!
'ব্রাহ্মণের সেবা',—এই মোর নিজ-ধর্ম ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস উত্তর দিলেন, "আমি শূদ্র, অত্যন্ত অধম জীব। ব্রাহ্মণের সেবা করাই আমার ধর্ম।

শ্লোক ৯৮

সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস'।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥" ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আপনি সংকোচ বোধ করবেন না। আমি আপনার দাস। আপনার সেবা করলে আমার হৃদয়ে আনন্দ হয়।"

শ্লোক ৯৯

এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রি-দিনে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে রামদাস রঘুনাথ ভট্টের ঝালি বহন করে নানাভাবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন, এবং দিন-রাত শ্রীরামচন্দ্রের তারকমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০০

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে রঘুনাথ নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন, এবং মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন।

শ্লোক ১০১

দণ্ডপরণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' জানি কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন এবং তাঁকে রঘুনাথ ভট্ট বলে জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১০২

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্তা পুছিলা ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখরের দণ্ডবৎ জানালেন, এবং মহাপ্রভু তাঁদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ১০৩

"ভাল হইল আইলা, দেখ 'কমললোচন' ।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥" ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "খুব ভাল হল যে তুমি এখানে এলে। এখন গিয়ে কমলনয়ন জগন্নাথদেবকে দর্শন কর। আজ তুমি আমার এখানে এসে প্রসাদ ভোজন করবে।"

শ্লোক ১০৪

গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে রঘুনাথ ভট্টের জন্য একটি বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, এবং তারপর তিনি স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১০৫

এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আটমাস রইলেন, এবং মহাপ্রভুর কৃপায় দিনে দিনে তাঁর অন্তরের অপ্রাকৃত উল্লাস বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ১০৬

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি মাঝে মাঝে অন্ন এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করে তাঁর ঘরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ১০৭

রঘুনাথ-ভট্ট—পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন রন্ধনে অত্যন্ত সুনিপুণ। তিনি যা রন্ধন করতেন, তা অমৃতের মতো সুস্বাদু হত।

শ্লোক ১০৮

পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন ।
প্রভুর অবশিষ্ট-পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু ভোজন করতেন, এবং মহাপ্রভুর অবশিষ্ট পাত্র রঘুনাথ ভট্ট ভক্ষণ করতেন।

শ্লোক ১০৯

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা ।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস বিশ্বাস যখন প্রথম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন, মহাপ্রভু তাঁকে অধিক কৃপা প্রদর্শন করলেন না।

শ্লোক ১১০

অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ববান্ ।
সর্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্বজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

অন্তরে, রামদাস বিশ্বাস ছিলেন নির্বিশেষবাদী মুক্তিকামী, এবং তিনি তাঁর বিদ্যার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলেরই হৃদয় জানতেন।

শ্লোক ১১১

রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস ।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় 'কাব্যপ্রকাশ' ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস বিশ্বাস তখন নীলাচলে বাস করতে লাগলেন, এবং পট্টনায়কের পরিবারকে (ভবানন্দ রায়ের বংশধরদের) কাব্যপ্রকাশ পড়াতে লাগলেন।

শ্লোক ১১২

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা ।
'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিলা ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

আট মাস পরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিদায় দিলেন, এবং তাঁকে বিবাহ না করতে উপদেশ দিলেন।

তাৎপর্য

রঘুনাথ ভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট অবস্থাতেই কৃষ্ণ-পরায়ণ হতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দার পরিগ্রহ করে মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হতে নিষেধ করলেন। যারা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করতে অক্ষম, তাদের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন অতি উন্নত কৃষ্ণভক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের কোন বাসনা ছিল না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। সাধারণত, পুরুষাভিমানী বিবাহিত ব্যক্তিদের পক্ষে পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি সাধন করা দুষ্কর। বিবাহিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের প্রতি আসক্ত এবং ভোগপরায়ণ। তাই তাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প।

শ্লোক ১১৩

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন ।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে উপদেশ দিলেন, "ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা কর, এবং ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন কর।"

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বিচার করে দেখা উচিত। তিনি তাঁকে পেশাদারী ভাগবত পাঠক বা বৈয়াকরণিকের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার উপদেশ দেন নি; ভক্ত ভাগবত

বৈষ্ণবের কাছে তা অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি রঘুনাথ ভট্টকে তাঁর পিতা-মাতার সেবা করার উপদেশও দিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব। যিনিই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভক্তের সেবা করার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা"। জড়ভোগ পরায়ণ বিষয়ী পিতা-মাতার সেবা করার উপদেশ মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে কখনই দেননি। কিন্তু যেহেতু তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন বৈষ্ণব, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—"সাধারণ পিতা-মাতার সেবা করা উচিত নয় কেন?" সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/১৮)* বলা হয়েছে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

"আসন্ন মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করতে পারেন না, সেই গুরু গুরু নন, সেই স্বজন স্বজন নন, সেই পিতা পিতা নন, সেই জননী জননী নন, সেই দেবতা দেবতা নন এবং সেই পতি পতি নন।" জন্মের সময় সকলেই স্বাভাবিকভাবে পিতা-মাতা লাভ করে, কিন্তু প্রকৃত পিতা-মাতা হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা তাদের সন্তানদের আসন্ন মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত পিতা-মাতার পক্ষেই কেবল তা সম্ভব। তাই যে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদান করতে পারেন না, তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/২০০)* থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকে সাধারণ পিতা-মাতার সেবা করার নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে ।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

"লৌকিকী অথবা বৈদিক—সেই কার্যই করা উচিত—যা কৃষ্ণসেবার অনুকূল।"

শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবৈষ্ণব পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের পাঠ শুনতে সুস্পষ্ট ভাবেই নিষেধ করেছেন। এই সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী *পদ্ম-পুরাণের* একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-কথামৃতং ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"অবৈষ্ণবের মুখ থেকে কখনও হরিকথা পর্যন্ত শ্রবণ করা উচিত নয়। কেননা তা সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধের মতো।" আজকাল ভাগবত সপ্তাহ পালন করার একটি নব্য প্রথার প্রচলন হয়েছে, যাতে এক সপ্তাহ ধরে ভাগবত পাঠ হয় এবং যারা তা পাঠ করেন তারা ভগবদ্ভক্ত নন অথবা আত্মতত্ত্ববেত্তা নন। এমনকি বহু মায়াবাদীও আজকাল *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেন

এবং তাদের পাঠ শুনতে বহু লোকের ভীড় হয়। বহু মায়াবাদী আজকাল বৃন্দাবনে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ শুরু করেছেন, এবং যেহেতু তারা বাক্য-বিন্যাস করে ব্যাকরণের মারপ্যাঁচে কদর্থ করে, *শ্রীমদ্ভাগবত* ব্যাখ্যা করে, তাই ভোগপরায়ণ বিষয়ীরা পরমার্থের নামে বৃন্দাবনে গিয়ে তাদের পাঠ শোনে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে তা নিষেধ করেছেন। সাবধানতার সঙ্গে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে, এই সমস্ত মায়াবাদীরা যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই ভাগবত পাঠ করে তারা অন্যের ভববন্ধন মোচন করতে পারেন না। পক্ষান্তরে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জীবন এবং আচরণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* মূর্ত প্রকাশ, তাই তাঁর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১১৪

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে ।"
এত বলি' কণ্ঠ-মালা দিলা তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আবার তুমি নীলাচলে এস।" এই বলে তিনি তাঁর কণ্ঠের মালা রঘুনাথ ভট্টের গলায় দিলেন।

শ্লোক ১১৫

আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা ।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বিদায় দিলেন। প্রেমে বিহ্বল হয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আসন্ন বিরহে, রঘুনাথ ভট্ট কাঁদতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৬

স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া ।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে, রঘুনাথ ভট্ট বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১১৭

চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা ।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে রঘুনাথ ভট্ট চার বছর তাঁর গৃহে থেকে পিতা-মাতার সেবা করলেন, এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলেন।

শ্লোক ১১৮

পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা ।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ করে উদাসীন হয়ে পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১১৯-১২০

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা ।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৯ ॥
"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে ।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বের মতো, রঘুনাথ আটমাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে আদেশ দিলেন,—"রঘুনাথ, আমার আদেশ অনুসারে তুমি বৃন্দাবনে যাও, এবং সেখানে গিয়ে রূপ ও সনাতনের তত্ত্বাবধানে থাক।

শ্লোক ১২১

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥" ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পড় এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তোমাকে কৃপা করবেন।"

শ্লোক ১২২

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, এবং তাঁর কৃপায় রঘুনাথ ভট্ট কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হলেন।

শ্লোক ১২৩

চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা ।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহোৎসবের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চোদ্দ হাত লম্বা জগন্নাথের তুলসীর মালা এবং মশলা ছাড়া পানের বিড়া পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১২৪

সেই মালা, ছুটা পান প্রভু তাঁরে দিলা ।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মালা এবং পান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে দিয়েছিলেন, এবং রঘুনাথ ভট্ট তাঁর আরাধ্য বিগ্রহরূপে সেগুলি তাঁর কাছে রেখেছিলেন।

শ্লোক ১২৫

প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে গেলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আশ্রয়ে রইলেন।

শ্লোক ১২৬

রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন ।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামীর কাছে তিনি ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন, এবং ভাগবত পাঠ করতে করতে তাঁর মন কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হল।

শ্লোক ১২৭

অশ্রু, কম্প, গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে ।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় রঘুনাথ ভট্ট অশ্রু, কম্প, গদ্গদ বচন আদি ভগবৎ-প্রেম-

জনিত বিকার অনুভব করলেন। তাঁর নেত্র অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে পারলেন না।

শ্লোক ১২৮

পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কণ্ঠ ছিল কোকিলের মতো মধুর, এবং তিনি তিন-চারটি বিভিন্ন রাগে শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি শ্লোক পাঠ করতেন। তাই তাঁর ভাগবত পাঠ ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

শ্লোক ১২৯

কৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্য যবে পড়ে, শুনে ।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য পড়তেন বা শুনতেন, তখন প্রেমে বিহ্বল হয়ে আত্মবিস্মৃত হতেন।

শ্লোক ১৩০

গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রীগোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। গোবিন্দের চরণারবিন্দ ছিল তাঁর প্রাণধন।

শ্লোক ১৩১

নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা ।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে গোবিন্দজীর মন্দির করিয়েছিলেন, এবং তিনি বংশী, মকর, কুণ্ডল ইত্যাদি গোবিন্দজীর বহু অলঙ্কার করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩২

গ্রাম্যবার্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট কোন রকম জড় জাগতিক কথাবার্তা শুনতেন না বা জিহ্বায় উচ্চারণ করতেন না। কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণ-পূজায় তাঁর অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হত।

শ্লোক ১৩৩

বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম নাহি পাড়ে কাণে ।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি কখনও বৈষ্ণবের নিন্দা কানে শুনতেন না, অথবা বৈষ্ণবের অন্যায় আচরণের কথা শুনতেন না। তিনি জানতেন যে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করছেন।

তাৎপর্য

রঘুনাথ ভট্ট কখনও বৈষ্ণবের হানিকর কোন কার্য করতেন না। অর্থাৎ তিনি কখনও ভগবানের সেবায় অমনোযোগী হতেন না, এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব আচরণের বিধি লঙ্ঘন করতেন না। বৈষ্ণব আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শিষ্য এবং অনুগামীদের বৈষ্ণব-আচরণ বিধি লঙ্ঘন না করতে দেওয়া। তাঁর কর্তব্য, তাঁর অনুগামীদের নিষ্ঠা সহকারে সমস্ত বৈষ্ণব-বিধির অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করা, যা তাদের অধঃপতন থেকে রক্ষা করে। বৈষ্ণব প্রচারক যদিও কখনও কখনও কারোর সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট তা করতেন না। কোন বৈষ্ণব নিন্দনীয় আচরণ করলেও রঘুনাথ ভট্ট তার সমালোচনা করতেন না। তিনি জানতেন যে সকলেই কৃষ্ণের সেবা করছেন। এটিই মহা ভাগবতের লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, যারা মায়ার দাসত্ব করছেন, উত্তম অধিকারীর দৃষ্টিতে তিনিও শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করছেন, কেননা মায়া শ্রীকৃষ্ণের দাসী। সুতরাং মায়ার সেবা করা হলে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা হয়। তাই বলা হয়েছে—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস ।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৬/৮৫)

শ্লোক ১৩৪

মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি' লন গলে ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী যখন কৃষ্ণ-স্মরণ করতেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মালা এবং জগন্নাথদেবের প্রসাদ একসঙ্গে বেঁধে গলায় ধারণ করতেন।

শ্লোক ১৩৫

মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল ।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর কৃপায় রঘুনাথ ভট্ট নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন, এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার ফল বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৩৬-১৩৭

জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবনগমন ।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেম-ফল ।
একপরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলুঁ সকল ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন গমন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেবদাসীর গান শ্রবণ, এবং মহাপ্রভুর কৃপায় রঘুনাথ ভট্টের প্রেমফল লাভ, এই পরিচ্ছেদে আমি এই তিনটি বিষয় বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৩৮

যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি' ।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত বর্ণনা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁকে গৌরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমধন দান করেন।

শ্লোক ১৩৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'জগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন গমন, মহাপ্রভুর দেব-দাসীর গান শ্রবণ এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কৃষ্ণপ্রেম লাভ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব এবং চটক পর্বতকে গিরিগোবর্ধন বলে ভ্রম হওয়ার লীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* চতুর্দশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—'এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহে অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হয়েছে। যে সময় তিনি গরুড়-স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন, তখন কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁর কাঁধের উপর পা দিয়ে মহা আর্তির সঙ্গে জগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন, গোবিন্দ তখন তাকে নিবারণ করার উদ্যোগ করেন। মহাপ্রভু তার প্রশংসা করে মহাপ্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, মহাপ্রভু কৃষ্ণ না দেখে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখতে লাগলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণ দর্শন হারিয়ে মহাপ্রভুর রাগোদয় হল; তাতে নিজেকে তিনি যোগীর সঙ্গে উপমা দিলেন; আর সেই যোগীভাবে কিভাবে বৃন্দাবনে বাস হচ্ছে তার বর্ণনা করলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটি দশাই প্রভুতে উপস্থিত হতে লাগল। একদিন মহাপ্রভু তিনদ্বার বন্ধ করে রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুয়েছিলেন, কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু মহাপ্রভু অদৃশ্য! তা দেখে স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি শিথিলতা প্রযুক্ত মহাদীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পেলেন; কৃষ্ণ নাম করতে করতে প্রভুর জ্ঞান হলে পুনরায় ঘরে নিয়ে গেলেন। আবার, কোন সময় চটক পর্বতে গোবর্ধন ভ্রমবশত দৌড়ে যেতে যেতে স্তম্ভিত হয়ে কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটি দশা দেখা গিয়েছিল। তখন ভক্তরা হরিনাম কীর্তন করে তাঁকে শীতল করে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া ।
যদ্যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-বিরহের ফলে; **বিভ্রান্ত্যা**—বিভ্রান্ত হয়ে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বপুষা**—দেহের দ্বারা; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **যৎ যৎ**—যেমন যেমন; **ব্যধত্ত**—আচরণ করেছিলেন; **গৌরাঙ্গঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **তৎ**—তাঁর; **লেশঃ**—যৎকিঞ্চিৎ; **কথ্যতে**—বর্ণিত হয়েছে; **অধুনা**—এখন।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে বিভ্রান্ত হয়ে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে যে কার্য করেছিলেন, তার কিছু কিছু আমি এখানে বর্ণনা করছি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! ভক্তের প্রাণস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের জয়!

শ্লোক ৩

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন ।
জয়াদ্বৈতাচার্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের জয়!

শ্লোক ৪

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর জয়! এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের জয়! আপনারা দয়া করে আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনা করতে পারি।

শ্লোক ৫

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ জনিত উন্মাদনা অত্যন্ত গম্ভীর। বিদ্বান ব্যক্তিরাও তাঁর সেই ভাবের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৬

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

যা বোঝা যায় না তা বর্ণনা কে করতে পারে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে শক্তি দেন তিনিই বুঝতে পারেন এবং বর্ণনা করতে পারেন।

শ্লোক ৭

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস ।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক উন্মাদনা জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু, বর্তমানকালে নদীয়ানাগরী নামক এক প্রকার কপট ভক্তগোষ্ঠীর উদয় হয়েছে, যারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপাসনার প্রবর্তন করেছেন। তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে তাদের মূর্খতারই পরিচয় দেয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে এই ধরনের উপাসনা কল্পনা-প্রসূত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনার অন্য বহু প্রকার পন্থার প্রবর্তন হয়েছে কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহান আচার্যরা সেই সমস্ত উপাসনার পন্থা সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। সেই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের তালিকা প্রদান করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—

> আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঞি ।
> সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি ।
> অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী ॥

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন, এবং তাঁরা তাঁদের কড়চায় সে সমস্ত লীলা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই, তাঁদের কড়চা ব্যতীত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনায় নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন তারা অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম, কেননা তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগমন করার প্রকৃত পন্থা থেকে বঞ্চিত।

শ্লোক ৮

সেকালে এ-দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা-কর্তা রহেন দূরদেশে ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এই দুজনই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। অন্য আর যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কড়চা রচনা করেছেন, তাঁরা তখন দূরদেশে ছিলেন।

তাৎপর্য

স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্যতীত আর অনেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা তাঁদের কড়চায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন যে, সে সমস্ত কড়চা পাওয়া গেলে জগৎ বাসীর অনেক মঙ্গল হত। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সেই সমস্ত কড়চা আজও পাওয়া যায়নি।

শ্লোক ৯

ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুইজন ।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুইজন মহাত্মা (স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে, কখনও সংক্ষেপে এবং কখনও বিস্তারিতভাবে তাঁদের কড়চায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাৎপর্য

আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলাসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা অল্প-বিস্তার কড়চার আকারে রচনা করেছেন; বিস্তারিতভাবে গ্রন্থ রচনা করেননি।

শ্লোক ১০

স্বরূপ—'সূত্রকর্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার' ।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সংক্ষেপে সূত্র লিখেছেন, কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সেই দুটি বর্ণনাই একটু বাহুল্য করে পাঁজি-টীকার মতো আমি লিখছি।

তাৎপর্য

পাঁজি টীকার অর্থ তুলার মতো পিঁজিয়ে কিছু বৃদ্ধি করে বলা।

শ্লোক ১১

তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য ভাবের বর্ণনা বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করুন; তাহলে ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হবে এবং পরিণামে কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ লাভ হবে।

শ্লোক ১২

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে, গোপীর যে দশা হৈল ।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে গেলে গোপীদের যে অবস্থা হয়েছিল, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই অবস্থা হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

উদ্ধবকে দর্শন করে শ্রীমতী রাধারাণী যেভাবে বিলাপ করেছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা 'অভিমান' ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেবকাভিমান ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মনে হত যে তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণী।

তাৎপর্য

অভিমান শব্দের বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীমতী রাধারাণী বলে মনে করতেন এবং সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তথাপি তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি এবং ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি অথবা ভাব অবলম্বন করেননি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রণয় মহিমা আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন; সেইটিই তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হওয়ার মূল কারণ। তাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবেরা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কখনও বাধার সৃষ্টি করেন না।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান কালে গৌর-বিদ্বেষী অবৈষ্ণবেরা বিবর্তবুদ্ধিক্রমে তাঁর আচরিত ও প্রচারিত ভজন-প্রণালীকে উল্টো বুঝিয়ে সেই গৌরসুন্দরকে স্বকপোল কল্পিত 'প্রাকৃত নাগর' সাজিয়ে নিজেদের 'রঙ্গের নদীয়া-নাগরী' করে কৃষ্ণভক্তি থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রদর্শন করে গেছেন যে, বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করাই

ভগবৎ-প্রেম লাভের সব চাইতে সহজ উপায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোন কোন থিয়সফিস্ট, ঘোষণা করেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই এই অনুশীলন তাঁর পক্ষে সহজ কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে কঠিন। তাই জীবেরা যার যেরকম ইচ্ছা সেইভাবে কৃষ্ণের অনুগমন করতে পারেন। এই ধারণাটি নিরাস করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে কৃষ্ণ-বিরহে রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৫

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইটিই দিব্য উন্মাদনার অবস্থা। তা বুঝতে অসুবিধা কোথায়? কেউ যখন অধিরূঢ়-ভাবে দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেন, তখন তিনি পাগলের মতো প্রলাপ বলেন।

শ্লোক ১৬

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

এতস্য—এর; মোহন-আখ্যস্য—মোহন নামক ভাব; গতিম্—গতি; কামপি—অনির্বচনীয়; উপেয়ুষঃ—প্রাপ্ত হয়ে; ভ্রম-আভা—বিভ্রমের মতো; কাপি—কোন; বৈচিত্রী—চমৎকারিতা; দিব্য-উন্মাদ—অপ্রাকৃত উন্মাদনা; ইতি—এইভাবে; ঈর্যতে—বলা হয়; উদ্‌ঘূর্ণা—উদ্‌ঘূর্ণা নামক; চিত্র-জল্প—চিত্র জল্প নামক; আদ্যাঃ—ইত্যাদি; তৎ-ভেদাঃ—তাঁর বিভিন্ন ভাব; বহবঃ—বহু; মতাঃ—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

"মোহনাখ্য ভাবের কোন প্রকার গতিক্রমে বিভ্রান্তি হলে 'বৈচিত্রী' নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ইত্যাদি দিব্যোন্মাদনার বহু ভেদ বিশেষ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *উজ্জ্বল-নীলমণি* (স্থায়ীভাব-প্রকরণ, ১৭৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে,—দেখিলা স্বপন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শয়নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করছেন।

শ্লোক ১৮

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-দেহ, মুরলীবদন ।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্রিভঙ্গ সুন্দর, মুখে তাঁর মুরলী, পরনে তাঁর পীত বসন, গলায় বনমালা, তাঁর এই রূপ মদনকেও মোহিত করে।

শ্লোক ১৯

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন ।
মধ্যে রাধা-সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

মণ্ডলী আকারে গোপিকারা নৃত্য করেছেন, এবং তাঁদের মাঝখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে নাচছেন।

শ্লোক ২০

দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা ।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু'—এই জ্ঞান কৈলা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই মধুর রসে আবিষ্ট হলেন, এবং তাঁর মনে হল, "আমি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পেলাম।"

শ্লোক ২১

প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা ।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর ঘুম থেকে উঠতে দেরী হচ্ছে দেখে গোবিন্দ তাঁকে জাগালেন। জেগে উঠে মহাপ্রভু যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, তখন তিনি দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ২২

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন ।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ দরশন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

দেহের অভ্যাস অনুসারে নিত্যকৃত্য সমাপন করে, যথাসময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন।

শ্লোক ২৩

যাবৎ কাল দর্শন করেন গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন গরুড়-স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তাঁর সামনে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ২৪

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভীড়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে সক্ষম না হয়ে, এক উড়িয়া স্ত্রী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধে পা দিয়ে গরুড়স্তম্ভের উপর চড়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ২৫

দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে গোবিন্দ শীঘ্র সেই স্ত্রীলোকটিকে সেখান থেকে নামালেন, কিন্তু মহাপ্রভু সেইজন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন।

তাৎপর্য

গরুড় হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর বাহন। তিনি পরম বৈষ্ণব। তাই গরুড়স্তম্ভে চড়া বা পা দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা অবশ্যই বৈষ্ণব অপরাধ। সেই উড়িয়া স্ত্রীলোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধে পা দেওয়ার ফলেও মহা অপরাধ করেছিল। এই সমস্ত অপরাধ দেখে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি সেই স্ত্রীলোকটিকে সেখান থেকে নামিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, "তুমি বহুদিন আমার সঙ্গে রয়েছ, তুমি আমার মনোভাব জান, সুতরাং এইভাবে স্ত্রীলোকটিকে গরুড়স্তম্ভ থেকে নামিও না। তাকে প্রাণভরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে দাও।"

তাৎপর্য

আদিবস্যা শব্দটির অর্থ অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের ১১৬ শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রমণীটি তাড়াতাড়ি মাটিতে নেমে এসে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে, তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন।

শ্লোক ২৮

তার আর্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা! ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রমণীটির আর্তি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "এত আর্তি শ্রীজগন্নাথদেব আমাকে দিলেন না।

তাৎপর্য

সেই রমণীটি জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য এতই আকুল হয়ে ছিলেন যে তার জ্ঞান ছিল না যে তিনি গরুড় স্তম্ভে পা দিয়েছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধেও পা দিয়েছেন। এই দুটিই ছিল মহা অপরাধ। কিন্তু তিনি জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য এতই আকুল হয়ে উঠেছিলেন যে হিতাহিত বিবেচনা রহিত হয়ে তিনি এই অপরাধগুলি করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার আর্তির প্রশংসা করেছিলেন; এবং অনুশোচনা করেছিলেন যে জগন্নাথদেব তাঁকে এরকম আর্তি দেন নি।

শ্লোক ২৯

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তার দেহ, মন এবং প্রাণ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে এতই আবিষ্ট যে, আমার কাঁধে পা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই নাই।

শ্লোক ৩০

অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায় ।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়!" ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"আহা! এই রমণীটি কত ভাগ্যবতী! আমি এর চরণ বন্দনা করি, যাতে আমারও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি ঐপ্রকার আর্তি লাভ হয়।"

শ্লোক ৩১

পূর্বে আসি' যবে কৈলা জগন্নাথ দরশন ।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তার ঠিক পূর্বে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ৩২

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ।
যাঁহা তাঁহা দেখে সর্বত্র মুরলী-বদন ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর স্বপ্ন দর্শনের আবেশে তাঁর মন সেইভাবে ভাবিত হয়েছিল। যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করছিলেন সেখানেই তিনি মুরলী-বদন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ৩৩

এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এখন সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল, এবং তিনি জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩৪

কুরুক্ষেত্রে দেখি' কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন ।
'কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ, কাঁহা বৃন্দাবন?' ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে হচ্ছিল তিনি যেন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। তিনি তখন ভাবলেন, "আমি কি কুরুক্ষেত্রে এসেছি? বৃন্দাবন কোথায়?"

শ্লোক ৩৫

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা ঐছে ব্যগ্র হইলা ।
বিষণ্ণ হঞা প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রাপ্তরত্ন হারালে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেইভাবে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিচলিত হলেন, এবং বিষণ্ণ হয়ে তিনি তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৩৬

ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে ।
অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভূমিতে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নখ দিয়ে দাগ কেটে কেটে ভূমিতে লিখতে লাগলেন, এবং তাঁর চোখ দিয়ে গঙ্গার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল এবং তিনি তখন চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ৩৭

'পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইলুঁ ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাঁহা মুই আইনু'? ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "আমি বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পেয়েও আমি পুনরায় তাঁকে হারালাম। কে আমার কৃষ্ণকে নিল? আমি কোথায় এলাম?"

তাৎপর্য

এই ভাব শ্রীমতী রাধারাণীর। প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুভব করেছিলেন যেন তিনি বৃন্দাবনে গেছেন এবং সেখানে গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য দর্শন করছেন। তারপর তিনি কুরুক্ষেত্রে আনিত হয়ে সুভদ্রা এবং বলরাম সহ জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণকে হারালেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহে দিব্যোন্মাদনা অনুভব করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি তাঁর মাধুর্য স্বরূপে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও কোথায়ও যান না; তাই গোপিকাদের কাছে কুরুক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃন্দাবন থেকে কম।

যদিও ঐশ্বর্যপর (বৈকুণ্ঠভাবের) ভক্তরা কুরুক্ষেত্রে সুভদ্রা এবং বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনে অধিকতর আগ্রহী হতে পারেন, কিন্তু গোপিকারা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে রাসনৃত্য পরায়ণ বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল দর্শন করতে চান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখিয়েছিলেন কিভাবে একজন ভক্ত কৃষ্ণ-বিরহে রাধারাণী এবং গোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেন। এইভাবে ভাবিত ভক্তরা বৃন্দাবন ছাড়া আর অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চান না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুশোচনা করেছিলেন, "আমি বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আবার তাঁকে হারিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলাম।" অতি উন্নত স্তরের ভক্ত না হলে এই সমস্ত গূঢ় অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার যতদূর সম্ভব সেই দিব্য উন্মাদনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব তা অনুভব করার চেষ্টা করা। তাই একাদশ শ্লোকে গ্রন্থকার অনুরোধ করেছেন—

তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন।
হৈবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥

শ্লোক ৩৮

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈলে হয়—যেন হারাইল ধন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য দর্শন করছিলেন, তখন তিনি চিন্ময় আনন্দে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন; কিন্তু যখন তাঁর বাহ্য চেতনা হল, তখন তাঁর মনে হল যেন তিনি এক অমূল্য সম্পদ হারিয়েছেন।

শ্লোক ৩৯

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দিব্য উন্মাদনার প্রভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মত্তের মতো গান করতেন এবং নৃত্য করতেন। দেহের স্বভাবে কেবল তিনি স্নান, ভোজন আদি দৈনন্দিন কৃত্য সম্পাদন করতেন।

শ্লোক ৪০

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রিবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের কাছে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করতেন।

শ্লোক ৪১

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্ত—লাভ করে; **প্রণষ্ট**—হারিয়ে; **অচ্যুত**—কৃষ্ণ; **বিত্তঃ**—সম্পদ; **আত্মা**—মন; **যযৌ**—গিয়েছিল; **বিষাদ**—বিষাদের দ্বারা; **উজ্ঝিত**—পরিত্যাগ করে; **দেহ-গেহঃ**—দেহ এবং গৃহ; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **কাপালিক-ধর্মকঃ**—কাপালিক যোগীর ধর্ম; **মে**—আমার; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবনে; **স**—সহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **শিষ্য-বৃন্দঃ**—শিষ্যবৃন্দ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ সম্পদ একবার প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় হারিয়ে বিষাদক্রমে দেহ-গেহ পরিত্যাগ করে কাপালিক যোগীর ধর্ম গ্রহণ করে স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপী শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করেছিল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি একটি উপমালঙ্কার মাত্র।

শ্লোক ৪২

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে 'হাহা হরি হরি',
ধৈর্য গেল, হইলা চপল ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রাপ্তরত্ন হারিয়ে, তাঁর গুণ স্মরণ করে, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল হয়েছিলেন। রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠ-জড়িয়ে ধরে তিনি বিলাপ করেছিলেন, "হায়! হায়!

আমার শ্রীহরি কোথায়? আমার শ্রীহরি কোথায়?" এইভাবে তিনি ধৈর্য হারিয়ে চঞ্চল হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

"শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি' লোক-বেদধর্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ৪৩ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বলেছিলেন, "হে বন্ধুগণ কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ কর। সেই মাধুর্যের লোভে আমার মন লোকধর্ম এবং বেদধর্ম পরিত্যাগ করে, যোগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে।

শ্লোক ৪৪

কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি',
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সুদক্ষ কারিগর শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা রূপ শুদ্ধ শঙ্খ-কুণ্ডল রচনা করেছেন। সেই কুণ্ডল কানে পরে, তৃষ্ণারূপ লাউয়ের ভিক্ষাপাত্র আমি হাতে নিয়েছি এবং আশারূপ ঝুলি আমি কাঁধে নিয়েছি।

শ্লোক ৪৫

চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর ।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মন যোগী হয়ে চিন্তারূপ কাঁথা গায়ে দিয়েছে, ধূলি-বিভূতি গায়ে মেখেছে, এবং সকল কথাতেই 'হা কৃষ্ণ!' বলে প্রলাপ করে উত্তর দিচ্ছে। যোগীরা হাতে বারটি বলয় পরে থাকেন, আমার মন রূপ যোগী হাতে উদ্বেগ রূপ বারটি বলয় পরেছে, কৃষ্ণ-মাধুর্যের লোভরূপ ঝুলনি বা পাগড়ি মাথায় বেঁধেছে এবং ভিক্ষার অভাবে আমার কলেবর ক্ষীণ হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

ব্যাস, শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাসদেব, শুকদেব প্রমুখ যে সমস্ত যোগী নির্মল আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সমূহ ভাগবত আদি শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন, আমার মনরূপ যোগী তাঁদের রচিত তর্জা সমূহ নিরন্তর পাঠ করে।

শ্লোক ৪৭

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি', 'মহা-বাউল' নাম ধরি',
শিষ্য লঞা করিল গমন ।
মোর দেহ স্ব-সদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মনরূপ যোগী 'মহা-বাউল' নাম ধরে দশটি ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে আমার দেহরূপ আলয়ে বিষয়-ভোগ রূপ মহাধন পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মনকে বাউল যোগীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা সাধারণত দশ দশটি শিষ্য করেন।

শ্লোক ৪৮

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে ।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শিষ্যসহ বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গম রূপ সমস্ত প্রজাবর্গ এবং বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি গৃহস্থ-আশ্রমীদের ঘরে ভিক্ষা করে ফল-মূল-পত্র সেবনরূপ বৃত্তি আচরণ করছে।

শ্লোক ৪৯

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ, শব্দ, পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ,—এই সমস্ত সুধা সর্বদা আস্বাদন করেন, তাঁদের ভোজনাবশেষ এনে জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে জীবন রক্ষা করেন।

শ্লোক ৫০

শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মনরূপ যোগী শূন্য কুঞ্জ-মণ্ডপের কোণে শিষ্যদের সঙ্গে কৃষ্ণ ধ্যানে যোগ অভ্যাস করে। কৃষ্ণ—নির্মল আত্মা-স্বরূপ; আমার মন-যোগী তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে চায়, এবং সেজন্য ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে।

শ্লোক ৫১

মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥" ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ-বিরহের দুঃখে আমার মন যোগী হল। সেই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অবস্থায় দশ দশা প্রাপ্ত হয়। সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মন পলায়ন করল, এবং তার ফলে আমার শরীর রূপ আলয় শূন্য হল।"

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক কটিতে কাপালিক যোগীর বাহ্যিক কার্য-কলাপের সঙ্গে সাদৃশ রেখে এই অংশ বর্ণিত হয়েছে। কাপালিকেরা শক্তির উপাসক তান্ত্রিক। তারা নর-কপাল অর্থাৎ মাথার খুলি নিয়ে বিচরণ করে। তারা বৈষ্ণব নয় এবং পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে তাদের [illegible] সম্পর্ক নেই। তা[illegible] অস্পৃশ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আচরণের সঙ্গে [illegible] মনের তুলনা করে[illegible]। কিন্তু তাদের আচরণ কখনই অনুকরণীয় নয়।

শ্লোক ৫২

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীদের দশ দশা হয়, সেই দশ দশা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও উদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ৫৩ ॥

চিন্তা—অভিষ্ট লাভের উপায় সম্বন্ধে ধ্যান; অত্র—এখানে (কৃষ্ণ-বিরহের ফল); জাগর—জাগরণ; উদ্বেগৌ—মনের চাঞ্চল্য; তানবম্—কৃশতা; মলিন-অঙ্গতা—অঙ্গের মলিনতা; প্রলাপঃ—উন্মাদের মতো অসংলগ্নভাবে কথা বলা; ব্যাধিঃ—ব্যাধি; উন্মাদঃ—উন্মত্ততা; মোহঃ—চিত্ত-বিভ্রান্তি; মৃত্যুঃ—স্পন্দন হীন; দশাঃ—অবস্থা; দশ—দশ।

অনুবাদ

"কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দশটি দশা হচ্ছে—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে শ্রীমতী রাধারাণীর বিভিন্ন ভাব বর্ণনার একটি অংশ। সেই গ্রন্থে, এই দশটি দশার বিশদ বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে।

চিন্তা। যথা হংসদূতে (২)—

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্ ।
তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈর-
গাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী ॥

"অক্রূরের অনুরোধে কৃষ্ণ এবং বলরাম নন্দগৃহ থেকে মথুরায় গেলেন। সেই সময় কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উন্মাদিনীর মতো হয়েছিলেন। তিনি তীব্র মনঃপীড়া অনুভব করেছিলেন, যার ফলে তিনি চিন্তারূপ গভীর নদীর জলে নিমজ্জিত

হয়েছিলেন। তিনি তখন ভেবেছিলেন, 'এখন আমার মৃত্যু হোক, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন লোকমুখে আমার মৃত্যুর কথা জানতে পারবে, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত হবে। তাই আমি মরব না'।"

জাগরঃ! যথা *পদ্যাবলীতে* (৩২৬)—

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ ।
অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥

নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যহীনা বলে মনে করে, শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর প্রিয় সখী বিশাখাকে বলেছিলেন, " হে সখি, আমি যদি স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমার মহা সৌভাগ্যের ফলে আমি গৌরবান্বিত হতাম। কিন্তু আমি কি করি? শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে নিদ্রাও আমার শত্রুর মতো আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়।"

উদ্বেগ। যথা *হংসদূতে*—

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ
ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ ।
ইয়ং বন্দে মূর্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে
পরামৃশ্যে যস্মাদ্‌ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥

ললিতাকে শ্রীমতী রাধারাণী বললেন, 'সুমুখি ললিতে, আমার হৃদয় যে কিভাবে জ্বলছে তা আমি বর্ণনা করতে পারছি না। তা অন্তহীন উদ্বেগের সমুদ্রের মতো। তবুও, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করি। আমি কি করি? আমার অবস্থা বিচার করে তুমি আমাকে উপদেশ দাও, কিভাবে আমি ক্ষণিকের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারি।"

তানব-এর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

উদক্ষদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃ কলুষিতা
সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যদুপতে ।
বিতন্বন্তি রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং
নিদাঘে কুল্যেব ক্রুশিম পরিপাকং প্রথয়তি ॥

উদ্ধব যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় ফিরে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাধারাণী এবং বিশাখার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর উত্তরে উদ্ধব বলেন, "গোপিকাদের অবস্থা একটু বিচার করে দেখ। তোমার বিরহে শ্রীমতী রাধারাণী বিশেষভাবে ব্যথিত। তাঁর বদন অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং মলিন হয়ে গেছে। তাঁর হৃদয় বেদনায় আচ্ছাদিত, এবং তিনি আহার ত্যাগ করেছেন বলে তাঁর বক্ষদ্বয় রোগাক্রান্তা রমণীর মতো গ্লানিযুক্ত। প্রবল সূর্য কিরণে জলাশয় যেমন শুকিয়ে যায়, তোমার বিরহ-তাপে রাধারাণী তেমন ক্ষীণকায় হয়ে গেছেন।"

মলিনাঙ্গতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ
খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপনৌষ্ঠী ।
অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "হে অঘহর কৃষ্ণ, তোমার বিরহে কাতর হয়ে বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক হয়েছে, তাঁর বিম্বাধর বায়ুভরে কম্পিত বৃক্ষের মতো কাঁপছে, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল হিমপুঞ্জে বিদীর্ণ পদ্মের মতো মলিন হয়েছে এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় শরতের সূর্য-কিরণে দগ্ধ কুমুদের মতো উত্তপ্ত হয়েছে।"

প্রলাপের বর্ণনা করে *ললিত-মাধবে* বলা হয়েছে—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌ-
ষধির্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ ॥

এটি কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী রাধারাণীর অনুতাপ। যে রমণীর পতি গৃহ ছেড়ে প্রবাসে গেছেন তাকে বলা হয় প্রোষিতভর্তৃকা। সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিলাপ করে শ্রীমতী রাধারাণী বলেছেন, "হে সখি, নন্দকুল-শশধর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর মস্তকে শিখিচন্দ্রের অলঙ্কার, সে কোথায় গেল বল। গম্ভীর মুরলী-রবকারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল? ইন্দ্রনীলমণির মতো উজ্জ্বল যাঁর অঙ্গকান্তি, সেই কৃষ্ণ কোথায় গেল? রাসরসতাণ্ডবী, তোমার সুহৃদ, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল? আমার প্রাণ রক্ষার ঔষধির নিধি কোথায় গেল? বিধিকে ধিক! কেননা সে আমাকে কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে।"

ব্যাধির বর্ণনা করেও *ললিত-মাধবে* বলা হয়েছে—

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশূলাদপি ।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥

কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী বললেন, "হে ললিতা, শোন। কৃষ্ণের বিরহে—জ্বর আমি বর্ণনা করতে পারি না। তা মাটির পাত্রে তপ্ত সোনার মতো। তা বিষের থেকেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক, এবং বজ্রের থেকেও অধিক কঠোরতার আঘাত। তার যন্ত্রণা তীব্র বিসূচিকার মতো। অত্যন্ত প্রবল এই ব্যাধি আমাকে কি প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিচ্ছে।"

উন্মাদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী
প্রথয়তি তব বার্তাং চেতনাচেতনেষু ।

লুঠতি চ ভূরি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে
বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "হে কৃষ্ণ, তোমার বিরহে কাতর হয়ে সমস্ত গোপীরা উন্মাদিনীর মতো হয়ে গেছে; হে মুরারি, শ্রীমতী রাধারাণী গৃহের মধ্যে অকারণে হাসছেন, এবং সচেতন-অচেতন কিছুই বিচার না করে যাকে তাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছে। বিষম বিরহ বিধুরা রাধিকা তোমার বিরহবেদনা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটাচ্ছে।"

মোহের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নিরুদ্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা পরিভবং
বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্ ।
ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং
বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী ॥

ললিতা শ্রীমতী রাধারাণীর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চিঠি লিখলেন—"হে কৃষ্ণ, তোমার বিচ্ছেদে রাধিকা মূর্ছিত হয়েছে। হে কংসারি, তুমি এখন সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ্ হয়েছ, এবং তাই তুমি সকলকেই স্বস্তি প্রদান করতে পার। তাই দয়া করে তুমি শ্রীমতী রাধারাণীর অবস্থা বিবেচনা কর, তা না হলে অচিরেই তুমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাবে। যদিও তুমি আনন্দে আছ, তখন হয়ত তুমি অনুশোচনা করবে।"

মৃত্যুর বর্ণনা করে *হংসদূতে* (৯৬) বলা হয়েছে—

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যং নববয়া
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা ।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তূলশকলং
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥

মথুরা প্রবাসী কৃষ্ণকে তিরস্কার করে ললিতা চিঠি লিখেছেন—"রাসক্রীড়ার রস আস্বাদন করার জন্য তুমি শ্রীমতী রাধারাণীকে তোমার প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ করেছিলে। এখন তুমি আমার সেই প্রিয় সখী শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি উদাসীন হয়েছ কেন? অচেতনবৎ হয়ে সে সর্বক্ষণ তোমার কথা স্মরণ করে। সে এখন বেঁচে আছে কিনা তা আমি পরীক্ষা করব তাঁর নাসারন্ধ্রে তুলাখণ্ড দিয়ে, এবং সে যদি এখনও বেঁচে থাকে, তাহলে আমি তাঁকে তিরস্কার করব।"

শ্লোক ৫৪

এই দশ-দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে ।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই দশ দশায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত ব্যাকুল থাকতেন। কখনও কোন দশার উদয় হলে তাঁর মন অস্থির হত।

শ্লোক ৫৫

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন করিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৌন হলেন। তখন রামানন্দ রায় বিভিন্ন শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ৫৬

স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান ।
দুই জনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শ্লোক পড়তে লাগলেন, এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করতে লাগলেন। এইভাবে তাঁরা দুজনেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনার উদয় করালেন।

শ্লোক ৫৭

এইমত অর্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হলে, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিতরের প্রকোষ্ঠে শয়ন করালেন।

শ্লোক ৫৮

রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর রামানন্দ রায় তাঁর গৃহে ফিরে গেলেন, এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘরের দরজার সামনে শুলেন।

শ্লোক ৫৯

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ।
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সারারাত জেগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে ।
তিনদ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে! ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে, কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে, স্বরূপ দামোদর কপাট খুলে দেখলেন যে ঘরের তিনটি দরজাই বন্ধ রয়েছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘরে নেই।

শ্লোক ৬১

চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি' বুলে সবে দেউটী জ্বালিয়া ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং দীপ জেলে তাঁরা সকলে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ৬২

সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা অবশেষে দেখতে পেলেন সিংহদ্বারের উত্তর দিকে এক স্থানে তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

শ্লোক ৬৩

দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি-আদি আনন্দিত হৈলা ।
প্রভুর দশা দেখি' পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ ভক্তেরা প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কিন্তু তার পরেই তাঁর অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

শ্লোক ৬৪

প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয় ।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দেখলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, তাঁর দেহ প্রায় পাঁচ-ছয় হাত, (আট-নয় ফুট) লম্বা, এবং তাঁর নাক দিয়ে শ্বাস বইছে না।

শ্লোক ৬৫-৬৬

এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন তিন-হাত ।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তাত ॥ ৬৫ ॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত ।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর এক একটি হাত-পা তিন তিন হাত লম্বা, অস্থি গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কেবল চামড়ার আবরণ সেগুলি ধরে রেখেছে। তাঁর হাত, পা, গ্রীবা, কটি ইত্যাদির অস্থি-সন্ধি সমূহ এক এক বিতস্তি পরিমাণ (প্রায় ছয় ইঞ্চি) বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৬৭

চর্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিচ্ছিন্ন অস্থি সন্ধিগুলির উপর কেবল চামড়ার আবরণ রয়েছে মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অবস্থা দেখে ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ৬৮

মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ান ।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দেখলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে লালা ও ফেনা উঠছে এবং তাঁর চোখ উপরের দিকে উঠে গেছে। তা দেখে ভক্তদের দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল।

শ্লোক ৬৯

স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া ।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭০

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু গর্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বহুক্ষণ কৃষ্ণনাম করতে থাকলে, অবশেষে সেই নাম মহাপ্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করল; এবং তিনি "হরিবোল" বলে গর্জন করে উঠে বসলেন।

শ্লোক ৭১

চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল ।
পূর্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

বাহ্য চেতনা ফিরে এলে পরে তাঁর অস্থি-সন্ধিগুলি জোড়া লাগল, এবং তাঁর শরীর পূর্বের মতো হল।

শ্লোক ৭২

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস ।
'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে' বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭৩

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৩ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; মিশ্র-আবাসে—কাশীমিশ্রের গৃহে; ব্রজ-পতি-সুতস্য—নন্দ মহারাজের পুত্রের; উরু-বিরহাৎ—গভীর বিরহানুভূতির ফলে; শ্লথৎ—শ্লথ হয়ে; শ্রী-সন্ধিত্বাৎ—তাঁর অপ্রাকৃত দেহের সন্ধি সমূহ থেকে; দধৎ—ধারণ করে; অধিক-দৈর্ঘ্যম্—অতি দীর্ঘ; ভুজ-পদোঃ—হাত এবং পায়ের; লুঠন্—লুণ্ঠন করতে করতে; ভূমৌ—ভূমিতে; কাক্বা—কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে; বিকল-বিকলম্—অত্যন্ত বিকলভাবে; গদ্গদ-বচা—গদ্গদ বচনে; রুদন্—ক্রন্দন করতে করতে; শ্রী-গৌরাঙ্গঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; হৃদয়ে—হৃদয়ে; উদয়ন্—উদিত হয়ে; মাম্—আমাকে; মদয়তি—উন্মত্ত করছেন।

অনুবাদ

"কোন কোন সময়ে কাশীমিশ্রের গৃহে কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অস্থি-সন্ধি সকল শ্লথ হয়ে হস্ত-পদের দৈর্ঘ্য অধিক হয়েছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকলভাবে গদ্গদ বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ* (৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৪

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা ।
'কাঁহা কর কি'—এই স্বরূপে পুছিলা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

সিংহদ্বারের সামনে নিজেকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কোথায়? এখানে আমি কি করছি?"

শ্লোক ৭৫

স্বরূপ কহে,—'উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে ।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥' ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর তাঁকে বললেন, "প্রভু, দয়া করে তুমি ঘরে চল। সেখানে আমি তোমাকে সব বলব।"

শ্লোক ৭৬

এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লঞা গেলা ।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং তারপর তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললেন।

শ্লোক ৭৭

শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার ।
প্রভু কহে,—'কিছু স্মৃতি নাহিক আমার। ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন; এবং বললেন, "সে সম্বন্ধে আমার কিছুই স্মরণ নেই।

শ্লোক ৭৮

সবে দেখি, হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান ॥' ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার কেবল মনে আছে যে আমি কৃষ্ণকে দেখেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বিদ্যুতের মতো ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল।"

শ্লোক ৭৯

হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা ।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় জগন্নাথ-মন্দিরে শঙ্খ-ধ্বনি হল, এবং তা শুনে স্নান করে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন।

শ্লোক ৮০

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত বিকারের কথা বর্ণনা করলাম, যা শ্রবণ করে লোকেরা অন্তরে চমৎকৃত হন।

শ্লোক ৮১

লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এই ধরনের বিকার কেউ কখনও দেখেনি, এবং শাস্ত্রেও তার কোন বর্ণনা নেই। সন্ন্যাসী-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত ভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৮২

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত ভাব শাস্ত্রে বর্ণিত হয়নি, এবং সাধারণ মানুষের চিন্তার অতীত, সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয় না।

শ্লোক ৮৩

রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি ।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর মুখে আমি যা শুনেছি তাই আমি লিখছি। সাধারণ মানুষ যদিও এই সমস্ত লীলা বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

শ্লোক ৮৪

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ।
'চটক'-পর্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ চটক-পর্বত (সমুদ্র-সৈকতে বালুকার স্তূপ) দেখলেন।

শ্লোক ৮৫

গোবর্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ।
পর্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চটক পর্বতকে তিনি গোবর্ধন পর্বত বলে মনে করে কৃষ্ণ-প্রেমে আবিষ্ট হলেন, এবং সেই পর্বতের দিকে ছুটে গেলেন।

শ্লোক ৮৬

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পরশ-প্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

হন্ত—আহা; অয়ম্—এই; অদ্রিঃ—পর্বত; অবলাঃ—হে সখীগণ; হরি-দাস-বর্যঃ—শ্রীহরির সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যৎ—যেহেতু; রাম-কৃষ্ণ-চরণ—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের শ্রীপাদপদ্মে; স্পরশ—স্পর্শের দ্বারা; প্রমোদঃ—আনন্দ; মানম্—সমাদর; তনোতি—দান করে; সহ—সহ; গো-গণয়োঃ—গাভী, গোবৎস এবং গোপ বালকগণ; তয়োঃ—তাঁদের প্রতি (শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের); যৎ—যেহেতু; পানীয়—পানীয় জল; সূযবস—অত্যন্ত কোমল ঘাস; কন্দর—গুহা; কন্দ-মূলৈঃ—কন্দমূলাদির দ্বারা।

অনুবাদ

"এই গোবর্ধন পর্বত—বৈষ্ণব প্রধান, যেহেতু ইনি কৃষ্ণ-বলরামের চরণ স্পর্শ লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গাভী এবং গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামকে পানীয় জল ও খাদ্য, ঘাস-কন্দমূল ইত্যাদির দ্বারা তর্পণ করেছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/১৮) থেকে উদ্ধৃত। শরৎকালে কৃষ্ণ-বলরাম বনে প্রবেশ করলে, গোপিকারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে কৃষ্ণ-বলরাম এবং গিরিরাজ গোবর্ধনের মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৮৭

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে ।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকটি বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বায়ুবেগে চটক পর্বতের দিকে ছুটে চললেন। গোবিন্দ তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন; কিন্তু তাঁর লাগ পেলেন না।

শ্লোক ৮৮

ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল ।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের উচ্চ চিৎকারে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হল, এবং যে যেখানে ছিলেন সেখান থেকে উঠে মহাপ্রভুর পিছনে পিছনে ধাবিত হলেন।

শ্লোক ৮৯

স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর ।
রামাই, নন্দাই, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই এবং শঙ্কর পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিছনে পিছনে ছুটলেন।

শ্লোক ৯০

পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে ।
ভগবান্-আচার্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীও দ্রুত সমুদ্র-তীরে গেলেন, এবং ভগবান আচার্য, যিনি ছিলেন খঞ্জ, তিনিও ধীরে ধীরে চললেন।

শ্লোক ৯১

প্রথমে চলিলা প্রভু,—যেন বায়ু গতি ।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বায়ুবেগে ছুটে চলেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি ভাবাবেশে স্তম্ভিত হলেন এবং তাঁর আর চলার শক্তি রইল না।

শ্লোক ৯২

প্রতি-রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার ।
তার উপরে রোমোদ্গম—কদম্বপ্রকার ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দেহের প্রতিটি রোমকূপের মাংস ব্রণের আকার ধারণ করল, এবং তার উপর তাঁর রোমাবলী কদম্ব ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হল।

শ্লোক ৯৩

প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রতি রোমকূপ থেকে স্বেদ ও রক্তের ধারা ঝরে পড়ছিল, এবং তাঁর কণ্ঠ বর্ণ উচ্চারণে অক্ষম হয়ে ঘর্ঘর শব্দ করছিল।

শ্লোক ৯৪

দুই নেত্রে ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার ।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

গঙ্গা এবং যমুনার ধারা যেভাবে সমুদ্রে গিয়ে মেশে, ঠিক সেইভাবে তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

শ্লোক ৯৫

বৈবর্ণে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ ।
তবে কম্প উঠে,—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অঙ্গ বিবর্ণ হয়ে শঙ্খের মতো শ্বেতবর্ণ ধারণ করল, এবং তাঁতে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো কম্পের উদয় হতে লাগল।

শ্লোক ৯৬

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁপতে কাঁপতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তখন গোবিন্দ তাঁর কাছে এলেন।

শ্লোক ৯৭

করঙ্গের জলে করে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন ।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সারা অঙ্গে কমণ্ডলুর জল ছিটালেন, এবং তারপর তাঁর বহির্বাস নিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে হাওয়া দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৮

স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা ।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর প্রমুখ গোস্বামীরা তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৯

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ।
আশ্চর্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহে আটটি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করে সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হচ্ছে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ বচন, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং মূর্ছা।

শ্লোক ১০০

উচ্চ সঙ্কীর্তন করে প্রভুর শ্রবণে ।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জনে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা তখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকটে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করতে লাগলেন এবং শীতল জল দিয়ে তাঁর শরীর ধুয়ে দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১০১

এইমত বহুবার কীর্তন করিতে ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা এইভাবে বহুক্ষণ কীর্তন করার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ 'হরি বোল!' বলে উঠে বসলেন।

শ্লোক ১০২

সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিক ভরি' ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে 'হরি! হরি!' বলতে লাগলেন, এবং চতুর্দিক ভরে মঙ্গলধ্বনি উঠল।

শ্লোক ১০৩

উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি উতি চায় ।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

উঠে বিস্মিত হয়ে মহাপ্রভু এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি যা দেখতে চাইছিলেন তা দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ১০৪-১০৫

'বৈষ্ণব' দেখিয়া প্রভুর অর্ধবাহ্য হইল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥

"গোবর্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবদের দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অর্ধচেতনা হল এবং তিনি স্বরূপ দামোদরকে বলতে লাগলেন, "গোবর্ধন থেকে কে আমাকে এখানে নিয়ে এল? কৃষ্ণের লীলা দেখেও আমি দেখতে পেলাম না।

শ্লোক ১০৬

ইঁহা হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্ধনে।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ আমি এখান থেকে গোবর্ধনে গিয়েছিলাম, এবং খুঁজে দেখছিলাম কৃষ্ণ গোচারণ করছে কিনা।

শ্লোক ১০৭

গোবর্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গোবর্ধন পর্বতে উঠে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতে লাগলেন, এবং তখন গোবর্ধনের চতুর্দিকে গাভী সমূহ চারণ করছিল।

শ্লোক ১০৮

বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে, শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সমস্ত সখীদের নিয়ে, অত্যন্ত সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে, সেখানে এলেন।

শ্লোক ১০৯

রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোরে ফুল উঠাইতে ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ একটি কন্দরে প্রবেশ করলেন, এবং তখন সখীরা আমাকে ফুল তুলতে বললেন।

শ্লোক ১১০

হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সময় তোমরা সকলে কোলাহল করতে শুরু করলে, এবং সেখান থেকে আমাকে ধরে এখানে নিয়ে এলে।

শ্লোক ১১১

কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে।" ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"কেন অনর্থক আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? কৃষ্ণের লীলা দর্শন করার সুযোগ পেয়েও আমি তা দেখতে পেলাম না।"

শ্লোক ১১২

এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রন্দন করতে লাগলেন, এবং তাঁর সেই অবস্থা দেখে সমস্ত বৈষ্ণবেরা রোদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৩

হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী,—দুইজন।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, পরমানন্দ পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁদের দুজনকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্ভ্রম বোধ হল।

শ্লোক ১১৪

নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ণ বাহ্যচেতনা ফিরে এলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের দুজনকে বন্দনা করলেন, এবং তাঁরা দু'জনে মহাপ্রভুকে প্রেম-আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১১৫

প্রভু কহে,—'দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে'?
পুরীগোসাঞি কহে,—'তোমার নৃত্য দেখিবারে' ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরী গোস্বামী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা দুজনে কেন এত দূরে এলেন?" পুরী গোস্বামী উত্তর দিলেন, "তোমার নৃত্য দেখার জন্য।"

শ্লোক ১১৬

লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী সেকথা বলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি সমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে স্নান করতে সমুদ্রে গেলেন।

শ্লোক ১১৭

স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা ।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন, এবং সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভোজন করলেন।

শ্লোক ১১৮

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব ।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য উন্মাদ ভাব বর্ণনা করলাম। যাঁর প্রভাব ব্রহ্মাও বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ১১৯

'চটক'-গিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস ।
'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁর গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমে চটক পর্বতের দিকে ছুটে যাওয়ার লীলা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১২০

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১২০ ॥

সমীপে—নিকটে; নীলাদ্রেঃ—জগন্নাথপুরীতে; চটক-গিরিরাজস্য—বালুকার স্তূপরূপ পর্বত; কলনাৎ—দর্শন করে; অয়ে—আহা; গোষ্ঠে—গোচারণ ক্ষেত্রে; গোবর্ধন-গিরি-পতিম্—গিরিরাজ গোবর্ধন; লোকিতুম্—দর্শন করার জন্য; ইতঃ—এখান থেকে; ব্রজন্—ভ্রমণ; অস্মি—আমি; ইতি—এইভাবে; উক্ত্বা—বলে; প্রমদঃ—প্রমত্ত; ইব—যেন; ধাবন্—ধাবিত হয়ে; অবধৃতঃ—পিছন পিছন অনুসৃত; গণৈঃ—ভক্তদের দ্বারা; স্বৈঃ—স্বীয়; গৌরাঙ্গঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; হৃদয়ে—হৃদয়ে; উদয়ন্—উদিত হয়ে; মাম্—আমাকে; মদয়তি—উন্মত্ত করছে।

অনুবাদ

"নীলাচলের সন্নিকটে সমুদ্র বালুকা পর্বতরূপ চটক-গিরি দর্শন করে 'আমি ব্রজে গিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করব' বলে মহাপ্রভু দ্রুতবেগে ধাবিত হলেন, এবং তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা তাঁর পিছনে পিছনে অনুসরণ করেছিলেন। সেই দৃশ্য আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ* (৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২১

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা ।
কে বর্ণিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা? ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যত অলৌকিক লীলা-বিলাস করেছিলেন, তা কে বর্ণনা করতে পারে?

শ্লোক ১২২

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন ।
যেই ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

আমি কেবল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিগ্‌দর্শন করছি। যিনিই এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১২৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব এবং চটক পর্বতকে গিরিগোবর্ধন বলে ভ্রম হওয়ার লীলা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতীরে উদ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন, 'জগন্নাথদেবের উপলভোগের পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় অপ্রাকৃত বিরহ অনুভব করতে লাগলেন। সমুদ্রের উপকূলের উদ্যানকে তিনি বৃন্দাবন বলে মনে করেন এবং তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা স্মরণ করতে থাকেন, তখন অপ্রাকৃত ভাবের আবেশে বিচলিত হন। রাস-রজনীতে গোপিকারা যেভাবে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও সেই ভাব উদিত হতে লাগল। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী *গীতগোবিন্দ* থেকে একটি গান করলে, মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়ে পরম আস্বাদের বিষয় হয়ে উঠল।'

শ্লোক ১

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥

দুর্গমে—যা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন; কৃষ্ণ-ভাব-অব্ধৌ—কৃষ্ণভাবরূপ সমুদ্রে; নিমগ্ন—নিমজ্জিত; উন্মগ্ন-চেতসা—যাঁর চেতনা মগ্ন হয়েছে; গৌরেণ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা; হরিণা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; প্রেম-মর্যাদা—প্রেমের মর্যাদা; ভূরি—বিভিন্নভাবে; দর্শিতা—প্রদর্শিত হয়েছিল।

অনুবাদ

দুর্গম কৃষ্ণভাব-রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে মগ্ন চিত্ত গৌরহরি অনেক প্রকার প্রেম-মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! পূর্ণ আনন্দময় কলেবর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জয়!

শ্লোক ৩

জয়াদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের জয়। এবং শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৪

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, কৃষ্ণভাব-রূপ সমুদ্রে মগ্ন থাকায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্ধ-বাহ্যস্ফূর্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও ভাবের আবেশে সম্পূর্ণ মগ্ন, কখনও অর্ধ-বাহ্যচেতনা এবং কখনও পূর্ণ বাহ্যচেতনা—এই তিনভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৬

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

কুমারের চাক যেমন কুমারের হাতের স্পর্শ ছাড়াই ঘুরতে থাকে, তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্নান, জগন্নাথ-দর্শন, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়া সমূহ বাহ্য সংজ্ঞা না থাকা কালেও স্বভাবক্রমে সম্পন্ন হত।

শ্লোক ৭

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৮

একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

একসাথে শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণ তখন তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে তাঁর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে তখন আকর্ষণ করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চক্ষু আকর্ষণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বেণু-গীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্ণ আকর্ষণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ঘ্রাণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাসিকা আকর্ষণ করেছিল, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জিহ্বা আকর্ষণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্পর্শ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ত্বক আকর্ষণ করেছিল। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচটি ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ৯

একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনকে পাঁচদিকে টানতে লাগল, এবং এইভাবে টানাটানির ফলে মহাপ্রভুর মন অজ্ঞান হল।

শ্লোক ১০

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লঞা আইল ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ সমাপন হল, এবং ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ১১

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়, এই দুজনের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী বিশাখাকে তাঁর উৎকণ্ঠার কারণ বর্ণনা করে একটি শ্লোক বলেছিলেন।

শ্লোক ১৩

সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মনস্তাপ বর্ণনা করেছিলেন; এবং বিলাপ করতে করতে তিনি তাঁদের দুজনকে সেই শ্লোকের অর্থ শুনিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

সৌন্দর্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

সৌন্দর্য—তাঁর সৌন্দর্য; **অমৃত-সিন্ধু**—অমৃতের সিন্ধু; **ভঙ্গ**—তরঙ্গের দ্বারা; **ললনা**—রমণীদের; **চিত্ত**—হৃদয়; **অদ্রি**—পর্বত; **সংপ্লাবকঃ**—প্লাবিত করে; **কর্ণ**—কানের মাধ্যমে; **আনন্দি**—আনন্দ দান করে; **সনর্ম**—আনন্দ-দায়ক; **রম্য**—রমণীয়; **বচনঃ**—বাণী; **কোটি-ইন্দু**—কোটি কোটি চন্দ্রের মতো; **শীত**—শীতল; **অঙ্গকঃ**—যাঁর অঙ্গ; **সৌরভ্য**—তাঁর সৌরভ; **অমৃত**—অমৃতের; **সংপ্লব**—প্লাবিত করে; **আবৃত**—আচ্ছাদিত করে; **জগৎ**—সমগ্র জগৎ; **পীযূষ**—অমৃত; **রম্য**—সুন্দর; **অধরঃ**—অধর; **শ্রী-গোপ-ইন্দ্র**—নন্দমহারাজ; **সুতঃ**—পুত্র; **সঃ**—তিনি; **কর্ষতি**—আকর্ষণ করছে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **পঞ্চইন্দ্রিয়াণি**—পঞ্চ ইন্দ্রিয়; **আলি**—হে সখী; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'যিনি সৌন্দর্যের অমৃত সিন্ধু প্রবাহে নারীদের চিত্তপর্বত প্লাবিত করেন, যিনি কর্ণের আনন্দজনক রম্যবচন-যুক্ত হয়ে কোটি চন্দ্রের মতো শীতল এবং যিনি সৌরভরূপ অমৃত বন্যার দ্বারা জগতকে আবৃত করেছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধরযুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় বলপূর্বক আকর্ষণ করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃতে* (৮/৩) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৫

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধর-রস,
যার মাধুর্য কহন না যায় ।
দেখি' লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব—মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের রূপ, বচন, মুরলীধ্বনি ইত্যাদি রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধর-রস, এই পাঁচটি মহা মাধুর্যে পরিপূর্ণ। আমার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে লুব্ধ হয়ে প্রত্যেকেই আমায় মনরূপ একটি মাত্র অশ্বের উপর চড়ে যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়াতে চায়।

শ্লোক ১৬

সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে,—হর' পরধন ॥ ১৬ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, আমার দুঃখের কারণ শোন। আমার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—নিতান্ত বিষয় লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পরপুরুষ, তা জেনেও সেই সেই কৃষ্ণ বিষয় হরণ করতে চায়।

শ্লোক ১৭

এক অশ্ব এককক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায় ?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মনও একটি মাত্র অশ্ব; চক্ষু প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এই অশ্বটিকে (রূপ, রস আদি) পাঁচটি (বিষয়ের) দিকে টানাটানি করে। এভাবে যুগপৎ টানাটানির ফলে আমার ঘোড়ার প্রাণ যায়। এই দুঃখ আমি কিভাবে সহ্য করি?

শ্লোক ১৮

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইঁহা-সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, তুমি যদি বল, 'তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন কর না কেন? তাহলে আমি বলব, 'ইন্দ্রিয়গুলিকেও বা দোষ দিব কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণের রূপ আদি মহা আকর্ষণ যুক্ত। রূপাদি পাঁচজন পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পাঁচদিকে টানতে থাকলে মন রূপ অশ্বটি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পাঁচদিকে ধাবিত হয়; ফলে, অশ্বটির প্রাণান্তকর অবস্থায় আমারও দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

শ্লোক ১৯

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ত্রিজগতের প্রতিটি রমণীর চিত্ত অতি উচ্চ পর্বতের মতো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী অমৃতের সমুদ্রের মতো, তাঁর এক তরঙ্গ-বিন্দু সমস্ত জগৎ এবং রমণীদের অতি উচ্চ পর্বত সদৃশ চিত্তকে নিমজ্জিত করে ধাবিত হয়।

শ্লোক ২০

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস নর্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায় ।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের নানা রস মিশ্রিত পরিহাস-পূর্ণ বাণীর মাধুর্যের অন্যায় আচরণের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা মাধুরী রূপ গুণের বন্ধনের দ্বারা জগতের রমণীদের কানে ধরে টানে, এবং সেই টানাটানিতে কানের প্রাণ যায়।

শ্লোক ২১

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন ।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অঙ্গ এতই সুশীতল যে, কোটি কোটি চন্দ্রের চন্দন সদৃশ শীতলতার সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা যায় না। তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুউচ্চ পর্বত সদৃশ রমণীদের বক্ষ আকর্ষণ করে তাদের মন আকর্ষণ করে।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণাঙ্গ—সৌরভভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব-ধন ।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ কস্তুরীর সৌরভ থেকেও মনোহর, এবং তা নীল পদ্মের সৌরভের গর্বরূপ ধন হরণকারী। তা জগতের সমস্ত রমণীদের নাকের ভিতরে প্রবেশ করে, তার ভিতরে বাসা বেঁধে তাদের আকর্ষণ করে।

শ্লোক ২৩

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্যে হরে নারীর মন ।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥" ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত কর্পূর সদৃশ মন্দ হাস্যযুক্ত, এবং তা তাঁর মাধুর্যের দ্বারা রমণীদের মন হরণ করে। তাঁর আকর্ষণের ফলে অন্য সবকিছুর প্রতি লোভ দূর হয়, তা না পেলে মনে ক্ষোভের উদয় হয়। সেই মাধুর্য ব্রজ-নারীদের মূলধন।"

শ্লোক ২৪

এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে,—'শুন, স্বরূপ-রামরায় ।

কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়' ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, "আমি কি করব? আমি কোথায় যাব? কোথায় গেলে আমি কৃষ্ণকে পাব? দয়া করে তোমরা দুজনে আমাকে সে উপায় বল।"

শ্লোক ২৫

এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে ।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিনের পর দিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিলাপ করতেন।

শ্লোক ২৬

সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন ।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কৃষ্ণলীলার গান করতেন এবং রামানন্দ রায় উপযুক্ত শ্লোক পাঠ করতেন, এইভাবে তাঁরা দুজনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্বাস দিতেন।

শ্লোক ২৭

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, বিদ্যাপতির কবিতা এবং জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীত-গোবিন্দের শ্লোক পাঠ করে ও গান করে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন।

শ্লোক ২৮

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে যাইতে ।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন সমুদ্রতীরে যাওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ একটি পুষ্পোদ্যান দর্শন করলেন।

শ্লোক ২৯

বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা ।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই উদ্যানটিকে অপ্রাকৃত ভ্রম বশত বৃন্দাবন বলে মনে করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্রুত গতিতে সেখানে প্রবেশ করলেন, এবং প্রেমাবেশে তিনি সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা ।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি-তরুলতা ।
শ্লোক পড়ি' পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

রাস-নৃত্যের সময় শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে ব্রজগোপিকারা যেভাবে তাঁদের খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্লোক পড়ে পড়ে প্রতিটি বৃক্ষ এবং লতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে উন্মাদের মতো ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৩০/৯, ৭, ৮) পরবর্তী তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

চূতপ্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

চূত—হে চূত বৃক্ষ (আম্র জাতীয় বৃক্ষ); **প্রিয়াল**—হে পিয়াল বৃক্ষ; **পনস**—হে কাঁঠাল বৃক্ষ; **আসন**—হে আসন বৃক্ষ; **কোবিদার**—হে কোবিদার বৃক্ষ; **জম্বু**—হে জম্বু বৃক্ষ; **অর্ক**—হে অর্ক বৃক্ষ; **বিল্ব**—হে বিল্ব বৃক্ষ; **বকুল**—হে বকুল বৃক্ষ; **আম্র**—হে আম্র বৃক্ষ; **কদম্ব**—হে কদম্ব বৃক্ষ; **নীপাঃ**—হে নীপ বৃক্ষ; **যে**—যারা; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **পর-অর্থ-ভবকাঃ**—পরহিতব্রত; **যমুনা-উপকূলাঃ**—যমুনার উপকূলে; **শংসন্তু**—অনুগ্রহ করে বলুন; **কৃষ্ণ-পদবীম্**—কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে; **রহিত-আত্মনাম্**—যিনি আমাদের মন কেড়ে নিয়েছেন; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

"(গোপিকারা বললেন—) হে চূত, পিয়াল, পনস, আসন ও কোবিদার তরুগণ! হে জম্বু, অর্ক, বেল, বকুল ও আম্র তরুগণ! হে কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য যমুনার উপকূলবাসী পরহিতব্রত তরুগণ, রহিতাত্মস্বরূপ (শূন্যমনাঃ) আমাদের কৃষ্ণ কোথায় আছে, তা বল।

শ্লোক ৩৩

ক্বচিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **তুলসি**—হে তুলসী বৃক্ষ; **কল্যাণি**—সর্ব-কল্যাণপ্রদ; **গোবিন্দ-চরণ**—গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে; **প্রিয়ে**—অত্যন্ত প্রিয়; **সহ**—সহিত; **ত্বা**—আপনার; **অলিকুলৈঃ**—ভোমরা; **বিভ্রৎ**—ধারণপূর্বক; **দৃষ্টঃ**—দেখেছ; **তে**—তোমার; **অতিপ্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

" 'ওগো কল্যাণপ্রদ, গোবিন্দচরণ-প্রিয়া তুলসী এবং তিনিও তোমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সঙ্গে তোমায় গলায় ধারণপূর্বক যেতে দেখেছ?

শ্লোক ৩৪

মালত্যদর্শি বঃ ক্বচিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

মালতি—হে মালতি বৃক্ষ; **অদর্শি**—দেখেছ; **বঃ**—তোমরা; **ক্বচিৎ**—কখনও; **মল্লিকে**—হে মল্লিকা ফুলের বৃক্ষ; **জাতি**—হে জাতি ফুলের বৃক্ষ; **যূথিকে**—হে যূথিকা ফুলের বৃক্ষ; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **বঃ**—তোমাদের; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **যাতঃ**—যাইতে; **কর-স্পর্শেন**—কর স্পর্শের দ্বারা; **মাধবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

" 'হে মালতি, মল্লিকা, জাতি ও যূথিকে, তোমরা কি তোমাদেরকে করস্পর্শ-পূর্বক আনন্দ উৎপাদন করে কৃষ্ণকে যেতে দেখেছ?' "

শ্লোক ৩৫

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—" 'হে আম্র বৃক্ষ, হে পনস বৃক্ষ, হে পিয়াল, জম্বু এবং কোবিদার বৃক্ষ, তোমরা সকলেই তীর্থবাসী, তাই তোমরা সর্বদা পরের উপকার কর।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলা দরশন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণ কি এখানে এসেছিল? তোমরা কি কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলে? কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছে সেকথা দয়া করে আমাদের বলে তোমরা আমাদের জীবন রক্ষা কর।'

শ্লোক ৩৭-৩৮

উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩৭ ॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃক্ষগুলির কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে গোপিকারা মনে মনে ভেবেছিলেন, "এই সমস্ত বৃক্ষগুলি পুরুষ জাতি, তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের সখার মতো। সুতরাং তারা আমাদের বলবে না শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছে। কিন্তু এই লতাগুলি স্ত্রীজাতি, এবং সেই সূত্রে আমাদের সখীর মতো।

শ্লোক ৩৯

অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তারা নিশ্চয়ই আমাদের বলে দেবে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছে, কেননা তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছে।' এইভাবে অনুমান করে, গোপিকারা তুলসী আদি লতাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে ।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে? ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে তুলসি! হে মালতি! হে যূথি, মাধবি এবং মল্লিকা! তোমাদের প্রিয় কৃষ্ণ কি তোমাদের কাছে এসেছিল?

শ্লোক ৪১

তুমি-সব—হও আমার সখীর সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥" ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমরা সকলে আমাদের সখীর মতো। কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছে, সেকথা বলে, তোমরা আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।'

শ্লোক ৪২

উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে ।
'এহ—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে' ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে গোপিকারা ভাবলেন, 'এরা সকলে কৃষ্ণ-দাসী, এবং তাই ভয়ে তারা আমাদের বলছে না কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছে।'

শ্লোক ৪৩

আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা ।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপিকারা তখন কয়েকটি হরিণীদের দেখলেন। তাদের গায়ে কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পেয়ে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরা তাদের কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪৪

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

অপি—যদিও; এন-পত্নি—হে মৃগীগণ; উপগতঃ—এসেছে; প্রিয়য়া—তাঁর প্রিয় সঙ্গীর সহিত; ইহ—এখানে; গাত্রৈঃ—গাত্রের অঙ্গের দ্বারা; তন্বন্—বৃদ্ধি করে; দৃশাম্—চক্ষের; সখি—হে প্রিয় সখী; সু-নির্বৃতিম্—আনন্দ; অচ্যুতঃ—কৃষ্ণ; বঃ—তোমাদের সকলের; কান্তা-অঙ্গ—কান্তা সহ; সঙ্গ—সঙ্গের দ্বারা; কুচ-কুঙ্কুম—বক্ষের কুমকুম সহ; রঞ্জিতায়াঃ—রঞ্জিত; কুন্দ-স্রজঃ—কুন্দ ফুলের মালার; কুল-পতেঃ—কৃষ্ণের; ইহ—এখানে; বাতি—প্রবাহিত হয়; গন্ধঃ—সৌরভ।

অনুবাদ

" 'প্রিয়তমার অঙ্গসঙ্গের দ্বারা উন্নত বক্ষের কুমকুম রঞ্জিত কুন্দ-মালা পরিহিত কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক হতে আসছে। হে মৃগি, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দ বৃদ্ধি করে কি এই পথে গিয়েছেন?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/১১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৫

"কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা? নাহিক অন্যথা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে মৃগি, শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাকে আনন্দ দান করার জন্য রাধারাণীর সঙ্গে তোমার কাছে এসেছিলেন? তাঁরা নিশ্চয়ই এসেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৪৬

রাধা-প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমরা সকলে রাধার প্রিয় সখী, আমরা তাঁর পর নই, তাই আমরা দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সৌরভ চিনতে পারি।

শ্লোক ৪৭

রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত ।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু—সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীমতী রাধারাণীকে আলিঙ্গন করার ফলে, তাঁর কুচ যুগলের কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের কুন্দমালাকে রঞ্জিত করেছে, এবং সেই কুন্দমালার গন্ধে বায়ু সুবাসিত হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৪৮

কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি' গেলা, ইঁহো—বিরহিণী ।
কিবা উত্তর দিবে এই—না শুনে কাহিনী ॥" ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীকৃষ্ণ এদের ছেড়ে চলে গেছে বলে তাঁর বিরহে এরা বিরহিণী। তাই এরা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, অতএব আমাদের প্রশ্নের উত্তর এরা দেবে কিভাবে?'

শ্লোক ৪৯

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে ।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কিছুদূর গিয়ে গোপীরা দেখলেন যে ফল ও ফুলের ভারে গাছগুলি অবনত হয়েছে এবং তাদের শাখাগুলি মাটিতে ঝুঁকে পড়েছে।

শ্লোক ৫০

কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার ।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্ধার ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপিকারা তখন ভাবলেন যে, কৃষ্ণকে দেখে এই সমস্ত গাছগুলি তাঁকে নমস্কার করতে এইভাবে ঝুঁকে পড়েছে। তাই তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দিকে গেছেন।'

শ্লোক ৫১

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।

অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

বাহুম্—বাহু; প্রিয়া-অংশে—প্রিয়তমার স্কন্ধে; উপধায়—স্থাপন করে; গৃহীত—গ্রহণ করে; পদ্মঃ—একটি পদ্ম ফুল; রাম-অনুজঃ—শ্রীবলরামের অনুজ (কৃষ্ণ); তুলসিকা—তুলসী-মঞ্জরীর মালা; অলি-কুলৈঃ—ভোমরার দ্বারা; মদ-অন্ধৈঃ—সৌরভের দ্বারা অন্ধ হয়ে; অন্বীয়মানঃ—পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে; ইহ—এখানে; বঃ—তোমাদের; তরবঃ—হে তরুগণ; প্রণামম্—প্রণাম; কিংবা—যদি; অভিনন্দতি—অভিনন্দন করা; চরন্—গমনকালে; প্রণয়-অবলোকৈঃ—প্রণয়াবলোকন দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে তরুসকল! বল, বলরামের অনুজ কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর স্কন্ধে বাহু স্থাপন করে, অন্য হস্তে পদ্ম ধারণপূর্বক তুলসিকার সৌরভে অন্ধ অলিগণের দ্বারা পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে চলতে চলতে প্রণয়াবলোকন দ্বারা তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করে তিনি কি অভিনন্দন করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/১২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫২

প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তাঁর প্রিয়ার মুখে ভ্রমরকে বসতে দেখে, তিনি তাঁর হাতের লীলাপদ্ম আন্দোলিত করে সেই ভ্রমরটিকে নিরস্ত করেছিলেন; এবং তখন তিনি আনমনা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

তোমার প্রণামে কি কৈরাছেন অবধান?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তিনি কি তখন তোমাদের প্রণাম করতে দেখেছিলেন? না কি দেখেন নি? সে কথা আমাদের বল।

শ্লোক ৫৪

কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ।
কিবা উত্তর দিবে? ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥" ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁর এই সেবকেরা অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের কোন সম্বিৎ নেই, সুতরাং তারা উত্তর দেবে কি করে?'

শ্লোক ৫৫

এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে ।
দেখে,—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বলে, গোপিকারা যমুনার কূলে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সেখানে, কদম্ব বৃক্ষের তলায় তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৫৬

কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন ।
অপার সৌন্দর্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণের সেই সৌন্দর্য কোটি-কোটি কামদেবকে মোহিত করে, এবং তাঁর অপার সৌন্দর্য সারা জগতের মন এবং নেত্র হরণ করে।"

শ্লোক ৫৭

সৌন্দর্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা ।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের সেই সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন। সেই সময় স্বরূপ দামোদর প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৫৮

পূর্ববৎ সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল ।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দেখলেন যে পূর্বের মতো সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তখন তিনি বাহ্যচেতনা হারিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করছিলেন।

শ্লোক ৫৯

পূর্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন ।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বের মতো সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তখন মহাপ্রভু উঠে বসে চতুর্দিকে দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ? এখনি পাইনু দরশন!
তাঁহার সৌন্দর্য মোর হরিল নেত্র-মন! ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, "আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল? এখনই আমি তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম, এবং তাঁর সৌন্দর্য আমার মন এবং নেত্র হরণ করেছিল।

শ্লোক ৬১

পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন!
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥" ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি কেন আর সেই মুরলী-বদন কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না? তাঁকে দর্শন করার লোভে আমার নয়ন ভ্রমণ করছে।"

শ্লোক ৬২

বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বিশাখাকে রাধারাণী যে শ্লোক বলেছিলেন, সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ৬৩

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥ ৬৩ ॥

নব-অম্বুদ—নবীন মেঘ; লসৎ—উজ্জ্বল; দ্যুতিঃ—যাঁর অঙ্গকান্তি; নব—নতুন; তড়িৎ—বিদ্যুৎ; মনোজ্ঞ—আকর্ষণীয়; অম্বরঃ—যাঁর বসন; সুচিত্র—অত্যন্ত মুগ্ধকর; মুরলী—একটি বাঁশী সহ; স্ফুরৎ—সুন্দর রূপে প্রকাশিত; শরৎ—শরৎকালে; অমন্দ—উজ্জ্বল; চন্দ্র—চন্দ্রের মতো; আননঃ—যাঁর মুখমণ্ডল; ময়ূর—ময়ূর; দল—একটি পালক সহ; ভূষিতঃ—সজ্জিত; সু-ভগ—মনোরম; তার—মুক্তার; হার—হার; প্রভঃ—প্রভা-যুক্ত; সঃ—সেই; মে—আমার; মদন-মোহনঃ—শ্রীকৃষ্ণ, মদন-মোহনকারী; সখি—হে আমার প্রিয় সখী; তনোতি—বর্ধন করে; নেত্র-স্পৃহাম্—নেত্রস্পৃহা।

অনুবাদ

"হে সখি, কৃষ্ণের দেহকান্তি নবীন মেঘ থেকেও অধিকতর উজ্জ্বল, এবং তাঁর পীতবসন নব বিদ্যুতের থেকেও আকর্ষণীয়। তাঁর মস্তক ময়ূরের পালকের দ্বারা শোভিত, এবং তাঁর গলায় একটি মনোরম জ্যোতির্ময় মুক্তার মালা ঝুলছে। যখনই তিনি মনোমুগ্ধকর মুরলী তাঁর অধরে ধারণ করেন, তখনই তাঁর মুখশ্রী শরতের পূর্ণ-চাঁদের মতো মনে হয়। এই প্রকার সৌন্দর্যের দ্বারা, মদনমোহন, তাঁকে দেখবার জন্য আমার নেত্রস্পৃহা বর্ধন করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *গোবিন্দ-লীলামৃত* গ্রন্থে (৮/৪) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬৪

নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল ।
জিনি' উপমান-গণ, হরে সবার নেত্র-মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দলিত অঞ্জনের মতো চিক্কণ। তা বর্ষার জল ভরা মেঘের মতো স্নিগ্ধবর্ণ এবং তা নীল পদ্মের থেকেও সুকোমল। তাঁর অঙ্গকান্তি এতই মনোহর যে তা সকলের নেত্র এবং মন আকর্ষণ করে, এবং তা এতই শক্তিশালী যে, সমস্ত তুলনার অতীত।

শ্লোক ৬৫

কহ, সখি, কি করি উপায়?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥ ৬৫ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, দয়া করে তুমি আমাকে বল এখন আমি কি করি। কৃষ্ণ এক অপূর্ব সুন্দর মেঘের মতো, আর আমার চোখ চাতক পাখীর মতো, তাঁকে না দেখে তৃষ্ণায় তারা মরে যাচ্ছে।

শ্লোক ৬৬

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন ঠিক বিদ্যুতের মতো, আর তাঁর গলার মুক্তার মালা বকপাঁতির মতো। তাঁর মাথার ময়ূরপুচ্ছ এবং গলার বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্রধনুর মতো।

শ্লোক ৬৭

মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয় ।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর কলধ্বনি যেন ঠিক বজ্রের মধুর গর্জনের মতো। তা শুনে বৃন্দাবনের ময়ূরেরা নাচছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের লাবণ্য অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো, এবং তাতে যেন মধুর চন্দ্রের উদয় হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রূপ অমৃতের বর্ষণে চৌদ্দ ভুবন সিক্ত হল। কিন্তু আমার দুর্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু সেই মেঘকে অন্য স্থানে উড়িয়ে নিয়ে গেল, এবং তাই আমার চক্ষুরূপ চাতক সেই অমৃত পান করতে না পেরে তৃষ্ণায় মরণোন্মুখ হয়েছে।"

শ্লোক ৬৯

পুনঃ কহে,—'হায় হায়, পড় পড় রামরায়',
কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি' প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

গদ্‌গদ স্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় বললেন, "হায় হায়, রামরায় তুমি পড়ে যাও।" তখন রামানন্দ রায় শ্লোক পড়তে লাগলেন, এবং তা শুনে হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭০

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৭০ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; অলক-আবৃত-মুখম্—কেশের দ্বারা আবৃত মুখমণ্ডল; তব—আপনার; কুণ্ডল-শ্রী—কর্ণ কুণ্ডলের সৌন্দর্য; গণ্ড-স্থল—গণ্ডস্থল; অধর-সুধম্—অধরের সুধা; হসিত-অবলোকম্—ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি; দত্ত-অভয়ম্—যা অভয় দান করে; চ—এবং; ভুজ-দণ্ড-যুগম্—বাহুদ্বয়; বিলোক্য—দর্শন করে; বক্ষঃ—বক্ষস্থল; শ্রিয়া—সৌন্দর্যের দ্বারা; এক-রমণম্—মুক্তরতির আকর্ষণ; চ—এবং; ভবাম—আমরা হয়েছি; দাস্যঃ—দাসী।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কর্ণ কুণ্ডলে সৌন্দর্যমণ্ডিত গণ্ডস্থল, তোমার অধরের সুধা ঈষৎ হাস্যযুক্তা অবলোকন, অভয়প্রদানকারী বাহু যুগল এবং একমাত্র শ্রী দ্বারা শোভিত বক্ষ দর্শন করে আমরা তোমার দাসী হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০/২৯/৩৯) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি রাস-নৃত্যের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত গোপিকাদের উক্তি।

শ্লোক ৭১

কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুস্মিত চার ।

ব্রজনারী আসি' আসি', ফান্দে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"পদ্ম এবং চন্দ্রকে পরাভূত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখরূপ ফাঁদ পেতে তাতে তাঁর অধরের মধুর হাস্যরূপ ভাব পেতে রেখেছে, ব্রজনারীরা সেই ফাঁদে পড়ে তাদের লজ্জা, পতি, ঘর, দ্বার পরিত্যাগ করে তাঁর দাসী হয়েছে।

শ্লোক ৭২

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি মানে ধর্মাধর্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ৭২ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বন্ধু হয়ে ব্যাধের মতো আচরণ করে। সে ধর্ম-অধর্ম না মেনে হরিণীর মতো নিরীহ নারীদের হৃদয় হরণ করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে।

শ্লোক ৭৩

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে তাঁর কানের মকর-কুণ্ডল নাচে, এবং সেই নৃত্য নারীদের মন হরণ করে। তাঁর স্মিত হাস্যযুক্ত কটাক্ষরূপ বাণ সে তাদের হৃদয়ে নিক্ষেপ করে। এইভাবে সে নারীদের বধ করে, এবং তাতে তাঁর একটুও ভয় নেই।

শ্লোক ৭৪

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ
হরি' দাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অতি উচ্চ এবং প্রশস্ত বক্ষ শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীবৎসের অলঙ্কার সদৃশ।

তাঁর সেই ডাকাতিয়া বক্ষ লক্ষ লক্ষ ব্রজগোপিকাদের মন এবং বক্ষ হরণ করে তাঁদের দাসীতে পরিণত করতে অত্যন্ত দক্ষ।

শ্লোক ৭৫

সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায় ।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের সুললিত ভুজযুগল দীর্ঘ অর্গলের মতো। প্রকৃতপক্ষে তা ভুজ নয়, তা কৃষ্ণ-সর্পের মতো। শৈল সদৃশ স্তনযুগলের মধ্যে প্রবেশ করে তা রমণীদের হৃদয়ে দংশন করে এবং সেই বিষের জ্বালায় নারীদের মৃত্যু হয়।

তাৎপর্য

অর্থাৎ, ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত কামার্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্পসদৃশ ভুজযুগলের দংশনে তাঁরা ব্যাথাতুর হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৬

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন ।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের কর এবং পদতল কোটি চন্দ্রের মত সুশীতল, এবং তা কর্পূর, বেণামূল এবং চন্দনের মিশ্রিত শীতলতাকে পরাভূত করে তাঁর একবার মাত্র স্পর্শ লাভ করলে নারীদের স্মরণ রূপ বিষজ্বালা বিদূরিত হয়; এবং সেই স্পর্শ লাভ করার জন্য নারীদের মন সর্বদা লোলুপ।"

শ্লোক ৭৭

এতেক বিলাপ করি' প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
যেই শ্লোক পড়ি' রাধা, বিশাখারে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে এইভাবে বিলাপ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন একটি শ্লোক পড়লেন, যা শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর হৃদয়ের শোক ব্যক্ত করে শ্রীমতী বিশাখাকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥ ৭৮ ॥

হরিৎ-মণি—ইন্দ্রনীল মণির; কবাটিকা—কবাটের ন্যায়; প্রতত—প্রশস্ত; হারি—মনোহর; বক্ষঃ-স্থলঃ—যাঁর বক্ষস্থল; স্মর-আর্ত—স্মরণের দ্বারা পীড়িত; তরুণী—তরুণীগণের; মনঃ—মনের; কলুষ—যন্ত্রণা; হারি—হরণ করে; দোঃ—যাঁর বাহুযুগল; অর্গলঃ—অর্গলের (খিল) মতো; সুধাংশু—চন্দ্র; হরি-চন্দন—হরিচন্দন; উৎপল—পদ্মফুল; সিতাভ্র—কর্পূর; শীত—শীতল; অঙ্গকঃ—যাঁর শরীর; সঃ—সেই; মে—আমার; মদন-মোহনঃ—কৃষ্ণ, যিনি মদনকে মোহিত করেন; সখি—আমার সখী; তনোতি—বিস্তার করছে; বক্ষঃ-স্পৃহাম্—বক্ষঃস্পৃহা।

অনুবাদ

"হে সখি, যাঁর বক্ষঃস্থল—ইন্দ্রনীল মণি নির্মিত কবাটের মতো বিস্তৃত মনোহর, যাঁর ভুজদ্বয় কামাতুর তরুণীগণের মনঃপীড়া হরণ করে, যাঁর অঙ্গ চন্দ্র, হরিচন্দন, পদ্মফুল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *গোবিন্দ-লীলামৃত* গ্রন্থেও (৮/৭) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৭৯

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ মুঞি এখনই পাইনু ।
আপনার দুর্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি এখনই কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশে পুনরায় আমি তাঁকে হারালাম।

শ্লোক ৮০

চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে ।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্ধানে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। সে কখনও একজায়গায় থাকে না। দেখা দিয়ে, মন হরণ করে, সে অন্তর্ধান হয়ে যায়।

শ্লোক ৮১

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

তাসাম্—গোপিকাদের; তৎ—তাঁদের; সৌভগ-মদম্—সৌভাগ্যযুক্ত অহংকার; বীক্ষ্য—দেখে; মানম্—গর্ব; চ—এবং; কেশবঃ—কৃষ্ণ, যিনি এমনকি ব্রহ্মা ও শিবকেও বশীভূত করেন; প্রশমায়—প্রশমন করা; প্রসাদায়—কৃপা করবার জন্য; তত্র—সেখানে; এব—অবশ্যই; অন্তরধীয়ত—অন্তর্ধান করলেন।

অনুবাদ

" 'গোপিকাদের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখে কৃষ্ণ তাদের দমন করার জন্য এবং তাদের প্রতি কৃপা করবার জন্য রাস-নৃত্য থেকে অন্তর্ধান করলেন।' "

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০/২৯/৪৮) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব গোস্বামীর উক্তি।

শ্লোক ৮২

স্বরূপ-গোসাঞিরে কহেন,—"গাও এক গীত ।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' 'সম্বিৎ' ॥" ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন স্বরূপ দামোদরকে বললেন—"দয়া করে এমন একটি গীত গাও, যার ফলে আমার হৃদয়ের সম্বিৎ ফিরে আসে।"

শ্লোক ৮৩

স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া ।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাঞা ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী অত্যন্ত মধুর সুরে গীতগোবিন্দের পদ গেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শোনাতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৪

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৮৪ ॥

রাসে—রাস নৃত্যে; হরিম্—শ্রীকৃষ্ণ; ইহ—এখানে; বিহিত-বিলাসম্—লীলাবিলাস পরায়ণ; স্মরতি—স্মরণ করছে; মনঃ—মন; মম—আমার; কৃত-পরিহাসম্—পরিহাসকারী।

অনুবাদ

"এই রাস নৃত্যে বহু বিলাস পরায়ণ এবং পরিহাসকারী কৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গীত-গোবিন্দ* (২/৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৫

স্বরূপ-গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা ।
উঠি' প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী যখন এই পদটি গাইলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে প্রেমাবেশে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৬

'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাব অঙ্গে প্রকট হইল ।
হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হল। হর্ষ আদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ দেখা দিল।

শ্লোক ৮৭

ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য ।
ভাবে-ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য আদি সমস্ত লক্ষণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে প্রকাশিত হল, এবং তখন এক ভাবের সঙ্গে আর এক ভাবের মহাযুদ্ধ হল, ফলে সবকটি ভাবই প্রবল হয়ে উঠল।

শ্লোক ৮৮

সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন ।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্তন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দিয়ে সেই পদটি পুনঃ পুনঃ গাওয়াতে লাগলেন, এবং তিনি স্বয়ং তা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৯

এইমত নৃত্য যদি হইল বহুক্ষণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এইভাবে বহুক্ষণ নৃত্য করলেন, তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই পদটি গাওয়া বন্ধ করলেন।

শ্লোক ৯০

'বল্' 'বল্' বলি' প্রভু কহেন বারবার ।
না গায় স্বরূপ-গোসাঞি শ্রম দেখি' তাঁর ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বার বার বলতে লাগলেন, "গাও! গাও!" কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রম দেখে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আর গাইলেন না।

শ্লোক ৯১

'বল্' 'বল্' প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি' ।
চৌদিকেতে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এইভাবে বলতে লাগলেন, "বল! বল!" তখন সমস্ত ভক্তরা তাঁকে ঘিরে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৯২

রামানন্দ-রায় তবে প্রভুরে বসাইলা ।
বীজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বসিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করে তাঁর শ্রম দূর করলেন।

শ্লোক ৯৩

প্রভুরে লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে ।
স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লঞা আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে তখন সমস্ত ভক্তরা সমুদ্রতীরে গেলেন এবং তাঁকে স্নান করিয়ে পুনরায় ঘরে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৯৪

ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন ।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ-স্থান ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন করিয়ে তাঁরা তাঁকে শয়ন করালেন, তখন রামানন্দ রায় প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৯৫

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর উদ্যান-বিহার ।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন বলে ভুল করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে উদ্যানে বিহার করেছিলেন, তা আমি এখানে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৯৬

প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে ভাবাবেশে প্রলাপ করে দিব্য উন্মাদনা প্রদর্শন করেছিলেন, যা শ্রীল রূপ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্তবমালায় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৯৭

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৯৭ ॥

পয়ঃ-রাশেঃ—সমুদ্রে; তীরে—তীরে; স্ফুরৎ—সুন্দর; উপবনালী—উপবন; কলনয়া—দর্শন করে; মুহুঃ—বারংবার; বৃন্দারণ্য—বৃন্দাবনের অরণ্য; স্মরণ-জনিত—স্মরণ করে; প্রেম-বিবশঃ—কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হয়ে; ক্বচিৎ—কখনও; কৃষ্ণ—কৃষ্ণের পবিত্র নামের; আবৃত্তি—পুনরাবৃত্তি; প্রচল—চঞ্চল; রসনঃ—যাঁর জিহ্বা; ভক্তি-রসিকঃ—ভক্তিরসিক; সঃ—সেই; চৈতন্যঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; কিম্—কি; মে—আমার; পুনরপি—পুনরায়; দৃশোঃ—দৃষ্টি পথে; যাস্যতি—যাবেন; পদম্—পথে।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন ভক্ত-প্রধান। কখনও কখনও সমুদ্র-তীরে ভ্রমণের সময় নিকটবর্তী কোন সুন্দর উদ্যানকে বৃন্দাবন মনে করে ভুল করতেন। এইভাবে গভীর কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ হয়ে পবিত্র নাম কীর্তন ও নৃত্য করতেন। চঞ্চল রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' বলছেন,—এই প্রভাব চৈতন্যদেব কি আমার দর্শন পথে পুনরায় আসবেন?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *স্তবমালার* প্রথম *চৈতন্যাষ্টকের* ষষ্ঠ শ্লোক।

শ্লোক ৯৮

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন ।
দিঙ্মাত্র দেখাঞা তাহা করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত, তা লিখে শেষ করা যায় না, আমি কেবল তার দিগ্‌দরশন মাত্র করে তার সূচনা করছি।

শ্লোক ৯৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'সমুদ্রতীরে উদ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—'গৌড়ীয় ভক্তরা পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে এলেন। তাঁদের সঙ্গে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস এসেছিলেন। কালিদাস গৌড় দেশের সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করেছিলেন। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের অধরামৃত পর্যন্ত পেয়েছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পেলেন।

কবি কর্ণপূরের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে তিনি মহান কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বল্লভ-ভোগ প্রাপ্ত হয়ে ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে নিমগ্ন হলেন।'

শ্লোক ১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; শ্রী-কৃষ্ণ-চৈতন্যম্—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; কৃষ্ণ-ভাব-অমৃতম্—কৃষ্ণপ্রেম রূপ অমৃত; হি—অবশ্যই; যঃ—যিনি; আস্বাদ্য—আস্বাদন করে; আস্বাদয়ন্—আস্বাদন করিয়েছিলেন; ভক্তান্—ভক্তদের; প্রেম—কৃষ্ণপ্রেম; দীক্ষাম্—দীক্ষা; অশিক্ষয়ৎ—উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যিনি কৃষ্ণপ্রেমামৃত স্বয়ং আস্বাদন করে এবং ভক্তদের আস্বাদন করিয়ে, প্রেম দীক্ষা বিষয়ক দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়। এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়।

শ্লোক ৩

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে ।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৪

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরের বছর, যথারীতি, গৌড়ের সমস্ত ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে এলেন, এবং পূর্ববৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হল।

শ্লোক ৫

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি কহে আন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের সঙ্গে কালিদাস নামক একজন ভক্ত এসেছিলেন। কৃষ্ণনাম ব্যতীত তাঁর মুখে আর অন্য কোন বাণী ছিল না।

শ্লোক ৬

মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম-'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাস ছিলেন মহাভাগবত, এবং তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সরল এবং উদার। তিনি তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপ কৃষ্ণনাম করতে করতে সম্পাদন করতেন।

শ্লোক ৭

কৌতুককেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

কৌতুক ছলে তিনি যদি কখনও পাশা খেলতেন, তখন তিনি 'হরেকৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে পাশা চালাতেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছেন যে এই যুগের

মানুষ যেন কালিদাসের মতো মহাভাগবতের অনুকরণ করে পাশা না খেলেন। কেউ যদি মহাভাগবত কালিদাসের অনুকরণ করে পাশা বা জুয়া খেলার প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার কলির দাসত্ব হেতু পাপ বা অধর্ম প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে। বাইরে তার কৃষ্ণনাম গ্রহণ করার অনুকরণ ও চেষ্টা থাকলেও তা নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি হেতু নামাপরাধী বলে পর্যবসিত হবে। পাশা খেলা অবশ্যই জুয়া খেলারই অনুরূপ, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কালিদাস কৌতুক ছলে পাশা খেলেছিলেন। মহাভাগবত যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও মূল নীতি থেকে ভ্রষ্ট হন না। তাই বলা হয়েছে, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়—"শুদ্ধ বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বিজ্ঞেরা পর্যন্ত বুঝতে পারেন না।" আমাদের কখনই কালিদাসের কার্যকলাপের অনুকরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৮

রঘুনাথ-দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাস ছিলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়া। তিনি সারাজীবন, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার চেষ্টা করতেন।

শ্লোক ৯

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বঙ্গদেশের সমস্ত বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয় ।
উত্তম-বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট, বড় যত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন, অতি উত্তম সমস্ত উপহার নিয়ে তিনি তাঁদের কাছে যেতেন।

শ্লোক ১১

তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া ।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তাঁদের খাইয়ে তিনি তাঁদের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা করতেন, এবং কেউ যদি তাঁকে উচ্ছিষ্ট দিতে অস্বীকার করতেন, তিনি তখন লুকিয়ে থাকতেন।

শ্লোক ১২

ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায় ।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৈষ্ণব যখন ভোজনের পর তাঁর পাত্র ফেলে দিয়ে যেতেন, তখন কালিদাস লুকিয়ে সেই পাত্র নিয়ে এসে চেটে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ১৩

শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা ।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাস শূদ্র-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবদের গৃহে উপহার নিয়ে যেতেন, এবং এইভাবে লুকিয়ে তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ১৪

ভুঁইমালি-জাতি, 'বৈষ্ণব'—'ঝড়ু' তাঁর নাম ।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ঝড়ু ঠাকুর নামক এক মহান বৈষ্ণব ছিলেন, যিনি 'ভুঁইমালি' কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কালিদাস আম নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কালিদাস এবং ঝড়ু ঠাকুর উভয়েরই শ্রীপাট-বাড়ি 'ভেদো' বা 'ভদুয়া' গ্রামে ছিল। এই গ্রামটি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মস্থান 'কৃষ্ণপুর' থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, যা বর্ধমান লাইনে ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে দেবানন্দপুর নামক একটি ডাকঘর আছে। ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ এইখানে শ্রীরামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক রামায়েৎ দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। শোনা যায়, কালিদাসের সেবিত বিগ্রহ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী শঙ্খ-নগরে এতদিন ধরে কোন প্রকারে সেবিত হয়ে আসছিলেন; কিছুকাল পূর্বে ত্রিবেণীর অধিবাসী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি সেই বিগ্রহ তাঁর গৃহে নিয়ে সেবা করছেন।

শ্লোক ১৫

আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা ।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে সেই আম উপহার দিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন, এবং তারপর তাঁর পত্নীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১৬

পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া ।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

ঝড়ু ঠাকুর তখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে বসে ছিলেন, কালিদাসকে দেখে তিনি তাঁর বহু সম্মান করলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে ।
ঝড়ু-ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ॥ ১৭ ॥
"আমি—নীচজাতি, তুমি—অতিথি সর্বোত্তম ।
কোন্ প্রকারে করিমু আমি তোমার সেবন? ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা আলোচনা করার পর, ঝড়ু ঠাকুর তাঁকে মধুর বচনে বললেন, "আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, আর আপনি সর্বোত্তম অতিথি। কিভাবে আমি আপনার সেবা করতে পারি?

শ্লোক ১৯

আজ্ঞা দেহ',—ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে ।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥" ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যদি আমাকে আদেশ দেন, তাহলে আমি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে অন্ন পাঠিয়ে দেব, এবং সেখানে আপনি প্রসাদ পাবেন। আপনি যদি তা করেন, তাহলে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।"

শ্লোক ২০

কালিদাস কহে,—"ঠাকুর, কৃপা কর মোরে ।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাস তার উত্তরে বললেন, "ঠাকুর, আমাকে আপনি কৃপা করুন। আমি অত্যন্ত অধঃপতিত পাপী, তথাপি আমি আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

শ্লোক ২১

পবিত্র হইনু মুই পাইনু দরশন ।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবল আপনাকে দর্শন করার ফলে আমি পবিত্র হয়েছি। আমি কৃতার্থ হলাম, এবং আমার জীবন সফল হল।

শ্লোক ২২

এক বাঞ্ছা হয়,—যদি কৃপা করি' কর ।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥" ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার একটি বাসনা রয়েছে। দয়া করে আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আপনি আপনার পা আমার মাথায় রাখুন, যাতে আমি আপনার পদধূলি লাভ করতে পারি।"

শ্লোক ২৩

ঠাকুর কহে,—"ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায় ।
আমি—নীচজাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥" ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

ঝড়ু ঠাকুর তার উত্তরে বললেন, "আপনার এইভাবে কথা বলা উচিত নয়। আমি অত্যন্ত নীচ-জাতি, আর আপনি অতি সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি।"

শ্লোক ২৪

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
শুনি' ঝড়ু-ঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন কালিদাস কয়েকটি শ্লোক পড়ে শোনালেন, এবং তা শুনে ঝড়ু-ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২৫

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **অভক্তঃ**—শুদ্ধভক্তিবিহীন ব্যক্তি; **চতুঃবেদী**—চতুর্বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণ; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **শ্ব-পচঃ**—চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হলেও; **প্রিয়ঃ**—আমার অত্যন্ত প্রিয়; **তস্মৈ**—তাঁকে (নীচ কুলোদ্ভূত হলেও, সেই ভক্তকে); **দেয়ম্**—দান করা উচিত; **ততঃ**—তাঁর কাছ থেকে; **গ্রাহ্যম্**—(উচ্ছিষ্ট প্রসাদ) গ্রহণ করা উচিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **চ**—ও; **পূজ্যঃ**—পূজ্য; **যথা**—যেমন; **হি**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

" 'চতুর্বেদ পাঠী অর্থাৎ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হলেই যে ভক্ত হয়, এমন নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকেই দান করা উচিত; এবং তাঁর প্রসাদই গ্রহণ করা উচিত। আমার ভক্ত আমারই মতো পূজ্য।'

তাৎপর্য

হরিভক্তিবিলাসের এই শ্লোকটি পরমেশ্বর ভগবানের উক্তি।

শ্লোক ২৬

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২৬ ॥

বিপ্রাৎ—ব্রাহ্মণের থেকে; **দ্বি-ষট্-গুণ-যুতাৎ**—ব্রাহ্মণোচিত বারটি গুণ যুক্ত; **অরবিন্দ-নাভ**—পদ্ম সদৃশ নাভি যাঁর, সেই শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মে; **বিমুখাৎ**—ভগবদ্ভক্তি বিমুখ ব্যক্তির থেকে; **শ্ব-পচম্**—কুকুর ভক্ষণকারী চণ্ডাল; **বরিষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **তৎ-অর্পিত**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত; **মনঃ**—মন; **বচন**—বাক্য; **ঈহিত**—কার্যকলাপ; **অর্থ**—ধন-সম্পদ; **প্রাণম্**—প্রাণ; **পুনাতি**—পবিত্র করেন; **সঃ**—তিনি; **কুলম্**—তাঁর কুল; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ভূরি-মানঃ**—অত্যন্ত গর্বিত।

অনুবাদ

" 'যাঁর মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে, তিনি যদি চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলেও তিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম বিমুখ দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। কেননা, তিনি (শ্বপচ কুলোদ্ভূত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন। কিন্তু অতি গর্বিত অভক্ত ব্রাহ্মণ তা করতে পারেন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৯/১০) এবং (৩/৩৩/৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৭

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সম্নুরার্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্নন্তি যে তে ॥ ২৭ ॥

অহো বত—কি অদ্ভুত; **শ্ব-পচঃ**—অন্ত্যজ আদি নীচ কুলোদ্ভূত; **অতঃ**—দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের থেকেও; **গরীয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যাঁর; **জিহ্বা-অগ্রে**—জিভের আগায়; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **নাম**—দিব্যনাম; **তুভ্যম্**—আপনার; **তেপুঃ**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **তে**—তাঁরা; **জুহুবুঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **সম্নুঃ**—সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন; **আর্যাঃ**—সদাচারী; **ব্রহ্ম**—সমস্ত বেদ; **অনূচুঃ**—পাঠ করেছেন; **নাম**—দিব্য নাম; **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন; **যে**—যিনি; **তে**—তাঁরা।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, যাঁদের জিহ্বায় আপনার নাম বিরাজ করে, তাঁরা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, তাহলেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সবরকম তপস্যা করেছেন, সমস্ত যজ্ঞ করেছেন, সর্বতীর্থে স্নান করেছেন, সমস্ত বেদ পাঠ করেছেন, সুতরাং তাঁরা আর্য মধ্যে পরিগণিত।' "

শ্লোক ২৮

শুনি' ঠাকুর কহে,—"শাস্ত্র এই সত্য কয় ।
সেই শ্রেষ্ঠ, ঐছে যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকগুলি শুনে ঝড়ু ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, এই শাস্ত্র-বাণী সত্য। কিন্তু, যিনি ঐ প্রকার কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৯

আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ।
অন্য ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥" ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি নীচজাতি এবং আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারিনি। অন্য যাঁরা যাঁরা যথার্থ কৃষ্ণভক্ত তাঁদের বেলায়ই এই শ্লোক প্রযোজ্য, আমার সেরকম শক্তি নেই।"

তাৎপর্য

এখানে ঝড়ু ঠাকুর তাঁর নীচকুলে জন্মগ্রহণ করার এবং কৃষ্ণভক্তি লাভের অযোগ্যতার কথা বলেছেন। নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও বৈষ্ণবে পরিণত হলে সর্বোত্তম হন সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনাগুলি অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু তাঁর বেলায় নয়। ঝড়ু ঠাকুরের এই মনোভাব আদর্শ বৈষ্ণবোচিত, কেননা, বৈষ্ণব অতি উত্তম হলেও, কখনও নিজেকে উত্তম বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত দীন ও বিনীত, এবং তিনি কখনও নিজেকে উত্তম ভক্ত বলে মনে করেন না। তিনি অত্যন্ত দীনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি অধঃপতিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এক সময় বলেছিলেন যে তিনি অত্যন্ত নীচজাতি, কেননা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও তিনি রাজমন্ত্রীরূপে ম্লেচ্ছ এবং যবনদের সঙ্গ করেছিলেন। তেমনই, ঝড়ু ঠাকুরও নীচকুলোদ্ভূত বলে দীনতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বহু ব্যক্তির থেকে অনেক উন্নত। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে কালিদাসের উদ্ধৃত প্রমাণ ব্যতীত শাস্ত্রে আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, *মহাভারতে* (বনপর্ব, ১৭৭ পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে) বর্ণনা করা হয়েছে—

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

"ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যদি শূদ্রের মধ্যে দেখা যায় তাহলে তিনি শূদ্র নন; এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যদি কোন ব্রাহ্মণে না দেখা যায় তাহলে তিনি ব্রাহ্মণ নন।"

তেমনই, বনপর্বের ২১১ পরিচ্ছেদের ১-১২ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ ।
আর্জবে বর্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে ॥

"শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তির মধ্যে যদি ব্রাহ্মণের গুণাবলী প্রকাশ হয়, যথা সত্য, শম (প্রশান্ততা), দম (ইন্দ্রিয় সংযম), এবং আর্জব (সরলতা), তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করতে হবে।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে, ১৬৩ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

স্থিতো ব্রাহ্মণধর্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥
এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা ।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥

"কেউ যদি ব্রাহ্মণ ধর্মে স্থিত হন, তাহলে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তাকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

"হে দেবি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মতো শুদ্ধ আচার-আচরণে যুক্ত হয় তাহলে তিনিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। তেমনই ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলী অর্জন করার মাধ্যমে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করতে পারেন।

"তাই, জন্ম, সংস্কার অথবা বেদ পাঠের দ্বারা কেবল কেউ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে না। বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণ চেনা যায়।"

আমরা অনেক সময় দেখি যে ডাক্তারের পুত্র না হলেও এবং মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা না করলেও কখনও কখনও অনেকে চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করতে সমর্থ হন। ব্যবহারিক ভাবে ঔষধ তৈরি করার বিদ্যা, বিভিন্ন রোগে ঔষধ দেওয়ার বিদ্যা এবং শল্য-চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করে ব্যবহারিকভাবে চিকিৎসক হওয়ার স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি চিকিৎসকের কার্য করতে পারেন এবং চিকিৎসক রূপে পরিচিত হন। শিক্ষিত চিকিৎসকেরা তাঁকে হাতুড়ে ডাক্তার বলে মনে করলেও, সরকার তার চিকিৎসার স্বীকৃতি দেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই রকম বহু ডাক্তার রয়েছেন যাঁরা অত্যন্ত সুদক্ষতার সঙ্গে চিকিৎসা করেন। সরকার পর্যন্ত তাঁদের স্বীকার করেন। তেমনই, কেউ যদি ব্রাহ্মণের যথার্থ বৃত্তি অনুশীলন করেন, নীচকুলে জন্ম হলেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেইটিই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/১১/৩৫) বলা হয়েছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

এটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ মুনির উক্তি। এখানে নারদ মুনি বলছেন যে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। তাই, কারোর মধ্যে যদি ব্রাহ্মণের গুণাবলী ও লক্ষণগুলি দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে আচরণ করতে দেখা যায়, তাহলে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ না করলেও তাঁকে গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করা উচিত।

তেমনই *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥

"ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে কখনও শূদ্র বলে মনে করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত ভক্তদের 'ভাগবত' বলে চেনা উচিত। যদি সে ভগবানের ভক্ত না হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কুলে জন্ম হলেও তাকে শূদ্র বলে বিবেচনা করতে হবে।"

পদ্ম-পুরাণেও বলা হয়েছে—

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্ ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

"ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কেউ যদি অবৈষ্ণব হয়, তাহলে তার মুখ দর্শন পর্যন্ত করা উচিত নয়, ঠিক যেভাবে কুকুর-ভোজী চণ্ডালের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণোত্তর কুলে জাত বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্র করতে পারেন।"

পদ্ম-পুরাণে আরও বলা হয়েছে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা ।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

"শূদ্র, নিষাদ অথবা চণ্ডাল কুলজাত ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে সেই সেই বর্ণ বলে যে মনে করে, সে অবশ্যই নরকগামী হয়।"

ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে। তাই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বলে সম্বোধন করার প্রথা প্রচলিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। তাই বৈষ্ণব অবশ্যই ব্রাহ্মণ, কিন্তু সব ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব নন।

গরুড়-পুরাণে বলা হয়েছে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে ।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ ॥

"ম্লেচ্ছও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাহলে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত বলে স্বীকার করতে হবে।"

তেমনই, *তত্ত্বসাগরে* বলা হয়েছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"পারদের মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই সদ্গুরুর কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করার মাধ্যমে মানুষ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।" সমস্ত শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়ে যে বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বৈষ্ণবকে কখনও অব্রাহ্মণ বলে মনে করা উচিত নয়। ম্লেচ্ছ অথবা যবন কুলে জন্মগ্রহণ করলেও বৈষ্ণবকে কখনও নীচজাতি বলে মনে করা উচিত নয়। যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছেন, তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন *(দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্)*।

শ্লোক ৩০

তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ু-ঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে পুনরায় নমস্কার করে কালিদাস তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, এবং ঝড়ু ঠাকুর তখন তাঁর পিছনে পিছনে বাইরে এলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল ।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥ ৩১ ॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্বাঙ্গে লেপিলা ।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

কালিদাসকে বিদায় দিয়ে ঝড়ু ঠাকুর যখন তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন, তখন যে যে স্থানে তাঁর চরণ চিহ্ন পড়েছিল, সেই স্থানের ধূলি নিয়ে কালিদাস তাঁর সর্বাঙ্গে লেপন করলেন, এবং তাঁর বাড়ির কাছেই একজায়গায় লুকিয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩৩

ঝড়ু-ঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে ফিরে গিয়ে সেই আমগুলি দেখে ঝড়ু ঠাকুর মানসে সেগুলি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অর্পণ করলেন।

শ্লোক ৩৪

কলার পাটুয়া-খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া ।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

ঝড়ু ঠাকুরের পত্নী তখন কলার পাতা এবং খোলার মোড়ক থেকে আম বার করে ঝড়ু ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, এবং ঝড়ু ঠাকুর সেগুলি চুষে চুষে খেতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৫

চুষি' চুষি' চোষা আঁঠি ফেলিলা পাটুয়াতে ।
তারে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমগুলি খেয়ে সেই আমের আঁঠিগুলি তিনি কলার পাতায় ফেললেন, এবং তাঁকে প্রথমে খাইয়ে তারপর তাঁর স্ত্রী আম খেতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৬

আঁঠি-চোষা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া ।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্তে ফেলাইলা লঞা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

চোষা আঁঠিগুলি কলার পাতা এবং খোলায় ভরে তিনি বাইরে উচ্ছিষ্ট-গর্তে সেগুলি ফেলে দিলেন।

শ্লোক ৩৭

সেই খোলা, আঁঠি, চোকলা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কলার খোলা, আমের আঁঠি ও চোকলা কালিদাস উচ্ছিষ্ট-গর্ত থেকে তুলে নিয়ে এসে চুষতে লাগলেন, এবং চুষতে চুষতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উল্লসিত হলেন।

শ্লোক ৩৮

এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কালিদাস গৌড়দেশের সমস্ত বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কালিদাস যখন নীলাচলে এলেন তখন মহাপ্রভু তাঁকে বিশেষভাবে কৃপা করলেন।

শ্লোক ৪০

প্রতিদিন প্রভু যদি যা'ন দরশনে ।
জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যেতেন, তখন গোবিন্দ তাঁর জলপাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতেন।

শ্লোক ৪১

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ।
বাইশ 'পাহাচ'-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সিংহদ্বারের উত্তর দিকে, দরজার পিছন দিকে, বাইশটি সিঁড়ির তলায় একটি ডোবা আছে।

শ্লোক ৪২

সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে ।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ডোবায় পাদ-প্রক্ষালন করে, তারপর মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যেতেন।

শ্লোক ৪৩

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু কৈরাছে নিয়ম ।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন' ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আমার পা ধোয়া জল যেন কেউ না নেয়।"

শ্লোক ৪৪

প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল ।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কঠোর নির্দেশের ফলে কোন প্রাণী তাঁর সেই পা ধোয়া জল গ্রহণ করতে পারত না। তাঁর কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তই কেবল কোন ছলে সেই জল গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ।
কালিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেখানে তাঁর পাদ প্রক্ষালন করছিলেন, তখন কালিদাস বসে সেই জল ভিক্ষা করে হাত পাতলেন।

শ্লোক ৪৬-৪৭

এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥ ৪৬ ॥
"অতঃপর আর না করিহ পুনর্বার ।
এতাবতা বাঞ্ছা-পূরণ করিলুঁ তোমার ॥" ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি একে একে তিন অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করলেন, এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নিষেধ করে বললেন, "আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছি, আর কখনও এরকম কর না।"

শ্লোক ৪৮

সর্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ-শিরোমণি পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি জানতেন যে কালিদাস অন্তরে বৈষ্ণবদের প্রতি কত শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন।

শ্লোক ৪৯

সেইগুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা ।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সেই গুণের ফলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, অন্য সকলের দুর্লভ প্রসাদ তাঁকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

বাইশ 'পাহাচ'-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে ।
এক নৃসিংহ-মূর্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

দক্ষিণ দিকে, বাইশটি সিঁড়ির পশ্চাতে উপরিভাগে এবং মন্দিরে উঠাকালীন বাঁ দিকে নৃসিংহদেবের একটি শ্রীবিগ্রহ আছে।

শ্লোক ৫১

প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়েন বারবার ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সেই নৃসিংহদেবকে প্রণতি নিবেদন করে বারবার নিম্নলিখিত শ্লোক দুটি আবৃত্তি করতেন।

শ্লোক ৫২

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫২ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে; নর-সিংহায়—শ্রীনৃসিংহদেবকে; প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ মহারাজকে; আহ্লাদ—আনন্দ; দায়িনে—প্রদানকারী; হিরণ্য-কশিপোঃ—হিরণ্য কশিপুর; বক্ষঃ—বক্ষ; শিলা—পাথরের মতো; টঙ্ক—পাথর কাটার অস্ত্র; নখ-আলয়ে—হাতের নখের দ্বারা।

অনুবাদ

"হে নৃসিংহদেব, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রহ্লাদ মহারাজকে আনন্দ দান করেন, এবং পাথর কাটার ধারাল টঙ্কের মতো আপনার নখের দ্বারা আপনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি *নৃসিংহ-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৩

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥

ইতঃ—এখানে; নৃসিংহঃ—শ্রীনৃসিংহদেব; পরতঃ—অপর দিকে; নৃসিংহঃ—শ্রীনৃসিংহদেব; যতঃ যতঃ—যেখানে যেখানে; যামি—আমি যাই; ততঃ—সেখানে; নৃসিংহঃ—শ্রীনৃসিংহদেব; বহিঃ—বাহিরে; নৃসিংহঃ—শ্রীনৃসিংহদেব; হৃদয়ে—আমার হৃদয়ে; নৃসিংহঃ—শ্রীনৃসিংহদেব; নৃসিংহম্—শ্রীনৃসিংহদেবকে; আদিম্—আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে; শরণম্ প্রপদ্যে—আমি শরণাগত হই।

অনুবাদ

"নৃসিংহদেব এখানে রয়েছেন এবং তিনি অন্য দিকেও রয়েছেন। যেখানেই আমি যাই, সেখানেই আমি শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করি। তিনি আমার হৃদয়ে রয়েছেন এবং তিনি বাহিরেও রয়েছেন। তাই আমি আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি।"

শ্লোক ৫৪

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন ।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন ভোজন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীনৃসিংহদেবকে বন্দনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন, এবং তারপর তাঁর ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন।

শ্লোক ৫৫

বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া ।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় কালিদাস দ্বারের বাহিরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তা জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিতে কিছু বললেন।

শ্লোক ৫৬

মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে ।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র-দানে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ বুঝতে পারতেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর অবশিষ্ট পাত্র নিয়ে কালিদাসকে দিলেন।

শ্লোক ৫৭

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা ।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের এমনই মহিমা যে তার ফলে কালিদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম কৃপা লাভ করলেন।

শ্লোক ৫৮

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ ।
যাহা হৈতে পাইবা নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, সমস্ত ঘৃণা এবং লজ্জা পরিত্যাগ করে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর, তাহলে তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

শ্লোক ৫৯

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম ।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান' ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টকে বলা হয় মহাপ্রসাদ, এবং তা যখন ভক্ত কর্তৃক আস্বাদিত হয় তখন তাকে বলা হয় মহা-মহাপ্রসাদ।

শ্লোক ৬০

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল ।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ,—তিন মহাবল ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের পদধূলি, ভক্তের পা ধোয়া জল এবং ভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট—এই তিনটি বস্তু মহাশক্তিশালী।

শ্লোক ৬১

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয় ।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিনের সেবার ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সমস্ত শাস্ত্রে বার বার সে কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬২

তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, হে ভক্তগণ, বিশ্বাস সহকারে এই তিনের সেবা করুন।

শ্লোক ৬৩

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস ।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিনের প্রভাবে জীবনের পরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। এইটিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ। তার প্রমাণ কালিদাস স্বয়ং।

শ্লোক ৬৪

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে ।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে নীলাচলে অবস্থান করছিলেন, এবং অলক্ষিতে তিনি কালিদাসকে মহাকৃপা করলেন।

শ্লোক ৬৫

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা ।
'পুরীদাস'-ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সে বছর, শিবানন্দ সেন তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর ছোট পুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে ।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন, এবং তাঁর শিশু পুত্রকে দিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করালেন।

শ্লোক ৬৭

'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু বলেন বার বার ।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই বালকটিকে বার বার বললেন, 'কৃষ্ণ কহ'। কিন্তু তবুও সেই বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করল না।

শ্লোক ৬৮

শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা ।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনও সেই বালকটির মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাবার বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু তবুও সেই বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করল না।

শ্লোক ৬৯-৭১

প্রভু কহে,—"আমি নাম জগতে লওয়াইলুঁ ।
স্থাবরে পর্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ ॥ ৬৯ ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ ৭০ ॥
"তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে ।
মন্ত্র পাঞা কা'র আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি সমস্ত জগতকে কৃষ্ণনাম নেওয়ালাম, এমনকি স্থাবর বৃক্ষ-লতাদের পর্যন্ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করালাম, কিন্তু একে আমি কৃষ্ণনাম নেওয়াতে পারলাম না!" সেকথা শুনে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলতে লাগলেন, "হে প্রভু, আপনি একে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দান করলেন এবং সেই মন্ত্র পেয়ে সে কারোর সামনে তা প্রকাশ করছে না।

শ্লোক ৭২

মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ।
এই ইহার মনঃকথা—করি অনুমান ॥" ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বালকটি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে তা জপ করছে। তার সেই মনোভাব আমি অনুমান করতে পারছি।"

শ্লোক ৭৩

আর দিন কহেন প্রভু,—'পড়, পুরীদাস ।'
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

আর একদিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই বালকটিকে বললেন, "পুরীদাস, একটি শ্লোক বল।" তখন সেই বালকটি নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলের সামনে আবৃত্তি করল।

শ্লোক ৭৪

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৪ ॥

শ্রবসোঃ—কর্ণদ্বয়ের; কুবলয়ম্—নীলপদ্ম; অক্ষ্ণোঃ—চক্ষুদ্বয়ের; অঞ্জনম্—কাজল; উরসঃ—বক্ষের; মহেন্দ্র-মণি-দাম—ইন্দ্রনীল মণির মালা; বৃন্দাবন-রমণীনাম্—বৃন্দাবনের রমণীদের; মণ্ডনম্—অলঙ্কার; অখিলম্—সমগ্র; হরিঃ জয়তি—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হন।

অনুবাদ

"যিনি কর্ণের কুবলয়, চোখের কাজল, বক্ষের ইন্দ্রনীল মণির মালা এবং ব্রজ-রমণীদের অখিল অলঙ্কার, সেই শ্রীহরি কৃষ্ণ জয়যুক্ত হন।"

শ্লোক ৭৫

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন ।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকের চমৎকার মন ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

সাত বছরের একটি শিশু, যে পড়াশুনা করেনি, তার মুখে এরকম শ্লোক শুনে সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৭৬

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা ।
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার এমনই মহিমা, ব্রহ্মা আদি দেবতারাও যাঁর সীমা খুঁজে পান না।

শ্লোক ৭৭

ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারিমাসে ।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে চার মাস রইলেন, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের গৌড় দেশে যাবার আদেশ দিলেন।

শ্লোক ৭৮

তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান ।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের ভক্তরা যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ততদিন তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলে চলে গেলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় চরম প্রেমোন্মাদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৯

রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস ।
সাক্ষাদনুভবে,—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

দিন-রাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গন্ধ এবং রস সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব করতে লাগলেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করছিলেন।

শ্লোক ৮০

একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
সিংহদ্বারে দলই আসি' করিল বন্দনে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন সিংহদ্বারে দ্বার-রক্ষক তাঁকে বন্দনা করলেন।

শ্লোক ৮১

তারে বলে,—'কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি' ধরে তার হাত ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? দয়া করে তুমি আমায় কৃষ্ণকে দেখাও।" এই বলে তিনি সেই দ্বার-রক্ষকের হাত ধরলেন।

শ্লোক ৮২

সেহ কহে,—'ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥' ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই দ্বার-রক্ষক তাঁকে বললেন, "ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এখানে রয়েছেন। দয়া করে আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে দর্শন করাব।"

শ্লোক ৮৩

'তুমি মোর সখা, দেখাহ,—কাঁহা প্রাণনাথ?'
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমার সখা। দয়া করে তুমি আমাকে দেখাও আমার প্রাণনাথ কোথায় রয়েছে।" এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হাত ধরে জগমোহনে (যেখান থেকে সকলে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন) গেলেন।

শ্লোক ৮৪

সেহ বলে,—'এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥' ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বার রক্ষকটি তখন তাঁকে বললেন, "এই শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করুন। আপনার দুচোখ ভরে আপনি তাঁকে দর্শন করুন।"

শ্লোক ৮৫

গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন ।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে লাগলেন, এবং তিনি তখন তাঁকে মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৮৬

এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
'গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর 'গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষ' নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৮৭

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব ।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

ক্ব—কোথায়; **মে**—আমার; **কান্তঃ**—প্রিয়; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ত্বরিতম্**—দ্রুত গতিতে; **ইহ**—এখানে; **তম্**—তাঁকে; **লোকয়**—দেখাও; **সখে**—হে বন্ধু; **ত্বম্**—তুমি; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বার-অধিপম্**—দ্বার-রক্ষক; **অভিবদন্**—অনুরোধ করে; **উন্মদঃ ইব**—উন্মাদের মতো; **দ্রুতম্**—দ্রুত গতিতে; **গচ্ছ**—নিয়ে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়কে; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ**—তাঁর; **উক্তেন**—বলে; **ধৃত**—ধরে; **তৎ**—তাঁর; **ভুজ-অন্তঃ**—হাত; **গৌরাঙ্গঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **হৃদয়ে**—আমার হৃদয়ে; **উদয়ন্**—উদিত হয়ে; **মাম্**—আমাকে; **মদয়তি**—উন্মত্ত করছেন।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো দ্বার রক্ষককে বললেন, 'হে বন্ধু, আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? দয়া করে তুমি আমায় তাঁকে দেখাও।' দ্বার-রক্ষক তখন তাঁর হাত ধরে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে এসে আপনার প্রিয়তমকে দর্শন করুন।' সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছেন।"

শ্লোক ৮৮

হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'-ভোগ লাগাইল ।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে 'গোপাল-বল্লভ' ভোগ নিবেদন করা হল এবং শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি সহ আরতি শুরু হল।

শ্লোক ৮৯

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ।
প্রসাদ লঞা প্রভু-ঠাঞি কৈল আগমন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভোগ সরাবার পর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা প্রসাদ নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন।

শ্লোক ৯০

মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মালা পরালেন এবং তারপর তাঁকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দিলেন। সেই প্রসাদ এতই সুস্বাদু ছিল যে তার আস্বাদন করা দূরে থাক, তার গন্ধেই মন উন্মত্ত হত।

শ্লোক ৯১

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত সামগ্রী দিয়ে তৈরি সেই প্রসাদ ছিল বহু মূল্যবান, তাই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খাওয়াতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯২

তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তার অল্প একটু অংশ নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জিহ্বায় স্পর্শ করালেন, এবং অবশিষ্ট অংশ গোবিন্দ তাঁর আঁচলে বেঁধে রাখলেন।

শ্লোক ৯৩

কোটি-অমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তখন মনে হল সেই প্রসাদ যেন কোটি কোটি অমৃতের থেকেও সুস্বাদু, এবং তা আস্বাদন করে তিনি চমৎকৃত হলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত হল। এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল।

শ্লোক ৯৪

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥' ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবলেন, "এই প্রসাদে এত স্বাদ কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত এতে সঞ্চারিত হয়েছে।"

শ্লোক ৯৫

এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই ভাবনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হল, কিন্তু শ্রীজগন্নাথের সেবকদের দেখে তিনি সেই ভাব সম্বরণ করলেন।

শ্লোক ৯৬

'সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব'—বলেন বারবার।
ঈশ্বর-সেবক পুছে,—'কি অর্থ ইহার'? ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার বলতে লাগলেন, "সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব।" শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবকেরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর অর্থ কি?"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ তাঁর মুখের অমৃত মিশ্রিত। *মহাভারত* এবং *স্কন্দ-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

"যারা স্বল্প পুণ্যবান, তাদের মহাপ্রসাদে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দে, ভগবানের দিব্য নামে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।"

শ্লোক ৯৭

প্রভু কহে,—"এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত' ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, "তোমরা যে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের এই অধরামৃত দিলে তা ব্রহ্মার দুর্লভ এবং তা অমৃতকেও পর্যন্ত নিন্দা করে।

শ্লোক ৯৮

কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা'-নাম।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্টকে বলা হয় 'ফেলা', এবং তার লব মাত্রও যে পায় সে মহাভাগ্যবান।

শ্লোক ৯৯

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণকৃপা, সেই তাহা পায় ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"অসাধারণ ভাগ্য না থাকলে তা পাওয়া যায় না। যাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে কৃপা করেন, সেই তা পায়।

শ্লোক ১০০

'সুকৃতি'-শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য'।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥" ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

'সুকৃতি' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-জনিত পুণ্য। সেই সুকৃতি লাভ করে যে ধন্য হয়েছে, সেই কৃষ্ণের 'ফেলা' পায়।"

শ্লোক ১০১

এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সকলকে বিদায় দিলেন, এবং শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দেখে তিনি তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১০২

মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্ন সমাপন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ করলেন, এবং অন্তরে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের কথা স্মরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৩

বাহ্য-কৃত্য করেন, প্রেমে গরগর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাহ্যিক কার্যকলাপ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন। বহু কষ্টে তিনি তাঁর অন্তরের ভাব সম্বরণ করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও প্রবলভাবে সেই আবেশ প্রকাশিত হয়ে পড়ত।

শ্লোক ১০৪

সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে ।
নিভৃতে বসিলা নানা-কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সন্ধ্যা-কৃত্য সমাপন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিভৃতে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে বসে পুনরায় মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৫

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা ।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ নিয়ে এলেন, এবং তার এক অংশ মহাপ্রভু পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ১০৬

রামানন্দ-সার্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ সমস্ত পার্ষদদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ বিতরণ করলেন।

শ্লোক ১০৭

প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য করি' আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্মিত হৈল মন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রসাদের সৌরভ এবং মাধুর্য আস্বাদন করে তাঁদের সকলের মন বিস্মিত হল।

শ্লোক ১০৮-১০৯

প্রভু কহে,—"এই সব হয় 'প্রাকৃত' দ্রব্য ।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥ ১০৮ ॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "চিনি, কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচী, লবঙ্গ, ঘি, মশলা, গুড়ত্বক ইত্যাদি যত সমস্ত দ্রব্য, তা সবই প্রাকৃত বস্তু। এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ তোমরা সকলেই পূর্বে আস্বাদন করেছ।

তাৎপর্য

'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ—বদ্ধজীব তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের জন্য আস্বাদনীয় বস্তু। এই সমস্ত বস্তু জড়া-প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা সীমিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জড়-বস্তু সমূহের স্বাদ ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ বিষয়াসক্ত সমস্ত মানুষেরাই জানে।

শ্লোক ১১০

সেই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্যের এত আস্বাদন, এমন অলৌকিক গন্ধ! তোমরা আস্বাদন করে দেখ, তাহলেই সকলে বুঝতে পারবে।

শ্লোক ১১১

আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন ।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য করায় বিস্মরণ ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"আস্বাদন করা দূরে থাক, যার গন্ধে মন মাতে এবং তার মাধুর্য ব্যতীত অন্য সব কিছুর কথা ভুলিয়ে দেয়।

শ্লোক ১১২

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর-স্পর্শ হৈল ।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অধরের দ্বারা এই সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করেছেন, এবং তাঁর অধরের সমস্ত গুণ এতে সঞ্চারিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যেহেতু সকলেই পূর্বে এই সমস্ত বস্তু আস্বাদন করেছেন, তাই সেগুলির স্বাদ সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তাহলে এই অপূর্ব স্বাদ এল কোথা থেকে? তা থেকে বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের অধরের স্পর্শে তাঁর অধরের সমস্ত গুণ সেই সমস্ত দ্রব্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

শ্লোক ১১৩

অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ, অন্য-বিস্মারণ ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই প্রসাদের গন্ধ এবং স্বাদ অন্য সবকিছুর কথা ভুলিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের অধরের এমনই মহা-মাদক গুণ।

শ্লোক ১১৪

অনেক 'সুকৃতে' ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি ।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥" ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অনেক সুকৃতির ফলেই এই মহাপ্রসাদ লাভ হয়। মহাভক্তি সহকারে তোমরা সকলে এই মহা-প্রসাদ আস্বাদন কর।"

শ্লোক ১১৫

হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন ।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সবার মন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

হরিধ্বনি করতে করতে তাঁরা সকলে সেই প্রসাদ আস্বাদন করলেন, এবং আস্বাদন করতে তাঁদের মন প্রেমে মত্ত হল।

শ্লোক ১১৬

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে কিছু শ্লোক পড়তে আদেশ দিলেন, তখন রামানন্দ রায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়লেন।

শ্লোক ১১৭

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১১৭ ॥

সুরত-বর্ধনম্—সম্ভোগ ইচ্ছা বর্ধনকারী; **শোক-নাশনম্**—শোক বিনাশকারী; **স্বরিত-বেণুনা**—বাঁশির শব্দের দ্বারা; **সুষ্ঠু**—সুন্দরভাবে; **চুম্বিতম্**—চুম্বিত; **ইতর-রাগ-বিস্মারণম্**—যা কৃষ্ণের সমস্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি বিনাশ করে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বিতর**—দয়া করে উদ্ধার কর; **বীর**—হে বীর; **নঃ**—আমাদের; **তে**—তোমার; **অধর-অমৃতম্**—অধরের অমৃত।

অনুবাদ

"হে বীর, তোমার প্রেম-বর্ধক, জগতের শোকনাশক, সুমধুর বংশীর ধ্বনির দ্বারা সুন্দর রূপে চুম্বিত, প্রাকৃত বিষয়ের প্রতি আসক্তি বিনাশকারী তোমার যে অধরামৃত, তা আমাদের দাও।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৮

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা ।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর উৎকণ্ঠা বর্ণনাকারী একটি শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ১১৯

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলা-লবঃ ।

সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্ ॥ ১১৯ ॥

ব্রজ—বৃন্দাবনের; **অতুল**—অতুলনীয়; **কুলাঙ্গন**—গোপিকাদের; **ইতর**—অন্য; **রস-আলি**—রসের স্বাদ; **তৃষ্ণা**—পিপাসা; **হর**—বিনাশকারী; **প্রদীব্যৎ**—সর্বোপরি; **অধর-অমৃতঃ**—অধরের অমৃত; **সুকৃতি**—ভগবৎ-কৃপা-জনিত পুণ্য; **লভ্য**—লাভ করা সম্ভব; **ফেলা**—ভুক্তাবশিষ্ট; **লবঃ**—অতি ক্ষুদ্র অংশ; **সুধা-জিৎ**—অমৃতের স্বাদকেও যা পরাভূত করে; **অহি-বল্লিকা**—পান গাছের; **সু-দল**—সুন্দর পত্রের দ্বারা; **বীটিকা**—পানের খিলি; **চর্বিতঃ**—চর্বণ করে; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **মদন-মোহনঃ**—মদন-মোহন; **সখি**—হে সখি; **তনোতি**—বর্ধন করছে; **জিহ্বা**—জিহ্বায়; **স্পৃহাম্**—বাসনা।

অনুবাদ

"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অধরামৃত বহু সুকৃতির ফলে কেবল লাভ হয়। তা ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদের অন্য সমস্ত বিষয়ের তৃষ্ণা হরণ করে। সুধার থেকেও অধিক মধুর পান চর্বনশীল সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহা বর্ধন করছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* গ্রন্থে (৮/৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১২০

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে, উন্মাদের মতো প্রলাপ করতে করতে এই দুটি শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২১-১২২

তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয় ।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম, ধৈর্য করে ক্ষয় ॥ ১২১ ॥
নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত ।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ১২২ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বললেন, "হে নাগর, আমি তোমার অধরের চরিত্র বর্ণনা করছি, তুমি শোন। সে লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত করে, কাম-বাসনা বৃদ্ধি করে, হর্ষ, শোক আদির ভার বিনাশ করে, অন্য সমস্ত রসের কথা ভুলিয়ে দেয়; জগতকে আত্মবশ করে, লজ্জা, ধর্ম ও ধৈর্যকে ক্ষয় করে, রমণীদের মন মত্ত করে ও জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি করিয়ে আকর্ষণ করে। তার গুণাবলী বিচার করার সময় আমি তার সব গুণই বিপরীত দেখছি।

শ্লোক ১২৩

আছুক নারীর কায়, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায় ।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে কৃষ্ণ, তুমি—পুরুষ, তোমার অধরামৃত নারীর মন আকর্ষণ করবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু তা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করে নিজেকে পান করিয়ে অন্য যাবতীয় রস ভুলিয়ে দেয়।

শ্লোক ১২৪

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর ।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সচেতন দূরে থাকুক, তোমার অধর অচেতনকে পর্যন্ত সচেতন করে। তাই সে একটি মহা যাদুকর। আরও বিপরীত দেখ—তোমার যে বেণু, সে—শুষ্ক কাঠ মাত্র; তোমার অধরামৃত তাকে পান করিয়ে তার ইন্দ্রিয় ও মন প্রস্তুত করে তাকে সুখ দেয়।

শ্লোক ১২৫

বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান ।
'অহো শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বেণু ধৃষ্ট-পুরুষরূপে স্বয়ং পুরুষের অধর পুনঃ পুনঃ পান করে, সেই পানের কথা বিজ্ঞাপন করে, আর গোপীদের বলে, 'হে গোপীগণ তোমাদের যদি 'স্ত্রী' বলে অভিমান থাকে, তাহলে পুরুষের অধরামৃতরূপ তোমাদের নিজ ধন পান কর।'

শ্লোক ১২৬

তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু, কর আসি' পান ।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

(তখন রাধারাণী বলছেন—) "সেই বেণু আমার প্রতি ক্রোধ করে বলে, 'তুমি লজ্জা-ভয় ছেড়ে এই অমৃত পান কর, তাহলে আমি তোমাকে এই অধর ছেড়ে দেব। আর তুমি যদি লজ্জা-ভয় না ছাড়, তাহলে আমি নিরন্তর পান করব। কৃষ্ণের অধরামৃততে তোমার বিশেষ অধিকার দেখে আমার একটু ভয় হয়; অন্য সকলকেই আমি তৃণের সমান দেখি।'

শ্লোক ১২৭

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন ।
আমরা ধর্ম-ভয় করি', রহি যদি ধৈর্য ধরি',
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বেণু নিজের স্বরে অধরামৃত সঞ্চার করে, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে একতা করে, এইভাবে ত্রিজগতকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীরা যদি ধর্মভয় করে ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আমাদের বিশেষ বিড়ম্বনা করে।

শ্লোক ১২৮

নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লঞা যায় ।
আনি' করায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায় ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার ঐ অধরামৃত এবং বাঁশীর স্বর একত্রে আমাদের লজ্জা-ধর্ম ছাড়িয়ে গুরুজনদের সামনে কটিবন্ধ খসিয়ে দেয়—আমাদের যেন চুল ধরে টেনে নিয়ে যায়, এবং আমাদের তোমার দাসী করে দেয়। লোকেরা তা শুনে হাসে। এইভাবে তারা আমাদের নাচায়।

শ্লোক ১২৯

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল, গোসাঞি ।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি',
চোরার মাকে ডাকি' কান্দিতে নাই ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বাঁশীটি একটি শুষ্ক বাঁশের লাঠি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে আমাদের অপমান করে এই দশাগ্রস্ত করে। আমরা তা সহ্য করতে না পেরে আর কি করতে পারি? চোরকে দণ্ড দিলে তার মা যেমন ডেকে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না, আমরাও তেমন মৌন করে থাকি।

শ্লোক ১৩০

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা ।
সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"অধরের এমনই রীতি। অধরের সঙ্গে যার মিলন, তার আবার কুনীতি শ্রবণ কর—সেই অধর স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত সদৃশ হয়ে 'কৃষ্ণ-ফেলা' নাম ধরে।

শ্লোক ১৩১

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতে' তার লব পায় ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু আরাধনা করেও স্বর্গের দেবতারা সেই ফেলার এককণাও পান না। ফেলার আবার এমনই দম্ভ যে, তা সাধারণে বিশ্বাস করতে পারে না; কেননা, বহু জন্মের পুণ্য কর্মে যে সুকৃতি লাভ হয়, সেই সুকৃতির বলেই কেবল কৃষ্ণফেলার এক কণা লাভ হয়।

শ্লোক ১৩২

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী ।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃতসার',
গোপীর মুখ করে 'আলবাটী' ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল প্রসাদের উদ্গারকে 'অমৃতসার' বলা হয়। গোপীদের মুখ—তা রাখবার পিকদানী সদৃশ।

শ্লোক ১৩৩

এসব—তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর' প্রাণ ।
আপনার হাসি লাগি', নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত-দান ॥" ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব হে কৃষ্ণ, তোমার এই কুটিনাটির কৌশল পরিত্যাগ কর, বেণুর দ্বারা আর গোপীদের প্রাণনাশ কর না; তুমি হেসে হেসে নারীর বধভাগী হইও না, আমাদের তোমার অধরামৃত দান কর।"

শ্লোক ১৩৪

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল ।
ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাব পরিবর্তন হল। তাঁর ক্রোধ শান্ত হল, কিন্তু উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল।

শ্লোক ১৩৫

পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত ।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "শ্রীকৃষ্ণের এই অধরামৃত পরম দুর্লভ। তা যে পায়, তাঁর জন্ম সার্থক।

শ্লোক ১৩৬

যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান ।
তথাপি সে নির্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন ব্যক্তি যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি সেই অমৃত পান না করে, তাহলে সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি বৃথা তার জীবন ধারণ করে।

শ্লোক ১৩৭

অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে ।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"অনেকে আবার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সেই অমৃত পান করে, আর যোগ্য লোকেরা তা না পেয়ে লোভ করে মরে।

শ্লোক ১৩৮

তাতে জানি,—কোন তপস্যার আছে বল ।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে বুঝতে পারি যে সেই অযোগ্য ব্যক্তির নিশ্চয়ই কোন তপস্যার বল রয়েছে, যার ফলে সে কৃষ্ণের অধরামৃত লাভ করছে।"

শ্লোক ১৩৯

'কহ রাম-রায়, কিছু শুনিতে হয় মন' ।
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আবার বললেন, "রামানন্দ রায় আর কিছু শ্লোক পড়। আমার মন তা শুনতে চাইছে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝে রামানন্দ রায় গোপিকাদের মুখোক্ত একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন।

শ্লোক ১৪০

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ ॥ ১৪০ ॥

গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; কিম্—কি; আচরৎ—আচরণ করেছে; অয়ম্—এই; কুশলম্—কল্যাণকর কার্য; স্ম—অবশ্যই; বেণুঃ—বাঁশী; দামোদর—শ্রীকৃষ্ণের; অধর-সুধাম্—অধরের অমৃত; অপি—এমনকি; গোপিকানাম্—গোপিকাদের; ভুঙ্ক্তে—ভোগ করে; স্বয়ম্—স্বতন্ত্রভাবে; যৎ—যাঁর; অবশিষ্ট—অবশেষ; রসম্—রস; হ্রদিন্যঃ—নদী সকল; হৃষৎ—হর্ষিত হয়ে; ত্বচঃ—ত্বক; অশ্রু—অশ্রু; মুমুচুঃ—বর্ষণ করে; তরবঃ—বৃক্ষ সমূহ; যথা—যেমন; আর্যাঃ—কুলবৃদ্ধগণ।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি অর্জন করেছিল যে, গোপিকাদের লভ্য কৃষ্ণের অধরসুধা সে ভোগ করছে? কুলবৃদ্ধগণ যেমন কোন মহৎ সন্তানের জন্ম দেখে, তার জন্য আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করেন, তেমনই এই বেণু যে সমস্ত নদীর জলে পুষ্ট হয়েছে, সেই সমস্ত নদী তাদের উপরিভাগের বিকশিত পদ্ম-নিচয়-রূপ রোম সমূহের দ্বারা হৃষ্ট হচ্ছে এবং যে তরু থেকে তার জন্ম হয়েছে, সেই জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা রূপ অশ্রু বর্ষণ করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/৯) থেকে উদ্ধৃত গোপিকাদের উক্তি। শরতের আগমনে বৃন্দাবনে গোচারণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁশী বাজালে গোপিকারা তাঁর বংশীর সৌভাগ্য বর্ণনা করে এইভাবে আলোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪১

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোক শুনে, ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত ভাবে পাগলের মতো প্রলাপ করতে করতে তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪২

এহো ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন গোপী অন্য গোপীদের বলছেন—'দেখ, ব্রজেন্দ্রনন্দনের এ কি আশ্চর্য লীলা! সে অবশ্যই ব্রজের কন্যাদের পরিণয় করবে, অতএব গোপীরা জানেন যে, কৃষ্ণের অধরামৃত তাদেরই নিজধন এবং সেই অধরামৃত অন্যের লভ্য নয়।'

শ্লোক ১৪৩

গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থ, কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ১৪৩ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে গোপীগণ, বিচার করে দেখ যে, এই বংশী জন্মান্তরে অবশ্যই কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র জপ করেছিল, যার ফলে সে কৃষ্ণের এই অধর সুধা এইভাবে পান করছে।

শ্লোক ১৪৪

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর 'পুরুষজাতি',
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এই বেণু অতিশয় অযোগ্য কেননা সে স্থাবর বংশজাতি, তার উপরে সে আবার জাতিতে পুরুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কৃষ্ণের অধরের অমৃতসুধা, যার আশায় গোপীরা প্রাণধারণ করে, তা পান করছে।

শ্লোক ১৪৫

যার ধন, না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত যদিও গোপীদের স্বকীয় ধন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাঁদের না বলে বলপূর্বক পান করে এবং গোপীদের উচ্চরবে পান করতে আহ্বান করে। আবার, এই বেণুর তপস্যার ফল এবং ভাগ্য-বলও দেখ, তাঁর উচ্ছিষ্ট মহাজনেরা পর্যন্ত খান।

শ্লোক ১৪৬

মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।

বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণ যখন ভুবন-পাবনী কালিন্দী ও মানস গঙ্গাতে স্নান করেন, তখন তাঁরা লোভ-পরবশ হয়ে বেণুর উচ্ছিষ্ট অধর-রস হর্ষ ভরে পান করেন।

শ্লোক ১৪৭

এ-ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী ।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নদীর কথা দূরে থাকুক, তারা তো নারী, সেই নদী-তীরস্থ তাপস-সদৃশ পর উপকারী বৃক্ষগুলিও কিজন্য যে মূলদ্বারা নদীর উপভুক্ত শেষরস আর্কষণ করে পান করে, তা বুঝতে পারি না।

শ্লোক ১৪৮

নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকশিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার ।
বেণুরে মানি' নিজ-জাতি, আর্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব' হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই সমস্ত বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশ রূপে হাস্য বিকশিত হয়ে মধুর ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে। মনে হয়, আর্য পুরুষদের পুত্র-পৌত্র 'বৈষ্ণব' হলে তারা যেমন আনন্দবিকার লাভ করেন, বৃক্ষগুলিও যেন তাদের স্ববংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে বৈষ্ণব হতে দেখে এইভাবে আনন্দিত হচ্ছেন।'

শ্লোক ১৪৯

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী ।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীরা তখন বিবেচনা করলেন, 'এই বেণু নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা যোগ্যা নারী। বেণুর যে কি তপস্যা, তা জানতে পারলে আমরাও সেইভাবে তপস্যা করব। আমাদের মনের কথা এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণের অধরামৃত পান করছে, তা দেখে আমরা দুঃখে মরে যাচ্ছি। সেজন্যই আমরা বেণুর তপস্যা বিচার করছি।' "

শ্লোক ১৫০

এতেক প্রলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায় ।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রলাপ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে নিয়ে কখনও নাচলেন, কখনও গাইলেন, কখনও ভাবাবেশে মূর্ছিত হলেন। এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রি-দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫১

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করার আশা করে, আমি দীনহীন কৃষ্ণদাস অমৃত থেকেও মধুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গাইছি।

ইতি—'শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণ যখন ভুবন-পাবনী কালিন্দী ও মানস গঙ্গাতে স্নান করেন, তখন তাঁরা লোভ-পরবশ হয়ে বেণুর উচ্ছিষ্ট অধর-রস হর্ষ ভরে পান করেন।

শ্লোক ১৪৭

এ-ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী ।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নদীর কথা দূরে থাকুক, তারা তো নারী, সেই নদী-তীরস্থ তাপস-সদৃশ পর উপকারী বৃক্ষগুলিও কিজন্য যে মূলদ্বারা নদীর উপভুক্ত শেষরস আর্কষণ করে পান করে, তা বুঝতে পারি না।

শ্লোক ১৪৮

নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকশিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার ।
বেণুরে মানি' নিজ-জাতি, আর্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব' হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই সমস্ত বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশ রূপে হাস্য বিকশিত হয়ে মধুর ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে। মনে হয়, আর্য পুরুষদের পুত্র-পৌত্র 'বৈষ্ণব' হলে তারা যেমন আনন্দবিকার লাভ করেন, বৃক্ষগুলিও যেন তাদের স্ববংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে বৈষ্ণব হতে দেখে এইভাবে আনন্দিত হচ্ছেন।'

শ্লোক ১৪৯

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী ।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীরা তখন বিবেচনা করলেন, 'এই বেণু নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা যোগ্যা নারী। বেণুর যে কি তপস্যা, তা জানতে পারলে আমরাও সেইভাবে তপস্যা করব। আমাদের মনের কথা এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণের অধরামৃত পান করছে, তা দেখে আমরা দুঃখে মরে যাচ্ছি। সেজন্যই আমরা বেণুর তপস্যা বিচার করছি।' "

শ্লোক ১৫০

এতেক প্রলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায় ।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রলাপ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে নিয়ে কখনও নাচলেন, কখনও গাইলেন, কখনও ভাবাবেশে মূর্ছিত হলেন। এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রি-দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫১

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করার আশা করে, আমি দীনহীন কৃষ্ণদাস অমৃত থেকেও মধুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গাইছি।

ইতি—'শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি অনুভাব-উন্মাদ প্রলাপ

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—'ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিন রাত্রে তাঁর ঘরের দ্বার না খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তিনটি প্রাচীর লঙ্ঘন করে তিনি তৈলঙ্গী গাভীদের মাঝখানে কূর্মের আকারে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। সে ঘটনাই এখানে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।'

শ্লোক ১

লিখ্যতে শ্রীল-গৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্ ।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

লিখ্যতে—লেখা হচ্ছে; **শ্রীল**—সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রী-সম্পন্ন; **গৌর**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **ইন্দোঃ**—চন্দ্র-সদৃশ; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **অলৌকিকম্**—অলৌকিক; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **দৃষ্টম্**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে; **তৎ-মুখাৎ**—তাঁদের মুখ থেকে; **শ্রুত্বা**—শুনে; **দিব্য-উন্মাদ**—দিব্য উন্মাদনায়; **বিচেষ্টিতম্**—বিশেষ কার্যকলাপ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অদ্ভুত অলৌকিক দিব্য উন্মাদ চেষ্টা যাঁরা স্বচক্ষে দেখেন, তাঁদের মুখ থেকে শ্রবণ করেই আমি তা লিখছি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
উন্মাদের চেষ্টা, প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাত্রি-দিন উন্মাদের মতো আচরণ করতেন এবং প্রলাপ করতেন।

শ্লোক ৪

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে ।
অর্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা আলোচনা করে অর্ধ-রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ৫

যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয় ।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন যে রকম ভাবের উদয় হত, সেই ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী গান গাইতেন।

শ্লোক ৬

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা, এবং বিশেষ করে জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে রামানন্দ রায় শ্লোক পড়তেন।

শ্লোক ৭

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই কোন শ্লোক পড়তেন, এবং তারপর বিলাপ করে সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতেন।

শ্লোক ৮

এইমতে নানাভাবে অর্ধরাত্রি হৈল ।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে, স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় তাঁদের ঘরে গেলেন।

শ্লোক ৯

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন ।
সবরাত্রি প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্তন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘরের দরজার সামনে শয়ন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারারাত ধরে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ১০

আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান ।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনি শুনতে পেলেন, এবং ভাবাবেশে তিনি তখন সেখানে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১১

তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া ।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হঞা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরের তিনটি দরজাতেই কপাট দেওয়া ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবেশে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শ্লোক ১২

সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভীগণ ।
তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে যেখানে তৈলঙ্গী-গাভীদের রাখা হয়, সেখানে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচেতন হয়ে পড়ে রইলেন।

শ্লোক ১৩

এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাঞা ।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

ইতিমধ্যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়া শব্দ না পেয়ে, গোবিন্দ স্বরূপ দামোদরকে ডেকে এনে কপাট খুললেন।

শ্লোক ১৪

তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু ঘরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সমস্ত ভক্তদের নিয়ে দীপ জ্বেলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫

ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ-মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

ইতস্তত অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা মন্দিরের সিংহদ্বারে গেলেন, এবং সেখানে গাভীদের মাঝখানে অচেতন অবস্থায় মহাপ্রভুকে খুঁজে পেলেন।

শ্লোক ১৬

পেটের ভিতর হস্ত-পদ—কূর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হাত-পা কূর্মের মতো তাঁর শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে, তাঁর মুখ থেকে ফেনা পড়ছে, তাঁর সারা অঙ্গ পুলকিত এবং তাঁর চোখে অশ্রুর ধারা।

শ্লোক ১৭

অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি কুমড়ার মতো অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁর বাইরে জড়তা কিন্তু তাঁর অন্তর আনন্দ বিহ্বল।

শ্লোক ১৮

গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গোশালার সমস্ত গাভীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধ শুঁকছিল, এবং ভক্তেরা যখন তাদের সেখান থেকে সরাবার চেষ্টা করলেন, তখন তারা কিছুতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ ছাড়তে চাইছিল না।

শ্লোক ১৯

অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা নানাভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চেতনা ফিরে এল না। তখন তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ২০

উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কানে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন, এবং অনেকক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এল।

শ্লোক ২১

চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল।
পূর্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এল, তখন তাঁর হাত এবং পা তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল, এবং তাঁর শরীর ঠিক আগের মতো হল।

শ্লোক ২২

উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি।
স্বরূপে কহেন,—"তুমি আমা আনিলা কতি? ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন উঠে বসে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলেন, এবং তারপর স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

শ্লোক ২৩

বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বাঁশীর শব্দ শুনে আমি বৃন্দাবনে গেলাম, এবং সেখানে দেখলাম যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে বাঁশী বাজাচ্ছে।

শ্লোক ২৪

সঙ্কেত-বেণু-নাদে রাধা আনি' কুঞ্জঘরে ।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর বংশীধ্বনির সংকেতের দ্বারা সে শ্রীমতী রাধারাণীকে কুঞ্জঘরে নিয়ে এল; এবং তাঁর সঙ্গে লীলা-বিলাস করার জন্য তাঁকে নিয়ে কুঞ্জে প্রবেশ করল।

শ্লোক ২৫

তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর পিছনে পিছনে আমিও কুঞ্জে প্রবেশ করলাম, এবং তাঁর অলঙ্কারের শব্দ আমার কানকে মোহিত করল।

শ্লোক ২৬

গোপীগণ-সহ বিহার, হাস, পরিহাস ।
কণ্ঠধ্বনি-উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করে কৃষ্ণ লীলা-বিলাস করছিল, এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর এবং কথাবার্তা শুনে আমার কর্ণের উল্লাস হল।

শ্লোক ২৭

হেনকালে তুমি-সব কোলাহল করি' ।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সময় তোমরা সকলে কোলাহল করে জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এলে।

শ্লোক ২৮

শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী ।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥" ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে আমি আর সেই অমৃতসম বাণী শুনতে পেলাম না, এবং তাঁদের ভূষণ ও মুরলীর ধ্বনি শুনতে পেলাম না।"

শ্লোক ২৯

ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদ্‌গদ-বাণী ।
'কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন, শুনি ॥' ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবাবেশে, গদ্‌গদ স্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন স্বরূপ দামোদরকে বললেন, "আমার কর্ণ তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। সেই তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য তুমি আমাকে শ্লোক পড়ে শোনাও।"

শ্লোক ৩০

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব জেনে স্বরূপ দামোদর মধুর স্বরে ভাগবতের শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ৩১

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩১ ॥

কা স্ত্রী—কোন্ সে রমণী; অঙ্গ—হে কৃষ্ণ; তে—তোমার; কলপদ—ছন্দের দ্বারা; অমৃত-বেণু-গীত—মধুর মুরলীর ধ্বনি; সম্মোহিতা—সম্মোহিত হয়ে; আর্য-চরিতাৎ—সতীত্ব ধর্ম থেকে; ন—না; চলেৎ—বিচলিত হয়; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিজগতে; ত্রৈ-লোক্য-সৌভগম্—ত্রিভুবনের সৌভাগ্য স্বরূপ; ইদম্—এই; চ—এবং; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; রূপম্—সৌন্দর্য; যৎ—যা; গো—গাভী সকল; দ্বিজ—পক্ষী সকল; দ্রুম—বৃক্ষ সকল; মৃগাঃ—বন্য পশু সকল যেমন হরিণ; পুলকানি—পুলক; অবিভ্রন্—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, তোমার অমৃত মধুর বংশীধ্বনির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ স্ত্রী তার সতীত্ব ধর্ম থেকে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করে গাভীসকল, পক্ষীসকল, বৃক্ষসকল ও মৃগসকল পুলকিত হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২৯/৪০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩২

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোক শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হলেন, এবং সেই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

হৈল গোপী-ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন ।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য-বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি',
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "গোপীগণ ভাবে আবিষ্ট হয়ে রাসলীলায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য বাক্য শ্রবণ করে, কৃষ্ণের সেই পরিহাসকে সত্য বলে মনে করে, ভাবলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদের ত্যাগ করতে চাইছেন। তাই তখন তাঁরা রুষ্ট হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন।

শ্লোক ৩৪

"নাগর, কহ, তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়? ৩৪ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা বললেন, " 'হে নাগর, বল দেখি, এই ত্রিজগতে যত যোগ্যা নারী আছে, তোমার বেণু কাকে না আকর্ষণ করে?

শ্লোক ৩৫

কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী-মন ।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'জগতে তুমি বেণুধ্বনি করলে, তা মন্ত্রসিদ্ধা যোগিনীরূপে দূতী হয়ে নারীদের মন মোহিত করে এবং তাদের মহা উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে (পতি-গুরুজন প্রভৃতির সেবারূপ) বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করিয়ে তাদের তোমার কাছে সমর্পণ করে।

শ্লোক ৩৬

ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা, ভয়, সকল ছাড়ায় ।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' পতিত্যাগে 'দোষ',
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখায়! ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই বেণু ও কটাক্ষরূপ কামশর দ্বারা আমাদের বিদ্ধ করে ধর্মপথ ও লজ্জা-ভয় ছাড়িয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু পতিত্যাগ আদি দোষ দর্শন করিয়ে এখন তুমি ধার্মিকের মতো আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ!

শ্লোক ৩৭

অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমার মন—এক রকম, কথা—অন্য রকম ও আচরণ—আর এক রকম। এই সমস্ত তোমার শঠতার পরিপাটী বা কৌশল মাত্র। তুমি পরিহাস জান, তাতে নারীর সর্বনাশ হয়, অতএব এই সব কপটতা ছাড়।

শ্লোক ৩৮

বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত ।

তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত?" ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এক বেণুনাদরূপ অমৃত ঘোল, তাতে আবার বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট বুলি, তাতে আবার অমৃত সমান ভূষণ-ধ্বনি,—এই তিন প্রকার অমৃত মিলে আমাদের কান, মন ও প্রাণ হরণ করছে। নারী হয়ে আমরা কিভাবে আমাদের চিত্ত স্থির রাখব?' "

শ্লোক ৩৯

এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রোধের আবেশে ভাবের তরঙ্গে ভাসতে লাগলেন, এবং তাঁর মন উৎকণ্ঠারূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। রাধারাণীর উৎকণ্ঠাসূচক বাণী পড়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥ ৪০ ॥

নদৎ—গভীর ধ্বনি; জলদ—মেঘ; নিস্বনঃ—কণ্ঠস্বর; শ্রবণ—কর্ণ; কর্ষি—আকর্ষণ করে; সৎ-শিঞ্জিতঃ—অলঙ্কারের কিঙ্কিণি ধ্বনি; স-নর্ম—গভীর অর্থ সমন্বিত; রস-সূচক—পরিহাস পূর্ণ; অক্ষর—অক্ষর; পদ-অর্থ—পদের অর্থ; ভঙ্গী—ভঙ্গি; উক্তিকঃ—উক্তি; রমা-আদিক—লক্ষ্মীদেবী প্রমুখ; বর-অঙ্গনা—সুন্দরী রমণীদের; হৃদয়-হারি—হৃদয় হরণকারী; বংশী-কলঃ—বংশীর ধ্বনি; সঃ—তা; মে—আমার; মদন-মোহনঃ—মদনমোহন; সখি—হে সখি; তনোতি—বর্ধন করে; কর্ণ-স্পৃহাম্—শ্রবণাভিলাষ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, " 'হে সখি, যাঁর কণ্ঠস্বর মেঘের মতো গম্ভীর, যাঁর ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে; যাঁর নর্মবাক্যে অনেক ভঙ্গি আছে, যাঁর মুরলী-

ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদন-মোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* গ্রন্থে (৮/৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪১

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতি-কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"নবীন মেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করে যাঁর কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান; যাঁর মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায়; যাঁর সামান্য কিছু মাত্র কর্ণগত হলেই জগতের অন্যান্য কানকে এমন নিমগ্ন করে, যে সেই কান আর ফিরে আসতে পারে না।

শ্লোক ৪২

কহ, সখি, কি করি উপায়?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৪২ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দ-গুণে আমার কর্ণ অপহৃত হয়েছে, এখন তা না পেয়ে আমি তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি।

শ্লোক ৪৩

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কণ-ধ্বনি চটকে লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে' তার কাণে,
অন্য শব্দ সে-কাণে না যায় ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনি হংস এবং সারসের স্বরকে পরাজিত করে, তাঁর কঙ্কণ-ধ্বনি চটক পাখীকে লজ্জা দেয়। যার কানে তা একবার প্রবেশ করে, সে অন্য কোন শব্দকেই কানে আর প্রবেশ করতে দেয় না।

শ্লোক ৪৪

সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ।
শব্দ, অর্থ,—দুইশক্তি, নানা-রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম-বিভূষিত ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের বচন-মাধুরী অমৃত থেকেও পরম-অমৃতময়ী; তা আবার হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত; তা শব্দ ও অর্থ এই দুই শক্তি সমন্বিত। তা শৃঙ্গার আদি নানা রস ব্যক্ত করে, এবং তার প্রতিটি অক্ষর—নর্ম অর্থাৎ পরিহাস বিভূষিত।

শ্লোক ৪৫

সে অমৃতের এক-কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে ।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই অমৃতের এক কণা—কর্ণরূপ চকোরের জীবন স্বরূপ; তার আশাতেই কর্ণ-চকোর জীবিত থাকে; কখনও ভাগ্যবশত তা প্রাপ্ত হয়, কখনও অভাগ্যবশে তা পায় না; যখন পায় না, তখন পিপাসায় সে মরণাপন্ন হয়।

শ্লোক ৪৬

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায় ।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূল্যে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ-পাশে ধায় ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর বেণু-কলধ্বনি একবার শুনলে জগতের সমস্ত রমণীর চিত্ত শিথিল হয়ে পড়ে, নীবিবন্ধ খসে পড়ে এবং তারা বিনা-মূল্যের দাসী হয়ে উন্মাদিনীর মতো কৃষ্ণের কাছে ছুটে যায়।

শ্লোক ৪৭

যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায় ।

না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তাঁর কাকলী রব শ্রবণ করার প্রত্যাশা করে কৃষ্ণের কাছে এসেও কৃষ্ণ-সঙ্গ না পাওয়ায় তাঁর তৃষ্ণা-তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়; সেই আশায় তিনি তপস্যা করেও কৃষ্ণকে লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৮

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান ।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥" ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চারপ্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ বচন, নূপুর-কঙ্কণ-শব্দ, কণ্ঠ-ধ্বনি ও মুরলীর ধ্বনি—ভাগ্যবান লোকের কর্ণেই প্রবেশ করে। যার কর্ণে এই চারটি শব্দামৃত প্রবেশ করেনি, সেই কর্ণের জন্মই বৃথা; তা কাণাকড়ির মতো নিরর্থক।"

শ্লোক ৪৯

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন ।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানা-ভাবের হইল মিলন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এইভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন তাঁর মনে উদ্বেগ ও ভাবের উদয় হল, এবং তখন তাঁর মন আলম্বনহীন হয়ে পড়ল। তাঁর অন্তরে তখন উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি আদি নানা ভাবের মিলন হল।

শ্লোক ৫০

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক ।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ভাবের সমন্বয়ে লীলাসুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চিত্তে শ্রীমতী রাধারাণীর একটি উক্তি উদিত হয়েছিল। সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন, এবং উন্মাদের মতো তিনি সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলেন, যার অর্থ সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৫১

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫১ ॥

কিম্—কি; ইহ—এখানে; কৃণুমঃ—আমি করব; কস্য—কার; ব্রূমঃ—আমি বলব; কৃতম্—যা করা হয়েছে; কৃতম্—করা হয়েছে; আশয়া—আশায়; কথয়ত—দয়া করে বল; কথাম্—কথা; অন্যাম্—অন্য; ধন্যাম্—মঙ্গলময়; অহো—হায়; হৃদয়ে—আমার হৃদয়ে; শয়ঃ—শায়িত; মধুর-মধুর—মধুর থেকেও মধুরতর; স্মের—হেসে; আকারে—যার রূপ; মনঃ-নয়ন—মন এবং চক্ষুর; উৎসবে—আনন্দ উৎসবে; কৃপণ-কৃপণা—কৃপণের থেকেও অধিক কৃপণ; কৃষ্ণে—কৃষ্ণের জন্য; তৃষ্ণা—পিপাসা; চিরম্—প্রতিক্ষণ; বত—হায়; লম্বতে—বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'হায়, আমি কি করব? কাকেই বা বলব? তাঁর আশায় যা করেছি, সেই পর্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ভাল কথা বল। কামদেবরূপে তিনিই আমার হৃদয়ে শয়ন করে আছেন, অতএব তাঁর কথা কিভাবেই বা ছাড়ব? সেই মধুর মধুর হাস্য মূর্তি মন ও নয়নের উৎসব স্বরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্য-ভাবময়ী তৃষ্ণা সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণীর এই উক্তিটি *কৃষ্ণ-কর্ণামৃত* (৪২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫২

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায়-চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুঁছো, কে কহে উপায়? ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ-বিরহজনিত উদ্বেগে আমার মন অস্থির হয়েছে এবং তাঁকে পাওয়ার কোনও উপায় আমি চিন্তা করতে পারছি না। হে সখীগণ, বিষাদে তোমাদের মনও বিচলিত হয়েছে, তাই আমি কাকে জিজ্ঞাসা করব, কে আমাকে কৃষ্ণ পাওয়ার উপায় বলে দেবে?

শ্লোক ৫৩

হাহা সখি, কি করি উপায়!
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥" ৫৩ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হা হা সখি, কিভাবে আমি কৃষ্ণকে পেতে পারি? আমি এখন কি করি? কোথায় যাব? কোথায় গেলে আমি কৃষ্ণকে পাব? কেননা কৃষ্ণকে না পাওয়ায় আমার প্রাণ আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।"

শ্লোক ৫৪

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ-নির্ধারণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবোদ্গম হল, এবং তিনি হঠাৎ স্থির হয়ে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন। তাঁর তখন পিঙ্গলার উক্তি মনে পড়ল, এবং সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করে তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পিঙ্গলা বেশ্যা বলেছিল, *আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।* সেই উক্তি স্মরণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাতে ভাবোদয় করিয়ে অর্থ নির্ধারণ করতে লাগলেন। পিঙ্গলা বেশ্যার কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (৮/২২-৪৪), এবং *মহাভারতে (শান্তি পর্ব,* ১৭৪ পরিচ্ছেদ) বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি' দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণ-বিস্মরণ ॥" ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'আমি যদি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশা ছেড়ে দিই, তাহলে আমি সুখী হতে পারব। তাই, অধন্য কৃষ্ণ-কথা ছাড়, তার থেকে বরং অন্য ধন্য কথা বল, যাতে কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া যায়।"

শ্লোক ৫৬

কহিতেই হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্তি,
সখীরে কহে হঞা বিস্মিতে ।
"যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥" ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেকথা বলা মাত্রই, শ্রীমতী রাধারাণীর চিত্তে কৃষ্ণের স্ফূর্তি হল। তখন বিস্মিত হয়ে তিনি তাঁর সখীকে বললেন, "যাঁকে ছাড়তে চাই, তিনি আমার হৃদয়ে শুয়ে রয়েছেন। কিভাবে আমি তাঁকে ছাড়তে পারি।'

শ্লোক ৫৭

রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় 'কাম'-জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে ।
কহে—"যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥" ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর স্বভাব কৃষ্ণকে কামদেব বলে মনে করা, এবং তার ফলে তিনি অন্তরে ভীত হলেন। তিনি বললেন, 'এই কামদেব, যে সারা জগতকে পরাভূত করে সে আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমার এই মহাশত্রু আমাকে মুহূর্তের জন্যও তাঁর কথা ভুলে যেতে দেয় না।'

শ্লোক ৫৮

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ-রাজ্য-মনে ।
মনে হইল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর মহা ঔৎসুক্যে সে অন্য সমস্ত ভাবরূপ সৈন্যদের পরাস্ত করে শ্রীমতী রাধারাণীর মনরূপ রাজ্যে তার প্রভাব বিস্তার করল। তাঁর মনে তখন লালসার উদয় হল, এবং কোনভাবে তা বশীভূত করতে না পেরে দুঃখে তিনি তাঁর মনকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৯

"মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায় ।
মধুর-হাস্য-বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার বাম্যভাব প্রযুক্ত দীন মন কৃষ্ণকে না পেয়ে জল বিনা মাছের মতো মরে যাচ্ছে। কিন্তু যখন আমি আমার মন ও নেত্রের রসায়ন স্বরূপ কৃষ্ণের মধুর হাস্যযুক্ত বদন দর্শন করি, তখন আমার তৃষ্ণা দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৬০

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্গুণ-সাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর! ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হায় হায়! আমার প্রাণধন কৃষ্ণ কোথায়? পদ্মলোচন কৃষ্ণ কোথায়? হায় হায়! দিব্য সদ্গুণের সাগর কৃষ্ণ কোথায়? হায় হায়! শ্যামসুন্দর, পীতাম্বরধর কৃষ্ণ কোথায়? হায় হায়! রাস-বিলাসের নাগর কৃষ্ণ কোথায়?

শ্লোক ৬১

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাঁহা যাই",
এত কহি' চলিলা ধাঞা ।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজস্থানে বসাইলা লৈঞা ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমি কোথায় যাই? কোথায় গেলে আমি তোমাকে পাব? দয়া করে আমাকে বল। আমি সেখানেই যাব।' " এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছুটতে লাগলেন। তখন স্বরূপ দামোদর উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং তাঁকে কোলে করে তাঁর স্থানে এনে তাঁকে বসালেন।

শ্লোক ৬২

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
"স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান।"
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন হঠাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এল এবং তিনি স্বরূপ দামোদরকে বললেন, "স্বরূপ, তুমি কিছু মধুর গান কর। তখন স্বরূপ দামোদর বিদ্যাপতির রচিত কবিতা এবং গীতগোবিন্দ থেকে শ্লোক গাইতে লাগলেন, এবং তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কান জুড়িয়ে গেল।

শ্লোক ৬৩

এইমত মহাপ্রভু প্রতি-রাত্রি-দিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতি রাত্রে এবং দিনে উন্মাদের মতো আচরণ করে প্রলাপ করতেন।

শ্লোক ৬৪

একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিনে তাঁর যত ভাবের বিকার হত, তা অনন্তদেব সহস্র মুখেও পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৬৫

জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন?
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমার মতো একজন দীন জীব কিভাবে তা বর্ণনা করবে? শাখাচন্দ্রের ন্যায় আমি কেবল তাঁর দিগ্‌দর্শন করি।

শ্লোক ৬৬

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম-চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বর্ণনা যিনি শোনেন তাঁর মন এবং কান সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়, এবং তিনি মহাপ্রভুর অলৌকিক গূঢ়প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৬৭

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য-মহিমা অদ্ভুতভাবে গভীর। স্বয়ং আস্বাদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই মাধুর্য-মহিমার সীমা দেখালেন।

শ্লোক ৬৮

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য!
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্ভুত দয়ালু এবং অদ্ভুত বদান্য। তাঁর মতো দয়ালু দাতার কথা এই জগতে আমরা আর কখনও শুনিনি।

শ্লোক ৬৯

সর্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করুন। তাহলেই কেবল কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ৭০

এই ত' কহিলুঁ 'কূর্মাকৃতি'-অনুভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি অনুভাব বর্ণনা করলাম। সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলেন এবং উন্মাদের মতো প্রলাপ বলেছিলেন।

শ্লোক ৭১

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে কৈরাছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ গ্রন্থে এই লীলা পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭২

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

অনুদ্ঘাট্য—না খুলে; দ্বার-ত্রয়ম্—তিনটি দ্বার; উরু—উন্নত; চ—এবং; ভিত্তি-ত্রয়ম্—তিনটি প্রাচীর; অহো—কি আশ্চর্য; বিলঙ্ঘ্য—অতিক্রম করে; উচ্চৈঃ—অতি উচ্চ; কালিঙ্গিক—তৈলঙ্গ প্রদেশের কালিঙ্গ দেশের; সুরভি-মধ্যে—গাভীদের মধ্যে; নিপতিতঃ—পতিত হয়ে; তনু-উদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ—শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত করে; কমঠঃ—একটি কূর্ম; ইব—মতন; কৃষ্ণ-উরু-বিরহাৎ—গভীর কৃষ্ণ-বিরহে; বিরাজন্—বিরাজ করেছিলেন; গৌরাঙ্গঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; হৃদয়ে—আমার হৃদয়ে; উদয়ন্—উদিত হয়ে; মাম্—আমাকে; মদয়তি—উন্মত্ত করছে।

অনুবাদ

"বদ্ধ দ্বার তিনটি খোলা হয়নি, অথচ সেই ঘর থেকে বেরিয়ে তিনটি প্রাচীর অতিক্রম করে তৈলঙ্গী গাভীদের মধ্যে নিপতিত, সমস্ত শরীর সঙ্কোচ পূর্বক কৃষ্ণ-বিরহে কূর্মাকৃতি হয়ে যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করেছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছেন।"

শ্লোক ৭৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি অনুভাব-উন্মাদ প্রলাপ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমুদ্র-পতন লীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—'শরতের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে একদিন মহাপ্রভু আইটোটা থেকে সমুদ্র দর্শন করে, সমুদ্রকে যমুনা বলে মনে করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন,—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি আস্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য। এইভাবে ভাসতে ভাসতে মহাপ্রভু কোণার্কের দিকে চললেন। কোন জেলে 'বড় মাছ' বলে তাঁকে জাল দিয়ে টেনে দেখল যে অচৈতন্য অবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হয়েছে। তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র সেই জেলের প্রেমাবেশ হল। সে ভয় করল যে, আমার কাঁধে এই ভূত পেয়ে বসেছে। এই মনে করে সে ওঝার কাছে যাচ্ছিল, এমন সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাভাবে অন্বেষণ করে স্বরূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তরা তীরে আসতে আসতে তার সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের জিজ্ঞাসা ক্রমে সে তার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ গোস্বামী দেখলেন যে, সেই জেলেটি মহাপ্রভুকে তীরে তুলেছে। কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়ে জালিয়ার ভয়রূপ ভূত ছাড়ালেন। পরে মহাপ্রভুকে নাম কীর্তনের দ্বারা সচেতন করে উঠিয়ে তাঁর লীলা শ্রবণ করতে করতে তাঁকে গৃহে আনলেন।

শ্লোক ১

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব ।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥ ১ ॥

শরৎ-জ্যোৎস্না—শরতের জ্যোৎস্নায়; **সিন্ধোঃ**—সমুদ্রের; **অবকলনয়া**—দর্শনের দ্বারা; **জাত**—মনে হয়েছিল; **যমুনা**—যমুনা নদী; **ভ্রমাৎ**—ভ্রমবশত; **ধাবন্**—ছুটে গিয়ে; **যঃ**—যিনি; **অস্মিন্**—এই; **হরি-বিরহ**—শ্রীহরির বিরহ-জনিত; **তাপ**—দুঃখ; **অর্ণবে**—সমুদ্রে; **ইব**—যেন; **নিমগ্নঃ**—নিমগ্ন হয়ে; **মূর্চ্ছালঃ**—অচেতন; **পয়সি**—জলে; **নিবসন্**—ছিলেন; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **অখিলাম্**—সমস্ত; **প্রভাতে**—সকাল বেলা; **প্রাপ্তঃ**—পেয়েছিলেন; **স্বৈঃ**—তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দ্বারা; **অবতু**—পালন করুন; **সঃ**—তিনি; **শচী-সূনুঃ**—শচীমাতার পুত্র; **ইহ**—এখানে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

যিনি শরতের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে সমুদ্রকে দেখে যমুনা ভ্রমে হরিবিরহ তাপার্ণবে নিমগ্ন হয়ে জলের মধ্যে পড়ে সমস্ত রাত্রি মূর্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে স্বরূপ আদি

তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই শচীনন্দন তাঁর লীলার দ্বারা আমাদের পালন করুন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জয়। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়। এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয়।

শ্লোক ৩

এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে ।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদরূপ সমুদ্রে দিন-রাত ভাসমান হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৪

শরৎকালের রাত্রি, সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল ।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি-সকল ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শরৎকালের একরাত্রে চাঁদের আলোয় যখন সবকিছু ঝলমল করছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

শ্লোক ৫

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেন কৌতুক দেখিতে ।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করে এবং রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়তে পড়তে এবং শুনতে শুনতে তিনি উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন।

শ্লোক ৬

কভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্তন ।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে তিনি কখনও গান করছিলেন এবং নৃত্য করছিলেন, কখনও ভাবাবেশে রাসলীলার অনুকরণ করছিলেন।

শ্লোক ৭

কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায় ।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি' যায় ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও ভাবাবেশে উন্মত্ত হয়ে তিনি ইতস্তত ছুটে যাচ্ছিলেন, কখনও মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ছিলেন এবং কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ৮

রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে ।
পূর্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদরের মুখে রাসলীলার শ্লোক শুনে অথবা নিজে আবৃত্তি করে, তিনি পূর্বের মতো সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করছিলেন।

শ্লোক ৯

এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক ।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তিনি রাসলীলার সমস্ত শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করছিলেন। কখনও তিনি হরষিত হচ্ছিলেন এবং কখনও তিনি বিষাদগ্রস্ত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ১০

সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব 'বিকার' ।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি-বিস্তার ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

সে সমস্ত শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে, এবং সে সমস্ত বিকারের কথা বর্ণনা করতে গেলে এই গ্রন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে।

শ্লোক ১১

দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে ।
অতিবাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থ না কৈলুঁ লিখনে ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

এই গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করে, অন্ত্যলীলার বার-বছর প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলা-বিলাস করেছিলেন তা আমি বর্ণনা করলাম না।

শ্লোক ১২

পূর্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন ।
তৈছে জানিহ 'বিকার' 'প্রলাপ' বর্ণন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

আগে আমি যেমন দিগ্‌দরশন করেছি, তেমনইভাবে আমি মহাপ্রভুর বিকার এবং প্রলাপের বর্ণনা করছি।

শ্লোক ১৩

সহস্র-বদনে যবে কহয়ে 'অনন্ত' ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একদিনের লীলাও অনন্তদেব সহস্রমুখে বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না।

শ্লোক ১৪

কোটিযুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

কোটি যুগ ধরে লিখেও গণেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একদিনের লীলা বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ১৫

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার ।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর? ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের প্রেম-বিকার দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণও চমৎকৃত হন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁর অন্ত পান না, তাঁর অন্ত আর কে খুঁজে পেতে পারে?

শ্লোক ১৬-১৭

ভক্ত-প্রেমার যত দশা, যে গতি প্রকার ।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে ।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের প্রেমের যত দশা, যত প্রকার গতি, যত দুঃখ, যত সুখ, যত বিকার, তা শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। তাই তা আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেন।

শ্লোক ১৮

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায় ।
আপনে নাচয়ে,—তিনে নাচে একঠাঞি ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, তাঁর ভক্তকে নাচায় এবং নিজে নাচে—এইভাবে এই তিনে এক স্থানে নাচে।

শ্লোক ১৯

প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন ।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন' ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বর্ণনা করতে চায়, সে যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়।

শ্লোক ২০

বায়ু যৈছে সিন্ধু-জলের হরে এক 'কণ' ।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

বায়ু যেমন সমুদ্রের জলের এক কণা হরণ করে, জীব তেমন কৃষ্ণ-প্রেমরূপ সমুদ্রের এক কণা কেবল স্পর্শ করতে পারে।

শ্লোক ২১

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত ।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত? ২১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমের সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে অন্তহীন তরঙ্গ ওঠে। নগণ্য জীব কিভাবে তার অন্ত খুঁজে পাবে?

শ্লোক ২২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন ।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ' ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেছিলেন, তা স্বরূপ দামোদর প্রমুখ তাঁর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদেরাই কেবল জানতেন।

শ্লোক ২৩

জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক 'কণ' ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

কোন সাধারণ জীব যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেন, তখন তিনি নিজেকে পবিত্র করার জন্য কেবল সেই মহা সমুদ্রের এক কণা স্পর্শ করেন।

শ্লোক ২৪

এইমত রাসের শ্লোক-সকলই পড়িলা ।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে রাসলীলার সমস্ত শ্লোক পড়া হল, তারপর তিনি জলকেলির শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৫ ॥

তাভিঃ—তাঁদের দ্বারা (গোপীদের); যুতঃ—সহ; শ্রমম্—শ্রান্তি; অপোহিতুম্—দূর করার জন্য; অঙ্গ-সঙ্গ—অঙ্গ স্পর্শের দ্বারা; ঘৃষ্ট—মর্দিত; স্রজঃ—ফুল মালা; সঃ—তিনি; কুচ-কুঙ্কুম—বক্ষের কুমকুমের দ্বারা; রঞ্জিতায়াঃ—রঞ্জিত; গন্ধর্ব-প—গন্ধর্বদের মতো; অলিভিঃ—মৌমাছিদের দ্বারা; অনুদ্রুতঃ—অনুসৃত; আবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; বাঃ—জল; শ্রান্তঃ—পরিশ্রান্ত হয়ে; গজীভিঃ—হস্তিনীদের দ্বারা; ইভ—হস্তীদের; রাট্—রাজা; ইব—মতন; ভিন্ন-সেতুঃ—বৈদিক নীতি-বোধের অতীত।

অনুবাদ

"হস্তিনীদের সঙ্গে গজরাজ যেভাবে জলক্রীড়া করে, তেমনইভাবে লোক-ধর্মাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় শ্রান্ত হয়ে গন্ধর্ব-পতিদের মতো মৌমাছিদের দ্বারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত হয়ে শ্রম অপনোদন করার আশায় জলে প্রবেশ করলেন। সেই সময় গোপীদের কুচ-কুঙ্কুম রঞ্জিত মালা তাঁদের অঙ্গ-সঙ্গের দ্বারা মর্দিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/২২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৬

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ আইটোটা থেকে সমুদ্র দেখলেন।

শ্লোক ২৭

চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল ।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল' ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সমুদ্রের তরঙ্গ ঝলমল করছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন যমুনার জল।

শ্লোক ২৮

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা ।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধু-জলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রকে যমুনা নদী বলে ভুল করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের অলক্ষ্যে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন।

শ্লোক ২৯

পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে ।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রে পড়া মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হলেন, তাঁর তখন কোন রকম চেতনা ছিল না। সমুদ্রের তরঙ্গে কখনও তিনি ডুবতে লাগলেন আবার কখনও ভাসতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০

তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট? ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রের তরঙ্গ তাঁকে শুষ্ক কাঠের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নাটকীয় লীলা কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ৩১

কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায় ।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রের তরঙ্গ কখনও ডুবিয়ে রেখে, আবার কখনও ভাসিয়ে রেখে তাঁকে কোণার্কের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

তাৎপর্য

কোণার্ক বা অর্ক-তীর্থ সূর্যদেবের মন্দির। এই মন্দিরটি জগন্নাথপুরীর উনিশ মাইল উত্তরে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। ত্রয়োদশ শকাব্দের প্রারম্ভে কালো পাথর দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়। এটি স্থাপত্য-শিল্পের একটি অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন।

শ্লোক ৩২

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে ।
কৃষ্ণ করেন—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে যমুনায় জলকেলি করেছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই লীলায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া ।
'কাঁহা গেলা প্রভু?' কহে চমকিত হঞা ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাপ্রভু কোথায় গেলেন?"

শ্লোক ৩৪

মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা ।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনের বেগে ছুটে গিয়েছিলেন। তাই কেউ তাঁকে দেখতে পায় নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে সকলে অত্যন্ত বিচলিত হলেন।

শ্লোক ৩৫

'জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা? ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা ভাবতে লাগলেন—"তিনি কি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে গেলেন? না কি অন্য কোন উদ্যানে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়লেন?

শ্লোক ৩৬

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্বতে গেলা, কিবা কোণার্কেরে?' ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি কি গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলেন? না কি নরেন্দ্র সরোবরে গেলেন? তিনি কি চটক পর্বতে গেলেন? না কি কোণার্কের মন্দিরে গেলেন?"

শ্লোক ৩৭

এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া ।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আলোচনা করতে করতে ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা কয়েকজনকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে এলেন।

শ্লোক ৩৮

চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি-শেষ হৈল ।
'অন্তর্ধান হইলা প্রভু',—নিশ্চয় করিল ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে রাত্রি শেষ হল, এবং তাঁরা সকলে ভাবতে লাগলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিশ্চয়ই অন্তর্ধান করেছেন।

শ্লোক ৩৯

প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে তাঁদের সকলের মনে হল যেন তাঁদের দেহ থেকে প্রাণ চলে গেছে। অনিষ্ট আশঙ্কা ছাড়া তাঁদের মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তা ছিল না।

শ্লোক ৪০

"অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥" ৪০ ॥

অনিষ্টা—অনিষ্ট; শঙ্কীনি—আশঙ্কাগ্রস্ত; বন্ধু—বন্ধুর; হৃদয়ানি—হৃদয়; ভবন্তি—হয়; হি—অবশ্যই।

অনুবাদ

"বন্ধুর হৃদয় সর্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-নাটক* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪১

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা ।
চিরায়ু-পর্বত-দিকে কতজন গেলা ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রের তীরে এসে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। তারপর তাঁদের কয়েকজন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে চটক পর্বতের দিকে গেলেন।

শ্লোক ৪২

পূর্ব-দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন ।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

অন্যদের নিয়ে স্বরূপ দামোদর পূর্বদিকে গেলেন, এবং সমুদ্রের তীরে ও সমুদ্রের জলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৩

বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক 'চেতন' ।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা সকলেই বিষাদে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁদের চেতনা ছিল না। কিন্তু তবুও প্রেমাবেশে তাঁরা ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৪

দেখেন—এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি' ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে একটি জেলে কাঁধে জাল নিয়ে আসছে, এবং হেসে হেসে, কেঁদে কেঁদে, নেচে নেচে সে "হরি, হরি" বলে গাইছে।

শ্লোক ৪৫

জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার ।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই জেলেটির কার্যকলাপ দেখে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন, এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪৬

"কহ, জালিয়া, এই দিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে,—কহ ত' কারণ?" ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, "হে জালিয়া, তুমি কি এদিকে একজনকে আসতে দেখেছ? তোমার এই অবস্থা হল কি করে? তার কি কারণ তা তুমি দয়া করে আমাদের বল।"

শ্লোক ৪৭

জালিয়া কহে,—"ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল ।
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই জেলেটি তখন উত্তর দিল, "আমি কোন মানুষকে এদিকে আসতে দেখিনি, কিন্তু আমি যখন জাল ফেলেছিলাম তখন একটি মৃতদেহ আমার জালে ধরা পড়ে।

শ্লোক ৪৮

বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলুঁ যতনে ।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার জালে একটি বড় মাছ ধরা পড়েছে বলে মনে করে আমি অনেক যত্ন সহকারে জাল টেনে তুললাম, কিন্তু তখন সেই মৃতদেহটি দেখে আমার মনে খুব ভয় হল।

শ্লোক ৪৯

জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল ।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন সেই মৃতদেহটিকে জাল থেকে ছাড়াচ্ছিলাম তখন আমার তাঁর অঙ্গ স্পর্শ হল, এবং স্পর্শমাত্র সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৫০

ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল ।
গদ্‌গদ বাণী, রোম উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম, আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, আমার কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হল এবং আমার শরীর রোমাঞ্চিত হল।

শ্লোক ৫১

কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায় ।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি জানি না সেটি ব্রহ্মদৈত্য না ভূত, কিন্তু তাঁকে দর্শন করা মাত্র সে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৫২

শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত ।
একেক-হস্ত-পদ তার, তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ভূতটির শরীর অত্যন্ত দীর্ঘ—প্রায় পাঁচ-সাত হাত। তাঁর এক একটি হাত-পা তিন হাত লম্বা।

শ্লোক ৫৩

অস্থি-সন্ধি ছুটিলে চর্ম করে নড়-বড়ে ।
তাহা দেখি' প্রাণ কা'র নাহি রহে ধড়ে ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"চামড়ার নীচে তাঁর অস্থিসন্ধিগুলি আলগা হয়ে নড়বড় করছিল তা দেখে কার ধড়ে প্রাণ থাকে?

শ্লোক ৫৪

মড়া-রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন ।
কভু গোঁ-গোঁ করে, কভু রহে অচেতন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ভূতটি মরার রূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি খোলা ছিল। কখনও সে গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল, আবার কখনও সে অচেতন হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ৫৫

সাক্ষাৎ দেখেছোঁ,—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি স্বচক্ষে সেই ভূতটিকে দেখেছি, এবং সে আমার ঘাড়ে চেপেছে। এখন আমি যদি মরে যাই, তাহলে আমার স্ত্রী-পুত্রের কি হবে?

শ্লোক ৫৬

সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায় ।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ,—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ভূতের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাই আমি ওঝার কাছে যাচ্ছি, যদি সে সেই ভূতটির কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে।

শ্লোক ৫৭

একা রাত্র্যে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জনে ।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে 'নৃসিংহ'-স্মরণে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি মাছ ধরার জন্য একা নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু নৃসিংহদেবকে স্মরণ করার ফলে ভূত-প্রেত আমার কিছু করতে পারে না।

শ্লোক ৫৮

এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু এই ভূতটি নৃসিংহ-মন্ত্র উচ্চারণ করলে দ্বিগুণ শক্তিতে চেপে ধরে। তাঁর আকৃতি দর্শন করলে মনে প্রচণ্ড ভয় হয়।

শ্লোক ৫৯

ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥" ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি আপনাদের নিষেধ করছি, আপনারা ওদিকে যাবেন না। সেখানে গেলে সেই ভূতটি আপনাদের সকলের ঘাড়ে চাপবে।"

শ্লোক ৬০

এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সব কিছু বুঝতে পারলেন, এবং তখন তিনি সুমধুর স্বরে সেই জেলেটিকে বললেন।

শ্লোক ৬১

'আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে'।
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তাকে বললেন, "আমি খুব বড় ওঝা। কি করে ভূত ছাড়াতে হয় তা আমি জানি।" এই বলে তিনি মন্ত্র পড়ে তাঁর শ্রীহস্ত সেই জেলেটির মাথায় রাখলেন।

শ্লোক ৬২

তিন চাপড় মারি' কহে,—'ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ'—বলি' সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনটি চাপড় মেরে তিনি সেই জেলেটিকে বললেন, "ভূতটি এখন পালিয়ে গেছে এখন আর তুমি ভয় পেয়ো না।" এই বলে তিনি সেই জেলেটিকে শান্ত করলেন।

শ্লোক ৬৩

একে প্রেম, আরে ভয়,—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল,—সে হৈল কিছু ধীর ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

একে তো সেই জেলেটি প্রেমাবিষ্ট হয়েছিল, তার উপর সে ভয়ও পেয়েছিল। তার ফলে সে দ্বিগুণভাবে অস্থির হয়েছিল। এখন তার ভয় গেল, তাই সে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হল।

শ্লোক ৬৪

স্বরূপ কহে,—"যাঁরে তুমি কর 'ভূত'-জ্ঞান।
ভূত নহে, তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর সেই জেলেটিকে বললেন, "যাঁকে তুমি ভূত বলে মনে করছ, তিনি ভূত নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্লোক ৬৫

প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি সমুদ্রের জলে পড়েছিলেন, এবং তুমি তাঁকে তোমার জাল দিয়ে ধরে জল থেকে উঠিয়েছ।

শ্লোক ৬৬

তাঁর স্পর্শে হইল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবল তাঁর স্পর্শের ফলে তোমার সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে ভূত অথবা প্রেতাত্মা বলে মনে করায়, তোমার মহাভয় হয়েছিল।

শ্লোক ৬৭

এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে ।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥" ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন তোমার ভয় দূর হয়েছে এবং তোমার মন স্থির হয়েছে। তুমি কোথায় তাঁকে উঠিয়েছ তা আমাকে দেখাও।"

শ্লোক ৬৮

জালিয়া কহে,—"প্রভুরে দেখ্যাছোঁ বারবার ।
তেঁহো নহেন, এই অতিবিকৃত আকার ॥" ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই জেলেটি তখন বলল, "মহাপ্রভুকে আমি বহুবার দেখেছি; কিন্তু এটি তিনি নন। এর আকার অত্যন্ত বিকৃত।"

শ্লোক ৬৯

স্বরূপ কহে,—"তাঁর হয় প্রেমের বিকার ।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার ॥" ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর বললেন, "ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হওয়ার ফলে তাঁর দেহে বিকার হয়। তার ফলে কখনও কখনও তাঁর অস্থি-সন্ধি আলগা হয়ে যায়, এবং তাঁর দেহ তখন অত্যন্ত দীর্ঘাকার হয়ে যায়।"

শ্লোক ৭০

শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল ।
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে সেই জেলেটি অত্যন্ত আনন্দিত হল। সে তখন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভুকে দেখাল।

শ্লোক ৭১

ভূমিতে পড়ি' আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায় ।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু মাটিতে পড়েছিলেন, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, জলে তাঁর দেহ সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সারা গায়ে বালু লেগেছিল।

শ্লোক ৭২

অতিদীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম নট্‌কায় ।
দূর পথ উঠাঞা ঘরে আনান না যায় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অতি দীর্ঘ দেহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছিল। তাঁকে এত দূরের পথ বহন করে ঘরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ৭৩

আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাঞা ।
বহির্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা তাঁর ভেজা কৌপীন খুলে শুষ্ক কৌপীন পরালেন, এবং তাঁর গায়ের বালু ঝেড়ে ফেলে বহির্বাসের উপর তাঁকে শোয়ালেন।

শ্লোক ৭৪

সবে মেলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্তনে ।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করতে লাগলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে মহাপ্রভুর কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৫

কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল ।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর কানে সেই শব্দ প্রবেশ করল, তিনি তখন হুঙ্কার করে উঠে বসলেন।

শ্লোক ৭৬

উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে ।
'অর্ধবাহ্যে' ইতি-উতি করেন দরশনে ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

উঠে বসতেই তাঁর অস্থি-সন্ধিগুলি জোড়া লাগল এবং অর্ধবাহ্য চেতনায় তিনি এদিকে ওদিকে দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৭

তিন-দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্বকাল ।
'অন্তর্দশা', 'বাহ্যদশা', 'অর্ধবাহ্য' আর ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব সময় তিনটি অবস্থায় থাকতেন—অন্তর্দশা, বাহ্যদশা এবং অর্ধবাহ্য।

শ্লোক ৭৮

অন্তর্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান ।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্ধবাহ্য'-নাম ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যখন চেতনায় অন্তর্দশার কিছুটা ঘোর এবং কিছুটা বাহ্য-জ্ঞান থাকে, সেই অবস্থাকে ভক্তেরা 'অর্ধবাহ্য' বলেন।

শ্লোক ৭৯

'অর্ধবাহ্যে' কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে ।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

অর্ধবাহ্য চেতনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন । তিনি আভাসে সেই কথাগুলি বলতেন। কিন্তু ভক্তরা তা শুনতে পেতেন।

শ্লোক ৮০

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "কালিন্দী (যমুনা) দেখে আমি বৃন্দাবনে গেলাম, এবং সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে ব্রজেন্দ্রনন্দন জলে খেলা করছেন।

শ্লোক ৮১

রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে একত্র মেলি' ।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ গোপীদের সঙ্গে তিনি মহারঙ্গে জলকেলি করছিলেন।

শ্লোক ৮২

তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে ।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"তীরে দাঁড়িয়ে আমি গোপিকাদের সঙ্গে সেই জলকেলি দেখছিলাম। এক সখী অন্য সখীদের রঙ্গ করে সেই জলকেলি দেখাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৮৩

পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র-পরিধান ।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপিকারা তাঁদের পট্টবস্ত্র এবং অলঙ্কার সখীদের হাতে দিয়ে সূক্ষ্ম শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা গোপীদের নিয়ে স্নান করার জন্য জলে নামলেন এবং যমুনার জলে অতি সুন্দরভাবে জলকেলি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৪

সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গে ।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ৮৪ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় জলকেলি দর্শন কর। কৃষ্ণের চঞ্চল কর-যুগল পদ্মফুলের মতো, আর সে মদমত্ত গজরাজের মতো হস্তিনী সদৃশ গোপিকাদের সঙ্গে মহারঙ্গে জলকেলি করছে।

শ্লোক ৮৫

আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার ।
সবে জয়-পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের জলকেলি শুরু হল, তাঁরা একে অপরের গায়ে জল ছেটাতে লাগলেন, সেই প্রবল জল বর্ষণে কে জিতল কে হারল তা বোঝার উপায় ছিল না। এইভাবে প্রবল জল-যুদ্ধ হতে লাগল।

শ্লোক ৮৬

বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"স্থির তড়িতের মতো গোপীরা নবঘনশ্যাম কৃষ্ণকে জল বর্ষণ করে সিঞ্চন করতে লাগলেন, আবার শ্যামরূপ নবঘনও পুনরায় গোপীরূপী তড়িৎ-সমূহের উপর জল বর্ষণ করতে লাগলেন। সখীদের নয়ন তৃষ্ণার্ত চাতক পাখির মতো সেই অমৃত পান করতে লাগল।

শ্লোক ৮৭

প্রথমে যুদ্ধ 'জলাজলি', তবে যুদ্ধ 'করাকরি',
তার পাছে যুদ্ধ 'মুখামুখি'।
তবে যুদ্ধ 'হৃদাহৃদি', তবে হৈল 'রদারদি',
তবে হৈল যুদ্ধ 'নখানখি' ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রথমে জল ছিটিয়ে যুদ্ধ হচ্ছিল। তারপর তাঁরা হাতাহাতি করে যুদ্ধ করতে লাগলেন, তারপর মুখোমুখি যুদ্ধ হতে লাগল, তারপর বক্ষে বক্ষে, তারপর দাঁতে দাঁতে এবং অবশেষে নখে নখে যুদ্ধ হতে লাগল।

শ্লোক ৮৮

সহস্র-করে জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র-পদে নিকট গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীনর্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সহস্র হাতে জল ছেটান হচ্ছিল, এবং গোপিকারা সহস্র নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। সহস্র পদে তাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং সহস্রমুখে তাঁকে চুম্বন করেছিলেন। সহস্র বপু তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং সহস্র কর্ণে গোপিকারা তাঁর পরিহাস বাক্য শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮৯

কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন জলে,
ছাড়িলা তাঁহা, যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ বলপূর্বক শ্রীমতী রাধারাণীকে কণ্ঠ পর্যন্ত গভীর জলে নিয়ে গেলেন, এবং তারপর গভীর জলে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। শ্রীমতী রাধারাণী তখন কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরে জলের উপর ভাসতে লাগলেন, তখন তাঁকে হস্তী কর্তৃক উৎপাটিত পদ্মের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ৯০

যত গোপ-সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেখানে যত গোপ-সুন্দরী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তত রূপ ধারণ করে তাঁদের সকলের বস্ত্র হরণ করলেন। যমুনার নির্মল জলে তাঁদের অঙ্গ তখন ঝলমল করছিল এবং মহাসুখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ৯১

পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তরঙ্গ-হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"পদ্মিনীলতা গোপীদের সখী এবং তাই সে পদ্মপত্র দিয়ে তাঁদের সাহায্য করল। যমুনার জলে পদ্মপাতা বিছিয়ে তারা গোপীদের অঙ্গ আবৃত করল; আর কোন কোন গোপী তাঁদের কেশপাশ মুক্ত করে অধোবসন কল্পনা করলেন; আর কেউ তাঁদের হাত দিয়ে তাঁদের বক্ষ আবৃত করলেন।

শ্লোক ৯২

কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে ।
আকণ্ঠ-বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে-মুখে না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের কলহ হল, এবং সেই সময় গোপিকারা শ্বেত পদ্মবনে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। তাঁরা তখন আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মুখ মাত্র জলের উপর ভাসছিল। তখন বোঝা যাচ্ছিল না কোন্‌টি তাঁদের মুখ এবং কোন্‌টি পদ্মফুল।

শ্লোক ৯৩

এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা ।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখী-মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্য গোপীদের অগোচরে কৃষ্ণ রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর মনের ইচ্ছামতো আচরণ করলেন। গোপীরা যখন তাঁদের খুঁজতে লাগলেন, তখন সূক্ষ্ম-বুদ্ধিমতী রাধারাণী তাঁর সখীদের অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৯৪

যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন ।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে সখীগণ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জলে যত শ্বেতপদ্ম ভাসছিল, তত নীলপদ্ম তাদের কাছে এল। নীলপদ্মের সঙ্গে শ্বেতপদ্মের যখন স্পর্শ হল তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে সখীরা কৌতুক সহকারে তা দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৫

চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্‌গম ।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের উন্নত স্তনযুগল যেন জোড়া-জোড়া চক্রবাক্ পাখীর মতো জল থেকে উত্থিত হল। তখন নীল কমল সদৃশ কৃষ্ণের হস্তযুগল তাঁদের আচ্ছাদন করল।

শ্লোক ৯৬

উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ ।
'পদ্ম' চাহে লুটি' নিতে, 'উৎপল' চাহে রাখিতে',
'চক্রবাক' লাগি' দুঁহার রণ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের হাতগুলি লাল পদ্মের মতো; তাঁরা যুগলে যুগলে উঠে নীলপদ্মগুলিকে নিবারণ করতে লাগল। নীলপদ্মগুলি চক্রবাকগুলিকে লুটতে চায়, আর লালপদ্মগুলি তাদের রক্ষা করতে চায়; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হতে লাগল।

শ্লোক ৯৭

পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয় ।
ইঁহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"নীলপদ্ম ও রক্তোৎপল প্রেমে অচেতন; চক্রবাকগুলি সচেতন হলেও নীলপদ্ম চক্রবাকগুলিকে আস্বাদন করতে লাগল। এটি বিপরীত স্থিতি, কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্যে এরকমই বিরুদ্ধধর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

তাৎপর্য

সাধারণত চক্রবাকপাখী পদ্মফুলকে আস্বাদন করে, কিন্তু কৃষ্ণের এই লীলায় অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করে।

শ্লোক ৯৮

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি',
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল,—এ বড় চিত্র,
এই বড় 'বিরোধ-অলঙ্কার' ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সূর্যের বন্ধু নীলপদ্ম স্বাভাবিকভাবেই চক্রবাকের সহবাসী, কিন্তু মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তারা চক্রবাকগুলিকে লুণ্ঠন করতে লাগল। রক্তোৎপল রাত্রে ফোটে বলে চক্রবাকের অপরিচিত বা শত্রু। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় গোপীদের হস্তরূপ সেই রক্তোৎপল তাঁদের স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করে। এটি বড়ই বিচিত্র, অতএব এই স্থলে 'বিরোধ-অলঙ্কার'।"

তাৎপর্য

সূর্যের উদয়ে নীলপদ্ম ফোটে তাই সূর্য নীলপদ্মের মিত্র। চক্রবাক-পাখীও সূর্যের উদয়ে আবির্ভূত হয়। তাই চক্রবাক এবং নীলপদ্ম স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলপদ্ম এখানে চক্রবাককে লুণ্ঠন করছে। চক্রবাক—চেতন, আর পদ্ম অচেতন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণকররূপ নীলপদ্ম অচেতন হয়েও গোপীবক্ষরূপ সচেতন চক্রবাককে আক্রমণ করছে—এটি 'বিরোধ-অলঙ্কার'। সূর্যের উদয়ে রক্তোৎপল মুদ্রিত হয় বলে সূর্য উৎপলের শত্রু। রাত্রে উৎপল প্রস্ফুটিত হয় বলে তা চক্রবাকের অপরিচিত। কিন্তু এখানে সূর্য উৎপলের শত্রু এবং চক্রবাক সেই শত্রুর মিত্র। গোপীবক্ষরূপ চক্রবাকই এখানে গোপিকারূপ রক্তোৎপল কর্তৃক রক্ষিত—এটিও বিচিত্র 'বিরোধ-অলঙ্কার'।

শ্লোক ৯৯

অতিশয়োক্তি, বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলায় অতিশয়োক্তি এবং বিরোধাভাস এই দুটি অলঙ্কার প্রকাশ করেছেন। তা আস্বাদন করে আমার মন আনন্দিত হয়েছে এবং আমার চক্ষু ও কর্ণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০০

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল-মর্দন, আমলকী-উদ্বর্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে বিচিত্র লীলা-বিলাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় গোপিকাদের সঙ্গে নিয়ে যমুনার তীরে উঠে এলেন। তখন তীরস্থিত সখীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের অঙ্গে গন্ধতেল ও আমলকীর আবাটা দিয়ে মর্দন করে দিলেন।

শ্লোক ১০১

পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধপুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর তাঁরা আবার স্নান করলেন, এবং তারপর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করে রত্ন-মন্দিরে গেলেন, যেখানে বৃন্দাদেবী সুগন্ধি-ফুলের অলঙ্কারে তাঁদের বন্যবেশ রচনা করলেন।

শ্লোক ১০২

বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা অত্যন্ত অদ্ভুত, কেননা বারমাস তাতে ফুল-ফল ধরে। গোপিকারা এবং কুঞ্জদাসীরা তখন ফল পেড়ে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১০৩

উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত ফলগুলি ভালভাবে পরিষ্কার করে তারা বড় বড় থালিতে করে রত্নমন্দিরে পিড়ির উপর সেগুলি সারি সারি করে রাখলেন, এবং সেই পিড়ির সামনে বসবার আসন পেতে দিলেন।

শ্লোক ১০৪

এক নারিকেল নানা-জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধপ্রকার ।
পনস, খর্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তরা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ফলের মধ্যে ছিল নানারকম নারকেল, আম, কলা, কোলি, কাঁঠাল, খেঁজুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তরা, আঙ্গুর, বাদাম এবং নানা প্রকার মেওয়া (শুষ্ক ফল)।

শ্লোক ১০৫

খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দাড়িম্বাদি যত ।
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব-প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি, লেখা যায় কত? ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল, বেল, পীলু, ডালিম আদি যত রকম ফল যা নানা দেশে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃন্দাবনে সে সমস্ত হাজার হাজার রকমের ফল পাওয়া যায়। যাদের বর্ণনা লিখে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ১০৬

গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপূরী, অমৃতি, পদ্মচিনি ।
খণ্ডক্ষীরিসার-বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি' আনি ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি, সরপূরী, অমৃতি, পদ্মচিনি, খণ্ডক্ষীরিসার-বৃক্ষ ইত্যাদি নানা প্রকার মিষ্টি শ্রীমতী রাধারাণী ঘর থেকে তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১০৭

ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈল বন্য ভোজন ।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত খাবারের পরিপাটি দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখী হলেন, এবং সেখানে বসে বনভোজন করলেন। তারপর সখীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী রাধারাণী ভোজন করলেন, এবং তারপর শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ রত্নমন্দিরে শয়ন করলেন।

শ্লোক ১০৮

কেহ করে বীজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন কোন গোপী রাধা-কৃষ্ণকে বীজন করতে লাগলেন, কেউ তাঁদের পা টিপে দিতে লাগলেন এবং কেউ তাঁদের তাম্বূল ভক্ষণ করালেন। রাধাকৃষ্ণ যখন নিদ্রা গেলেন তখন সখীরাও শয়ন করলেন। তা দেখে আমার মন অত্যন্ত সুখী হয়েছিল।

শ্লোক ১০৯

হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি',
তুমি-সব ইঁহা লঞা আইলা ।
কাঁহা যমুনা, বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ, গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা!" ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সময় তোমরা মহা কোলাহল করে আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এলে। কোথায় সেই যমুনা নদী? কোথায় বৃন্দাবন? কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় গোপীগণ? তোমরা আমার সেই সুস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে।"

শ্লোক ১১০-১১২

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল 'বাহ্য' হৈল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥ ১১০ ॥

'ইহা কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা?'
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১ ॥
"যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা ।
সমুদ্রের তরঙ্গে আসি, এত দূর আইলা! ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যচেতনা ফিরে এল, এবং তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দেখে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে?" স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন তাঁকে বলতে লাগলেন, "সমুদ্রকে যমুনা বলে মনে করে তুমি সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, এবং সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তুমি এতদূর এসেছ।

শ্লোক ১১৩

এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল ।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই জেলেটি তার জালে করে তোমাকে জল থেকে উঠিয়েছে, এবং তোমার স্পর্শে এ প্রেমে মত্ত হয়েছে।

শ্লোক ১১৪

সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া ।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা সারারাত তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, তারপর এই জেলেটির কথা শুনে এখানে এসে তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।

শ্লোক ১১৫

তুমি মূর্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া ।
তোমার মূর্ছা দেখি' সবে মনে পাই পীড়া ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি মূর্ছার ছলে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-লীলা দর্শন কর, কিন্তু আমরা তোমাকে মূর্ছিত দেখে মনে কষ্ট পাই।

শ্লোক ১১৬

কৃষ্ণনাম লইতে তোমার 'অর্ধবাহ্য' হইল ।
তাতে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা যে শুনিল ॥" ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা যখন কৃষ্ণনাম করতে লাগলাম, তখন তোমার অর্ধচেতনা হল, এবং তখন তুমি যে প্রলাপ বললে তা আমরা শুনলাম।"

শ্লোক ১১৭

প্রভু কহে,—"স্বপ্নে দেখি' গেলাঙ বৃন্দাবনে ।
দেখি,—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ-সনে ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "স্বপ্নে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম যে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলাবিলাস করছেন।

শ্লোক ১১৮

জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে ।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলুঁ—হেন লয় মনে ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"জলক্রীড়া করে কৃষ্ণ বনভোজন করলেন। আমার মনে হয় সেকথা বর্ণনা করে আমি উন্মাদের মতো প্রলাপ করেছিলাম।"

শ্লোক ১১৯

তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে স্নান করাঞা ।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্নান করিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১২০

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সমুদ্র-পতন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতনের কাহিনী বর্ণনা করলাম। এই লীলা যিনি শ্রবণ করেন তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১২১

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমুদ্র-পতন লীলা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি, কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত প্রলাপ, দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ এবং জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে নৃত্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন—'মাতৃ ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতি বৎসর জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়ে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাতেন। জগদানন্দ পণ্ডিত সেইভাবে একবছর নবদ্বীপ গিয়ে অদ্বৈত আচার্য লিখিত তরজা প্রহেলী নিয়ে এলেন। তা পাঠ করে মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ভক্তরা বিচার করতে লাগলেন যে, 'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হবেন।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থা এমন হল যে, রাত্রিতে মুখ ঘর্ষণ করায় প্রভুর ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হতে লাগল। তা নিবারণ করার জন্য স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শঙ্কর পণ্ডিতকে রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘরে থাকতে বলেছিলেন।

কোন সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নানা ভাব প্রকাশ করতে করতে অশোক বৃক্ষের তলায় হঠাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করলেন; তাতে তিনি কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে উন্মত্ত হয়ে ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।'

শ্লোক ১

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **তম্**—তাঁকে; **কৃষ্ণ-চৈতন্যম্**—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুকে; **মাতৃ-ভক্ত-শিরোমণিম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃভক্ত; **প্রলপ্য**—উন্মাদের মতো প্রলাপকারী; **মুখ-সংঘর্ষী**—মুখ ঘর্ষণকারী; **মধু-উদ্যানে**—জগন্নাথ-বল্লভ নামক উদ্যানে; **ললাস**—আস্বাদন করেছিলেন; **যঃ**—যিনি।

অনুবাদ

যিনি মাতৃভক্ত-শিরোমণি এবং প্রলাপ করতে করতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করেছিলেন, এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেম লালসা প্রদর্শন করার জন্য জগন্নাথ-বল্লভ রূপ মধূদ্যানে লীলা করেছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন।

শ্লোক ৪

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত, যাঁর কার্যকলাপে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতেন।

শ্লোক ৫

প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বিচ্ছেদে তাঁর জননীকে অত্যন্ত দুঃখিতা জেনে তাঁকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাতেন।

শ্লোক ৬

"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার ।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলেছিলেন, "তুমি নদীয়ায় যাও এবং আমার মাকে আমার প্রণতি নিবেদন কর, আর আমার নামে তুমি তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ কর।

শ্লোক ৭

কহিহ তাঁহারে—'তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি' আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার হয়ে তাঁকে বল, 'তুমি আমাকে স্মরণ কর, তাই আমি প্রতিদিন তোমার কাছে এসে তোমার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্লোক ৮

যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সে-দিনে আসি' অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'যেদিন তোমার আমাকে খাওয়াতে ইচ্ছা হয়, সেদিন অবশ্যই আমি এসে তোমার দেওয়া খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করি।

শ্লোক ৯

তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্মনাশ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমার সেবা ছেড়ে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। বাতুল হয়ে আমি ধর্ম নাশ করেছি।

শ্লোক ১০

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'মা, তুমি দয়া করে আমার এই অপরাধ নিয়ো না, তোমার পুত্র, আমি, সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন।

শ্লোক ১১

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥" ১১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমার আদেশে আমি নীলাচলে আছি, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন আমি এই স্থান ছেড়ে যাব না।' "

শ্লোক ১২

গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে ।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরীর নির্দেশ অনুসারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে শ্রীজগন্নাথদেবের গোপ-লীলার প্রসাদী বসন পাঠালেন।

শ্লোক ১৩

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ।
মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবের অতি উত্তম প্রসাদ এনে অতি যত্ন সহকারে তিনি পৃথকভাবে তাঁর মাকে এবং নদীয়ায় তাঁর ভক্তদের পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি ।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত মাতৃভক্তদের শিরোমণি। সন্ন্যাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তাঁর জননীর সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা ।
প্রভুর যত নিবেদন, সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত নদীয়ায় গিয়ে শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত কথা তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১৬

আচার্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া ।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের জগন্নাথ-প্রসাদ দিলেন। সেখানে একমাস থাকার পর তিনি জগন্নাথপুরীতে ফিরে যাবার জন্য শচীমাতার কাছে বিদায় চাইলেন।

শ্লোক ১৭

আচার্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা ।
আচার্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি অদ্বৈত আচার্যের কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি চাইলেন, এবং তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য একটি সংবাদ তাঁকে দিলেন।

শ্লোক ১৮

তরজা-প্রহেলী আচার্য কহেন ঠারে-ঠোরে ।
প্রভু মাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

হেয়ালী করে তর্জার আকারে ইঙ্গিতে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই সংবাদটি দিয়েছিলেন, যা কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কেউ বুঝতে পারেনি।

শ্লোক ১৯-২১

"প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার ।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ ১৯ ॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল ।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ২০ ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল ।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বলেছিলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন কর। উন্মাদের মতো আচরণ করছেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁকে জানাবে যে সকলেই তাঁর মতো উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁকে আরও জানাবে যে, বাজারে আর চাল বিক্রি হচ্ছে না। যাঁরা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়েছে তাঁদের আর জড় বিষয়ের প্রতি কোন আসক্তি নেই। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বল যে তাঁরই মতো প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত আচার্য তাঁকে একথা বলেছে।"

শ্লোক ২২

এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা ।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের প্রহেলিকা-পূর্ণ এই তর্জা শুনে জগদানন্দ পণ্ডিত হাসতে লাগলেন, এবং নীলাচলে পৌঁছে তিনি সেকথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন।

শ্লোক ২৩

তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা ।
'তাঁর যেই আজ্ঞা'—বলি' মৌন ধরিলা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তর্জা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হাসলেন এবং 'তাঁর যেই আজ্ঞা', বলে মৌন অবলম্বন করলেন।

শ্লোক ২৪

জানিয়াও স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে পুছিল ।
'এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল' ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তর্জার অর্থ বুঝতে পারা সত্ত্বেও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "এই শ্লোকটির অর্থ কি? তা আমি বুঝতে পারলাম না।"

শ্লোক ২৫

প্রভু কহেন,—'আচার্য হয় পূজক প্রবল ।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁকে বললেন, "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভগবানের মহান পূজক এবং বৈদিক শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুশীলনে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী।

শ্লোক ২৬

উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন ।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের উপাসনা করার জন্য তিনি ভগবানকে আহ্বান করেন, এবং তাঁর আরাধনা করার জন্য তিনি তাঁকে কিছুকাল ধরে রাখেন।

শ্লোক ২৭

পূজা-নির্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জন ।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর পূজা হয়ে গেলে ভগবানের বিগ্রহ বিসর্জন দেন। এই তর্জার অর্থ আমি জানি না, এবং তাঁর মনে যে কি আছে তাও আমি জানি না।

শ্লোক ২৮

মহাযোগেশ্বর আচার্য—তরজাতে সমর্থ ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥' ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য মহাযোগেশ্বর। তরজা লিখতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। তরজার অর্থ আমিও বুঝতে পারি না।"

শ্লোক ২৯

শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তরজার অর্থ শুনে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন, এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কিছুটা বিষণ্ণ হলেন।

শ্লোক ৩০

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল ।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সেদিন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবাবিষ্ট অবস্থা পরিবর্তিত হল। তাঁর কৃষ্ণবিরহ দশা দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হল।

শ্লোক ৩১

উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে ।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রি-দিনে তিনি উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন এবং আচরণ করতেন। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর বিরহ প্রতিক্ষণ বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ৩২

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।
উদ্ঘূর্ণা-দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

হঠাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন লীলার স্মৃতির উদয় হল; এবং তাঁর আচরণে উদ্‌ঘূর্ণা দশার উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল।

শ্লোক ৩৩

রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন ।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রলাপ বলতে লাগলেন, এবং স্বরূপ দামোদরকে তাঁর সখী বলে জেনে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪

পূর্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী যেভাবে পূর্বে বিশাখাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই শ্লোক পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৫

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ৩৫ ॥

ক্ব—কোথায়; নন্দ-কুল-চন্দ্রমাঃ—নন্দ মহারাজের বংশরূপ ক্ষীর-সমুদ্র থেকে উদ্ভূত চন্দ্র সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ; ক্ব—কোথায়; শিখি-চন্দ্রক-অলঙ্কৃতিঃ—শিখিপুচ্ছ যাঁর মস্তকে শোভা পায় সেই কৃষ্ণ; ক্ব—কোথায়; মন্দ-মুরলী-রবঃ—মন্দ মধুর স্বরে বাঁশী বাজায় যে কৃষ্ণ; ক্ব—কোথায়; নু—অবশ্যই; সুরেন্দ্র-নীল-দ্যুতিঃ—ইন্দ্রনীল মণির মতো অঙ্গকান্তি যাঁর, সেই শ্রীকৃষ্ণ; ক্ব—কোথায়; রাস-রস-তাণ্ডবী—রাসে তাণ্ডব নৃত্য করে যে কৃষ্ণ; ক্ব—কোথায়; সখি—হে সখি; জীব-রক্ষা-ঔষধিঃ—জীবন রক্ষাকারী ঔষধ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; নিধিঃ—সম্পদ; মম—আমার; সুহৃৎ-তমঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ; ক্ব—কোথায়; বত—হায়; হন্ত—হায়; হা—হায়; ধিক্-বিধিম্—বিধাতাকে ধিক্।

অনুবাদ

" 'হে সখি! সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই ময়ূর-পুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণ

কোথায়? সেই মন্দ-মধুর বংশীবাদক কৃষ্ণ কোথায়? ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিমান্ কৃষ্ণ কোথায়? রাসরসে নর্তনকারী সেই কৃষ্ণ কোথায়? আমার জীবন রক্ষার ঔষধি-স্বরূপ কৃষ্ণ কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধি বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি রূপ গোস্বামীর *ললিত-মাধব* নাটকেও (৩/২৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৬

"ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর ।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"নন্দ মহারাজের বংশে ক্ষীর-সমুদ্রের মতো, সেই বংশে পূর্ণচন্দ্রের মতো উদিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেছেন। ব্রজবাসীদের নয়ন চকোর পাখীর মতো নিরন্তর তাঁর অঙ্গকান্তি-রূপ অমৃত পান করে জীবন ধারণ করে।

শ্লোক ৩৭

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন ।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥ ৩৭ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি! কৃষ্ণ কোথায়? দয়া করে আমাকে তাঁর দর্শন করাও। ক্ষণিকের জন্যও যাঁর মুখ দর্শন না করলে বুক ফেটে যায়, শীঘ্র তাঁকে দেখাও; তা না হলে আমি বাঁচব না।

শ্লোক ৩৮

এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান ।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ, সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজ-রমণীরা কামরূপ সূর্য-কিরণে তপ্ত কুমুদিনীর মতো। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর হাতের

অমৃত দান করে তাঁদের প্রফুল্লিত করে। হে সখি! আমার সেই চন্দ্র কোথায়? তাঁকে দেখিয়ে তুমি আমার প্রাণ রাখ!

শ্লোক ৩৯

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি! নবীন মেঘের ইন্দ্রধনুর মতো ময়ূর-পুচ্ছ শোভিত মুকুট কোথায়? বিদ্যুতের দ্যুতি সমন্বিত পীতবসন কোথায়? বকপাঁতির মতো তাঁর মুক্তামালা কোথায়? জলভরা নবীন মেঘের ঘনশ্যামবর্ণকে পরাস্তকারী শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনু কোথায়?

শ্লোক ৪০

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঁঠা ।
নারী-মনে পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর অঙ্গ যদি একবারও কারোর চোখে লাগে, তাহলে তা চিরকাল তার হৃদয়ে লেগে থাকে। কৃষ্ণের দেহ যেন আমের আঠার মতো, রমণীর মনে প্রবেশ করলে তা বহু যত্ন করেও আর বার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ দেহ নয়, তা সেয়াকুলের কাঁটা।

শ্লোক ৪১

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীল-সম কান্তি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায় ।
শৃঙ্গার-রস-সার ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানি',
জানি বিধি নিরমিলা তায় ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীল মণির মতো এবং তা তমাল বৃক্ষের দ্যুতিকে পরাস্ত করে। তাঁর অঙ্গকান্তি সারা জগতকে মাতায়। শৃঙ্গার রসের সার ছেঁকে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশিয়ে বিধি তাঁর দেহ তৈরি করেছেন।

শ্লোক ৪২

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"নবীন মেঘের বজ্র-গর্জনকে পরাস্তকারী, সমগ্র জগতের শ্রবণ আকর্ষণকারী, সেই মুরলীধ্বনি কোথায়? তৃষিত চাতকের মতো ব্রজবাসীরা ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির সেই অমৃতধারা পান করেন।

শ্লোক ৪৩

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন!" ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শিল্প ও কলার উৎস। সে আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি। হে সখি, আমার সেই সুহৃত্তম কৃষ্ণ-বিনা যে আমার এই দেহ বেঁচে রয়েছে, এই জীবনকে ধিক! বিধি আমাকে এত বিড়ম্বনা করছে।"

শ্লোক ৪৪

'যে-জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়',
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক ।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বিধির প্রতি শোকমিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি বললেন, "যে বাঁচতে চায় না তাকে কেন বিধি বাঁচিয়ে রাখে?" এইভাবে বিধিকে ভর্ৎসনা করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক পড়ে কৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ করলেন।

শ্লোক ৪৫

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

অহো—হায়; **বিধাতঃ**—হে বিধাতা; **তব**—তোমার; **ন**—না; **কৃচিৎ**—কখনও; **দয়া**—করুণা; **সংযোজ্য**—যোগাযোগ করিয়ে; **মৈত্র্যা**—মৈত্রীর দ্বারা; **প্রণয়েন**—প্রণয়ের দ্বারা; **দেহিনঃ**—দেহধারী জীবদের; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **অকৃত-অর্থান্**—অকৃতকার্য; **বিযুনঙ্ক্ষি**—বিয়োগ ঘটাও; **অপার্থকম্**—অহেতুক; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **তে**—তোমার; **অর্ভক-চেষ্টিতম্**—বালক সুলভ কার্যকলাপ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

" 'হে বিধাতা! তোমার দয়া নেই। মৈত্রী ও প্রণয়ের দ্বারা জীবের সংযোগ ঘটিয়ে অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাদের পুনরায় পৃথক করে দাও। তোমার এই রকম কার্যকলাপ নির্বোধ শিশুর খেলার মত।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৯/১৯) থেকে উদ্ধৃত। অক্রূর ও বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গমন করেন তখন ব্রজগোপিকারা এইভাবে বিলাপ করেন। তাঁরা আক্ষেপ করেছিলেন যে বিধাতা কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে মৈত্রী ও প্রণয় সহকারে তাঁদের মিলন ঘটিয়ে পুনরায় তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

শ্লোক ৪৬

"না জানিস্ প্রেম-মর্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা—বালক-সমান ।
'তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বিধাতা। তুই প্রেমের মর্ম জানিস্ না, এবং তাই তোর সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা। তোর কার্যকলাপ একটি নির্বোধ বালকের মতো। আমরা যদি তোকে ধরতে পারতাম তাহলে তোকে এমন শিক্ষা দিতাম যাতে আর কখনও তুই এরকম বিধান না করিস্।

শ্লোক ৪৭

অরে বিধি, তুই বড়ই নিঠুর ।
অন্যোঽন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
'অকৃতার্থান্' কেনে করিস্ দূর? ৪৭ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে বিধি! তুই বড়ই নিষ্ঠুর! কেননা যাদের পরস্পরের মিলন দুর্লভ, প্রেমের দ্বারা তাঁদের মিলন করিয়ে, অকৃতকার্য অবস্থায় তাদের পরস্পরের থেকে দূরে নিয়ে যাস্।

শ্লোক ৪৮

অরে বিধি অকরুণ, দেখাঞা কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলা মোর ।
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি' নিলা অন্য স্থান,
পাপ কৈলি 'দত্ত-অপহার' ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ওরে বিধি, তুই বড়ই অকরুণ! শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখ দেখিয়ে তুই আমার নেত্র ও মনকে লোভাতুর করেছিলি, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য সেই অমৃত পান করতে না করতে তুই কৃষ্ণকে কেড়ে অন্য স্থানে নিয়ে গেলি। এইভাবে তুই 'দান করে সেই বস্তু অপহরণ করা'-রূপ মহা পাপ করেছিস্।

শ্লোক ৪৯

'অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ',
ইহা যদি কহ 'দুরাচার' ।
তুই অক্রূর-মূর্তি ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে দুরাচার বিধি। তুই যদি বলিস্, 'দোষ ত অক্রূর করেছে, আমার প্রতি কেন রোষ প্রকাশ করছ?' তাহলে আমি বলব, 'তুই-ই অক্রূরমূর্তি ধরে কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে গেছিস্। অন্য আর কেউ এই রকম ব্যবহার করতে পারে না।'

শ্লোক ৫০

আপনার কর্ম-দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয়-মোয় সম্বন্ধ বিদূর ।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর! ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"এটি আমারই কর্মদোষ। কেন আমি অনর্থ তোর প্রতি রোষ প্রকাশ করছি? তোর

আর আমার সম্পর্ক তো অনেক দূরের। কিন্তু আমার প্রাণনাথ যে কৃষ্ণ, যাঁর সঙ্গে আমি সব সময় একসঙ্গে থাকি, সেই কৃষ্ণই আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হল!

শ্লোক ৫১

সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"সব কিছু ত্যাগ করে আমি যাঁর ভজনা করি, সেই তাঁর নিজের হাত দিয়ে আমাকে মারছে। নারীবধে কৃষ্ণের ভয় নেই। তাঁর জন্য আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু সে ফিরেও আমার দিকে তাকায় না। ক্ষণিকের মধ্যে সে আমাদের প্রণয়-পাশ ছিন্ন করেছে।

শ্লোক ৫২

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল ।
যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥" ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের প্রতি বা আমি কেন রোষ প্রকাশ করছি? এটি তো আমার নিজেরই দুর্দৈবের ফল। আমার পাপকর্মের ফল পরিপক্ব হয়েছে, এবং তাই যে কৃষ্ণ চিরকাল আমার প্রেমাধীন ছিল, সে এখন আমার প্রতি উদাসীন হয়েছে। তারফলে বোঝা যায় যে আমার দুর্ভাগ্য অত্যন্ত প্রবল।"

শ্লোক ৫৩

এইমত গৌর-রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
'হা হা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি?'
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্যে বিলাপয়ে,
'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে গভীর বিষাদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করতে লাগলেন, "হা হা কৃষ্ণ, তুমি কোথায় চলে গেছ?" গোপীভাব হৃদয়ে নিয়ে তাঁদের বাক্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করতে লাগলেন, "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"

শ্লোক ৫৪

তবে স্বরূপ-রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন সঙ্গম-গীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য নানারকম উপায় স্থির করলেন। তাঁরা রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম বর্ণনাকারী গীত গাইতে লাগলেন এবং তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন কিছুটা স্থির হল।

শ্লোক ৫৫

এইমত বিলপিতে অর্ধরাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করলেন, এবং তারপর স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী তাঁকে গম্ভীরা নামক কক্ষে শোয়ালেন।

শ্লোক ৫৬

প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে রামানন্দ রায় ঘরে ফিরে গেলেন, এবং স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শুলেন।

শ্লোক ৫৭

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর-গর মন ।
নামসঙ্কীর্তন করি' করেন জাগরণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে উদ্বেলিত অন্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন করে সারা রাত জেগে কাটালেন।

শ্লোক ৫৮

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে তিনি উঠে গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘষতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৯

মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার ।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মুখে, গালে ও নাকে গভীর ক্ষত হল এবং সেই ক্ষত থেকে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা বুঝতে পারলেন না।

শ্লোক ৬০

সর্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ।
গোঁ-গোঁ-শব্দ করেন,—স্বরূপ শুনিলা তখন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারারাত দেওয়ালে মুখ ঘষতে লাগলেন এবং গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগলেন; তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তা শুনতে পেলেন।

শ্লোক ৬১

দীপ জ্বালি' ঘরে গেলা, দেখি' প্রভুর মুখ ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

একটি প্রদীপ জ্বেলে স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ ঘরে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ দেখলেন এবং তাঁদের মনে তখন গভীর দুঃখ হল।

শ্লোক ৬২

প্রভুরে শয্যাতে আনি' সুস্থির করাইলা ।
'কাঁহে কৈলা এই তুমি?'—স্বরূপ পুছিলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তারা বিছানায় এনে সুস্থির করালেন, এবং তারপর স্বরূপ দামোদর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন এরকম করলেন?"

শ্লোক ৬৩

প্রভু কহেন,—"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ।
দ্বার চাহি' বুলি' শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "উদ্বেগে অস্থির হয়ে আমি আর ঘরে থাকতে পারছিলাম না। আমি ঘর থেকে বার হবার জন্য দরজা খুঁজছিলাম।

শ্লোক ৬৪

দ্বার নাহি' পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে ।
ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥" ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বার খুঁজে না পেয়ে ঘরের দেওয়ালে আমার মুখ লাগছিল, তাই আমার মুখে ক্ষত হয়েছে, তা থেকে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তবুও আমি বাহিরে যেতে পারছি না।"

শ্লোক ৬৫

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।
যেই করে, যেই বোলে, সব—উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই উন্মাদ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন স্থির ছিল না। তখন তিনি যা করতেন এবং যা বলতেন তা সবই ছিল উন্মাদের মতো।

শ্লোক ৬৬

স্বরূপ-গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে ।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন অন্তরে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, এবং তার পরদিন তিনি অন্য সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শান্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করলেন।

শ্লোক ৬৭

সব ভক্ত মেলি' তবে প্রভুরে সাধিল ।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা মিলিতভাবে আলোচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন শঙ্কর পণ্ডিতকে তাঁর ঘরে শোবার অনুমতি দেন।

শ্লোক ৬৮

প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ের তলায় শঙ্কর পণ্ডিত শয়ন করতেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গায়ের উপর পা রাখতেন।

শ্লোক ৬৯

'প্রভু-পাদোপাধান' বলি' তাঁর নাম হইল ।
পূর্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই থেকে শঙ্কর পণ্ডিতের নাম হল 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ের বালিশ'। তিনি ছিলেন বিদুরের মতো, ঠিক যেভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পূর্ব-লীলায় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭০

ইতিব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপাধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৭০ ॥

ইতি—এইভাবে; ব্রুবাণম্—বলে; বিদুরম্—বিদুরকে; বিনীতম্—বিনীতভাবে; সহস্র-শীর্ষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণের; চরণ-উপাধানম্—পায়ের বালিশ; প্রহৃষ্ট-রোমা—রোমাঞ্চিত দেহে; ভগবৎ-কথায়াম্—পরমেশ্বর ভগবানের কথা; প্রণীয়মানঃ—প্রবর্তমান; মুনিঃ—মহা ঋষি মৈত্রেয়; অভ্যচষ্ট—বলতে লাগলেন।

অনুবাদ

"সহস্র-শীর্ষ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের বালিশ স্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলছিলেন, তখন মৈত্রেয় মুনি ভগবৎ কথায় আনন্দবশত রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে লাগলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/১৩/৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭১

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শঙ্কর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করতেন, এবং মহাপ্রভু যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তিনি শয়ন করতেন।

শ্লোক ৭২

উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ।
প্রভু উঠি' আপন-কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শঙ্কর গা না ঢেকে নিদ্রা যেতেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে তাঁর নিজের কাঁথা তার গায়ে জড়িয়ে দিতেন।

শ্লোক ৭৩

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন ।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শঙ্কর পণ্ডিত এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে, শীঘ্র ঘুম থেকে উঠে বসে পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পা টিপতে শুরু করতেন। এইভাবে তিনি সারারাত জেগে থাকতেন।

শ্লোক ৭৪

তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে ।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না, এবং ঘরের দেওয়ালে তাঁর পদ্ম-সদৃশ মুখ ঘষতে পারতেন না।

শ্লোক ৭৫

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ-দাস ।
গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭৬

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতি কুর্বন্ বিকলধীঃ ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

স্বকীয়স্য—তাঁর নিজের; প্রাণ-অর্বুদ—অসংখ্য প্রাণতুল্য; সদৃশ—মতন; গোষ্ঠস্য—বৃন্দাবনের; বিরহাৎ—বিরহ-হেতু; প্রলাপান্—প্রলাপ; উন্মাদাৎ—দিব্য উন্মাদনা জনিত; সততম্—নিরন্তর; অতি—অত্যন্ত; কুর্বন্—করে; বিকল-ধীঃ—বিকল মতি; দধৎ—ধারণ করতেন; ভিত্তৌ—দেওয়ালে; শশ্বৎ—সব সময়; বদন-বিধু—মুখচন্দ্র; ঘর্ষেণ—ঘর্ষণ করার ফলে; রুধিরম্—রক্ত; ক্ষত-উত্থম্—ক্ষত থেকে উত্থিত; গৌরাঙ্গঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; হৃদয়ে—আমার হৃদয়ে; উদয়ন্—উদিত হয়ে; মাম্—আমাকে; মদয়তি—উন্মত্ত করছেন।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রাণসদৃশ বৃন্দাবনের অসংখ্য সখাদের বিরহে উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন। তাঁর বুদ্ধি বিকল হয়েছিল। তিনি দিন-রাত ঘরের দেওয়ালে তাঁর মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করতেন, এবং তার ফলে ক্ষত থেকে রক্ত পড়ত। সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছেন।"

শ্লোক ৭৭

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত কৃষ্ণপ্রেম রূপ সমুদ্রে মগ্ন থাকতেন। কখনও তিনি ডুবতেন এবং কখনও ভাসতেন।

শ্লোক ৭৮

এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে ।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন বৈশাখের পূর্ণিমার দিনে, রাত্রিবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উদ্যানে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৯

'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যানপ্রধানে ।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে জগন্নাথবল্লভ নামক অতি সুন্দর এক উদ্যানে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৮০

প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী,—যেন বৃন্দাবন ।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই উদ্যানের বৃক্ষগুলি ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঠিক বৃন্দাবন। সেখানে শুক, শারী, পিক এবং ভ্রমরেরা যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল।

শ্লোক ৮১

পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন ।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

ফুলের গন্ধ বহন করে মৃদু-মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং তা যেন গুরু হয়ে তরুলতাদের নাচ শেখাচ্ছিল।

শ্লোক ৮২

পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

পরম উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তরু-লতাগুলি ঝলমল করছিল।

শ্লোক ৮৩

ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

ছয় ঋতু, বিশেষ করে বসন্ত, যেন সেখানে বর্তমান ছিল। সেই উদ্যান দেখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮৪

"ললিত-লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াঞা ।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পরিবেশে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গীতগোবিন্দের 'ললিত-লবঙ্গলতা' শ্লোকটি গাইয়ে তাঁর নিজজনদের নিয়ে নৃত্য করে ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিটি বৃক্ষ এবং লতায় এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ তিনি অশোক বৃক্ষের তলায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৮৬

কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা ।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলা ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু কৃষ্ণ হেসে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

শ্লোক ৮৭

আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা ।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিত হঞা ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে কৃষ্ণকে পেয়ে এবং তারপরে তাঁকে হারিয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

শ্লোক ৮৮

কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে ।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অঙ্গ-গন্ধে সারা উদ্যান পূর্ণ হয়েছিল। সেই গন্ধ পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচেতন হলেন।

শ্লোক ৮৯

নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল ।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নিরন্তর তাঁর নাসায় প্রবেশ করতে লাগল, এবং সেই গন্ধ আস্বাদন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাগল হয়ে উঠলেন।

শ্লোক ৯০

কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে প্রলুব্ধা হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সখীকে যা বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোকটি পড়ে তার অর্থ বিশ্লেষণ করলেন।

শ্লোক ৯১

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গ-নলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৯১ ॥

কুরঙ্গ-মদ-জিৎ—কস্তুরীর গন্ধকে পরাভবকারী; **বপুঃ**—তাঁর শ্রীঅঙ্গের; **পরিমল-ঊর্মি**—সুগন্ধের তরঙ্গ; **কৃষ্ট-অঙ্গনঃ**—ব্রজ-গোপিকাদের আকৃষ্ট করে; **স্বক-অঙ্গ-নলিন-অষ্টকে**—পদ্ম সদৃশ দেহের আটটি অঙ্গে (মুখ, নাভি, চক্ষুদ্বয়, হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়); **শশি-যুত-অব্জগন্ধ-প্রথঃ**—কর্পূর মিশ্রিত পদ্মের গন্ধ বিস্তারকারী; **মদ-ইন্দুবর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধি-চর্চা-অর্চিতঃ**—কস্তুরী, কর্পূর, শ্বেত চন্দন এবং অগুরুর সুগন্ধের দ্বারা চর্চিত; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **মদন-মোহনঃ**—মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ; **সখি**—হে সখি; **তনোতি**—বৃদ্ধি করছে; **নাসা-স্পৃহাম্**—আমার নাসিকার স্পৃহা।

অনুবাদ

" 'যিনি মৃগ-মদ-জয়ী স্বীয় বপু গন্ধের তরঙ্গের দ্বারা সমস্ত রমণীদের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট-অঙ্গে অষ্টপদ্ম-যুক্ত এবং কর্পূর-যুক্ত পদ্ম-গন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধের দ্বারা চর্চিত, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বৃদ্ধি করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (৮/৬) শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯২

কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কস্তুরী এবং নীল উৎপলের সৌরভকে পরাভূত করে। চৌদ্দ ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে তা সকলকে আকর্ষণ করে এবং রমণীদের চোখ অন্ধ করে।

শ্লোক ৯৩

সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায় ।
নারীর নাসাতে পশে, সর্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লঞা যায় ॥ ৯৩ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ সারা জগৎকে মোহিত করে। বিশেষ করে তা রমণীদের নাসাতে প্রবেশ করে সেখানেই সর্বকাল বসে থাকে। এইভাবে তা তাদের ধরে জোর করে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৯৪

নেত্র-নাভি, বদন, কর-যুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ।
কর্পূর-লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের নেত্র, নাভি, মুখ, হস্ত এবং পদ আটটি পদ্মের মতো। এই আটটি পদ্ম থেকে কর্পূর-লিপ্ত কমলের মতো সুগন্ধ মিশ্রিত হয়। সেইটিই তাঁর অঙ্গ-গন্ধ।

শ্লোক ৯৫

হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করি' ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ।
কর্পূর-সনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি' তারে যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্বেত চন্দন ঘষে তার সঙ্গে অগুরু, কুমকুম, কস্তুরী এবং কর্পূর মিশিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়, তা কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এবং তখন মনে হয় তা কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ চুরি করে নিয়েছে।

তাৎপর্য

পাঠান্তরের শেষ পদে 'কামদেবের মন কৈল চুরি' লেখা হয়েছে। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত সেই সমস্ত দ্রব্যের গন্ধ কামদেবের মন চুরি করে নিয়েছে।"

শ্লোক ৯৬

হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ সারা জগতের সমস্ত নারীদের দেহ এবং মন হরণ করে, তাঁদের নাসা বিমোহিত করে, তাঁদের নীবিবন্ধ এবং কেশবন্ধ স্খলিত করে; এবং উন্মাদিনীর মতো তাঁদের নাচায়। এমনই ডাকাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ।

শ্লোক ৯৭

সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সম্পূর্ণরূপে সেই গন্ধের বশীভূত হয়ে নাসিকা সর্বদা সেই গন্ধের আশা করে। কখনও তা পায় আবার কখনও তা পায় না। তা পেলে তারা তা প্রাণভরে পান করে, তা সত্ত্বেও আরও পেতে চায়, আর তা না পেলে তারা তৃষ্ণায় মরে যায়।

শ্লোক ৯৮

মদনমোহন-নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায় ।
বিনা-মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥" ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নট মদনমোহন এক গন্ধের দোকান খুলেছে, যা সারা জগতের সমস্ত রমণীদের তাঁর গ্রাহক হবার জন্য লোভাতুর করেছে। সে বিনা-মূল্যে সেই গন্ধ দেয়, এবং সেই গন্ধ দিয়ে তাঁদের অন্ধ করে, এবং তাঁরা তখন আর ঘরে যাওয়ার পথ খুঁজে পায় না।"

শ্লোক ৯৯

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায় ।

যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে—সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সেই গন্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন চুরি করে নিয়েছিল, এবং তিনি তখন ভ্রমরের মতো ইতস্তত ধাবিত হচ্ছিলেন। কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার আশায় তিনি বৃক্ষলতার কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, কেবল তাঁর অঙ্গ-গন্ধ পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১০০

স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি কৈল ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় গান গাচ্ছিলেন, এবং তাঁদের সেই গান শুনে আনন্দিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচছিলেন। এইভাবে ভোর হল। তখন স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় নানা উপায় উদ্ভাবন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি করালেন।

শ্লোক ১০১

মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্যে দিব্যনৃত্য ।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, আমি, শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভৃত্য কৃষ্ণদাস এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি, প্রলাপন, দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে দিব্য নৃত্য করা, এই চারটি লীলা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীল রূপ গোস্বামীর আশীর্বাদে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই চারটি লীলা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন না। কিন্তু তিনি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* শ্রীল রূপ গোস্বামীর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি নিজেকে শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুগামী বলে অভিমান করে গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ১০২

এইমত মহাপ্রভু পাঞা চেতন ।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বাহ্যচেতনা ফিরে পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নান করে জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ১০৩

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্যশক্তি তার ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অলৌকিক এবং তা দিব্য শক্তি সমন্বিত। এই সমস্ত লীলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা তর্কের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

শ্লোক ১০৪

এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে ।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই প্রেম সর্বদা যাঁর অন্তরে জাগরিত হয়, তাঁর কার্যকলাপ পণ্ডিতেরাও বুঝতে পারেন না।

শ্লোক ১০৫

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১০৫ ॥

ধন্যস্য—ধন্য ব্যক্তির; অয়ম্—এই; নব—নূতন; প্রেমা—ভগবৎ-প্রেম; যস্য—যাঁর; উন্মীলতি—উদিত হয়; চেতসি—হৃদয়ে; অন্তর্বাণীভিঃ—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা; অপি—ও; অস্য—তাঁর; মুদ্রা—লক্ষণ সমূহ; সুষ্ঠু—সুষ্ঠভাবে; সুদুর্গমা—বোঝা কঠিন।

অনুবাদ

"যে ধন্য ব্যক্তির হৃদয়ে নব-প্রেম উদিত হয়, তার ক্রিয়া ও মুদ্রা-সকল অর্থাৎ চিহ্ন-সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও যথাযথ বুঝতে পারে না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/৪/১৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৬

অলৌকিক প্রভুর 'চেষ্টা', 'প্রলাপ' শুনিয়া ।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-প্রেম জনিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ অলৌকিক, বিশেষ করে উন্মাদের মতো তাঁর প্রলাপ বর্ণন। তাই, সেই সম্বন্ধে তর্ক করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে, বিশ্বাস সহকারে তা শ্রবণ করা উচিত।

শ্লোক ১০৭

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে ।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ 'ভ্রমর-গীতা'তে ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

তার সত্যতা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে দশম স্কন্ধে ভ্রমর-গীতায় শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম-প্রলাপ বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে গোপীদের কাছে আসেন, তখন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতে বলতে ক্রন্দন করতে শুরু করেন। কোন এক বিশেষ গোপী একটি ভ্রমরকে দেখে তাকে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করে তার উদ্দেশ্যে উন্মাদিনীর মতো প্রলাপ বলতে শুরু করেন। সেই শ্লোকগুলি নিম্নে বর্ণিত হল (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৪৭/১২-২১)—

মধুপ কিতব বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥

"হে ভ্রমর, তুমি কৃষ্ণ এবং উদ্ধবের অত্যন্ত ধূর্ত মিত্র। তুমি সকলের পাদস্পর্শ করতে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু আমি তোমার নমস্কারে প্রসন্ন হব না। মনে হচ্ছে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কোন বান্ধবীর বক্ষে বসেছিলে, কেননা আমি তোমার শ্মশ্রুপ্রান্তে কুমকুমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণ এখন মথুরায় তাঁর বান্ধবীদের তোষামোদ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত। তাই, এখন তাঁকে 'মাথুর-বান্ধব' (মথুরাবাসীদের বন্ধু) বলা যায়। এখন আর তাঁর ব্রজবাসীদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এখন আর তাঁর গোপীদের তুষ্ট করার কোন কারণ নেই। যেহেতু তুমি তাঁর দূত, এখানে তোমার উপস্থিতির কি প্রয়োজন? তোমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এ সভায় লজ্জা পাবে।'

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মনে কিভাবে আঘাত দিয়েছেন যার ফলে তাঁরা তাঁকে তাঁদের মন থেকে দূর করে দিতে চান? তার উত্তর নিম্নে দেওয়া হয়েছে—

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্ ।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥

"কৃষ্ণ আর আমাদের তাঁর অধরের সুধা দান করে না; পক্ষান্তরে, সে এখন সেই অমৃত মথুরার রমণীদের দান করে। কৃষ্ণ আমাদের মন আকর্ষণ করে, আর সে ঠিক তোমারই মতো একটি ভ্রমরের মতো, কেননা সে একটি সুন্দর ফুল পরিত্যাগ করে অন্য একটি নিকৃষ্ট ফুলে গমন করে। এইভাবে কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে আচরণ করেছে। আমি জানিনা লক্ষ্মীদেবী কেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ত্যাগ না করে যত্ন সহকারে সেবা করেন। মনে হয় তিনি কৃষ্ণের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস করেন। আমরা গোপীরা কিন্তু, লক্ষ্মীর মতো নির্বোধ নই।"

ভ্রমরের মধুর গান শুনে এবং সে যে তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কৃষ্ণের গুণগান করছে তা বুঝতে পেরে, সেই গোপীটি উত্তর দিলেন—

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধি-
পতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥

"হে ভ্রমর, এখানে কৃষ্ণের কোন বাসস্থান নেই, কিন্তু আমরা তাঁকে যদুপতি বলে জানি। আমরা তাঁকে খুব ভালভাবে জানি, এবং তাই তাঁর গুণগান আর আমরা শুনতে চাই না। যারা এখন কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তাদের কাছে গিয়ে তুমি এই গান শোনাও। মথুরায় রমণীরা এখন কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এখন তারা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাই সে তাদের বক্ষের তাপ উপশম করেছে। তুমি যদি সেখানে গিয়ে সেই সৌভাগ্যবতী রমণীদের তোমার গান শোনাও, তাহলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, এবং তোমাকে সম্মানিত করবে।"

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥

"হে মধুপ, গোপীদের না দেখতে পেয়ে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। আমাদের লীলাবিলাসের কথা স্মরণ করে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। তাই আমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সে দূত রূপে তোমাকে পাঠিয়েছে। একথা তুমি আমাদের কাছে বল না! স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালের যত নারী আছে তারা সকলেই কৃষ্ণের প্রাপ্য কেননা তাঁর বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল এবং মধুর হাস্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত সর্বদা তাঁর সেবা করেন। লক্ষ্মীদেবীর তুলনায় আমরা অতি সামান্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা কিছুই

নই। কৃষ্ণ অত্যন্ত কপট হলেও অত্যন্ত বদান্য। তুমি তাঁকে বল যে সে দীনজনের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় বলে 'উত্তমশ্লোক' নামে তাঁর পরিচয়।"

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈর-
নুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহবিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥

"তুমি আমার পায়ে এসে পড়েছ যেন তোমার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছ। আমার পা থেকে তুমি সরে যাও। আমি জানি যে মুকুন্দ তোমাকে এইভাবে মিষ্টবাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করতে এবং দূতের কাজ করতে শিখিয়েছে। হে ভ্রমর, আমি বুঝতে পারছি যে তা চতুরতা। তুমি বলতে যেও না—'মুকুন্দের কি দোষ? আমি জানি যে তুমি অত্যন্ত খল। আমরা আমাদের পতি-পুত্র পরলোক-ধর্ম পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের সেবা করার ব্রত গ্রহণ করেছি, এবং তাঁর সেবা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোন কাজ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসংযত চিত্ত কৃষ্ণ অনায়াসে আমাদের ভুলে গেছে। তাই আমরা আর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের কথা আমরা ভুলে যেতে চাই।"

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্ ।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্‌যস্ত-
দলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥

"হে ভ্রমর, আমরা যখন কৃষ্ণের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করি তখন আমাদের মনে ভীষণ ভয় হয়। রাম অবতারে সে ব্যাধের মতো অন্যায়ভাবে তাঁর বন্ধু বালিকে বধ করেছিল। কামার্তা শূর্পণখা যখন তাঁর তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁর কাছে এসেছিল, তখন সীতাদেবীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট রামচন্দ্র শূর্পণখার নাক কেটে দেন। বামন অবতারে বলি মহারাজের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করার ছলে তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রতারণা করে নিয়ে নেন। বামনদেব বলি মহারাজকে ধরে ছিলেন, ঠিক যেভাবে মানুষ কাক ধরে। হে ভ্রমর, এরকম ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা ভাল নয়। আমি জানি যে কৃষ্ণের কথা একবার বলতে শুরু করলে, তা বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন এবং আমি স্বীকার করি যে তাঁর কথা বলা বন্ধ করতে আমি অক্ষম।"

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষু-চর্যাং চরন্তি ॥

"কৃষ্ণকথা এতই বলবান যে তা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গকে ধ্বংস করে। কেউ যদি অল্পমাত্রায় কৃষ্ণকথা পান করে, তাহলে সে সমস্ত জড় আসক্তি এবং মাৎসর্য থেকে মুক্ত হয়। পাখীদের যেমন জীবন ধারণের কোন সংস্থান থাকে না, এই ধরনের

মানুষেরাও তেমন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁদের কাছে গৃহস্থালির কার্যকলাপ দুঃখময় বলে মনে হয়, এবং আসক্তি রহিতভাবে তাঁরা হঠাৎ সবকিছু পরিত্যাগ করেন। এই প্রকার ত্যাগের জীবন যদিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কিন্তু আমরা নারী বলে তা গ্রহণ করতে অসমর্থ।"

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা ॥

"হে দূত। আমি একটি নির্বোধ পাখীর মতো যে ব্যাধের মধুর সঙ্গীত শুনে সরলভাবে তা বিশ্বাস করে, এবং তারপর হৃদয়ে বাণবিদ্ধ হয়ে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করে আমরা গভীর বেদনা ভোগ করেছি। কৃষ্ণের নখস্পর্শে আমরা সুতীব্র মদন-পীড়া ভোগ করেছি। সে আমাদের নানাভাবে বেদনা দিয়েছে। তাই, তাঁর কথা না বলে তুমি অন্য কিছু বল।"

শ্রীমতী রাধারাণীর এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করে ভ্রমর সেখান থেকে চলে যায় এবং তারপর আবার ফিরে আসে। একটু বিচার করে সেই গোপী তখন বলেন—

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥

"তুমি কৃষ্ণের প্রিয় সখা, এবং তাঁর আদেশে তুমি আবার এখানে ফিরে এসেছ। তাই, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দূত, তুমি আমার পূজনীয়। তুমি আমাকে বল তোমার কি প্রার্থনা? তুমি কি চাও? শ্রীকৃষ্ণ কখনও যুগলপ্রেম ছাড়বে না, এবং তাই আমি বুঝতে পারছি যে তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছ। কিন্তু তুমি তা করবে কি করে? আমরা জানি যে বহু লক্ষ্মীদেবী এখন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিলাস করেন, এবং তাঁরা নিরন্তর আমাদের থেকেও ভালভাবে তাঁর সেবা করছেন।"

ভ্রমরের প্রশান্ত ভাবের প্রশংসা করে তিনি হর্ষ ভরে বলতে লাগলেন—

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥

"ব্রজাঙ্গনাদের ভুলে এখন আর্যপুত্র কৃষ্ণ মথুরায় গুরুকুলে বাস করছে। তাঁর কি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের কথা মনে পড়ে না? আমরা সকলে তাঁর দাসী ছিলাম। আমাদের কথা কি তাঁর মনে পড়ে না? সে কি কখনও আমাদের কথা বলে? না কি সে আমাদের সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে? সে কি কখনও আমাদের ক্ষমা করবে এবং অগুরুর গন্ধে সুগন্ধিত তাঁর হস্ত দিয়ে আমাদের মস্তক স্পর্শ করবে?"

শ্লোক ১০৮

মহিষীর গীত যেন 'দশমে'র শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষে যে দ্বারকা-মহিষীদের গীত উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষ অর্থ ব্যঞ্জক। বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও তার অর্থ বুঝতে পারেন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবতিতম পরিচ্ছেদের ১৫-২৪ শ্লোক নিম্নে বর্ণিত হল।

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥

মহিষীরা নিরন্তর কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। জলক্রীড়ার পর তাঁরা বললেন, "হে সখি কুররি, কৃষ্ণ এখন ঘুমিয়ে রয়েছে, কিন্তু আমরা তাঁর চিন্তায় জেগে রয়েছি। রাত্রিবেলায় আমাদের জেগে থাকতে দেখে তুমি হাসছ, কিন্তু তুমিই বা ঘুমাচ্ছ না কেন? মনে হচ্ছে তুমিও কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন। তুমিও কি কৃষ্ণের হাস্য-ঈক্ষণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছ? তাঁর হাসি অত্যন্ত মধুর। সেই বাণের দ্বারা যে বিদ্ধ হয়েছে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।"

নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং
রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং
কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্ ॥

"হে চক্রবাকি, রাত্রিবেলা তুমি তোমার বন্ধুকে না দেখতে পেয়ে তোমার আয়ত চক্ষু মেলে রয়েছ। সত্যিই তুমি খুব দুঃখ ভোগ করছ। তুমি কি কারুণ্যে রোদন করছ, না কৃষ্ণকে স্মরণ করে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছ? শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করে মহিষীরা অত্যন্ত আনন্দিত। তুমি কি তোমার মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের গলার মালা ধারণ করার জন্য ক্রন্দন করছ? হে চক্রবাকি, স্পষ্টভাবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি।"

ভোঃ ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্
লব্ধনিদ্রোঽধিগত প্রজাগরঃ।
কিম্বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ
প্রাপ্তাং দশাং ত্বঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্ ॥

"হে সমুদ্র, রাত্রিবেলা নিদ্রা-সুখ উপভোগ করার সৌভাগ্য তোমার হয়নি। পক্ষান্তরে, তুমি সবসময় জেগে ক্রন্দন কর। এইটিই তোমার ধর্ম, এবং তোমার হৃদয় ঠিক

আমাদেরই মতো ভগ্ন হয়েছে। মুকুন্দের কাজ হচ্ছে আমাদের কুঙ্কুম আদির চিহ্ন নাশ করা। হে সমুদ্র, তোমার অবস্থাও আমাদেরই মতো।"

ত্বং যক্ষ্মণা বলবতা নিগৃহীত ইন্দো
ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং
বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥

"হে চন্দ্র, মনে হচ্ছে তুমি কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছ। প্রকৃতপক্ষে, অন্ধকার নাশ করার ক্ষমতা তোমার কিরণে নেই। তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের গান শুনে উন্মত্ত হয়েছ? সেজন্যই কি তুমি নীরব হয়েছ? তোমার দুঃখ দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি আমাদেরই মতো একজন।"

কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥

"হে মলয় সমীরণ, দয়া করে তুমি আমাকে বল আমরা তোমার প্রতি কি অন্যায় আচরণ করেছি। কেন তুমি আমাদের হৃদয়ে কামনার অগ্নিশিখাকে উদ্দীপ্ত করছ? আমরা গোবিন্দের কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ হয়েছি, কেননা সে কন্দর্পের প্রভাব জাগরিত করতে অত্যন্ত দক্ষ।"

মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ ॥

"হে মেঘ, তুমি কি প্রেমবদ্ধ মহিষীদের মতো শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎস চিহ্নের কথা চিন্তা করছ? তুমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের কথা স্মরণ করে সেই ধ্যানে মগ্ন, এবং তাই তুমি দুঃখে অশ্রুধারা বর্ষণ করছ।"

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল ॥

"হে কোকিল, তোমার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর, এবং তুমি অপরের অনুকরণে অত্যন্ত সুনিপুণ। তোমার কণ্ঠস্বর মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত সঞ্জীবিত করতে পারে। তাই তুমি মহিষীদের বল যে সুন্দরভাবে আচরণ করা তাদের কর্তব্য।"

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে
ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং
বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্ ॥

"হে উদারবুদ্ধি পর্বত, তুমি অচঞ্চল এবং মৌন। তুমি সর্বদাই মহৎ কার্য সম্পাদনের চিন্তায় মগ্ন। তুমি আমাদের মতো বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করার ব্রত গ্রহণ করেছ।"

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ
সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ ।
যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকম-
প্রাপ্য মুষ্ট-হৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম ॥

"হে সিন্ধুপত্নী নদীগণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিন্ধু তোমাদের সুখ দিচ্ছে না। তাই তোমরা শুকিয়ে গেছ এবং তোমাদের মধ্যে আর পদ্মের শোভা নেই। তারা কৃশাঙ্গ হয়েছে, এবং সূর্য-কিরণ সত্ত্বেও তারা আনন্দহারা। তেমনই মধুপতির প্রণয়-রহিত হওয়ায় দীনা মহিষীদের হৃদয় শুষ্ক হয়েছে, এবং তনু বিশীর্ণ হয়েছে। তোমরাও কি তেমন কৃষ্ণের প্রেমদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে শুষ্ক এবং শোভাহীন হয়ে গেছ?"

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা ।
কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো
বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্ ॥

"হে হংস, তুমি কত আনন্দ ভরে এখানে এসেছ! আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই। আমরা তোমাকে সর্বদাই কৃষ্ণের দূত বলে জানি। এখন দুগ্ধ পান করতে করতে তুমি তাঁর বার্তা বল। কৃষ্ণ কি তোমাকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলেছে? কৃষ্ণ সুখে আছে তো? আমরা তা জানতে চাই। সে কি আমাদের কথা মনে করে? আমরা জানি যে লক্ষ্মীদেবী একা তাঁর সেবা করছে। আমরা কেবল কিঙ্করী। যে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে না, কিভাবে আমরা তাঁর পূজা করব?"

শ্লোক ১০৯

মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস ।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দাসের দাস হন এবং তাঁদের কৃপা লাভ করেন, তারই কেবল এতে বিশ্বাস হয়।

শ্লোক ১১০

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয় শোন, কেননা, তা শুনতে মহাসুখ। তা শোনার ফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এবং কুতর্ক আদি সমস্ত দুঃখ দূর হবে।

শ্লোক ১১১

চৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য-নূতন ।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য নতুন। সব সময় তা শুনলে হৃদয় এবং শ্রবণ জুড়িয়ে যায়।

শ্লোক ১১২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি, কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত প্রলাপ, দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ এবং জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে নৃত্য' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

শ্লোক ৩

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।
রজনী-দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে দিন-রাত কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৪

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন-সনে ।
রাত্রি-দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

দিন-রাত তিনি স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়, এই দুইজন অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদের সঙ্গে চিন্ময় রস-গীতের শ্লোক আস্বাদন করছিলেন।

শ্লোক ৫

নানা-ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ ।
দৈন্যোদ্বেগ-আর্তি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদ্বেগ, আর্তি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ আদি দিব্যভাব তিনি আস্বাদন করছিলেন।

শ্লোক ৬

সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই-বন্ধু লঞা ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সেই ভাবে শ্লোক পড়ে তিনি তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে সেগুলির অর্থ আস্বাদন করতেন।

শ্লোক ৭

কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন ।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

কোন কোন দিন কোন বিশেষভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি শ্লোক পাঠ করতেন এবং সারারাত জেগে সেই শ্লোক আস্বাদন করতেন।

শ্লোক ৮

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায় ।
নামসঙ্কীর্তন—কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

উল্লসিত অন্তরে একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "শোন স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়, ভগবানের দিব্যনাম সংকীর্তন এই কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার পরম উপায়।

শ্লোক ৯

সঙ্কীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পন্থা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। যিনি তা করেন তিনি অবশ্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে আদি-লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৭৭-৭৮ শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—'কৃষ্' ও 'ণ' শব্দাংশ দুটি বারবার উচ্চারণ করতে করতে; ত্বিষা—কান্তি; অকৃষ্ণম্—কৃষ্ণ বা কালো নয় (তপ্ত কাঞ্চনের মতো); স-অঙ্গ—সপার্ষদ; উপাঙ্গ—সেবকবৃন্দ; অস্ত্র—অস্ত্র; পার্ষদম্—অন্তরঙ্গ পার্ষদ; যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞের দ্বারা; সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ—প্রধানত সংকীর্তনের দ্বারা; যজন্তি—আরাধনা করেন; হি—অবশ্যই; সু-মেধসঃ—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

" 'যে পরমেশ্বর ভগবান 'কৃষ্' ও 'ণ' শব্দাংশ দুটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নামসংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনি কৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) করভাজন মুনির উক্তি। আদি-লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের বাহান্ন শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১১

নামসঙ্কীর্তন হইতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে সর্বপ্রকার মঙ্গলের উদয় হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

শ্লোক ১২

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥ ১২ ॥

চেতঃ—হৃদয়ের; দর্পণ—আয়না; মার্জনম্—পরিষ্কার করে; ভব—ভব সংসারের; মহা-দাবাগ্নি—ভয়ঙ্কর দাবানল; নির্বাপণম্—নিভিয়ে দেয়; শ্রেয়ঃ—সৌভাগ্যদের; কৈরব—শ্বেত পদ্ম; চন্দ্রিকা—চাঁদের জ্যোৎস্না; বিতরণম্—বিতরণ করে; বিদ্যা—বিদ্যা; বধূ—পত্নী; জীবনম্—জীবন; আনন্দ—আনন্দের; অম্বুধি—সমুদ্র; বর্ধনম্—বর্ধিত করে; প্রতি-পদম্—প্রতি পদক্ষেপে; পূর্ণ-অমৃত—পূর্ণ অমৃতের; আস্বাদনম্—আস্বাদন; সর্ব—সকলের; আত্ম-স্নপনম্—আত্মার অবগাহন; পরম্—পরম; বিজয়তে—জয়যুক্ত হউক; শ্রী-কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের সঙ্কীর্তন।

অনুবাদ

'চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী; জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব স্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।'

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *শিক্ষাষ্টকের* প্রথম শ্লোক। অন্য সাতটি শ্লোক ১৬, ২১, ২৯, ৩২, ৩৬, ৩৯ এবং ৪৭ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করার ফলে সংসারের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, হৃদয় নির্মল হয় এবং সর্বপ্রকার ভক্তির উদয় হয়।

শ্লোক ১৪

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সংকীর্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, প্রেমামৃতের আস্বাদন হয়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁর সেবারূপ অমৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়।"

শ্লোক ১৫

উঠিল বিষাদ, দৈন্য,—পড়ে আপন-শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরে বিষাদ এবং দৈন্যের উদয় হল, এবং তিনি তাঁর রচিত আর একটি শ্লোক পড়তে লাগলেন; যার অর্থ শুনলে সমস্ত দুঃখ এবং শোক দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ১৬

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

নাম্নাম্—ভগবানের দিব্য নামের; অকারি—প্রকাশিত; বহুধা—বহু প্রকার; নিজ-সর্ব-শক্তিঃ—তাঁর নিজের সমস্ত শক্তি; তত্র—তাতে; অর্পিতা—অর্পিত; নিয়মিতঃ—বিধি-বিহিত; স্মরণে—স্মরণ করায়; ন—না; কালঃ—সময়ের বিবেচনা; এতাদৃশী—এতই; তব—তোমার; কৃপা—কৃপা; ভগবন্—হে ভগবান; মম—আমার; অপি—যদিও; দুর্দৈবম্—দুর্ভাগ্য; ঈদৃশম্—এমন; ইহ—এই (দিব্যনামে); অজনি—জাত; ন—না; অনুরাগঃ—অনুরাগ।

অনুবাদ

" 'হে পরমেশ্বর ভগবান, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করে, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদির কোন রকম বিধি বা বিচার করনি। হে প্রভু, জীবের প্রতি এইভাবে কৃপা করে তুমি তোমার নামকে

সুলভ করেছ, তথাপি আমার এমনই দুর্দৈব যে, সেই নাম গ্রহণ করার সময় আমি অপরাধ করি এবং তার ফলে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মায় না।'

শ্লোক ১৭

অনেক-লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু বিভিন্ন মানুষের বাসনা ভিন্ন, তাই তুমি কৃপা করে তোমার অনেক নাম প্রচার করেছ।

শ্লোক ১৮

খইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়, যেখানে সেখানে ভগবানের নাম গ্রহণ করা যায়। এই নাম গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র ইত্যাদির কোন বিচার নেই; এবং যিনি এই নাম গ্রহণ করেন, তাঁর সর্বসিদ্ধি হয়।

শ্লোক ১৯

"সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ!" ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি তোমার প্রতিটি নামে তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে সেই নামের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই।"

শ্লোক ২০

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় ।
তাহার লক্ষণ শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়, যেভাবে নাম গ্রহণ করলে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয় তার লক্ষণ শোন।

শ্লোক ২১

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

তৃণাৎ অপি—সকলের পদদলিত তৃণ থেকেও; সুনীচেন—প্রাকৃত মর্যাদারহিত ভাব সমন্বিত; তরোঃ ইব—একটি বৃক্ষের মতো; সহিষ্ণুনা—সহিষ্ণুতা যুক্ত; অমানিনা—মাননীয় হওয়া সত্ত্বেও যিনি সম্মানের প্রত্যাশা করেন না; মানদেন—সম্মানের যোগ্য না হলেও তাকে সম্মান প্রদান করা; কীর্তনীয়ঃ—কীর্তন করা উচিত; সদা—সর্বক্ষণ; হরিঃ—ভগবানের দিব্য নাম।

অনুবাদ

" 'যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু; যিনি নিজে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অধিকারী।'

শ্লোক ২২

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকারীর লক্ষণ হচ্ছে—তিনি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন, এবং তিনি বৃক্ষের মতো দুই প্রকার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ২৩

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃক্ষকে কাটলেও সে কোন রকম প্রতিবাদ করে না, এবং শুকিয়ে মরে গেলেও কারোর কাছে জল চাহে না।

শ্লোক ২৪

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন ।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যেই তার কাছে চায় তাকেই বৃক্ষ তার ফল, ফুল আদি প্রিয়ধন দান করে। সে নিজে প্রখর সূর্য-কিরণ এবং প্রবল বৃষ্টি সহ্য করে অন্যদের তা থেকে রক্ষা করে।

শ্লোক ২৫

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অতি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব নিরভিমান, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজ করছে জেনে, সমস্ত জীবদের সম্মান করেন।

শ্লোক ২৬

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই রকম হয়ে যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করেন।"

শ্লোক ২৭

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৈন্য ভাব বর্ধিত হল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে তিনি তাঁকে শুদ্ধভক্তি দান করেন।

শ্লোক ২৮

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ' ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমের স্বভাবই হচ্ছে, যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন ভক্ত নিজেকে ভক্ত বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে, তার সবসময় মনে হয় যে তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের এককণাও লাভ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, যারা প্রেমধনে দরিদ্র, তারা কপটতা বশে প্রেম লাভ না করেই জগতের কাছে তাদের প্রেম প্রাপ্তির কথা মিথ্যা করে প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে লোকের কাছে বহিঃপ্রকাশ বা ঘোষণা করার দ্বারা এই সমস্ত কপট ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় তাদের সৌভাগ্য প্রদর্শন করার জন্য কপটতার আশ্রয় করে অনেক সময় বাহ্য-প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করে। শুদ্ধ ভক্তেরা এই কপট সহজিয়াদের 'প্রেমিক' বলা দূরে থাকুক, তাদের সঙ্গকে পর্যন্ত

ভক্তিনাশের কারণ জেনে বর্জন করেন; কপটতা পূর্বক তাকে 'ভক্ত' আখ্যা দিয়ে শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গে তাকে সমজ্ঞান করতে উপদেশ দেন না। যথার্থ প্রেমের উদয় হলে, জীব নিজের মহিমা গোপন করে কেবল কৃষ্ণ-ভজনের জন্যই প্রয়াস করেন।

কপট প্রাকৃত-সহজিয়ারা কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তদের সমালোচনা করে তাদের 'দার্শনিক', 'তত্ত্ববিৎ', 'সূক্ষ্মদর্শী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের 'রসিক', 'ভজনানন্দী', 'ভাগবতোত্তম', 'লীলারসপানোন্মত্ত', 'রাগানুগীয় সাধক অগ্রগণ্য', 'রসজ্ঞ', 'রসিক-চূড়ামণি' প্রভৃতি ভূষণে অলঙ্কৃত করে। বস্তুত তারা তাদের চিত্তের প্রাকৃতভাবতরঙ্গে ভজন প্রণালীকে কলুষিত করে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয়ে তাদের মিছা-বৈষ্ণবত্বেরই বহুমানন করে। এই শ্রেণীর লেখকেরা অপ্রাকৃত রসের কথা লিখতে গিয়ে তাদের প্রাকৃত ভাব সমূহকে কৃষ্ণসেবার অঙ্গীভূত করে। তারা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রসের স্বরূপ না জেনে বৈরাস্যাত্মক প্রাকৃত সম্ভোগকেই 'রস' বলে জানে।

শ্লোক ২৯

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

ন—না; ধনম্—ধন; ন—না; জনম্—অনুগামী; ন—না; সুন্দরীম্—সুন্দরী রমণী; কবিতাম্—সুন্দর ভাষায় বর্ণিত সকাম কর্ম; বা—অথবা; জগৎ-ঈশ—হে জগদীশ্বর; কাময়ে—কামনা করি; মম—আমার; জন্মনি—জন্মে; জন্মনি—জন্মান্তরে; ঈশ্বরে—পরমেশ্বর ভগবানে; ভবতাৎ—হউক; ভক্তিঃ—ভক্তি; অহৈতুকী—অহৈতুকী; ত্বয়ি—তোমার প্রতি।

অনুবাদ

" 'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।'

শ্লোক ৩০

"ধন, জন নাহি মাগোঁ, কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ! কৃপা করি' ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে কৃষ্ণ! আমি তোমার কাছে ধনসম্পদ চাই না, অনুগতজন চাইনা, সুন্দরী স্ত্রী অথবা সকাম কর্মের ফল স্বরূপ ভোগ চাই না। তোমার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, তুমি কৃপা করে আমাকে শুদ্ধভক্তি দান কর।

শ্লোক ৩১

অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান ।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত দৈন্য সহকারে নিজেকে এই জড় জগতের একজন বদ্ধ জীব বলে মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তিনি যেন তাঁকে দাস্যভক্তি দান করেন।

শ্লোক ৩২

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

অয়ি—হে প্রভু; নন্দ-তনুজ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ; কিঙ্করম্—দাস; পতিতম্—পতিত; মাম্—আমাকে; বিষমে—ভয়ঙ্কর; ভব-অম্বুধৌ—ভব-সমুদ্র থেকে; কৃপয়া—কৃপা করে; তব—তোমার; পাদ-পঙ্কজ—শ্রীপাদপদ্ম; স্থিত—অবস্থিত; ধূলী-সদৃশম্—ধূলিকণার সদৃশ; বিচিন্তয়—চিন্তা কর।

অনুবাদ

" 'হে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু আমার সকর্ম-বিপাকে আমি এই ভয়ঙ্কর ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। তুমি কৃপা করে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিকণা সদৃশ আমাকে চিন্তা কর।'

শ্লোক ৩৩

"তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু তোমাকে ভুলে আমি মায়াবদ্ধ হয়ে ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি।

শ্লোক ৩৪

কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম ।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥" ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণারূপে স্থান দাও, যাতে আমি তোমার নিত্য সেবক হয়ে তোমার সেবা করতে পারি।"

শ্লোক ৩৫

পুনঃ অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্‌গম ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্তন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দৈন্যের উদয় হল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি যেন প্রেমভরে নাম সংকীর্তন করতে পারেন।

শ্লোক ৩৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

নয়নম্—নয়নযুগল; গলৎ-অশ্রু-ধারয়া—বিগলিত অশ্রুধারা; বদনম্—বদন; গদ্‌গদ—গদগদ; রুদ্ধয়া—রুদ্ধ; গিরা—স্বর; পুলকৈঃ—পুলক; নিচিতম্—ব্যাপ্ত; বপুঃ—শরীর; কদা—কখনও; তব—তোমার; নাম-গ্রহণে—নাম গ্রহণ করার সময়; ভবিষ্যতি—হবে।

অনুবাদ

" 'হে প্রভু, তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য নিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্‌গদ স্বর বের হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হবে?'

শ্লোক ৩৭

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥" ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবৎ-প্রেমরূপ ধন বিনা আমার দরিদ্র জীবন ব্যর্থ। তাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা আমাকে তোমার দাস করে বেতন স্বরূপ প্রেমধন দান কর।"

শ্লোক ৩৮

রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্য আদি বিবিধ ভাবের উদয় হল, এবং তিনি উন্মাদের মতো প্রলাপ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৯

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৩৯ ॥

যুগায়িতম্—এক যুগের মতো মনে হচ্ছে; নিমেষেণ—এক নিমেষকে; চক্ষুষা—চোখ থেকে; প্রাবৃষায়িতম্—বর্ষার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে; শূন্যায়িতম্—শূন্য বলে মনে হচ্ছে; জগৎ—জগৎ; সর্বম্—সমগ্র; গোবিন্দ—গোবিন্দের; বিরহেণ মে—বিরহে।

অনুবাদ

" 'হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে; চক্ষু থেকে বর্ষার ধারার মতো অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।'

শ্লোক ৪০

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"উদ্বেগে আমার দিন কাটে না, কেননা এক ক্ষণকে যুগ বলে মনে হয়। আমার চোখ দিয়ে বর্ষার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে।

শ্লোক ৪১

গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"গোবিন্দ-বিরহে ত্রিভুবন শূন্য হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি জীবন্ত অবস্থায় তুষানলে দগ্ধ হচ্ছি।

শ্লোক ৪২

কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে,—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ' ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রেম পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ আমার প্রতি উদাসীন হয়েছে, এবং আমার সখীরা আমাকে বলছে, 'তুমি তাঁকে উপেক্ষা কর।' "

শ্লোক ৪৩

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর নির্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব উদিত হল।

শ্লোক ৪৪

হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ।
এত ভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়, বিনয় ইত্যাদি ভাব একসঙ্গে উদিত হল।

শ্লোক ৪৫

এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইলা ।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভাবের আবেশে শ্রীমতী রাধারাণীর মন অস্থির হল, এবং তিনি তখন সখীদের কাছে একটি প্রৌঢ়ি-শ্লোক বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৬

সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে লাগলেন, এবং সেই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে তাঁরও শ্রীমতী রাধারাণীর মতো অবস্থা হল।

শ্লোক ৪৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৪৭ ॥

আশ্লিষ্য—প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন; বা—অথবা; পাদ-রতাম্—চরণসেবা পরায়ণ; পিনষ্টু—আত্মসাৎ করুক; মাম্—আমাকে; অদর্শনাৎ—দেখা না দিয়ে; মর্ম-হতাম্—মর্মাহত; করোতু—করুক; বা—অথবা; যথা—যেমন (তাঁর ইচ্ছা); তথা—তেমন; বা—অথবা; বিদধাতু—সে করুক; লম্পটঃ—যে পরস্ত্রীর সঙ্গ করে; মৎ-প্রাণ-নাথঃ—আমার প্রাণনাথ; তু—কিন্তু; সঃ—সে; এব—কেবল; ন অপরঃ—অন্য কেউ নয়।

অনুবাদ

" 'এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুক অথবা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক, সে—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়, আমারই প্রাণনাথ।'

শ্লোক ৪৮

"আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, জারেন মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি কৃষ্ণের পাদরতা দাসী। সে রসসুখের মূর্তবিগ্রহ। সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করতে পারে, অথবা আমাকে দর্শন না দিয়ে আমার দেহ ও মন ব্যথিত করতে পারে। কিন্তু তা হলেও, সে আমার প্রাণনাথ।

শ্লোক ৪৯

সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ—অন্য নয় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, আমার মনের কথা শোন। কৃষ্ণ আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুক অথবা দুঃখ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুক, সে আমার প্রাণেশ্বর, অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ৫০

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনও কখনও কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমার বশীভূত হয়। এইভাবে সে আমার সৌভাগ্য প্রকট করে, এবং সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে আমার সঙ্গে লীলা-খেলা করে তাদের ব্যথা দেয়।

শ্লোক ৫১

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"অথবা, যেহেতু সে লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট এবং কপট, তাই সে আমাকে মনঃপীড়া দেবার জন্য, আমার সামনে অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, কিন্তু তা হলেও সে আমার প্রাণনাথ।

শ্লোক ৫২

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না। আমি কেবল কৃষ্ণের সুখই কামনা করি, কেননা তাঁর সুখই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সে মহাসুখ পায়, তাহলে সে দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—'ভক্ত নিজের সুখ-দুঃখ গণনা করেন না; যাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয়, সেজন্যই তিনি অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র-সুখ আর কিছুই নেই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়ে মহাসুখী হলে ভক্ত সেই দুঃখকেই সর্বোত্তম নিজ-সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ে কেউ কেউ নিজ সুখাভিলাষকেই কাম্যফল মনে করে। কেউ বা প্রাকৃত সুখের থেকে কৃষ্ণসেবার উপলক্ষণে স্বয়ংই অধিকতর সুখভোগ করব'—ইত্যাদি নানা প্রকার স্ব-সুখভোগ তাৎপর্যময় কর্মকাণ্ডকেই তাদের ভজন চেষ্টার 'ফল' বলে মনে করেন; বস্তুত তাদের সেই প্রকার চেষ্টা ও কল্পনা শুদ্ধভজন-বিষয়ে কাপট্যমূলক অনভিজ্ঞতার ফল মাত্র।'

শ্লোক ৫৩

যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী ।
মুই তার পায় পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ যদি কোন রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গসুখ কামনা করে, কিন্তু তাকে না পেয়ে দুঃখিত হয়, তখন আমি তার পায়ে পড়ে, তার হাতে ধরে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করিয়ে কৃষ্ণকে সুখী করি।

শ্লোক ৫৪

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে ।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন প্রিয় গোপী যখন কৃষ্ণের প্রতি রোষ প্রকাশ করে, কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। তাদের তাড়না এবং ভর্ৎসনায় কৃষ্ণ সুখ পায়। সে যখন যথাযোগ্য মান প্রদর্শন করে, কৃষ্ণ তাতে সুখ পায়; এবং তারপর কৃষ্ণের অল্প চেষ্টাতেই তার মানভঞ্জন হয়।

শ্লোক ৫৫

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম ব্যথা জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ।
নিজ-সুখে মানে কাজ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যে নারী কৃষ্ণের হৃদয় অসুখী জেনেও তাঁর প্রতি গভীর রোষ প্রকাশ করে, সে কেন বেঁচে রয়েছে? সে তার নিজের সুখই কেবল কামনা করে। তাঁর মাথায় বাজ পড়ুক। আমি কেবল কৃষ্ণেরই সন্তোষ কামনা করি।

তাৎপর্য

যে ভক্ত কেবল তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনেই তৎপর, তার সর্বনাশ হয়। সে প্রাকৃত-সম্ভোগ-পরায়ণ সহজিয়া 'অভক্ত' হয়ে যায়।

শ্লোক ৫৬

যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন গোপী যদি আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয় অথচ কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান করে, এবং কৃষ্ণ তাকে কামনা করে, তাহলে আমি তার ঘরে গিয়ে তার দাসী হতেও দ্বিধা করি না; কেননা তার ফলে আমার সুখের উদয় হয়।

শ্লোক ৫৭

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈলা বেশ্যার সেবা ।
স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত এক বিপ্রের পত্নী তার পতির সুখের জন্য এক বেশ্যার সেবা করে সমস্ত পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তার পাতিব্রত্যের ফলে তিনি সূর্যের গতি রোধ করেছিলেন এবং তিনজন মুখ্য দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর) সন্তুষ্টি বিধান করে তার মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

আদিত্য পুরাণে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১৫/১৯) এবং *পদ্মপুরাণে* উল্লিখিত আছে যে, কোন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণের অতি পতিব্রতা পরায়ণ পত্নী তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পতির বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এক মহাপাপী বেশ্যার দাসী হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার সঙ্গে নিজের অকর্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেছিলেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী তার কুষ্ঠরোগী পতিকে তার ইচ্ছানুসারে বেশ্যার গৃহে নিয়ে যান। সেই পাপিষ্ঠ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দ্বিজবন্ধু তার পতিব্রতা পত্নীর নিষ্ঠা দর্শন করে অবশেষে পাপ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে রাত্রে যখন তার গৃহে ফিরে যাচ্ছিল, তখন মাণ্ডব্য ঋষির গায়ে তার পা লাগায় তাঁর দ্বারা অভিশপ্ত হয়। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন শুনলেন যে তার পতির অজ্ঞান-কৃত কর্মে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে 'সূর্যোদয়ের পরেই তার পতির প্রাণবিয়োগ হবে' বলে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার ফলে পাতিব্রত্য সত্ত্বেও তার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী, তখন পতিব্রতা তার প্রতিষেধকল্পে সূর্যোদয় বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

শ্লোক ১২৯

শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা ।
সিংহদ্বারে দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের বালক পুত্র কিভাবে শ্লোক রচনা করেছিল এবং সিংহদ্বারে দ্বারী কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ দর্শন করিয়েছিলেন, সেই সমস্ত লীলাও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩০

মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিলা ।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রসাদের মহিমা বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের ফল বর্ণনাকারী একটি শ্লোক আস্বাদন করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩১

সপ্তদশে—গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন ।
কূর্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্‌গম ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গাভীর মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পতন এবং সেখানে তাঁর কূর্মাকার অনুভাবের উদ্‌গমের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩২

কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা ।
"কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

এই পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-গুণ কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন আকর্ষণ করেছিল সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে ভাবের আবেশে 'কাস্ত্র্যঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছিলেন সে লীলা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৩

ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন ।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভাব-শাবল্যে পুনরায় তিনি বিবিধ প্রলাপ করেছিলেন, এবং তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি শ্লোকের অর্থ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন, সে সমস্ত লীলাও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৪

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—সমুদ্রে পতন ।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন এবং গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৫

তাঁহাই দেখিলা কৃষ্ণের বন্য-ভোজন ।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দিব্য ভাবের আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন লীলা দর্শন করেছিলেন। একটি জেলে সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জল থেকে উঠান এবং তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গৃহে ফিরে আসেন।

শ্লোক ১৩৬

ঊনবিংশে—ভিত্তো প্রভুর মুখসংঘর্ষণ ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে দেওয়ালে মুখ ঘষেছিলেন এবং উন্মাদের মতো প্রলাপ বলেছিলেন।

শ্লোক ১৩৭

বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

বসন্ত-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পোদ্যানে বিহার, এবং কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করার কাহিনীও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৮

বিংশ-পরিচ্ছেদে—নিজ-'শিক্ষাষ্টক' পড়িয়া ।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টক আবৃত্তি করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে তার অর্থ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৯

ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা ।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষাষ্টক রচনা করেছিলেন, সেই আটটি শ্লোকের অর্থ পুনরায় তিনি স্বয়ং আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪০

মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলুঁ কথন ।
'অনুবাদ' হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি মুখ্য-মুখ্য লীলার অর্থ বর্ণনা করলাম। এই বর্ণনা থেকে গ্রন্থের বিবরণ স্মরণ হয়।

শ্লোক ১৪১

এক এক পরিচ্ছেদের কথা—অনেক প্রকার ।
মুখ্য-মুখ্য কহিলুঁ, কথা না যায় বিস্তার ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এক একটি পরিচ্ছেদে অনেক প্রকার বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমি কেবল মুখ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করলাম, কেননা বিস্তারিতভাবে সবগুলি বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১৪২-১৪৩

শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন' ।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ'-চরণ ॥ ১৪২ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ' ।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়িয়ার নাথ' ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী সহ শ্রীমদনমোহন, শ্রীমতী রাধারাণী সহ শ্রীগোবিন্দ-চরণ, এবং শ্রীমতী রাধারাণী সহ শ্রীগোপীনাথ, এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রাণনাথ।

শ্লোক ১৪৪-১৪৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুত নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ ॥ ১৪৫ ॥
নিজ-শিরে ধরি' এই সবার চরণ ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীযুত নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, আমার গুরুদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী এবং অন্য সমস্ত গৌরভক্তদের শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করি; যার ফলে সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা গুরু, এবং তাই তিনি তাঁকে শ্রীগুরু বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৪৭

সবার চরণ-কৃপা—'গুরু উপাধ্যায়ী' ।
মোর বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের সকলের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা আমার গুরু, এবং আমার বাণী আমার শিষ্যা, তাই তাঁকে আমি বহুভাবে নাচাই।

তাৎপর্য

যাঁর কাছে গেলে তিনি শিক্ষা দেন *(উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ)* তাঁকে বলা হয় উপাধ্যায়ী অথবা উপাধ্যায়। *মনুসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি বেদ অথবা বেদাঙ্গ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন তাঁকে বলা হয় উপাধ্যায়।" কলাবিদ্যা বিষয়ে যিনি শিক্ষা দেন তাঁকেও উপাধ্যায় বলা হয়।

শ্লোক ১৪৮

শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা ।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শিষ্যার শ্রম দর্শন করে গুরু নাচানো বন্ধ করলেন, এবং যেহেতু সেই কৃপা আর তাদের নাচাচ্ছে না, তাই আমার বাণী নিঃশব্দে বসে রইল।

শ্লোক ১৪৯

অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে ।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

আমার অনিপুণা বাণী নিজে নিজে নাচতে জানে না। গুরু-কৃপা তাকে যতদূর সম্ভব নাচাল, এবং নেচে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করল।

শ্লোক ১৫০

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন ।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সমস্ত শ্রোতাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি, কেননা তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের কৃপাই সমস্ত শুভের কারণ।

শ্লোক ১৫১

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

যেই জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধুয়ে আমি সেই জল পান করি।

শ্লোক ১৫২

শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত শ্রোতাদের পদরেণু আমার মস্তকের ভূষণ। আপনারা এই অমৃত পান করলেন এবং তার ফলে আমার শ্রম সার্থক হল।

শ্লোক ১৫৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৫৪

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ১৫৪ ॥

চরিতম্—চরিত্র; অমৃতম্—অমৃতময়; এতৎ—এই; শ্রীল—পরম ঐশ্বর্য-মণ্ডিত; চৈতন্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; বিষ্ণোঃ—যিনি পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং; শুভদম্—শুভ দানকারী; অশুভনাশি—সমস্ত অশুভ বিনাশকারী; শ্রদ্ধয়া—বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে; আস্বাদয়েৎ—আস্বাদন করা উচিত; যঃ—যিনি; তৎ-অমল-পদ-পদ্মে—তাঁর নির্মল পাদপদ্মে; ভৃঙ্গতাম্ এত্য—ভ্রমর হয়ে; সঃ—সেই ব্যক্তি; অয়ম্—এই; রসয়তি—আস্বাদন করেন; রসম্—দিব্য রস; উচ্চৈঃ—প্রচুর পরিমাণে; প্রেম-মাধ্বীক—প্রেমরূপ আসবের; পূরম্—পূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় পূর্ণ। তা সর্বপ্রকার শুভ প্রদান করে, এবং অশুভ বিনাশ করে। কেউ যদি বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আস্বাদন করেন, আমি ভ্রমরের মতো তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম-স্থিত মধু আস্বাদন করি।

শ্লোক ১৫৫

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীমৎ—শ্রী-সমন্বিত; মদন-গোপাল—শ্রীমদন-মোহন বিগ্রহের; গোবিন্দ-দেব—বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহের; তুষ্টয়ে—সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; চৈতন্য-অর্পিতম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্পিত; অস্তু—হোক; এতৎ—এই গ্রন্থ; চৈতন্য-চরিতামৃতম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময় লীলা সমন্বিত।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত শ্রীমদন-মোহনজী এবং শ্রীগোবিন্দজীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রচিত এই চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হল; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে তা অর্পিত হোক।

শ্লোক ১৫৬

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিত-রসজ্ঞ-রোলম্বম্ ।
গিরিধরচরণাম্ভোজং
কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥ ১৫৬ ॥

পরিমল—পরিমলের দ্বারা; বাসিত—সুবাসিত; ভুবনম্—সমগ্র জগৎ; স্ব-রস-উন্মাদিত—স্বীয় রসের দ্বারা উৎফুল্লিত; রস-জ্ঞ—ভক্তগণ; রোলম্বম্—ভ্রমরের মতো; গিরিধর-চরণ-অম্ভোজম্—গিরিধারীর শ্রীপাদপদ্ম; কঃ—কে; খলু—অবশ্যই; রসিকঃ—কৃষ্ণ-প্রেম রস আস্বাদনে অভিজ্ঞ; সমীহতে হাতুম্—পরিত্যাগ করার প্রয়াস করেন।

অনুবাদ

রসজ্ঞ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে স্বীয় রসের দ্বারা উন্মাদিত ভ্রমরের মতো। সেই পাদপদ্মের পরিমল সৌরভ সারা জগতকে সুরভিত করে। তা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেন?

শ্লোক ১৫৭

মৎপ্রাণসর্বস্বপদাব্জরেণো-
র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ ।
প্রাণোরুসর্বস্বপদাব্জরেণুং
শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥ ১৫৭ ॥

মৎ—আমার; প্রাণসর্বস্ব—প্রাণসর্বস্বের; পদাব্জ-রেণোঃ—চরণপদ্মরেণু; মৎ-ঈশ্বরী—আমার পরমেশ্বরী; শ্রীযুত-রাধিকায়াঃ—শ্রীমতী রাধিকার; প্রাণ-উরু-সর্বস্ব—আমার প্রাণেরও অধিক সর্বস্ব রূপ; পদাব্জ-রেণুম্—পাদপদ্মের রেণু; শ্রীশ্রীল-গোবিন্দম্—শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে; অহম্—আমি; প্রপদ্যে—প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

আমার প্রাণসর্বস্বের পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার—আমার প্রাণের অধিক ও সর্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যান পূর্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপত্তি করি।

শ্লোক ১৫৮

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে ।
সূর্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১৫৮ ॥

শাকে—শকাব্দে; সিন্ধু-অগ্নি-বাণেন্দৌ—১৫৩৭; জ্যৈষ্ঠে—জ্যৈষ্ঠ মাসে; বৃন্দাবন-অন্তরে—বৃন্দাবনের বনে; সূর্য-অহে—রবিবার; অসিত-পঞ্চম্যাম্—কৃষ্ণ-পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে; গ্রন্থঃ—গ্রন্থ; অয়ম্—এই (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত); পূর্ণতাম্—পূর্ণতা; গতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

বৃন্দাবনে ১৫৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, রবিবার, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

ইতি—'শিক্ষাষ্টকের অর্থ বর্ণন এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক তার আস্বাদন লীলা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

উপসংহার

আজ রবিবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই কার্তিক, ৪৮৮ গৌরাব্দ, কৃষ্ণপক্ষে শ্রীরমা একাদশী—আমার পরমারাধ্য গুরুদেব, পথপ্রদর্শক এবং সুহৃদ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজের মনোভীষ্ট অনুসারে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত হল। যদিও জাগতিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন এই জড়-জগত থেকে অপ্রকট হয়েছেন, তবুও আমি মনে করি যে তাঁর বাণীর মাধ্যমে তিনি সবসময় আমার কাছে উপস্থিত রয়েছেন। সঙ্গ দুই প্রকার—বাণীর মাধ্যমে এবং বপুর মাধ্যমে। বাণী মানে নির্দেশ, এবং বপু মানে দৈহিক উপস্থিতি। দৈহিক উপস্থিতি কখনও প্রকট এবং কখনও অপ্রকট, কিন্তু বাণী নিত্য বর্তমান। তাই দৈহিক উপস্থিতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে বাণীর যথাযথ সদ্-ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেমন, *ভগবদ্গীতা* শ্রীকৃষ্ণের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পাঁচ-হাজার বছর আগে এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানে জড়-জাগতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বপুর মাধ্যমে উপস্থিত নেই, কিন্তু *ভগবদ্গীতা* রয়েছে।

এই সম্পর্কে আমার ১৯২২ সালের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের কার্যকলাপ শুরু করার জন্য শ্রীধাম মায়াপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি উল্টাডাঙ্গায় একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, যখন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরলোকগত শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মল্লিকের প্ররোচনায় আমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের সঠিক তারিখটি আমার মনে নেই, কিন্তু তখন আমি কলকাতায় ডাঃ বোসের লেবরেটরীতে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমি নববিবাহিত, গান্ধি আন্দোলনে আসক্ত, খদ্দর পরিহিত যুবক। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারেই শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার উপদেশ দেন। কিন্তু যেহেতু তখন আমি ছিলাম মহাত্মা গান্ধির অনুগামী একজন ঘোর জাতীয়তাবাদী, তাই আমি তাঁকে বলেছিলাম বৈদেশিক পরাধীনতার বন্ধন থেকে আমাদের দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ কেউই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করবে না। তা নিয়ে তখন আমাদের একটু তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল; কিন্তু অবশেষে আমিই পরাস্ত হয়েছিলাম এবং পুনরপি হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীই কেবল দুর্দশাক্লিষ্ট মানব সমাজকে যথার্থ শান্তি প্রদান করতে পারে। আমি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ভার এমন একজন মানুষের কাছে এসেছে যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করবেন। আমি তখনই তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রচারকার্যে ব্রতী

হতে পারিনি। কিন্তু তাঁর নির্দেশ আমি নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিলাম এবং কিভাবে সেই নির্দেশ আমি পালন করব সেই চিন্তায় সবসময় মগ্ন ছিলাম, যদিও ব্যক্তিগতভাবে সেই কার্যসাধনে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এইভাবে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আমি গৃহস্থ জীবন-যাপন করেছি, এবং তারপর অবসর গ্রহণ করে বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছি। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমি বহুকাল ইতস্তত বিচরণ করেছি এবং তারপর ১৯৫৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি এবং আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের আদেশ পালনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েছি। ১৯৩৬ সালে, জগন্নাথপুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের ঠিক পূর্বে, আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে আমি তাঁর সেবা করতে পারি। তার উত্তরে, ১৯৩৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন, ঠিক আগের নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি করে, লিখেছিলেন, আমি যেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করি।

তাঁর অপ্রকটের পর, ১৯৪৪ সালে "ব্যাক টু গড়হেড্" নামক একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলাম। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন ম্যাগাজিন ছাপাবার পরিবর্তে গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করি। তিনি বলেছিলেন, ম্যাগাজিন অনেকে ফেলে দেয়, কিন্তু গ্রন্থ রেখে দেয়। তখন আমি *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুবাদ করার প্রয়াস করি। তার আগে আমি যখন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলাম, তখন আমি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* প্রায় ১,১০০ পৃষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ করেছিলাম; কিন্তু কোন না কোন ভাবে সেই পাণ্ডুলিপিটি চুরি হয়ে যায়। সে যাই হোক আমি যখন *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধ তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করি, তখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা চিন্তা করি। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়, ১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর আমি নিউ ইয়র্ক শহরে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই সময় থেকে আমি *শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা* এবং অন্য বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছি।

ইতিমধ্যে আমি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* অনুবাদ করে বিস্তারিত ভাষ্য সহ প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর শেষ জীবনের অবসর সময়ে বসে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করতেন। এটি ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। তিনি বলতেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন বিদেশীরাও *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করার জন্য বাংলা ভাষা শিখবে। এই গ্রন্থটির অনুবাদের কাজ আমি শুরু করেছিলাম প্রায় আঠার মাস আগে। এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে আমি আমার আমেরিকান শিষ্যদের ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে শ্রীমান্ প্রদ্যুম্ন দাস অধিকারী, শ্রীমান্ নিতাই দাস অধিকারী, শ্রীমান্ জয়াদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য অনেক ছেলে-মেয়েদের, যারা এই গ্রন্থটির রচনার কাজে, সম্পাদনার কাজে এবং প্রকাশনার কাজে আমাকে নিষ্ঠাভরে সাহায্য করেছে।

আমি অনুভব করি যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমার

হৃদয়ে বিরাজ করে সর্বদা আমার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং আমাকে পরিচালিত করছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।'* পারমার্থিক অনুপ্রেরণা আসে হৃদয় থেকে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে তাঁর পার্ষদ এবং ভক্ত পরিবৃত হয়ে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, যা কিছু আমি অনুবাদ করেছি তা আমার গুরুমহারাজের অনুপ্রেরণার ফলেই কেবল সম্ভব হয়েছে, কেননা ব্যক্তিগতভাবে, এই অসাধ্য কার্যটি সাধন করতে আমি সবচাইতে নগণ্য এবং অযোগ্য। আমি নিজেকে একজন পণ্ডিত বলে মনে করি না, কিন্তু আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সেবায় আমার পূর্ণবিশ্বাস রয়েছে। এই অনুবাদের কাজে আমার যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তা সবই তাঁরই প্রাপ্য। আমার গুরুমহারাজ যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আজ এক মহা আনন্দের দিন হত, কিন্তু তাঁর বপু প্রকট না থাকলেও, আমি জানি যে এই অনুবাদের কাজে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ পালন করার জন্য আমরা "আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ" (International Society for Krishna Consciousness) প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমি কামনা করি সারা পৃথিবীর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ যেন এই অনুবাদটি আস্বাদন করেন। মহা আনন্দ সহকারে আমি পাশ্চাত্যের সমস্ত বিদগ্ধ পণ্ডিতদের আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা আমার রচনার প্রতি এত আকৃষ্ট যে ভবিষ্যতে আমার যত গ্রন্থ প্রকাশ হবে সেগুলি গ্রহণ করার জন্য তাঁরা এখনই আবেদন করে রেখেছেন। এই উপলক্ষে তাই আমি আমার শিষ্যদের অনুরোধ করছি, তারা যেন পূর্ণ উদ্যম এবং নিষ্ঠাসহকারে আমার এই কাজে সহযোগিতা করে, যাতে সারা পৃথিবীর দার্শনিক, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক এবং জনসাধারণ *শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* মতো অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী পাঠ করে তাদের পরম কল্যাণ সাধন করতে পারে।

ইতি—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য। ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৪, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, হরেকৃষ্ণ ল্যাণ্ড, জুহু, বম্বে।

অনুক্রমণিকা

(সংস্কৃত শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অনুক্রমণিকা

(বাংলা শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

এ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

প

ফ

ব

ম

য

র

ল

শ

হ

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত

এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।